পরমহংসোপনিষৎ

সন্ন্যাসোপনিষৎ

নীলরুদ্রোপনিষৎ

চূলিকোপনিষৎ

আরুণেয়োপনিষৎ

কঠশ্রুত্যুপনিষৎ

মূল্য ৸৵০ বার আনা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক মুদ্রণ-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

পরমহংসোপনিষৎ।

———o*o———

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোহয়ং মার্গঃ? তেষাং কা স্থিতিঃ? ইতি নারদো ভগবন্তমুপগম্যোবাচ। তং ভগবানাহ ॥ ১ ॥

পরমহংসলক্ষণ ও সন্ন্যাসলক্ষণ এই দুইটি বিষয় সন্ন্যাসোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, আর হংসোপনিষদে যোগলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অধুনা প্রাপ্তযোগ জ্ঞানী ব্যক্তি ইহধামে কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে, এই সংশয় হইতেছে। ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, তাহার ভাষা কি প্রকার? হে কেশব! যে ব্যক্তি সমাধিস্থ, তাঁহারই বা ভাষা কি প্রকার?

যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, তিনি কি প্রকার ভাষা প্রয়োগ করেন, কি প্রকারে অবস্থিতি করেন এবং কীদৃশ স্থলে গমন করেন? স্থিতপ্রজ্ঞগণের যথেচ্ছাচার দেখিয়া তাহাদিগের পামরত্বশঙ্কা জন্মিলে মহা প্রত্যবায়ের সম্ভব, সুতরাং পরমহংসগণের স্বরূপজ্ঞানার্থ পরমহংসোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।—চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। যাঁহার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, তাঁহাকেই যোগী বলা যায় এবং যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই পরমহংসপদবাচ্য। এই পরমহংসগণের মধ্যে নিরুদ্ধমনা ব্যক্তি বিমুক্তিদশায় অণিমাদি সিদ্ধিবিষয়ে আসক্ত হইয়া, কেহ আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন এবং কেহ বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন; এই জন্যই পরমহংসপদাশ্রয় কর্ত্তব্য। পরমহংসগণ বিবেকবলে ঐশ্বর্য্যের অসারতা বুঝিয়া তাহা হইতে বিরক্ত হন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, চিদাত্মার শক্তি নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং ঐন্দ্রজালিকবৎ সংসারে জ্ঞানিবৃন্দের কুতূহল জন্মে না। যিনি পরমহংস, তিনি বিদ্যাপ্রভাবে যে বিধিনিষেধ অতিক্রম করেন, তাহাতে শিষ্টবিজ্ঞান হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, কলিযুগে সকলেই বাক্যে ব্রহ্ম বলিবে, কিন্তু তাহারা শিশ্নোদরনিরত হইয়া ব্রহ্মানুষ্ঠান করিবে না। এই জন্যই যোগী পরমহংসগণের পন্থা কি, এই প্রকার প্রশ্ন

হইয়াছে। অধিকন্তু অধিকারপ্রাপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই যোগ ; অতএব যোগী ও পরমহংস এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত ও অসঙ্গ, তাদৃশ যোগী পরমহংসগণের পন্থা কি ? ইহাই প্রশ্ন। বশিষ্ঠসংহিতায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত আছে যে, বশিষ্ঠ-সকাশে মৈত্রেয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে অগ্রণী ; অতএব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কি আতিশয্য আছে, তাহা বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের কোন বিষয়ে বিশেষ আসক্তি জন্মে না, তাঁহারা নিত্য সন্তুষ্ট, প্রসন্নচিত্ত এবং নিরন্তর আত্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করে। যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ এবং যোগসিদ্ধ, তাঁহারা যে গগনপথে গমন করিতে সমর্থ হন, ইহা বিচিত্র নহে। জীবন্মুক্তের ইহাই বিশেষ যে, তাঁহারা মূঢ়বুদ্ধিগণের সদৃশ নহেন, জীবন্মুক্তেরা সকল বিষয়ে আস্থা পরিহার পুরঃসর নিয়ত নির্ব্বিষণ্ণচিত্তে থাকেন। আর ইহাই জ্ঞানিবৃন্দের বিশেষ চিহ্ন যে, তাঁহাদিগের সংসার-মায়া ও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়াছে ; কিন্তু মূঢ়মতি ব্যক্তিগণের মদনকোপ, বিষাদ, মোহ ও লোভাদিহেতু সর্ব্বদাই লঘুত্ব প্রকাশিত হয়। অধুনা যোগী পরমহংসগণের পন্থা কিরূপ, তাঁহারা কি প্রকারে অবস্থান করিবেন, ইহা ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার ঋষির সকাশে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ সনৎকুমার দেবর্ষির শোকবিদূরণার্থ বলিতেছেন ॥ ১ ॥

যোঽয়ং পরমহংসমার্গো লোকেষু দুর্লভতরো ন তু বাহুল্যোঽপি যদ্যেকোঽপি ভবতি স এব নিত্যপূতস্থ ইতি স এব বেদপুরুষ ইতি বিদুষো মন্যন্তে ॥ ২ ॥

উল্লিখিত প্রশ্নে শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ প্রশংসাবাদ হইতেছে। —যে পরমহংসপথ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা লোকে অতি দুষ্প্রাপ্য। যখন এই পরমহংসপথ অতি দুষ্প্রাপ্য হইল, তখন লোকের অনাদর জন্মিতে পারে, কেন না, যে অর্থ অতি কষ্টসাধ্য, তাহা অনর্থমধ্যে গণনীয়। ফলতঃ ইহার যদিও বাহুল্য হউক, তথাপি অনাদরণীয় নহে। সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যত্ন-বান্ হয়, পরন্তু সেই যত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিমাত্র আমাকে প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এই ন্যায়ানুসারে এক ব্যক্তিও যদি কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই উক্ত উপদেশ অন্বর্থ বলিয়া বোধ করা যায়। জাবালোপনিষদে বিবৃত আছে যে, সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক ইত্যাদি মহাত্মারাই পরমহংস। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার এবং কেহ কেহ অনুন্মত্ত আর কেহ কেহ উন্মত্তবৎ। উক্ত পরমহংসগণের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই নিত্য পূতস্থ, অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ হয়

এবং সে যে কেবল যোগী ও পরমহংস, তাহা নহে, বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মপুরুষস্বরূপও হইতে পারে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ব্রহ্মানুভব দ্বারা চিত্তবিশ্রান্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃকই উক্ত মত অনুমোদিত হইয়াছে। অন্যান্য মনীষীরাও উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন। স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে, যিনি দর্শনস্পর্শনাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মস্বরূপে বিদ্যমান, তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

মহাপুরুষো যচ্চিত্তং তৎ সদা ময্যেবাবতিষ্ঠতে তস্মা-দহঞ্চ তস্মিন্নেবাবস্থীয়তে ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমহংসগণের স্থিতি কি প্রকার? তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহার মন আমাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে সংসারগোচর মনোবৃত্তি-সমূহের নিরোধহেতু আত্মাতে স্থাপনপ্রযুক্ত ভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে স্বীয় অনুভব দ্বারা পরামর্শ পূর্ব্বক "আমাতে" এই প্রকার ব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু যোগী ব্যক্তি আমাতে মনোনিবেশ করে, অতএব আমিও পরমাত্মস্বরূপে সেই যোগীতে প্রকাশিত হইয়া অবস্থান করি ॥ ৩ ॥

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরস্যোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ ॥ ৪ ॥

অতঃপর পূর্ব্বজিজ্ঞাসিত পন্থা উপদেশ করিতেছেন।— জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ জ্ঞানবান্ ছিলেন, পরমহংস ব্যক্তি তদ্রূপ গৃহস্থাবস্থাতেই জ্ঞানবান্ হইয়া চিত্তবিশ্রান্তি-বৃদ্ধির জন্য স্বপুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব, শিখা, যজ্ঞোপবীত, যাগ, স্বাধ্যায়াদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বসম্বন্ধ বিসর্জ্জন করিয়া দেহের উপযোগার্থ এবং লোকোপকারার্থ দণ্ড, কৌপীন ও আচ্ছাদন ধারণ করিবে। জ্ঞানিবৃন্দের অর্থসিদ্ধির জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ হইলেও জ্যোতিষ্টোমযাগে "কৃষ্ণবিষাণদ্বারা কণ্ডুয়ন করিবে" প্রভৃতি প্রতিপত্তিবৎ ইহাকে লৌকিক ও বৈদিকত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি এ কথা বল, অধুনা 'জ্ঞানামৃত-সন্তুষ্ট কৃতকৃত্য ব্যক্তির কোন কর্ত্তব্য নাই এবং যে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বশীভূত, তিনি তত্ত্বজ্ঞ নহেন' এই স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা নহে, কেন না, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও যে ব্যক্তির চিত্তবিশ্রান্তি ঘটে নাই, তাহার মন পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং বিশ্রান্তির জন্য কর্ত্তব্যকার্য্যের সদ্ভাবে কৃতকৃত্যতা হইতে পারে না; অতএব চিত্তবিশ্রান্তির অন্তরায় কারণই

দৃষ্টফল এবং তাহার সম্ভাবহেতু শ্রবণাদি বিধির ন্যায় নানা দৃষ্টফল কল্পনা হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানাভিলাষীর ন্যায় জ্ঞানী গৃহস্থ ব্যক্তিও নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, উপবাস ও জাগরণাদি কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এখানে বন্ধাদিশব্দে ভৃত্য, পশু, ক্ষেত্রাদিলৌকিকপরিগ্রহাদি এবং "শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ" প্রভৃতি চকারে তদর্থোপযুক্ত পদবাক্যপ্রমাণ শাস্ত্র, বেদের পোষক ইতিহাস-পুরণাদি গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঔৎসুক্য দূর করিবার অন্য প্রয়োজন কাব্যনাটকাদি শাস্ত্রেরও ত্যাগ বুঝিতে হইবে আর সর্ববকর্ম্মশব্দে লৌকিক, বৈদিক, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিদ্ধ কাম্যকর্ম্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। পুত্রাদি বিসর্জ্জন করিলেই ঐহিকভোগেরও বিসর্জ্জন হইল। আর সর্ববকর্ম্ম বিসর্জ্জন করিলেই চিত্তবিক্ষেপকারিণী পরকালের ভোগাশার বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ড-বিসর্জ্জন করিলে ব্রহ্মাণ্ডলাভের কারণস্বরূপ বিরাট্ পুরুষের উপাসনারও ত্যাগ হয় এবং অব্যাকৃত আত্মলাভের হেতুস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের আরাধনা থাকে না। আর "আচ্ছাদনঞ্চ" এই চকারদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরমহংসবৃন্দ পাদুকাগ্রহণ করিতে পারে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, পরমহংস ব্যক্তি কৌপীনদ্বয়, বস্ত্র, শীত-নিবারিণী কন্থা এবং পাদুকাগ্রহণ করিবে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। কৌপীন গ্রহণ

করার কারণ এই যে, উহা দ্বারা লজ্জাদি নিবারণ হয়, এইমাত্র স্বদেহের উপভোগ। দণ্ডধারণ করার হেতু এই যে, উহা দ্বারা গোসর্পাদির দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। আচ্ছাদনশব্দে শীতবস্ত্রাদি ধারণ করিবে এবং পাদুকাগ্রহণ করিলে উচ্ছিষ্টদেশ-স্পর্শাদির নিবারণ হইয়া থাকে। দণ্ডাদি ধারণ করিলে যদি লোকে বিবেচনা করে যে, এই ব্যক্তি উত্তমাশ্রমী, তাহা হইলে তাহাকে প্রণাম ও ভিক্ষাদানের ইচ্ছা হয়; সুতরাং লোকের পুণ্য জন্মে, ইহাই লোকোপকার। আর সন্ন্যাসগ্রহণে শিষ্টাচাররক্ষণও হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কো মুখ্যঃ? ইতি চেদয়ং মুখ্যো ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখং ন যজ্ঞোপবীতং ন স্বাধ্যায়ং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন চ শীতং ন চোষ্ণম্ ॥ ৫ ॥

পরমহংসগণের কৌপীনাদিগ্রহণের অনুকল্পত্ব প্রতিপাদনাভিলাষে কৌপীনাদি পরিগ্রহের মুখ্যত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন।—পরমহংস যোগিগণের কৌপীনাদিগ্রহণ মুখ্যকল্প নহে, উহা অনুকল্প, পরন্তু সন্ন্যাসিবৃন্দের দণ্ডধারণই মুখ্য, সুতরাং দণ্ডপরিত্যাগ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বদাই দণ্ডাত্মসংযোগ কর্ত্তব্য, ক্ষণকালও দণ্ডবিসর্জ্জন করিয়া গমন করিবে না।

বিশেষতঃ "দণ্ডত্যাগে শতং চরেৎ" প্রভৃতি প্রমাণে দণ্ডত্যাগে শতবার প্রাণায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্তস্মরণ আছে। যদি বল, পরমহংস যোগিবৃন্দের মুখ্য কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—ইহাই পরমহংসগণের মুখ্য যে, পরমহংস যোগী ব্যক্তি দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায় ও আচ্ছাদন নিরুদ্ধ করিয়া গমন করিবে না। বালকেরা যেরূপ যৎকালে, ক্রীড়াতে আসক্ত থাকে, তখন তাহাদিগের শীতাদি বোধ থাকে না, তদ্রূপ যোগিগণ নিরন্তর পরমাত্মাতে আসক্ত থাকে; সুতরাং যোগী পরমহংসের শীত, উষ্ণ ও বর্ষাদির বোধ থাকে না; অতএব তাহাদের শীতাদিনিবারণ নিমিত্ত সুখভোগ হয় না॥ ৫॥

ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানঞ্চ ষড়ূর্ম্মিরহিতং ন শব্দং ন স্পর্শং ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনোঽপ্যেবং নিন্দা-গর্ব্ব-মৎসর-দম্ভ-দর্পেচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-রোষ-লোভ-মোহ-মদ-হর্ষাসূয়াহঙ্কারাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে॥ ৬॥

পরমহংসগণের সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান নাই, কেহ স্তুতিবাদ করিলেও তাঁহারা প্রীত হয়েন না, বা তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেও বিষণ্ণ হয়েন না, আর যখন তাঁহারা আত্মাতিরিক্ত পুরুষান্তর স্বীকার করেন না, তখন

তাঁহাদিগের কি মান কি অপমান সকলই সমান। আর তাঁহাদিগের শত্রু, মিত্র, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাবও নাই এবং ষড়ূর্ম্মি, (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু) ইহাদিগের কিছুই পরমহংস যোগিগণের লক্ষ্য হয় না, কেন না, ক্ষুত্তৃষ্ণা দেহধর্ম্ম এবং যোগিবৃন্দ আত্মনিষ্ঠ; সুতরাং তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসাদি না থাকাই উচিত। আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মল, এই সমস্তও পরমহংসদিগের সমান। সমাধিসময়ে যোগিগণের শীতাদি না থাকিলেও উত্থান-দশাতেও সংসারিবৎ নিন্দাদিক্লেশ বিঘ্নসম্পাদন করিতে পারে না, যেহেতু, তাঁহারা নিন্দা, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দর্প, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, রোষ, মোহ, মদ, হর্ষ, অসূয়া ও অহঙ্কারাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। পরমহংসগণ অবিরোধী পুরুষ, তাঁহাদিগের রোষ ও মদসম্ভব নাই, অর্থাৎ নিজ মাহাত্ম্যের যে দোষোক্তি, তাহাই নিন্দা; আমি অন্য হইতে অধিক, এই প্রকার চিত্তবৃত্তিই গর্ব্ব, আমি বিদ্যা ও ধনাদিদ্বারা অমুকের তুল্য হইব, এই প্রকার বুদ্ধিই মাৎসর্য্য; পরের নিকট জপধ্যানাদি-প্রদর্শনই দম্ভ; তিরস্কারাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দর্প; ধনাদির বাসনাই ইচ্ছা; শত্রুনাশাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দ্বেষ; অনুকূল দ্রব্যপ্রাপ্তি হইলে যে বুদ্ধির স্বাস্থ্য, তাহাই সুখ; ইহার বিপরীতই দুঃখ; স্ত্রীপ্রভৃতির বাসনাই কাম; অভীস্ট অর্থের

নাশজন্য যে বুদ্ধির চপলতা, তাহাই ক্রোধ; প্রাপ্তধনত্যাগে যে অসহিষ্ণুতা, তাহাই লোভ; হিতে অহিতবুদ্ধি এবং অহিতে হিতবুদ্ধিই মোহ; চিত্তস্থিত সন্তোষপ্রকাশক মুখ-বিকাশাদিহেতু যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই হর্ষ; পরগুণে যে দোষপ্রদর্শন, তাহাই অসূয়া; দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আত্মত্বভ্রম, তাহাই অহঙ্কার। পূর্ব্বকথিত বাসনাক্ষয়াভ্যাস দ্বারা এই সমস্ত নিন্দাদি পরিহার পুরঃসর যোগিবৃন্দ অবস্থান করেন। যোগিগণের শরীর বিদ্যমান আছে; সুতরাং কি প্রকারে তাঁহারা নিন্দাদি বিসর্জ্জন করিতে পারেন? এই আশঙ্কানিরাসার্থ বলিতেছেন।—যোগিবৃন্দ নিজ দেহকে মৃতবৎ দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিন্দাদিত্যাগে কোন বাধা নাই। পূর্ব্বে যে দেহকে আত্মীয়জ্ঞান করিতেন, যোগসিদ্ধির পর তাঁহারা চৈতন্যস্বরূপ হইয়া সেই দেহকে শববৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেরূপ লোকে স্পর্শভয়ে দূর হইতে শব দর্শন করে, যোগীরা তদ্রূপ দেহে আত্মবৃত্তি হয়, এই আশঙ্কায় দেহকে শববৎ তুল্য বোধে আত্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যতস্তদ্বপুধ্বস্তং সংশয়-বিপরীত-মিথ্যাজ্ঞানানাং যো হেতুস্তেন নিত্যনিবৃত্তঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পরমহংস যোগিবৃন্দ দেহকে শবতুল্য বোধ করেন। এই শ্রুতিতে তাহার

হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।—যেহেতু, উক্ত দেহ চিদাত্মভাব হইতে নিরাকৃত; সুতরাং চৈতন্যভ্রষ্ট শরীরের শবতুল্যতাই সঙ্গত; কাজেই দেহবিদ্যমানেও নিন্দাদিত্যাগ ঘটিতে পারে। যেরূপ উৎপন্ন দিগ্‌ভ্রম সূর্য্যোদয়দর্শনে নিবৃত্ত হইলেও কদাচিৎ তাহার অনুবর্ত্তন হয়, তদ্রূপ চিদাত্মাতে সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইলে নিন্দাদির প্রসঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলা যাইতেছে।—আত্মা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট অথবা কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মশূন্য প্রভৃতি সংশয়জ্ঞান এবং দেহাদিরূপই আত্মা, অথবা তাহার বিপরীত। ইহাদিগের হেতু চারি প্রকার। "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখ্যাতিরবিদ্যা" এই পাতঞ্জলসূত্রেই ইহা প্রদর্শিত আছে, অর্থাৎ অনিত্য পর্ব্বত, নদী, সমুদ্রাদিতে নিত্যত্বভ্রান্তিই প্রথম হেতু, অশুচি পুত্রকলত্রাদিতে শুচিভ্রম দ্বিতীয় হেতু, দুঃখাত্মক কৃষিবাণিজ্যাদিতে সুখভ্রম তৃতীয় হেতু আর গৌণাত্মা পুত্রাদি এবং অন্নময়াদিকোষে মুখ্যাত্মত্বভ্রমই চতুর্থ হেতু। এই সমস্ত সংশয়াদির হেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের আচ্ছাদক অজ্ঞান ও বাসনা, মহাবাক্যার্থজ্ঞানে এই অজ্ঞানের নাশ হয় এবং যোগাভ্যাসে বাসনার শান্তি হইয়া থাকে। যোগিগণের ভ্রান্তির অভাবনিবন্ধন কোন প্রকারেও তাহাদিগের সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ এই দুইটি সংশয়াদির হেতু যে অজ্ঞান ও বাসনা, যোগিগণের এই দুইটি হেতুই নিবৃত্ত আছে। যোগিবৃন্দের

অজ্ঞান ও বাসনার নিবৃত্তি নিরন্তরই থাকে ; সুতরাং পুনরায় সেই অজ্ঞান ও বাসনার উদ্ভব অসম্ভব। অতএব বুঝা গেল যে, পরমহংস যোগী নিরন্তর অজ্ঞানশূন্য ॥ ৭ ॥

তন্নিত্যবোধঃ তৎস্বয়মেবাবস্থিতিরিতি ॥ ৮ ॥

অতঃপর যোগী পরমহংসবৃন্দের যে বাসনা ও অজ্ঞান নিরন্তর নিবৃত্ত থাকে, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।— পরমাত্মাতেই যোগিবৃন্দের নিত্যজ্ঞান আছে, তাঁহারা "যোগী হি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" এই শাস্ত্রানুসারে যোগবলে চিত্তবিক্ষেপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা করিয়া থাকেন ; সুতরাং যোগিবৃন্দের জ্ঞানের নিত্যতা বুঝিতে পারা যায় এবং জ্ঞানের নিত্যতা হেতু জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান ও বাসনার নিত্যনিবৃত্তি হইতে পারে ; সুতরাং যিনি বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম, তৎস্বরূপ স্থির করিয়া তাঁহাদিগের অবস্থিতি হয়, তাঁহারা নিরন্তর পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৮ ॥

তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘন এবাস্মি তদেব মে পরমং ধাম তদেব শিখা চ তদেবোপবীতঞ্চ যদা পদে নিত্যপূতস্থঃ তদেবাবস্থানম্ ॥ ৯ ॥

যে পরমাত্মা শান্ত (রোষাদিবিক্ষেপশূন্য), অচল (গমনাগমনাদিক্রিয়াবিহীন) এবং অদ্বয়, (স্বগত স্বজাতীয়

ও বিজাতীয় ভেদশূন্য) সেই সচ্চিদানন্দই একরসস্বরূপ; আমিই সেই পরমাত্মা এবং সেই ব্রহ্মই মদীয় শ্রেষ্ঠ ধাম, পরমহংসবৃন্দ এই প্রকার চিন্তা করিবে। অতঃপর পরমহংসগণের আচারত্যাগে দোষ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন।—জ্ঞানই পরমহংসগণের শিক্ষা,জ্ঞানই যজ্ঞোপবীত এবং জ্ঞানই কর্ম্মাঙ্গমন্ত্র ও ব্রহ্ম। "সশিখং বপনং কৃত্বা" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মোপনিষদে আথর্ব্বণিকগণকর্ত্তৃক কেবল জ্ঞানই স্বীকৃত হইয়াছে। সেই জ্ঞান সঞ্চিত হইলেই যোগিবৃন্দ নিত্যপূতস্থ, অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহাই জ্ঞানিগণের অবস্থান ; কিন্তু এই গ্রন্থ শিষ্টদিগের আদরণীয় নহে ॥ ৯ ॥

পরমাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ যা সা সন্ধ্যা। সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যাজ্যাদ্বৈতে পরমস্থিতিঃ ॥১০ ॥

এক্ষণে সন্ধ্যালোপে দোষ আশঙ্কা করিয়া বলা যাইতেছে।—জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানে উভয়ের যে পার্থক্য, তাহাই সন্ধ্যা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগের যে ভেদবোধ, এই একত্ববুদ্ধিই জীব ও ব্রহ্মের সন্ধিতে জাত; সুতরাং ইহাই দিবারাত্রির সন্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান সন্ধ্যাক্রিয়ার তুল্য; অতএব পরমহংসগণের বাহ্যসন্ধ্যা-বিসর্জ্জনে প্রত্যবায় নাই। পরমহংসগণের মার্গ

কি ? "স্বপুত্র" প্রভৃতি বাক্যে তাহার উত্তর কথিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের স্থিতি কিরূপ ? "মহাপুরুষ"প্রভৃতি বাক্যে তাহারও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, অধুনা তাহাই সবিস্তার উপসংহার করিতেছেন।—ফলতঃ পরমহংসবৃন্দ যাবতীয় কাম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অদ্বৈত পরমাত্মাতে অধিষ্ঠান করিবে। কামনা বিদ্যমান থাকিলেই রোষলোভাদির উৎপত্তি হয়, সুতরাং কামনাবিসর্জ্জনে সমস্ত চিত্তদোষই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ; অতএব বাজসনেয়ীরা বলিয়া থাকেন যে, কামময়ই পুরুষ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ ॥
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্।
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ ॥ ১১ ॥

পরমহংসগণের কর্ম্মমার্গবিসর্জ্জনে দোষ না হইলেও চতুর্থাশ্রমবিহিত লিঙ্গত্যাগে দোষ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন।—ত্রিদণ্ডিগণের তিন প্রকার দণ্ড আছে ;—বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড। একদণ্ডীদিগের দণ্ড দুই প্রকার ;— জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ড। দক্ষ ইহাদিগের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, বাগ্দণ্ডে মৌন অবলম্বন করিবে, কাষ্ঠদণ্ডে ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিবে এবং মানসদণ্ডে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। বাগাদির দমনহেতু মৌনাদিকে

যেরূপ দণ্ড বলা যায়, তদ্রূপ জ্ঞানই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্য্যের দমনহেতু জ্ঞানের দণ্ডত্ব হইতেছে। যে পরমহংস এই জ্ঞানদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম মুখ্যদণ্ডী। চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা জ্ঞানদণ্ডের বিস্মৃতি হইতে পারে, এই জন্য জ্ঞানদণ্ডের স্মারকস্বরূপ কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করে ইহা জানিয়াও যে পরমহংস কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বেশকরণার্থ কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করেন, সেই পরমহংস নানাপ্রকার যাতনোপেত ঘোর মহারৌরবনামক নিরয়ে নিমগ্ন হন। যে হেতু, পরমহংসবৃন্দ বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যজ্ঞান ত্যাগ করত সকলই আহার করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার বেশাদি করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দণ্ডধারণ সর্ব্বথা নিন্দিত। যিনি এই প্রকার জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের উত্তমতা-ধমতা বুঝিয়া কেবল জ্ঞানদণ্ডই গ্রহণ করেন, তিনিই মুখ্য পরমহংসপদবাচ্য ॥ ১১ ।

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্ব্বষট্কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ ॥ ১২ ॥

পরমহংস যোগিবৃন্দের. কাষ্ঠদণ্ডধারণ না হইলেও তাঁহাদিগের অপরাপর আচরণ কি প্রকার, এই আশঙ্কা-নিরাসার্থ বলা যাইতেছে।—পরমহংসগণ নগ্ন হইয়া থাকিবে এবং তাঁহারা প্রণাম করেন না। শ্রুতিতে কথিত আছে

যে, পরমহংসগণ নির্নমস্কার ও নিঃস্তুতি। আর শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াতেও তাঁহাদিগের স্বধাশব্দ উচ্চারণ করিতে নাই; অন্যে তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে তাঁহাদিগের কষ্টের শান্তি হয় এবং তাঁহারা কাহারও নিন্দা বা স্তুতিবাদ করিবেন না; বষট্কার উচ্চারণেও তাঁহারা অধিকারী নহেন। পরমহংস ভিক্ষুকেরা কোন নিয়মের বশীভূত হইবেন না॥ ১২॥

নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্ নাপৃথক্ নাহং ন ত্বম্ ন সর্ব্ব-ঞ্চানিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকনঞ্চ॥ ১৩॥

পূর্ব্বকথিত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, "পরমহংস যোগিবৃন্দের কোন নির্ব্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোন নিয়-মের বশীভূত নহেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারী; ভিক্ষাচরণ, জপ, শৌচ, স্নান, ধ্যান, দেবার্চ্চন, এই ষট্কর্ম্ম রাজদণ্ডের ন্যায় পরমহংসগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগের ভিক্ষাচরণাদি নির্ব্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। অধুনা মুখ্যের ভেদদর্শিত্বহেতু তাহাও সম্ভবিতেছে না। এই অভি-প্রায়ে বলিতেছেন।—পরমহংস যোগিগণের আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই, মন্ত্র নাই এবং ধ্যান বা উপাসনা কিছুই নাই। ধ্যানশব্দার্থ স্মরণ এবং উপাসনাশব্দার্থ পরিচর্য্যা;

সুতরাং ধ্যান ও উপাসনার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পরমহংসবৃন্দের যেরূপ স্তুতিনিন্দাদি লৌকিক ধর্ম্ম নাই, তদ্রূপ দেবার্চ্চনাদি শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম এবং তত্ত্বমস্যাদি জ্ঞানশাস্ত্রীয় ধর্ম্মও নাই। সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ তৎ-পদের লক্ষ্য এবং শরীরাদিবিশিষ্ট চৈতন্য ত্বং-পদের বাচ্য, এই প্রকার লক্ষ্যালক্ষ্যও তাঁহাদিগের নাই, অর্থাৎ যোগিগণ লক্ষ্যালক্ষ্যব্যবহার পরিত্যাগ করেন। চিৎপদার্থ জড় হইতে পৃথক্ ইত্যাদি প্রকারে তাঁহাদিগের পৃথক্ অপৃথক্ বোধ নাই, আর স্বশরীরনিষ্ঠবাচ্য অহং এবং পরশরীরনিষ্ঠবাচ্য ত্বং পদার্থ, এই প্রকার বোধও পরমহংসগণের থাকে না। যেহেতু, তাঁহাদিগের মন ব্রহ্মে বিশ্রান্ত থাকে; সুতরাং সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই প্রকার জ্ঞানও পরমহংসগণের অসম্ভব। তাঁহারা সর্ব্বদা বাসার্থ কোন আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, নিয়ত অনাশ্রয়ে অবস্থিতি করিবেন। যদি তাঁহারা সর্ব্বদা বাসের জন্য কোন মঠাদি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সেই মঠে মমতা জন্মে এবং সেই মঠের হ্রাসবৃদ্ধিতে মনের বিক্ষেপ হইতে পারে। এই প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য নহে, কেন না, তাহাতে মমতা জন্মিলে মনের চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে; সুতরাং যোগী পরমহংসবৃন্দ ভিক্ষাচরণ ও আচমনার্থ সুবর্ণরৌপ্যাদি পাত্র গ্রহণ করিবেন না। যম বলিয়াছিলেন যে, কাঞ্চননির্ম্মিত পাত্র ও কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত পাত্র

যতিগণের পক্ষে অপাত্রমধ্যে গণনীয় ; অতএব জ্ঞানী ভিক্ষুক-বৃন্দ তাহা পরিত্যাগ করিবেন ; আর পরমহংস যোগিগণ লোক পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ শিষ্যাদিগ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ অথবা তাঁহারা জনসমাজে গমন করিবেন না, পরন্তু নিকটে কোন ব্যক্তি সমাগত হইলেও তাঁহারা সে লোকের প্রতি নেত্রপাত করিবেন না ॥ ১৩ ॥

অথাবলোকনমাত্রেণ অবাধক ইতি চেৎ তদ্‌বাধকো-ঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কসো ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং যো ন দৃষ্টঞ্চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তন্তে ॥ ১৪ ॥

ইত্যগ্রে যোগিগণের লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারবশতঃ বাধকসমূহের ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অত্যন্ত বাধক প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার বর্জ্জন কথিত হইতেছে।—যদিও পরমহংসগণের বাধকসম্ভব আছে বটে, তথাপি তাঁহারা দর্শনমাত্রই অবাধক হইতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা দর্শনমাত্র সকল বিঘ্ন দূর করিতে সমর্থ হন। হিরণ্যাদিই যোগিগণের যোগসাধনে বিশেষ বাধক, তাহাতেও যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে সমর্থ হয় না। যোগীরা কাঞ্চনের

বাসনা করিয়া তাহা দর্শন করিলে তাঁহারা ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, অন্য সকলই মিথ্যা, এই প্রকার অস্বীকারেই ব্রহ্মহত হইতেছেন। হিরণ্যের প্রতি আদর করিলেই তাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি "ব্রহ্ম নাই" এই প্রকার বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে হিংসা করেন এবং যিনি অভূত ব্রহ্মবাদী, এই তিন জনই ব্রহ্ম-হত্যাকারী বলিয়া কথিত। কিংবা যে পরমহংস কাঞ্চনের আদর করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপভাগী হইয়া নিরয়ে নিমগ্ন হন। যে যোগী কাঞ্চনের প্রতি আদর করিয়া তাহা স্পর্শ করেন, তিনি চণ্ডাল সদৃশ হন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যে ভিক্ষু সজ্ঞানে রেতস্ত্যাগ করেন এবং যিনি দ্রব্য সংগ্রহ করেন, এই দুই প্রকার ভিক্ষুই নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। আর যে পরমহংস কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, তিনি আত্মহত্যাপাপে নিমগ্ন হন, অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মার হিরণ্যসঙ্গিত্বহেতু ভোক্তৃত্ব-স্বীকার করেন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি একরূপে বিদ্যমান, আত্মাকে অন্যরূপে প্রতিপাদন করেন, সেই আত্মা-পহারী তস্কর কি পাপ না করিতে পারে? শ্রুতিও আত্ম-হত্যাকারীর অন্ধতামিস্র নামক নিরয় নিরূপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মহত্যাকারী, তাঁহারা ইহধাম হইতে পরধামে যাইয় সূর্য্যবিহীন এবং তমসাচ্ছন্ন স্থানে গমন

করে। আর যে সমস্ত যোগী কাঞ্চনপ্রাপ্তিকামনায় তাহা দর্শন করেন না, স্পর্শ করেন না, গ্রহণ করেন না, বাসনা করেন না, পরন্তু কাঞ্চনের দর্শন, স্পর্শন ও গ্রহণের ন্যায় বাসনাপূর্ব্বক কাঞ্চনবৃত্তান্ত শ্রবণ, তাহার গুণকথন এবং তাহার ক্রিয়াদি ব্যবহারও পাপহেতু; সুতরাং হিরণ্য-ত্যাগী ব্যক্তিরাই সর্ব্বকাম-বিশিষ্ট হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

দুঃখেনোদ্বিগ্নঃ সুখে নিস্পৃহঃ ত্যাগো রাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন প্রমোদঞ্চ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে জ্ঞানে স্থিরস্থঃ য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে স এব যোগী চ স এব জ্ঞানী চ ॥ ১৫ ॥

স্থিতপ্রজ্ঞত্বই কামনাবিনাশের ফল বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ যিনি দুঃখে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং সুখে কামনা করেন না, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। সুখ ও দুঃখে যিনি চঞ্চল হন না, সুতরাং সুখদুঃখের সাধনও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। পরমহংসবৃন্দ ফলানপেক্ষী হেতু ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন বস্তুতে আসক্তি বিসর্জ্জন করেন,যেহেতু,তাঁহারা শুভাশুভ সমস্ত বিষয়েই বাসনাহীন। যাঁহারা আসক্তি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কোন প্রতিকূল দ্রব্য দেখিয়া হিংসা করেন না এবং অনুকূল দ্রব্যেও তাঁহাদের আনন্দবোধ হয় না। তাঁহাদিগের যাবতীয়

ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়, অর্থাৎ সুখসাধনে বা দুঃখদূরী-করণে যোগিগণের কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি থাকে না। ফল কথা, যিনি জ্ঞানসাধনে নিশ্চল হইয়া আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই যোগী আর তিনিই জ্ঞানী। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, বিরাগী জ্ঞানতৎপর যোগীর যে সুখ হয়,সুরপতি ইন্দ্র কিংবা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিরও সেরূপ সুখ হইতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয়ের উপরতি হইলে কদাচ আত্মার নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে কোন অন্তরায় জন্মিতে পারে না। পরমহংস-গণের স্থিতি কি প্রকার ? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও সবিস্তার উত্তর পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অধুনা পুনরায় কাঞ্চনত্যাগ-প্রসঙ্গে তাহাই বিশদীকৃত হইল ॥ ১৫ ॥

যৎ পূর্ণানন্দৈকরসবোধঃ তদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি তদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ ১৬ ॥

ইতি পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্তা।

অতঃপর জ্ঞানিবৃন্দের সন্ন্যাসের উপসংহার হইতেছে।— যাঁহার পূর্ণানন্দরসজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, যে যোগী জ্ঞানসুধাপানে তৃপ্তিলাভ করি-য়াছেন, ইহধামে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য দৃষ্ট হয় না। পরন্তু

যাঁহার ইহধামে কর্ত্তব্য আছে, তিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ নহেন। উপনিষদাদির অধ্যায়ান্তে শেষবাক্য বারদ্বয় পাঠ্য ; এই জন্য "তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি" এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদীয় পরমহংসোপনিষৎ সমাপ্ত।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

সামবেদীয়-

সন্ন্যাসোপনিষৎ।

---0*0---

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ অথাহিতাগ্নির্ম্রিয়তে প্রেতস্য মন্ত্রৈঃ সংস্কারোপতিষ্ঠতে স্বস্তো বাশ্রমপারং গচ্ছেয়মিতি। এতান্ পিতৃমেধিকানৌষধিসম্ভারান্ সম্ভৃত্যারণ্যে গত্বা অমাবস্যায়াং প্রাতরেবান্তেঽগ্ন্যানুপসমাধায় পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধতর্পণং কৃত্বা ব্রাহ্মেষ্টিং নির্ব্বপেৎ। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদযস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতামিত্যেবমত ঊর্দ্ধং যদ্ব্রহ্মাভ্যুদয়দিবঞ্চ লোকমিদমমুঞ্চ সর্ব্বং সর্ব্বমভিজন্যুঃ সর্ব্বশ্রিয়ং দধতু সুমনস্যমানা ব্রহ্মযজ্ঞানমিতি ব্রহ্মণেঽথর্ব্বণে প্রজাপতয়েঽনুমতয়েঽগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইতি হুত্বা যজ্ঞযজ্ঞং

গচ্ছেত্যগ্নাবরণী হুত্বা চিৎসথায়মিতি চতুর্ভিরনুবাকৈরা-জ্যাহুতীর্জ্জুহুয়াৎ। তৈরেবোপতিষ্ঠতে অথাগ্নেরগ্নি-মিতি চ দ্বাবগ্নী সমারোপয়েৎ ব্রতবান্ স্যাদতন্দ্রিত ইতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যোগাভ্যাসবলে যাঁহাদিগের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই সমস্ত জ্ঞানিবৃন্দের সন্ন্যাসাশ্রয়ই কর্ত্তব্য, এই হেতু সন্ন্যাস ও তাহার ইতিকর্ত্তব্যতানির্ণয়ার্থ সন্ন্যাসোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। আহিতাগ্নি ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মন্ত্র দ্বারা সেই প্রেতের সংস্কার করিতে হয়। আর যদি এরূপ বাসনা থাকে যে, সুস্থ হইয়া চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসগ্রহণ করিব, তাহা হইলেও মন্ত্র দ্বারা সংস্কার করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রাদ্ধার্হ ওষধি সকল আহরণ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক অমাবস্যা তিথিতে প্রভাতে অন্ত্যেষ্টির জন্য আহবনাদি অগ্নিসমাধানানন্তর পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া ব্রাহ্ম ইষ্টিসম্পাদন করিবে, অর্থাৎ "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববাদির্যস্য জ্ঞানময়ং তপস্তস্মৈষাহুতির্দ্দিব্যা অমৃতত্বায় কল্পতাং" এই মন্ত্রে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই প্রকার শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্ববেত্তা হয়। তদনন্তর "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ" প্রভৃতি এবং "ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়ে ব্রহ্মোদ্দেশে চরুহোম

করিয়া অথর্ব্বাদির উদ্দেশে, অর্থাৎ "যদব্রহ্মাভ্যুদয় দিবঞ্চ" প্রভৃতি এবং ব্রহ্মযজ্ঞানং প্রথমং" প্রভৃতি দুইটি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ব্রহ্মণে স্বাহা, অথর্ব্বণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা এবং "অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই প্রকারে চারিটি আহুতি দিয়া "যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ" প্রভৃতি দুইটি মন্ত্রে অগ্নিতে অরণী, (মন্থানকাষ্ঠদ্বয়) ফেলিয়া দিবে। তাহার বিশেষ এই—"যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ কৃষ্ণগতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা"এই মন্ত্রে অধরারণী আর "এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে বাকঃ সর্ব্ববীরস্ত্বং জুষস্ব স্বাহা" মন্ত্রে উত্তরারণী প্রক্ষেপ করিতে হয়। পরে "ওঁ চিৎসখায়ং" প্রভৃতি অনু-বাক্-চতুষ্টয়োক্ত মন্ত্রসমূহে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। "স সর্ব্বজ্ঞঃ" প্রভৃতি মন্ত্রার্থ যথা—যে ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞ, (সকল পদার্থের জ্ঞাতা), তিনিই সর্ব্ববিদ্, অর্থাৎ প্রাপ্তকাম হইয়া সকল প্রাপ্ত হন এবং যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহার উদ্দেশে যে দিব্য আহুতি প্রদান করিবে, ইহা অমৃত হউক এবং তিনিও অমৃত; অতএব আমারও অমৃতত্ব হউক। "যদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ যথা—যে নক্ষত্রে ব্রহ্মা স্বর্গ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অদৃশ্যমান পরলোক এই সকল জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে অভিজিৎ কহে; নক্ষত্র সর্ব্বজননকর্ত্তা এবং সুমনস্যমান, এই জন্য ঐ নক্ষত্র সর্ব্বপ্রকার শ্রীপ্রদান করুক। এই অভিজিৎ নক্ষত্র ব্রহ্মদৈবত; সুতরাং ইহার স্তবেই ব্রহ্মার স্তব সিদ্ধ হয়। অধুনা "ব্রহ্মযজ্ঞানং

প্রথমং” এই মন্ত্রের অর্থ বিবৃত হইতেছে।—জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাই অগ্রে মুখ্য বেদজ্ঞান প্রবোধিত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মার মুখ্য উপমা নাই, অর্থাৎ ইনি সর্ব্বতোভাবে উপমা-বর্জ্জিত। আর ইনি সৎ ও অসৎ সকলের উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সদসৎ যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। এই প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া অনুবাকোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক আহুতি প্রদান করিবে। এই অনুবাকচতুষ্টয় পরে বিবৃত হইল। ইহার অর্থ অনাবশ্যক, কেবল মন্ত্র-মাত্রেই ফললাভ হয়; সুতরাং এই অনুবাকোক্ত মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক আহুতি দিয়া উপাসনা করিবে, তাহাতেই মন্ত্র প্রকাশিত দেবতা প্রসন্ন হন। প্রথম অনুবাকে একষষ্টিসংখ্য, দ্বিতীয় অনুবাকে ষষ্টিসংখ্য, তৃতীয় অনুবাকে সপ্তত্রিংশৎ এবং চতুর্থ অনুবাকে একোননবতিসংখ্য মন্ত্র আছে, সর্ব্বসাকল্যে চারিটি অনুবাকের মন্ত্রসংখ্যা সপ্তচত্বারিংশদধিক-দ্বিশত। এই অনুবাক্-চতুষ্টয়কথিত মন্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মন্ত্রে উপাসনা করিবে। তৎপরে “ময্যগ্নে অগ্নিং গৃহ্লামি” প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি সমারোপণ করিবে, অর্থাৎ আত্মাগ্নিতে জীবকে নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার অগ্নিসমারোপণ দ্বারা সাধক ব্রতনিষ্ঠ ও নিরলস হইতে পারে॥ ১॥

ইতি প্রথম খণ্ড॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তত্র শ্লোকাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে খিন্নো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুরুণাশ্রমী ॥ ১ ॥

অতঃপর পূর্ব্বকথিত মন্ত্র সকলের সম্মতি প্রকাশিত হইতেছে।—প্রথমে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ক্রমান্বয়ে এই সকল আশ্রমানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত। সাধক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুসেবাতৎপর হইয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক গুরুদেবের অনুমতি লইয়া দারা ও অগ্নিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহারই নাম গৃহস্থাশ্রমী ॥ ১।

দারমাহৃত্য সদৃশমগ্নিমাদায় শক্তিতঃ।
ব্রাহ্মীমিষ্টিং যজেত্তাসামহোরাত্রাণি নির্ব্বপেৎ॥ ২ ॥

তৎপরে সেই আশ্রমী ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে সদৃশ দারা গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসবিধির জন্য অগ্নিষ্টোমাদি সংস্কার সমাধা করিয়া পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মী ইষ্টি (যাগ) করিবে, দেবতাবৃন্দের সন্তুষ্ট্যর্থ দিবানিশি এই যাগ সমাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ একদিন ও একরাত্রি অনাহারে থাকিয়া নিশাভাগে জাগরণ পূর্ব্বক এই যাগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এই যাগ দিবারাত্রিসাধ্য কর্ম্ম ॥ ২ ॥

সংবিভজ্য সুতানর্থৈগ্রাম্যকামান্ বিসৃজ্য চ।
চরেত বনচর্য্যেণ শুচৌ দেশে পরিভ্রমন্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর পুত্রদিগকে স্বীয় অর্থ বিভাগ করিয়া দিয়া রমণী-সঙ্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তীর্থাদি পবিত্র স্থলে পর্য্যটন করত বনে বনে পরিভ্রমণ করিবে। আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইলে দ্বাদশরাত্রি যাবৎ দুগ্ধ ও হোমাবশিষ্ট বস্তু ভক্ষণ পূর্ব্বক বনে পরিভ্রমণ করত ব্রাহ্মেষ্টি করিবে ॥ ৩ ॥

বায়ুভক্ষ্যোঽম্বুভক্ষ্যো বা বিহিতা নোত্তরৈঃ ফলৈঃ।
স্বশরীরে সমারোপঃ পৃথিব্যাং নাশ্রুপাতকাঃ ॥ ৪ ॥

উক্ত বনপর্য্যটনসময়ে কেবল বায়ু বা কেবল জল সেবন পূর্ব্বক অবস্থিত থাকিবে এবং যাহারা দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে গমন করিবে। কিন্তু এ স্থলে দীক্ষার অভাব হেতু গ্রামে গমনও নিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা বৃক্ষাদি-জাত ফল দ্বারা জীবনধারন করিবে এবং উক্ত যোগিগণ ভাবী স্বর্গাদি ফলসাধনে যত্নবান্ হইবেন না। আর ইহাঁরা নিজ শরীরেই অগ্নি সমারোপণ করেন, অর্থাৎ কোষ্ঠাগ্নিতে বাহ্যাগ্নি সমারোপণ করেন। কেন না, পরমহংস-দীক্ষাতে উদরাগ্নিতে লৌকিকাগ্নির সমারোপ পরমহংসোপনিষদে কীর্ত্তিত আছে। যখন এই প্রকারে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে, তখন তদীয় পুত্রগণ পিতার জন্য ধরাতলে অশ্রুপাত করিবে না ॥ ৪ ॥

সহ তেনৈব পুরুষঃ কথং সন্ন্যস্ত উচ্যতে।
সনামধেয়স্ত স কিং যস্মিন্ সন্ন্যস্ত উচ্যতে॥ ৫ ॥

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করা সাগ্নিকের উচিত, ইহাই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি প্রকারে তাহার অগ্নিত্যাগ হইতে পারে? এই জন্য কথিত হইতেছে।—সাগ্নিক ব্যক্তিকে কোন প্রকারেও সন্ন্যাসী বলা যায় না, এই অগ্নিহোত্রীয় শ্রুতিতে অগ্নিশব্দার্থ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ওঙ্কাররূপ অগ্নিই ধ্যেয় এবং তাহা কদাচ ত্যাজ্য নহে। সুতরাং অগ্নিহোত্রীরা আজীবন অগ্নি পরিত্যাগ করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাগ্নিক ব্যক্তিরা ওঙ্কার ত্যাগ করিবে না। যে অগ্নির বিদ্যমানে পুরুষকে সন্ন্যাসী কহে, তাহাই প্রণবাগ্নি, সেই অগ্নি কি নামবিশিষ্ট? তাহা নহে। অগ্নি যেরূপ আহবনীয়াদি শব্দবাচ্য, এই প্রণবাগ্নি তদ্রূপ কোন শব্দবাচ্য নহে, যেহেতু, প্রণবাগ্নি ব্রহ্মার্থক এবং প্রণব যে ব্রহ্মাতিরিক্ত, ইহা অভিমত নহে, পরন্তু ব্রহ্ম কোন শব্দবাচ্য নহে। সুতরাং সন্ন্যাসে এই প্রণবাগ্নি বিসর্জ্জন করিতে নাই॥ ৫ ॥

তস্মাৎ ফলবিশুদ্ধাঙ্গো সন্ন্যাসং সহতেঽর্চ্চিমান্।
অগ্নিবর্ণং নিষ্ক্রামতি বানপ্রস্থং প্রপদ্যতে॥ ৬ ॥

অগ্নি প্রত্যক্ষ সন্ন্যাসবিরোধিরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবিরোধী নহে, কেননা, এই প্রণবরূপ অগ্নিই ব্রহ্মস্বরূপ ফলদাতা। তথাপি যদি অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা সাধিত এবং ব্রহ্মলোকলাভের হেতুভূত সুকৃতাখ্য তেজের বিপ্রতিপত্তি থাকে, যেহেতু, সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মলোকলাভের কারণভূত ফলাভাব আছে, ইহাতে বক্তব্য এই যে, সন্ন্যাসিবৃন্দের অগ্নিবর্ণ তেজ বহির্গত হয় এবং ঐ তেজই সন্ন্যাসের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। "সুকৃতমপ্যস্য সুজনা দুষ্কৃতং দুর্জ্জা উপজীবন্তি" এই শ্রুতিতে বুঝা যায় যে, যাহারা সন্ন্যাসাধিকারী অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করে নাই, তাহাদিগের যে লোক নিরূপিত আছে, সেই লোক বানপ্রস্থেরই উপযুক্ত ॥ ৬ ॥

লোকাদ্ভার্য্যয়া সহিতো বনং গচ্ছতি সংযতঃ।
ত্যক্ত্বা কামান্ সন্ন্যস্যতি ভয়ং কিমনুষ্ঠতি ॥ ৭ ॥
কিং বা দুঃখং সমুদ্দিশ্য ভোগাংস্ত্যজতি সুস্থিতান্।
গর্ভবাসভয়াদ্ভীতঃ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদমনাময়ম্ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর মুক্তি হয় না কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—বানপ্রস্থ ব্যক্তি সংযত হইলেও গ্রামাদি হইতে পত্নীর সহিত বনে গমন করে। সুতরাং বুঝা যায় যে, বানপ্রস্থগণ সংযত হইয়াও পত্নীর সহিত পুণ্যসঞ্চয় করে এবং তাহারা ব্রহ্মলোকাদি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হইতে পারে না। অধুনা মধ্যস্থ ব্যক্তি সন্ন্যাসফলজিজ্ঞাসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে ব্যক্তি বিষয় পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস অবলম্বন করে, সেই পুরুষ কি ভয়দর্শন করে? কিংবা কোন দুঃখের উদ্দেশে ঘৃণ্যরূপে নিশ্চয় করিয়াও সুস্থির ভোগ পরিত্যাগ করে? ইহার উত্তরে সন্ন্যাসপ্রয়োজন কথিত হইতেছে।—যদিও সংসারে থাকিয়া সুকৃত সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু সেই পুণ্যপ্রভাবে কদাচ নরকভোগ হয় না, তথাপি পুণ্য হ্রাস পাইলেই পুণ্যলভ্য স্বর্গাদি লোক হইতে অবতরণ হয়; অতএব তাহাদিগের গর্ভবাসপরিহার অশক্য। অতএব সেই গর্ভবাসভয়ে বিত্রস্ত এবং পুণ্যশীল দেহীর শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বপরিহার কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীরা সংসারভয়ে ভীত হইয়া বলেন যে, যে স্থানে কোন উপদ্রব নাই, আমরা তদ্রূপ গুহাদি স্থলে প্রবেশ করিতে বাসনা করি। সন্ন্যাসগ্রহণসময়ে গুরু "ত্যক্ত্বা কামান্" প্রভৃতি মন্ত্র এবং শিষ্য "গর্ভভীরুভয়াদ্ভীত" প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিবেন ॥ ৭-৮ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইতি সন্ন্যস্যাগ্নিমপুনরাবর্ত্তনং মন্যুর্জ্জায়ামাবহদিতি। অথাধ্যাত্মমন্ত্রান্ জপন্ দীক্ষামুপেয়াৎ। কাষায়বাসাঃ কক্ষোপস্থ-লোমযুতঃ স্যাদিতি। ঊর্দ্ধ্বকো বাহুবিমুক্ত-মার্গো ভবত্যনয়ৈব চেন্ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ পবিত্রং ধারয়ে-জ্জন্তুসংরক্ষণার্থম্ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসে অগ্নিপ্রভৃতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনরায় তাহা স্বীকার করিলে দোষ হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবে না, কেন না, সন্ন্যাসে দারগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইহার হেতু এই যে, সন্ন্যাসীরা দারপরিগ্রহ করিলে মন্যুনামা রুদ্রগণ তাহা হরণ করিয়া থাকে, সুতরাং সন্ন্যাসিপত্নীতে রুদ্রগণই অধিকারী। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই সন্ন্যাস ত্যাগরূপ, ইহা দীক্ষাস্বরূপ নহে। তাহাতেই স্ত্রীপ্রভৃতির নিষিদ্ধতাহেতু পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিসেবাদিও না রহিল, তবে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্র জপ করিতে

করিতে দীক্ষা লইবে। যাহাতে দিব্যভাব প্রদান করে ও যাবতীয় দোষ বিদূরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ ব্রত-বিশেষ। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, যেহেতু, দিব্যজ্ঞান প্রদান করে ও পাপপুঞ্জকে আশু ক্ষয় করে, এই জন্য তন্ত্রজ্ঞ মনীষীরা ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা এই দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল তাহা পালন করিবে। সন্ন্যাসীরা কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কক্ষ ও উপস্থস্থিত লোম ব্যতীত অন্য লোম বপন করিবে, ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া থাকিবে। আর তাহারা অপ্রতিবন্ধমার্গ হইবে অর্থাৎ সন্ন্যাসিবৃন্দ ধৈর্য্যশালী হইয়া নিরন্তর অবস্থান করিবে; সুতরাং তাহাদিগের কোন প্রকার আন্তরায়ই থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসীরা কেবল ভিক্ষাপাত্রমাত্র ধারণ করিবে, ইহাকেই তাহাদিগের প্রতিগ্রহ বলে, অন্য কিছুই প্রতিগ্রহ করিতে পারে না। আর মশকাদি দূরীকরণার্থ পবিত্র চামর এবং জলজন্তুনিবারণার্থ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিতে পারে ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

তত্র শ্লোকাঃ।

কুণ্ডিকাঞ্চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।
শীতোষ্ণঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনন্তথা ॥ ১ ॥

পূর্ব্বখণ্ডে সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বপরিত্যাগ কর্ত্তব্য, ইহাই বলা হইয়াছে, অধুনা যতিরা যে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই বিবৃত হইতেছে।— ভিক্ষাপাত্র, চমস (কাষ্ঠময় পাত্রবিশেষ),শূন্যে ভাণ্ডরক্ষার্থ শিক্য (শিকা), বিষ্টপত্রয়, (আসনবিশেষ) পাদপরিত্রাণার্থ উপানহদ্বয়, শীতোষ্ণনিবারিণী কন্থা, কৌপীন এবং আচ্ছাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড, এই সমস্ত যতিরা ধারণ করিবে ॥ ১ ॥

পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গং ত্রিদণ্ডকম্।
অতোঽতিরিক্তং যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং তদ্‌বর্জ্জয়েদ্‌যতিঃ ॥ ২ ॥

যতি সন্ন্যাসীরা পবিত্র স্নানশাটী, জলশোধনার্থ বস্ত্রখণ্ড, উত্তরীয় বসন ও ত্রিদণ্ড এই সমস্ত সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করিতে পারে এবং যতিরা অন্য সকল সাংসারিক পদার্থ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বাহ্যতঃ।
নাত্যর্থং সুখদুঃখ্যাভ্যাং শরীরমুপতাপয়েৎ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসীরা নদীর তটে শয়ন করিবে, পরন্তু ব্যাঘ্র-বর্ষাদির ভয় বিদ্যমান থাকিলে অন্য স্থলেও শয়ন করিতে পারে অর্থাৎ মন্দিরের বহির্দ্দেশে শয়ন করিয়া থাকিবে। যতিরা সুখে বা দুঃখে দেহকে উপতাপিত করিবে না অর্থাৎ সুখার্থ বা দুঃখদূরীকরণার্থ যত্নবান্ হইবে না ॥ ৩ ॥

স্নানং দানং তথা শৌচমদ্ভিঃ পূতাভিরাচরেৎ।
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্ ॥ ৪ ॥

যতিরা স্নানতর্পণাদিতে রত থাকিয়া বিশুদ্ধ জল দ্বারা শৌচাচার করিবে। কোন ব্যক্তি স্তব করিলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না, কিংবা কোন ব্যক্তি নিন্দা করিলেও তাহাদিগকে অভিশাপ দিবে না ॥ ৪ ॥

ভিক্ষাদি বৈদলং পাত্রং স্নানদ্রব্যমুদাহৃতম্।
এতাং বৃত্তিমুপাসীনা ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি তে ॥ ৫ ॥

যতিগণের ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ নহে এবং কেহ অর্দ্ধখণ্ড ফল দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে দোষ নাই। আর ভিক্ষাপাত্র ও স্নানদ্রব্য এই সমস্ত তাহাদিগের গ্রাহ্যবস্তু। সন্ন্যাসী

ঐ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযত করিবে। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়নিয়োগ করিতে নাই ॥ ৫ ॥

বিদ্যায়া মনসি সংযোগো মনসাকাশশ্চাকাশাদ্‌বায়ুর্ব্বায়োর্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিষ আপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপাণৌ সংযম্য ॥ ৬ ॥

কার্য্য ও কারণের ঐক্যহেতু ব্রহ্ম হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতেই জীবের উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং জীবেরও ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলা যাইতেছে।—বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের অধিকরণ মন এবং মন হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে উক্তরূপ ভূত ও দেহাদির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই জ্ঞানবান্, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিংবা মনেতে বিদ্যার সংযোগ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং মনেতে জ্ঞান লয় প্রাপ্ত হইলে তৎকার্য্যভূত সমস্তই লীন হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয়। কি কার্য্য দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই আকাঙ্ক্ষায় বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারাই

তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবায়ু সংযত করিয়া পূর্ব্বকথিত যোগানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটে ॥ ৬ ॥

বৃষণাপানয়োর্ম্মধ্যে পাণী আস্থায় সংশ্রয়েৎ।
সন্দশ্য দশনৈর্জ্জিহ্বাং যবমাত্রে বিনির্গতাম্ ॥ ৭ ॥

অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ কিরূপে হয়, অতঃপর তাহাই কহিতেছেন।—সাধক গুহ্যের ঊর্দ্ধে এবং অণ্ডকোষের নিম্নভাগে হস্তযুগল স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম আশ্রয় করিবে এবং যবমাত্র জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দন্ত দ্বারা দংশন করত প্রাণায়াম করিতে থাকিবে ॥ ৭ ॥

মাষমাত্রাং তথা দৃষ্টিং শ্রোত্রে স্থাপ্য তথা ভ্রুবি।
শ্রবণে নাসিকে ন গন্ধায় ন ত্বচং স্পর্শয়েৎ ॥ ৮ ॥

যে সাধক আশু যোগাসিদ্ধিলাভের বাসনা করেন, তিনি মাষমাত্র দৃষ্টি সঙ্কুচিত করত বৃষণোপরি স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম করিবেন এবং ভ্রূযুগলের উপরি দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন। অমৃতবিন্দূপনিষদে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধিমান্ সাধক পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, এবং নিম্নভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণসংযম করিবে, এখানে তাহাই বলা হইল,

অর্থাৎ নিম্নভাগে বৃষণে এবং উর্দ্ধদেশে ভ্রূযুগলে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণায়াম কথিত হইল। পরে কর্ণে ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখা গন্ধগ্রহণের জন্য নহে, কর্ণে দৃষ্টিস্থাপন শব্দশ্রবণের জন্য নহে এবং বৃষণাদি অধোদৃষ্টিতে কামোদ্ভব হইয়া স্ত্রীর স্মরণ হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন।—বৃষণাদিতে দৃষ্টিস্থাপন করিবে, কিন্তু চর্ম্ম স্পর্শ করিবে না, অর্থাৎ বৃষণাদিতে দৃষ্টি রাখিবে বটে, কিন্তু তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে চিত্তসংযোগ করিবে না, কেবল একাগ্রচিত্তে প্রাণায়াম-সাধন করিবে ॥ ৮ ॥

অথ শৈবং পদং যত্র তদ্‌ব্রহ্ম তৎ পরায়ণম্ ।
তদভ্যাসেন লভ্যেত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইল যে, প্রাণায়ামসময়ে ইন্দ্রিয়ে চিত্তনিবেশ করিবে না, অধুনা সন্দেহ হইতেছে যে, চিত্ত কোথায় স্থাপন করিবে, এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলা যাইতেছে।—যে স্থলে ব্রহ্ম-পদ বিদ্যমান; তথায় চিত্ত স্থাপন করিবে। সেই ব্রহ্মপদকেই পরম-গতি বলে। পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্মসঞ্চিত যোগাভ্যাসবলে সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

অথ তৈঃ সম্ভূতৈর্ব্বায়ুঃ সংস্থাপ্য হৃদয়ং তপঃ।
ঊর্দ্ধং প্রপদ্যতে দেহাস্তিত্বা মূর্দ্ধানমব্যয়ম্॥ ১০॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

যদি অনেক-জন্ম-সঞ্চিত যোগাভ্যাস থাকে, তাহা হইলে কি প্রকার ফললাভ হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক প্রাণায়ামাদি-সাধন একত্র হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। তৎপরে প্রাণবায়ু সেই সাধন দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগে গমন করত মূর্দ্ধা ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা অব্যয় পরব্রহ্মকে লাভ করে॥ ১০॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথায়ং মূর্দ্ধানমস্য দেহৈষা গতির্গতিমতাং যে প্রাপ্য পরমাং গতিং ভূয়স্তে ন নিবর্ত্তন্তে পরাৎ পরমবস্থাৎ পরাৎ পরমবস্থাদিতি ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পূর্ব্বকথিত যোগ অভ্যাস করিলে কি প্রকার অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাই বিবৃত হইতেছ।—পূর্ব্বোক্তরূপে যোগ-সাধন করিলে প্রাণবায়ু মূর্দ্ধাকে বিক্ষেপ করত ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়ায় উপচয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রকৃষ্ট গতি। এই গতি অপেক্ষা সাধুগণের সদ্‌গতি আর নাই। যদি বল, যাহারা মুক্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহাদিগেরও পুনর্জ্জন্ম ঘটিতে পারে; সুতরাং সাধন বিফল, এই আশঙ্কার দূরীকরণার্থ বলিতেছেন।—যে সমস্ত ব্যক্তি একবারমাত্র ঐ গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করে না। কেননা, ইহাই পরাৎপরাবস্থা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির অবস্থ

হইতেও এই অবস্থা শ্রেষ্ঠ। যাহাদিগের এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তাহারা সেই অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হয় না। পরমেশ্বর সত্যসংকল্প, তিনি একবার যাহা করেন, তাহার অন্যথা হয় না এবং তিনি দত্তাপহারীও নহেন, একবার কোন ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিলে কদাচ পুনরায় তাহা অপহরণ করেন না; সুতরাং মুক্তপুরুষের সংসারে পুনরাগমন নাই। উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি। এই জন্যই "পরাৎপরমবস্থাৎ" এই শেষবাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-সন্ন্যাসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

নীলরুদ্রোপনিষৎ ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অপশ্যং ত্বাবরোহন্তং দিবিতঃ পৃথিবীমবঃ ।
অপশ্যমস্যন্তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম্ ॥ ১ ॥

অস্পার্শযোগ-নিরূপণ হইয়াছে। অধুনা উক্ত যোগ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পরমগুরু যোগসিদ্ধিপ্রদ নীলরুদ্রকে স্তব করা যাইতেছে।—যিনি সুরপুরী হইতে ধরাধামে অবরোহণ করিতেছেন, যিনি দুষ্টগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই নীলগ্রীব চন্দ্রচূড় রুদ্রকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥১॥

দিব উগ্রো অবারুক্ষৎ প্রত্যষ্ঠাদ্‌ভূম্যামধি ।
জনাসঃ পশ্যতে মহং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্ ॥ ২ ॥

সুরপুরী হইতে রুদ্রদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই বসুন্ধরায় স্থিতিসাধন করিয়াছেন, তিনিই বসুমতীর অধিপতি এবং তিনিই সকল ব্যক্তিকে যথাযথ স্থলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; অতএব সেই বিলোহিত নীলরুদ্রকে দর্শন কর ॥ ২ ॥

এষ এত্য বীরহা রুদ্রো জলাসভেষজাঃ।
যস্তেঽক্ষেমমনীনশদ্-বাতোকারোঽপ্যেতু তে ॥ ৩ ॥

সেই নীলরুদ্রদেব সৌম্যমূর্ত্তিতে উপস্থিত হন এবং পাতকপুঞ্জ সংহার করিয়া থাকেন। সলিলজাত ওষধিসমূহেও তাঁহারই অধিষ্ঠান জ্ঞাত হওয়া যায়। রুদ্রের সন্নিধানমাত্রই সলিলক্ষিপ্ত ওষধি-রাশির শক্তি উৎপন্ন হয়। হে রুদ্র! তোমার সন্নিধানে অশুভ দূরীভূত হয়। যে যোগ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই যোগ তোমারই কার্য্যভূত। যে যোগে অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই যোগও তোমার লাভ হইলেই সার্থক হইয়া থাকে। অধুনা তুমি যোগসিদ্ধির শুভকর হইয়া এই অভিষেক-সলিলে আগমন কর, অর্থাৎ অভিষেকসময়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া থাক ॥ ৩ ॥

নমস্তে ভবভাবায় নমস্তে ভামমন্যবে।
নমস্তে অস্তু বাহুভ্যামুতোত ইষবে নমঃ ॥ ৪ ॥

হে রুদ্র! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির হেতু, তোমাকে প্রণাম; তুমি রোষ এবং মন্যু অর্থাৎ রোষের পূর্ব্বাবস্থাও তোমারই স্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম ॥ ৪ ॥

যামিষুং গিরিশন্তং হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র! তাং কৃণু মা হিংসীঃ পুরুষাম্মম ॥ ৫ ॥

হে গিরিরক্ষক! তুমি পর্ব্বতের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য যে শর ধারণ করিয়াছ, তাহার মঙ্গল কর, মৎসম্বন্ধীয় কোন পুরুষের প্রতি দ্বেষ প্রদর্শন করিও না ॥ ৫ ॥

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বতপতে! আমি তোমাকে শুভকর কথায় ইহাই বলিতেছি যে, আমাদিগের এই বিশ্ব যাহাতে রোগহীন ও সুমনস্ক হইতে পারে, তুমি তাহার উপায়বিধান কর ॥ ৬ ॥

যা তে ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো মৃড় জীবসে ॥ ৭ ॥

হে মৃড়! তোমার যে শুভকরী ধনুর্জ্যা এবং মঙ্গলকর কার্ম্মুক আছে, সেই জ্যা (ধনুকের গুণ) এবং

কার্ম্মুক দ্বারা আমাদিগের জীবনার্থ আমোদিত হও, কিংবা আমাদিগকে জীবিত রাখ ॥ ৭ ॥

যা তে রুদ্র ! শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশং ত্বাভিচাকশৎ ॥ ৮ ॥

হে রুদ্র ! হে গিরিশ ! তোমার যে অঘোরা, পাতক-হারিণী * তনু আছে, সেই কল্যাণকরী তনু দ্বারা আমাদিগকে প্রকাশিত কর, ইহাই তোমার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুর্ব্বিলোহিতঃ।
যে চেমে অভিতো রুদ্রাশ্রিতাঃ সহস্রশো
বৈষাং হেড় ঈমহে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

হে রুদ্র ! এই যে তোমার লোহিতবর্ণ, অরুণপিঙ্গলবর্ণ ও তাম্রবর্ণ বিগ্রহ এবং সমস্তাৎ যে সহস্র সহস্র রুদ্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকেও স্তব করি এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

---

* অঘোরা—শান্তরূপিণী।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অদৃশন্ ত্বাবরোহন্তং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্ ।
উত ত্বা গোপা অদৃশন্নুত ত্বোদহার্য্যঃ ।
উত ত্বা বিশ্বা ভূতানি তস্মৈ দৃষ্টায় তে নমঃ ॥ ১ ॥

হে রুদ্র! যে সময় তুমি ধরাধামে অবতরণ কর, তৎকালে সলিলহারিণী গোপিকারা ত্বদীয় নীলগ্রীব বিলোহিত-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্ব্বভূতই তোমাকে প্রত্যক্ষ করিল, তুমি যোগিবৃন্দেরও অদৃশ্য, তুমি করুণা পুরঃসর আবির্ভূত হইয়াছিলে এবং সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার করুণা ব্যতীত কেহ তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

নমোঽস্তু নীলশিখণ্ডায় সহস্রাক্ষায় বাজিনে ।
অথো যে অস্য সত্বানস্তেভ্যোঽহমকরং নমঃ ॥ ২ ॥

হে রুদ্র! তুমি নীলবর্ণ চূড়া ধারণ করিয়াছ, ত্বদীয় সহস্র নেত্র বিদ্যমান আছে এবং তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার যে সমস্ত গণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকেও প্রণাম ॥ ২ ॥

নমাংসি ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে ।
উভাভ্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥ ৩ ॥

হে রুদ্র! তুমি অস্ত্ররূপী অবিস্তৃতরূপ প্রগল্‌ভ এবং শরাসনধারী; তোমাকে বাহুযুগল দ্বারা প্রণাম করি॥ ৩॥

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরাজ্ঞোর্জ্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরস্তা ভগবো বপ॥ ৪॥

হে রুদ্র! তুমি সংগ্রামসময়ে অরিপ্রত্যরিভূত নৃপতি-দ্বয়ের শরাসনের গুণ অবিস্তৃত কর, কেননা, নৃপতিগণের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে লোকের কষ্ট হইতে পারে; সুতরাং তুমি যুদ্ধনিবারণ কর। ভগবন্! ত্বদীয় করে যে সমস্ত শর আছে, তাহাদিগকেও বিমুখ কর, অর্থাৎ তুমি লোকের প্রতি রোষপ্রদর্শন করিও না॥ ৪॥

অবতত্য ধনুস্ত্বং সহস্রাক্ষ! শতেষুধে!।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ শম্ভুরাভরঃ॥ ৫॥

হে রুদ্র! তুমি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ড পালন কর, ইহাই প্রার্থনা। হে সহস্রলোচন! (ইন্দ্ররূপধারিন্!) তুমি শরা-সনে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক শররাশির মুখ তীক্ষ্ণ কর, তুমি শত শত অস্ত্রধারী হইয়া বিরাজ কর, অধুনা আমাদিগের মঙ্গলরূপী অর্থাৎ সুখপ্রদ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৫॥

বিজ্যং ধনুঃ শিখণ্ডিনো বিশল্যো বাণবানুত।
অনেশন্নস্যেষবঃ শিবো অস্য নিষঙ্গতিঃ ॥ ৬ ॥

হে রুদ্র! তুমি সমগ্র শত্রুসংহার করিলে তোমার শরাসন গুণশূন্য এবং তোমার তূণীর সারহীন হউক। শত্রু-সংহার সাধিত হইলে কার্ম্মুকে গুণারোপ ও শরপূর্ণ তূণীর অনাবশ্যক। অতএব শররাজি অদৃশ্য এবং নিষঙ্গ মঙ্গলকর হউক ॥ ৬ ॥

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।
অথো য ইযুধিস্তবারে! অস্মিন্নিধেহি তম্ ॥ ৭ ॥

হে রুদ্র! তুমি আমাকে ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ কর, তৎপরে ত্বদীয় যে ইষুধি (তূণীর) আছে, তাহাতে শর-রাজি স্থাপন কর ॥ ৭ ॥

যা তে হেতির্ম্মীঢুষ্টম! হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়া ত্ব বিশ্বতো অস্মানপক্ষ্ময়া পরিভুজ ॥ ৮ ॥

হে মীঢুষ্টম রুদ্র! তোমার হস্তে যে কার্ম্মুক বিদ্যমান, সেই শরাসনের গুণ দূর করিয়া নির্গুণ শরাসন দ্বারা আমা-দিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার কিঙ্কর ॥ ৮ ॥

নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥

হে রুদ্র ! তোমার যে সমস্ত ভুজঙ্গ ধরণীর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে প্রণাম করি, আর যে সমস্ত সর্প গগনমার্গে ও স্বর্গে অবস্থিত আছে, তাহাদিগকেও নমস্কার। ভুজঙ্গগণ নিরন্তর লোকসকলকে হিংসা করে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৯ ॥

যে চামী রোচতে দিবি যে চ সূর্য্যস্য রশ্মিষু।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ১০ ॥

হে রুদ্র ! যে সমস্ত ভুজঙ্গ সুরপুরে বিরাজমান আছে, যাহারা আদিত্যরশ্মিতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং যে সমস্ত সর্প জলগর্ভে বাস করিতেছে, সেই সকল ভুজঙ্গ তোমারই গণ, তাহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

যা ইষবো যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীনাম্।
যে বাবটেষু শেরতে তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥ ১১ ॥

হে রুদ্র ! যে সমস্ত সর্প রাক্ষসগণের শরস্বরূপ, যাহারা তরুতে, যাহারা বিবরে শয়ন করিয়া আছে, সেই সমস্ত সর্পই তোমার গণ, সুতরাং তাহাদিগকে প্রণাম ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যঃ স্বজনান্নীলগ্রাবো যঃ স্বজনান্ হরিরুত।
কল্মাষ-পুচ্ছমোষধে! জম্ভয়াশ্বরুন্ধতি ॥ ১ ॥

নীলরুদ্রকে বিবিধ প্রকারে স্তুতিবাদ করিয়া অধুনা মহিষরূপী কেদারেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।—যে শিব ভক্তবাৎসল্যবশতঃ স্বীয় ভক্তবৃন্দের প্রতি নীলগ্রীব এবং হরিতবর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ মহিষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, হে ওষধি! তুমি আশু সেই মহিষরূপীর কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণ পুচ্ছ বীর্য্যশালী কর। ১ *

বভ্রুশ্চ বভ্রুকর্ণশ্চ নীলগলমালঃ শিবঃ পশ্য।
শর্ব্বেণ নীলশিখণ্ডেন ভবেন মরুতাং পিতা ॥ ২ ॥

সেই মহিষরূপী কেদারেশ্বরের কোন অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, সুতরাং তিনি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার গলদেশে নীলবর্ণ মালা বিদ্যমান, এই নীলশিখণ্ডধারী শিবই সুরগণকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন ॥ ২ ॥

---

* যখন কেদারেশ্বরকে মহিষরূপী বলিয়া বর্ণন করা যাইতেছে, তখন তাঁহার পুচ্ছ অবশ্য আছে।

বিরূপাক্ষেণ বভ্রূণাং বাচং বদিষ্যতো হতঃ ।
সর্ব্বনীলশিখণ্ডেন বীর ! কর্ম্মণি কর্ম্মণি ॥ ৩ ॥

যে ব্রহ্মা শরীরমাত্রের উৎপাদক, সেই ব্রহ্মাও বিরূপাক্ষ নীলশিখণ্ডধারী নীলগ্রীবরূপী ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে বীরবৃন্দ! তোম্বরা বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কার্য্যেই তাঁহাকে দর্শন কর, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে স্মরণ কর ॥ ৩ ॥

ইমামস্য প্রাশং জহি যেনেদং বিভজামহে ।
নমো ভবায় নমঃ সর্ব্বায় নমঃ কুমারায় শত্রবে ॥ ৪

হে রুদ্র! তুমি জনসাধারণে বাক্যনিবারণ কর, অর্থাৎ বেদকথিত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন কর। এই বাক্য দ্বারাই আমরা জগৎকে বিভক্ত করিতেছি, অর্থাৎ ইহা কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইহা ভোগক্ষেত্র, এই প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকি। অধুনা সেই উভয়কে প্রণাম করি, এবং কাল যাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে, সেই সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নমো নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে ।
যস্য হরী অশ্বতরৌ গর্দ্দভাবভিতঃ সরৌ ॥ ৫ ॥

তস্মৈ নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভাপ্রপাদিনে ।
নমঃ সভাপ্রপাদিনে ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

সেই সর্ব্বসভার সভ্য নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ইহাঁর উভয়দিকে অশ্বতরদ্বয় ও গর্দ্দভযুগল পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই নীলশিখণ্ডধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। উপনিষদাদির সমাপ্তকালীন বাক্য বারদ্বয় পাঠ্য, ইহাই রীতি,এই বৈদিক নিয়ম অনুসারে এই নীলরুদ্র উপনিষদেও "নমঃ সভাপ্রপাদিনে" এই বাক্য বারদ্বয় উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

চূলিকোপনিষৎ।

———oo———

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অষ্টপাদং শুচির্হংসং ত্রিসূত্রং মণিমব্যয়ম্।
দ্বিবর্ত্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ব্বঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি ॥ ১ ॥

আত্মপ্রত্যক্ষই যোগসাধনের ফল, সেই আত্মা অতি সমীপবর্ত্তী বটে, কিন্তু লোকে কণ্ঠগত হারের ন্যায় গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং সেই আত্মবোধনার্থ এই চূলিকোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে —যেরূপ কণ্ঠাবয়ব মণিময় উজ্জ্বল ত্রিগুণিত বামদক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবস্থিত সাতিশয় প্রভাববান্ হার সকল লোকই দেখিয়াও দেখিতে পায় না, সেই প্রকার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টপাদসম্পন্ন উজ্জ্বল হংস, অর্থাৎ অজ্ঞানহারক ধর্ম্মার্থকামাত্মক ত্রিসূত্রান্বিত কিংবা সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বান্,

অথবা ইড়াদি নাড়ীত্রয়যুক্ত মণিপ্রকাশক অব্যয়, একরূপী স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীরে বর্ত্তমান এবং স্বীয় প্রভায় প্রজ্বলিত পরমাত্মাকে দেখিয়াও কেহ দর্শন করিতে পায় না ॥ ১ ॥

ভূতসম্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চৈশ্বরে।
অন্তঃ পশ্যতি সত্ত্বস্থং নির্গুণং গুণকোটরে ॥ ২ ॥

অধুনা আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত হইতেছে।—ভূত-গ্রামের মোহকারী কৃষ্ণবর্ণ ঐশ্বরীয় অন্ধকার, অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সকলেই নিকটে তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়। অজ্ঞাননাশ হইলেই তিনি বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকেন এবং নির্গুণ হইয়া গুণকোটরমধ্যে জলদমালায় আদিত্যের ন্যায় উদিত হয়েন; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে ॥ ২ ॥

অশক্যঃ সোঽন্যথা দ্রষ্টুং ধ্যেয়মানঃ কুমারকঃ।
বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্ ॥ ৩ ॥
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ।
সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা পুরা ॥ ৪ ॥

অজ্ঞানের নিরাস হইয়া দিব্যদৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্যদৃষ্টিতে ভাবনা দ্বারা সেই অজর পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করিতে

সমর্থ হয় না। ঋতু যেমন সৃষ্টির জন্য নারীকে চিন্তা করে, তদ্রূপ পরমাত্মা বিকারজননী অষ্টরূপা অজা নিত্যা প্রকৃতিকে ধ্যান করেন, অর্থাৎ জগদুৎপত্তির জন্য প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, প্রকৃতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মই মদীয় যোনি এবং আমিই তাঁহাতে গর্ভধারণ করি, তাহাতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি হয়। আর সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক আরূঢ়া, প্রেরিতা ও অধিষ্ঠিতা হইয়াই প্রকৃতি পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ্য) প্রসব করিয়াছেন ॥ ৩-৪ ॥

গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী।
অসিতা সিতরক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ ॥ ৫ ॥

প্রকৃতি পরমাত্মার দোগ্ধ্রী গোরূপিণী বলিয়া জানিবে। পরন্তু সাধারণ গাভীতে যেমন হাম্বারব করে, এ গাভী সেরূপ করে না। ইনি নাদরহিতা। ফল কথা, প্রকৃতি সচেতন ও ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী, সুতরাং তাঁহার কোন শব্দ নাই, কিংবা গৌরবর্ণা অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধানা এবং নাদসম্পন্না অর্থাৎ বেদপ্রবর্ত্তিকা। আর এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্টা এবং এই প্রকৃতিই ঈশ্বরের কামধেনুস্বরূপ অর্থাৎ যথেষ্ট কার্য্য করিয়া থাকেন। মহানারায়ণীয়ে এবং ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও এই প্রকৃতি লোহিতকৃষ্ণবর্ণা অজাস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥৫ ॥

পিবন্তি নাম বিষয়মসঙ্খ্যাতাঃ কুমারকাঃ।
একস্তু পিবতে দেবং স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ ॥ ৬ ॥

জীব অসংখ্য, তাহারাই ভোগ করে এবং ঈশ্বর এক, তিনি ভোগরহিত। অসংখ্য জীবগণ শব্দ ও অর্থভোগ করে, একমাত্র ঈশ্বর জীবকুলকে বিষয়ভোগ করাইতেছেন. অর্থাৎ তিনি স্বয়ং বিষয়ভোগ না করিয়াও ভোগের প্রযোজক। জীব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডবাসীরা ঈশ্বরের আশ্রিত পরিবার বলিয়া গণ্য ॥ ৬ ॥

ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রথমং প্রভুঃ।
সর্ব্বসাধারণীং দোগ্ধ্রীমিজ্যমানাং সুযজ্বভিঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব কথিত হইয়াছে, ফল কথা, তাঁহার সর্ব্বথা অভোক্তৃত্ব নাই। সর্ব্ব-প্রভু ভগবান্ ঈশ্বর প্রথমে ধ্যান ও দর্শন এই ক্রিয়াদ্বয় দ্বারা প্রকৃতিকে ভোগ করেন এবং তাহারই উচ্ছিষ্ট অন্য সকলে ভোগ করিয়া থাকে। ধ্যান ও দর্শনই ঈশ্বরের ভোজন। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, অমরগণ ভোজন করেন বা পান করেন না, দর্শনমাত্রই তাঁহাদিগের সন্তোষ জন্মে। সেই প্রকৃতি সর্ব্বধারিণী, (সমভোগ্যা ও অব্যাকৃতরূপা) এবং সেই প্রকৃতিই দোগ্ধ্রী গোরূপা, সুতরাং সাধু যাজ্ঞিকবৃন্দ হব্যকব্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করে ॥ ৭ ॥

পশ্যন্ত্যস্থাং মহাত্মানং স্থপর্ণং পিপ্পলাশনম্।
উদাসীনং ধ্রুবং হংসং স্নাতকাধ্বর্য্যবো হবেৎ ॥ ৮ ॥

বিহঙ্গগণ যেরূপ তরুরাজির ফলভোগ করিয়া অন্যান্য বৃক্ষে প্রস্থান করে, তদ্রূপ জীব এক দেহে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া দেহান্তরে প্রস্থান করিয়া থাকে। যিনি পরমাত্মা, তিনি উদাসীন, অধ্বর্য্যু ও স্নাতকপ্রভৃতিরা (যজ্ঞীয়পুরোহিতবিশেষ) হোম করিয়া সেই সনাতনহংস পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কিংবা যোগক্ষেমাদি দ্বারা অবগত হইতে পারেন ॥ ৮ ॥

শংসন্তমনুশংসন্তি বহ্বৃচঃ শস্ত্রকোবিদাঃ।
রথন্তরে বৃহৎ সাম্নি সপ্তৈবৈতে চ গীয়তে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে অধ্বর্য্যুদিগের ফলনির্ণয় পূর্ব্বক অধুনা হোতার ফল নির্ণয় করিতেছেন।—সপদবন্ধ মন্ত্রই ঋক্‌-শব্দের অর্থ এবং ঐ মন্ত্র গীয়মান হইলেই তাহাকে স্তুতি কহে অর্থাৎ কেবল মন্ত্ররূপা স্তুতি এবং গীয়মান স্তুতি উভয়ই শস্ত্র, এই শস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি অর্থাৎ ঋগ্বেদী, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী সকলেই সেই পরমাত্মার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর রথন্তর, বৃহৎ সাম, বৈরূপ, বৈরাজ, মহাসাম, রৈবত ও বামদেব্য এই সাত প্রকার সামও সেই পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করিতেছে ॥ ৯ ॥

মন্ত্রোপনিষদং ব্রহ্ম পদক্রমসমন্বিতম্।
পঠন্তে ভার্গবা হ্যেতদথর্ব্বাণো ভৃগূত্তমাঃ ॥ ১০ ॥

আথর্ব্বণিকগণের ব্যাপার কিরূপ, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—ভার্গবগণ যে পদক্রমবিশিষ্ট মন্ত্র ও উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সেই ব্রহ্মাই কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মচারী চ ব্রাত্যশ্চ স্কম্ভোপ্যপলিতস্তথা।
অনড্বান্ রোহিতোচ্ছিষ্টঃ পঠ্যতে ভৃগুবিস্তরে ॥ ১১ ॥
কালঃ প্রাণশ্চ ভগবানাত্মা পুরুষ এব চ।
শিবো ভবশ্চ রুদ্রস্তু ঈশ্বরঃ পুরুষস্তথা ॥ ১২ ॥
প্রজাপতির্ব্বিরাট্ চৈব পার্ষ্ণিঃ সলিলমেব চ।
স্তূয়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথর্ব্ববিহিতৈর্ব্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অধুনা ভার্গবীয় গ্রন্থের বিষয় বিবৃত হইতেছে।—অথর্ব্ববেদীয় বিরাট্ ভৃগু গ্রন্থে ব্রহ্মচারী, ব্রাত্য, স্কম্ভ, অপলিত, অনড্বান্, রোহিত, উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, ভগবান্, আত্মা, পুরুষ, শিব, ভব, রুদ্র, ঈশ্বর, প্রজাপতি, বিরাট্, পার্ষ্ণি ও সলিল এই সমস্ত শব্দ পঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত শব্দের অর্থপ্রতিপাদনে সেই পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং মন্ত্রবিশিষ্ট অথর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য ঐরূপ শব্দরাজি দ্বারা সেই বিভু (সর্ব্বাধ্যক্ষ) ঈশ্বরেরই স্তুতি করা

হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ও ব্রাত্যাদি শব্দার্থনির্ণয় দ্বারা পরমেশ্বরই স্থিরীকৃত হইয়াছেন ॥ ১১-১৩ ॥

তং ষড়্বিংশকমিত্যেকে সপ্তবিংশমথাপরে।
পুরুষং নির্গুণং সাঙ্খ্যমথর্ব্বাণঃ শিরো বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

পৌরাণিকেরা ষড়্বিংশতি তত্ত্বনির্ণয় দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য বাদীরা সপ্তবিংশতি পদার্থ দ্বারা আত্মতত্ত্বনিরূপণ করিয়া থাকেন। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, ষড়্বিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি ইহাদিগকেই ষড়্বিংশতত্ত্ব কহে। উক্ত ষড়্বিংশতত্ত্ব ও চিত্ত সর্ব্বসাকল্যে সপ্তবিংশ পদার্থ হয়। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষ বলিয়া পরমাত্মাকে বর্ণন করেন এবং আথর্ব্বণিকেরা শিরঃশব্দে পরমাত্মাকে নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু সাংখ্যেরা বলেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায়; জ্ঞানগম্য অন্য উপায় দ্বারা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব ॥ ১৪ ॥

চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদর্শনম্।
অদ্বৈতং দ্বৈতমিত্যেতত্ত্রিধা তং পঞ্চধা তথা। ১৫ ॥

কপিলমতাবলম্বীরা চতুর্ব্বিংশতিপদার্থ কীর্ত্তন পূর্ব্বক তদুপরি পঞ্চবিংশতিপদার্থরূপে ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর অব্যক্ত অথচ ব্যক্তদর্শন, স্পষ্টরূপে কেহ

তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। পরন্তু তাঁহার কার্য্যভূত এই প্রকৃতি দেখিয়াই পরমাত্মাকে অবগত হইতে হয়। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ডের মূল; সেই প্রকৃতি কোন প্রকারে বিকৃতিভাবাপন্ন হয় না। সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি সপ্তপদার্থ জন্মে এবং সেই সপ্তপদার্থ হইতে আবার ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় পদার্থ বিকৃতিভূত। বেদান্তবাদীরা অদ্বৈতরূপে, কণাদমতাবলম্বীরা দ্বৈতরূপে, অন্যান্যবাদীরা কেহ গুণভেদে ত্রিধা, কেহ বা পঞ্চভূতরূপে পঞ্চধা পরমাত্মাকে কীর্ত্তন করেন। শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে দেখা যায়, পরমাত্মা একধা, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা ও একাদশধা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মতভেদেই পরমেশ্বর একদ্বিত্রিরূপে নির্ণীত হইতেছেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদ্যং স্থাবরান্তঞ্চ পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষঃ।
তমেকমেব পশ্যন্তি পরিশুদ্ধং বিভুং দ্বিজাঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক বেদজ্ঞগণ জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যভূত নিখিল বস্তুকে অদ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই পরিদৃশ্যমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়, তদ্ব্যতীত বিশেষ আর কিছুই নাই, এই প্রকারে বেদজ্ঞগণ পরমাত্মাকে অবগত হন ॥ ১৬ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্ ।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদাঃ সাগরে যথা ॥ ১৭ ॥

বেদজ্ঞগণ কহেন, সেই ব্রহ্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হইয়াছে, ব্রহ্মেই বর্ত্তমান আছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। সমুদ্রাদিতে যেমন বুদ্‌বুদ জন্মিয়া সেই সমুদ্রাদিতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মে সঞ্জাত হইয়া ব্রহ্মেই লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই বিনশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রে যেরূপ বুদ্‌বুদ জন্মিয়া সমুদ্রেই বিনাশ পায় এবং পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সেই সমুদ্রেই লয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই ভাব-পদার্থ সমুদায়ই পরমাত্মা হইতে জন্মিয়া পরমাত্মাতেই লয় পায়, পুনরায় সেই সকল ব্যক্ত হয় এবং পুনরায় অব্যক্ত হয়। একমাত্র পরমেশ্বর হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতশ্চৈব কারণৈর্ব্ব্যঞ্জয়েদ্‌বুধঃ।
এবং সহস্রশো দেবং পর্য্যস্তস্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

এই দেহ সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং অনুমান দ্বারা তাঁহাকে অবগত হইতে হয়। রথ চলিতেছে দেখিলেই

যেরূপ বোধ হয়, নিশ্চয়ই এই রথমধ্যে একজন পরিচালক আছে, তদ্রূপ দৈহিক কার্য্যদর্শন দ্বারা পরমাত্মার অনুমান করা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনুমান দ্বারাই পরামাত্মাকে বিদিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগ দ্বারা সহস্র সহস্রবার জন্মমরণাদিতে আবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবে, অর্থাৎ উক্তরূপে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীবের মুক্তি ঘটে ॥ ১৯ ॥

য এবং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণো নিয়তব্রতঃ।
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃণাঞ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

যে ব্রাহ্মণ পিত্রাদির শ্রাদ্ধসময়ে এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্নপানাদিতে পিত্রাদির অক্ষয় তৃপ্তিসঞ্চার হয়, আর কোন প্রকার অপবিত্র অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধ করিয়া এই উপনিষদ্রূপ স্তুতি পাঠ করিলে আশু সেই অপবিত্র অন্নাদির দোষ দূর হইয়া পিতৃলোকের সন্তোষ উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম ব্রহ্মবিধানন্তু যে বিদুর্ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তে লয়ং যান্তি তত্রৈব লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে।
লীনাস্থা ব্রহ্মশায়িনে ॥ ২১ ॥

যে ব্রাহ্মণাদিরা কূটস্থব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানোপায়ভূত উক্ত উপনিষদাদি অবগত আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মে অন্তিমে

বিলীন হন অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব বাসনা করিলেই তাঁহাদের বাগাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ব্রহ্মকে অবলম্বন করে এবং আশু তাঁহারা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যান। বৈদিক রীতি এই প্রকার প্রচলিত আছে যে, উপনিষদের শেষ বাক্য বারদ্বয় পাঠ্য, এই জন্য "লীনাস্তা ব্রহ্মশায়িনে" এই শেষবাক্য দুইবার উচ্চারিত হইল ॥ ২১ ॥

ইতি চূলিকোপনিষৎ সমাপ্ত।

সামবেদীয়-

আরুণেয়োপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ আরুণিঃ প্রজাপতের্লোকং জগাম তং গত্বোবাচ, কেন ভগবন্ কর্ম্মণ্যশেষতো বিসৃজামীতি। তং হোবাচ প্রজাপতিস্তব পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ সূত্রঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক-মহর্লোক-জনলোক-তপোলোক-সত্যলোকঞ্চ অতল-পাতাল-বিতল-সুতল-রসাতল-মহাতল-তলাতলং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ বিসৃজেৎ, দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ, শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তির সন্ন্যাসলাভের বিষয় এই উপনিষদে কীর্ত্তিত। বিষ্ণুপদপ্রদর্শনই ইহার আবশ্যকীয় বিষয় এবং যাহারা সংসারনিবৃত্তিকামী, এই উপনিষদে তাহাদেরই অধিকার আছে। আরুণি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! কি উপায়ে সংসারের

হেতুভূত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি, এই বিষয়ে উপদেশ করুন্। আরুণির বচন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি মমতার অবলম্বনস্বরূপ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, জ্ঞাতি প্রভৃতি উপকারী ব্যক্তিগণ, স্ত্রী, শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ্যা, যাগ, ধনাদি, সূত্র, পুস্তকাদি অর্থাৎ যোগপ্রতিপাদকগ্রন্থ, বেদচতুষ্টয়, ষড়ঙ্গ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, এই সমস্ত ঊর্দ্ধলোক এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, নিতল ও মহাতল এই সমস্ত অধোলোক অর্থাৎ ইহারা পাদতল, তদগ্র গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু ও তদূর্দ্ধভাগরূপে উপাস্য হইলেও হেয় এবং ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ বিরাট্‌দেহ, অসদ্‌বিষয় ও মনোরথ বিসর্জ্জন করিবে। এই সমস্ত পরিহার পুরঃসর দেহযাত্রাসম্পাদনার্থ দণ্ড, আচ্ছাদন ও কৌপীন ধারণ করিবে, অর্থাৎ গোসর্পাদি দূরীকরণার্থ দণ্ড, লজ্জা, শীত, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রশান্তির জন্য আচ্ছাদন ও জলপাত্র, এই সমস্ত গ্রহণ করিবে, আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। উষ্ণীষাদি গ্রহণ করা প্রাণান্তেও সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্সু বা বিসৃজেৎ। কুটীচরো ব্রহ্মচারী কুটুম্বং বিসৃজেৎ, পাত্রং বিসৃজেৎ, পবিত্রং বিসৃজেৎ, দণ্ডান্ লোকাংশ্চ বিসৃজেৎ, লৌকিকাগ্নীংশ্চ বিসৃজেদিতি হোবাচ। অত ঊর্দ্ধমমন্ত্রবদাচরেৎ ঊর্দ্ধগমনং বিসৃজেৎ। ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ. সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ, সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ, উপনিষদমাবর্ত্তয়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদিতি ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

কিরূপ ব্যক্তি সন্ন্যাসে অধিকারী, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থগণ লৌকিকাগ্নি (স্বর্গাদিলোকলাভের হেতুভূত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নিকে) কোষ্ঠাগ্নিতে সমারোপ করিবে, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি করিয়া "সম্যগগ্নে" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্ব্বাণপূর্ব্বক অগ্নিসমারোপণ কর্ত্তব্য। আর সাবিত্রী দেবতা ও অন্যান্য মন্ত্র সফল স্বীয় বাক্যরূপ বহ্নিতে "স্ববাচাগ্নৌ" প্রভৃতি মন্ত্রে সমারোপ করিবে। তৎপরে শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধ জলে, তদপ্রাপ্তিতে শুদ্ধভূমিতে এবং শুদ্ধজললাভে সেই শুদ্ধজলে "ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি কুটীর আশ্রয় পূর্ব্বক কুটুম্ব (পুত্রাদি)

পরিবর্জ্জন করিবে, ভিক্ষাপাত্র ত্যাগ করিবে, জলবিশুদ্ধ বসন বিসর্জ্জন করিবে, এবং বৈণবদণ্ড ও লৌকিক অগ্নিও পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মা আরুণিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তৎপরে স্বাধ্যায়ের বিস্পষ্টতাহেতু অমন্ত্রক স্নানাচমনাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যদি বল, মন্ত্রাদি বিসর্জ্জন করিলে কি প্রকারে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকলাভ হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, সন্ন্যাসিগণ ঊর্দ্ধগমন বিসর্জ্জন করিবে, তাহারা স্বর্গলোকাদি গমনের বাসনা করিবে না। যদি সন্ন্যাসীর স্বর্গলোকাদির-বাসনা না থাকিল, তবে আচমনাদিরও আবশ্যক নাই। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তাহারা সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্ব্বে মৌষল, (অমন্ত্র) স্নান করিবে। তবে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যাকালে সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাতে পরমাত্মস্বরূপ চিন্তা করিবে। পূর্ব্বে যে স্বাধ্যায়ত্যাগ বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ এই যে, সর্ব্ববেদের মধ্যে আরণ্যক, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগ অবশ্য পাঠ্য এবং তাহার অর্থচিন্তা করিবে। অতএব সন্ন্যাসিগণের উপনিষৎ পাঠ করা বিধেয়, নচেৎ তাহাদিগের প্রকৃতজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং যদি জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে সন্ধ্যামন্ত্রাদিবিসর্জ্জন কেবল পতিত্বফল হইতে পারে॥ ১॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড॥ ২॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

খল্বহং ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং ব্রহ্ম সূত্রমহমেব বিদ্বান্ ত্রিবৃৎসূত্রং ত্যজেদ্‌বিদ্বান্ য এবং বেদ। সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া ইতি ত্রিঃকৃত্বোর্দ্ধং বৈণবং দণ্ডং কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ। ঔষধবদশনমাচরেদৌষধবদশনমাচরেৎ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্ত ইতি ব্রূয়াৎ। সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে মত্তঃ। সখাসি মা গোপায় ঔজঃ সখাসি ইন্দ্রস্য বজ্র ই । ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষ র ক্ষত হে রক্ষত॥ ১॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও পরম উপনিষৎ আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য পাঠ করিবে। সত্যাদির ন্যায় আমি, অর্থাৎ অহঙ্কারোপলক্ষিত শোধিত জীবচৈতন্যই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিতে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই সত্য নহে, এই প্রকার বোধ হইলেই সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দলাভ হইয়া থাকে। অধুনা প্রবন্ধভেদ হইলে কি প্রকারে অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সূত্রপটন্যায়ে অভেদনিরূপণার্থ ব্রহ্মের সূত্ররূপতা বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মই জগতের সূচনা করেন, এই জন্য তাঁহার নাম সূত্র। যেরূপ তন্তুই দীর্ঘে প্রস্থে প্রসারিত

হইয়া বস্ত্রসূচনা করে, এই জন্য তাহার নাম সূত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎস্বরূপ বসনের সূচনা করেন বলিয়া সূত্রনামে অভিহিত হন অর্থাৎ কার্য্য কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ব্রহ্মই জগৎব্রহ্মাণ্ডের সূত্র। সেই জগৎসূচয়িতা ব্রহ্মের মায়াতে জীব মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎই জীবের মোহ বিদ্যমান থাকে, পরন্তু সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন আর মোহ থাকে না। যেহেতু, মোহের সম্ভব হয় না, কারণ, মায়াধীশ্বরের মায়াভিভব কোন প্রকারেও হইতে পারে না। যিনি ঐ প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি ত্রিবৃত সূত্র বিসর্জ্জন করিবেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য। "আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি সকল ত্যাগ করিলাম" বারত্রয় এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে অর্থাৎ ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণ সহকারে "সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া" এই প্রকার পাঠান্তে লোকত্রয়ের শ্রবণার্থ যাহা করিবে, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি নিন্দার্হ ও বধ্য হয়। এইরূপে রূপত্রয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈণবদণ্ড ও কৌপীন ধারণ করিবে। পরে ঔষধসেবনবৎ অনাহার করিতে হইবে। অনন্তর বলিবে, মৎসকাশে সর্ব্বভূতের অভয় হউক,

কেন না, আমি ব্রহ্ম এবং আমা হইতেই সর্ব্বভূত প্রবৃত্ত হইতেছে। সুতরাং মৎসকাশে কাহারও ভয়ের আশঙ্কা নাই, কখনও পিতৃসকাশে ভয়ের সম্ভব থাকে না। অতঃপর দণ্ডগ্রহণের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—দণ্ডকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবে, তুমি মদীয় সখা, আমাকে গোসর্পাদি হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি দেহশক্তিরূপ সখা এবং ইন্দ্রের অশনিতুল্য শত্রুর ভয়বিনাশক। তুমি আমার পাপ-পুঞ্জ দূর কর। ই প্রকারে বারত্রয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বৈ (বংশনির্ম্মিত) দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ করে স্থাপন করত দণ্ড ও লজ্জানিবারণার্থ কৌপীন ধারণ করিবে এবং ঔষধের ন্যায়,অর্থাৎ আহারে প্রীতি না থাকিলেও দেহ-রক্ষার্থ আহার করিবে। কদাচ রসেতে আসক্তি রাখিবে না। হে মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যুবতীদিগের স্মরণ, কীর্ত্তন, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, তাহাদিগের উপভোগে সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই সকল পরিহার, অহিংসা, অপরিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ড-কৌপীনাদি ব্যতীত পরিগ্রহবর্জ্জন, সত্য, সপ্রমাণ প্রিয় ও হিত বাক্য এবং অস্তেয় এই পঞ্চ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। প্রাণান্তেও তোমার ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে না; করিলে তাহাদিগকে মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয় ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথাতঃ পরমহংসপরিব্রাজকানামাসনশয়নাভ্যাং ভূমৌ ব্রহ্মচারিণাং মৃৎপাত্রং বালাবুপাত্রং দারুপাত্রং বা। কাম-ক্রোধলোভমোহদম্ভদর্পাসূয়ামমত্বাহঙ্কারানৃতাদীন্ পরিত্যজেৎ, বর্ষাসু ধ্রুবশীলোঽষ্টৌ মাসানেকাকী যতিশ্চরেৎ, দ্বাবেব বা চরেৎ দ্বাবেব বা চরেদিতি ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

পরমহংসগণের ব্রহ্মচর্য্যাদিপঞ্চকস্বৈর্য্যরূপ পারমহংস্য ধর্ম্ম কি প্রকার, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, পূর্ব্বকথিত মন্ত্রপাঠ ও দণ্ডগ্রহণান্তে ব্রহ্মচর্য্যাদি রক্ষণ না করিলে তাহাদিগের সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সুতরাং সেই সকল ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাঁহারা কেবল আমিই হংসস্বরূপ, তদ্ভিন্ন নহে, এই প্রকার বোধে গৃহবন্ধ বিসর্জ্জন করত গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমহংসপরিব্রাজক। এই পরমহংসপরিব্রাজকগণের ভূমিতে আসনগ্রহণ ও শয়ন করা কর্ত্তব্য। তাহারা দিবাভাগে ভূমিতে উপবেশন এবং নিশাভাগে সেই ভূভাগে শয়ন করিবে। যতি-গণের আসনবন্ধই উপবেশন এবং বাহ্যবিষয়বিস্মৃতিই শয়ন। সুতরাং পর্য্যঙ্কাদি পরিত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। ব্রহ্মচারীরা জল ব্যবহারার্থ মৃৎপাত্র, অলাবুপাত্র কিংবা দারুময় পাত্র ধারণ করিবে। হস্তই তাহাদিগের

ভোজনপাত্র, তৈজসপাত্র ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারীরা কাম (মৈথুনেচ্ছা) কিংবা বিষয়মাত্রবাসনা, রোষ, লোভ, মোহ, অর্থাৎ অশুচি দুঃখাত্মক দেহে শুচি ও সুখাত্মবুদ্ধি, দম্ভ (আমি অতি ধার্ম্মিক এই প্রকার অভিমান) দর্প (অন্যকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাতে আধিক্যবুদ্ধি), অসূয়া (পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা), মমত্ব (পরেতে সম্বন্ধবুদ্ধি), অহঙ্কার (জাতি, গুণ ও কর্ম্মের অভিমান), অনৃত (অহিত, অপ্রিয় ও অপ্রমাণ-দৃষ্টার্থ বাক্য) এবং হর্ষশোক ও সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব বিসর্জ্জন করিবে। পরিব্রাজকশব্দের তাৎপর্য্যে বোধ্যগম্য হয় যে, যতিরা সকল স্থানে গমন করিতে পারে, ইহার অপবাদ বিবৃত হইতেছে।—যতি ব্যক্তি বর্ষাঋতুতে অষ্টমাস একাকী পরিভ্রমণ করিবে। যেরূপ কুমারীর করদ্বয়স্থিত কঙ্কণ একত্র হইলেই শব্দ হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন থাকিলে শব্দ হয় না আর সমান-স্বভাবশালী হইলে দুই ব্যক্তিও একত্র থাকিতে পারে, অর্থাৎ অধ্যাত্মকথারস আস্বাদন পূর্ব্বক একত্র হইয়া কালযাপন করিবে। ফল কথা, এরূপ স্বভাববিশিষ্ট হইলে অধিক ব্যক্তিও একত্র সমবেত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে পারে। পাণ্ডবদিগের ঐকমত্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের একত্র পরিভ্রমণে কোন দোষ ঘটে নাই॥ ১॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

খলু বেদার্থং যো বিদ্বান্ সোপনয়নাদূর্দ্ধমেতানি প্রাগ্বা ত্যজেৎ পিতরং পুত্রমগ্ন্যুপবীতং কর্ম্ম কলত্রঞ্চান্যদপীহ। যতয়ো হি ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্ত্যুদরপাত্রং পাণিপাত্রং বা। ওঁ হি ওঁ হি ওঁ হীত্যেতদুপনিষদং বিন্যসেৎ, খল্বেতদুপনিষদং বিদ্বান্ য এবং বেদ পালাশং বৈল্বমাশ্বত্থং দণ্ডমজিনং মেখলাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা শূরো য এবং বেদ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি এবং নির্ব্বাণমনুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি বেদানুশাসনমিতি॥ ১॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ৫॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্তা॥

সন্ন্যাসগ্রহণে যেরূপ আশ্রমক্রমরীতি নাই, তদ্রূপ সন্ন্যাসে উপনয়ননিয়মও নাই। যিনি বেদার্থ-বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উপনয়নের অগ্রে অথবা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ পুণ্যহেতু উপনয়ন ভিন্নও কোন হেতুতে বেদার্থ-পরিজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি উপনয়নের অগ্রেই সকল বিসর্জ্জন করিবে। ভরত, ঐতরেয়, দুর্ব্বাসা, ব্যাস, শুক প্রভৃতি

বাল্যাবস্থাতেই, দুস্ত্যাজ্য জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যতি পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অগ্নি, উপবীত, গৃহক্ষেত্রাদি যে যে দ্রব্য স্বভাবপ্রিয়, তাহাও বিসর্জ্জন করিবে। যতিরা কদাচ সর্ব্বদা গ্রামে অবস্থিতি করিবে না, তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবে, উদর-পাত্র অথবা করপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অন্য কোন জলপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে না, অর্থাৎ এক অঞ্জলি-প্রমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, কিংবা মুখব্যাদান করিলে তাহাতে যে পরিমাণ বস্তু ধরে, তাহাই গ্রহণ করিবে। আর নিরন্তর "ওঁ ওঁ ওঁ" এই মন্ত্র জপ করিবে, এই প্রকারে ত্রিরাবৃত ওঁশব্দে পরমাত্মাই বোধ হয় এবং তৎকল্পোক্ত ন্যাসাদিও করিবে। যে উপাসক ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অর্থতঃ ও শব্দতঃ ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম বিদিত হইতে সমর্থ হন অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দ অর্থ-বোধ করিয়া অভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারিগণের সন্ন্যাসগ্রহণে পূর্ব্বগৃহীতদণ্ডে দণ্ডগ্রহণ সিদ্ধ হয় না, এই জন্য সন্ন্যাসগ্রহণে পলাশ, বিল্ব বা অশ্বত্থদণ্ড গ্রহণ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়াভিপ্রায়ে উক্ত পলাশাদি ত্রিবিধ দণ্ড আছে, পরন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্ন্যাসে অধিকারী নহে; সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দণ্ডের অপ্রাপ্তিতে পর পর দণ্ড-গ্রহণের ব্যবস্থা বোদ্ধব্য। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সন্ন্যাসগ্রহণে ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, অন্য বর্ণের নাই।

আর সন্ন্যাসীরা মৃগচর্ম্ম মেখলা (কুশনির্ম্মিত কটিবন্ধনরজ্জু,) যজ্ঞোপবীত, লৌকিকাগ্নি ও সমিধহোমাদি এই সমস্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শূর (কামাদি শত্রুবিজয়ী) হইবে; কামাদি বিজয়ে অসমর্থ হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে কোন ফল নাই। যাঁহার বেদার্থ বোধ হইলে প্রকৃত অধিকার জন্মে এবং সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতারূপে জ্ঞান হয়, তিনিই প্রকৃত শূর (সাধকশ্রেষ্ঠ)। অধুনা উক্ত সন্ন্যাসফলের পরিজ্ঞাপক দুইটি মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদ নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ নির্ম্মল গগনে চক্ষু পরিব্যাপ্ত হইলে আবরকাভাবে তাহা বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে, বিষ্ণুর পাদদ্বয় তদ্রূপ (জ্ঞানময়)। যদি বল, এই প্রকার বিষ্ণুপদ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—গুরুদেবের উপদেশেই ঐ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর ব্রাহ্মণেরই উপদেশাধিকার জানা যায়। যাহারা বিমন্যু (কামক্রোধাদি-পরিশূন্য) কিংবা যাহাদিগের স্তুতিনিন্দায় তুল্য জ্ঞান এবং যাঁহারা অজ্ঞানরূপ অনিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরাই বিষ্ণুর সেই পরমপদ দীপিত করেন, অর্থাৎ পরহিতার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপসংহারে বিবৃত হইতেছে,—ইহাই মোক্ষোপদেশ, অর্থাৎ ব্রহ্মা এই প্রকারে মোক্ষোপদেশ করিয়া অনুশাসন করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মাই যে এই

ওঙ্কারোপাসনারূপ মোক্ষানুশাসন করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহা বাস্তবিক বেদের আদেশ। ইহা প্রজাপতির অনুশাসন, এই প্রকার স্বীকার করিলে বেদের লৌকিকাশঙ্কা হয়। আর আরুণি ও প্রজাপতির আখ্যায়িকা এই কথা কেবল স্তুত্যর্থ বোদ্ধব্য। শব্দরাশিস্বরূপ সর্ব্ববেদেই সর্ব্ববর্ণাশ্রমাদির ব্যবস্থা হেতু। রাজশাসনের ন্যায় এই অনুশাসন রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তস্করেরা যেরূপ রাজশাসন অবহেলা করিয়া শূলে আরোপিত হয়, তদ্রূপ বেদের শাসন লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যও সংসারশূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উপনিষদাদির শেষবাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি ; এই জন্য "বেদানুশাসনং" এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়োপনিষৎ সমাপ্ত ॥

[illegible]

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কঠশ্রুত্যুপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ যোঽনুক্রমেণ সন্ন্যসতি স সন্ন্যস্তো ভবতি। কোঽয়ং সন্ন্যাস উচ্যতে? কথং সন্ন্যস্তো ভবতি? ॥ ১ ॥

আশ্রমানুসারে যে সন্ন্যাস, তাহাই মোক্ষের পক্ষে উপযুক্ত; রাগ বিদ্যমানে আশ্রম-ব্যুৎক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা মোক্ষের যোগ্য হয় না, এই অভিপ্রায়ে কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ প্রারব্ধ হইতেছে। এই উপনিষৎ প্রজাপতি ও সুরবৃন্দের উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপ আখ্যায়িকাত্মক। প্রজাপতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচারী ব্যক্তি বেদপাঠপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ আশ্রমানুক্রমে যে সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। তখন সুরবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সন্ন্যাস কাহাকে কহে, কিরূপেই বা সন্ন্যাস হয়? ॥ ১ ॥

য আত্মানং ক্রিয়াভিঃ সুগুপ্তং করোতি, মাতরং পিতরং ভার্য্যাং পুত্রান্ সুহৃদো বন্ধূননুমোদয়িত্বা যে চাস্যর্ত্বিজ-

স্তান্ সর্ব্বাংশ্চ পূর্ব্ববদ্‌বৃণীত্বা বৈশ্বানরীমিষ্টিং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্বং দত্তাৎ, যজমানস্যাঙ্গান্ ঋত্বিজঃ সর্ব্বৈঃ পাত্রৈঃ সমারোপ্য ॥ ২ ॥

যিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি নিত্যনৈমিত্তিকাদি-ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে সুগুপ্ত (নিষ্কলুষ) করেন, পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ যেরূপ অগ্নিষ্টোমাদিতে ব্রতনিষ্ঠ হইবে, সন্ন্যাস-সময়ে জনক, জননী, পুত্র, পত্নী, সুহৃদ্ ও বন্ধু প্রভৃতির প্রীতি-সাধন পূর্ব্বক পুরোহিতদিগকে বরণ করিয়া বৈশ্বানর-দেবতা যজ্ঞ করিবে, কিংবা পুরোহিতগণকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা অর্পণ করিবে। তৎপরে ঋত্বিক্‌গণ যজমানের হস্ত, মুখ, নাসিকাদি অঙ্গসকল যথাযোগ্য পাত্রে সমারোপ করিয়া বহ্নিতে প্রাণসমারোপ করিবে, অর্থাৎ যজমানের মৃত্যু হইলে চিতাতে সমারোপণ পূর্ব্বক যে অঙ্গ যে পাত্রে স্থাপন করিতে হয় (যেরূপ স্থালীতে দক্ষিণ কর, স্রুবেতে নাসিকা প্রভৃতি), সেই সেই পাত্রে সেই সেই অঙ্গ সমা-রোপণ করিবে ॥ ২ ॥

যদাহবনীয়ে গার্হপত্যে অন্নাহার্য্যপচনে সভ্যাবসথ্য-য়োশ্চ প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

কোন্ অগ্নিতে কোন্ প্রাণাদি সমারোপ কর্ত্তব্য, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—আহবনীয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিগ্-ভাগে প্রাণ, গার্হপত্য অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্ভাগে অপান, অন্বাহার্য্যপচন, অর্থাৎ দক্ষিণদিগ্ভাগে ব্যান, আর উত্তর-দিগ্ভাগস্থ সভ্য ও অবসথ্য অগ্নিতে উদান এবং সমান-নামক বায়ুর সমারোপ করিতে হয়। এই প্রকারে সর্ব্ব অগ্নিতে সর্ব্বপ্রাণ সমারোপ করিলেই যতিগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে। যতিগণের বিদেহশুদ্ধির জন্যই উক্ত অঙ্গাদি সমারোপ বোদ্ধব্য। ঐ প্রকারে অঙ্গাদিতে ও পাত্রাদিতে সমারোপ করিলে যতিরা শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং নিষ্ক্রম্য পুত্রং দৃষ্ট্বা ত্বং ব্রহ্মা ত্বং যজ্ঞস্ত্বং সর্ব্বমিত্যনুমন্ত্রয়েৎ। যদ্যপুত্রো ভবতি, আত্মানমেবং ধ্যাত্বানপেক্ষমাণং প্রাচীমুদীচীং বা দিশং প্রব্রজেৎ, চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যং চরেৎ, পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ, ঔষধবৎ প্রাশ্নীয়াৎ, যথালাভমশ্নীয়াৎ, প্রাণসন্ধারণার্থং যথা মেদোবৃদ্ধির্ন জায়তে॥ ১॥

যতি-ব্যক্তি শিখা-সমন্বিত সমস্ত কেশ মুণ্ডন পূর্ব্বক জলে যজ্ঞোপবীত বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে গমনোপক্রম করিবে। তৎকালে পুত্রকে দর্শন পূর্ব্বক বলিবে, তুমি ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই সর্ব্বস্ব। সাধক অপুত্র হইলে "আমিই ব্রহ্মা, আমিই যজ্ঞ, আমিই সকল" এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূর্ব্বদিকে কিংবা উত্তরদিকে গমন করিবে। চারিবর্ণের নিকটেই ভিক্ষাচরণ করা সন্ন্যাসীর অধিকার। তাহারা হস্তপাত্রেই আহার করিবে, ঔষধবৎ অর্থাৎ ভোজনে প্রীতিশূন্য হইয়া দেহরক্ষার্থ ভোজন করিবে। যথাপ্রাপ্ত ভোজন করাই তাহাদের কর্ত্তব্য, আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইবে না। প্রাণধারণার্থমাত্র আহার করিবে, যাহাতে দেহের মেদোবৃদ্ধি না হয়, এই ভাবে সাবধান হইয়া আহার করিবে॥ ১॥

কৃশীভূত্বা গ্রামে একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং চতুরো মাসান্ বার্ষিকান্ গ্রামে বা নগরে বাপি বসেৎ, বিশীর্ণং বস্ত্রং বল্কলং বা প্রতিগৃহ্যমাণো নান্যৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ। যদ্যশক্তো ভবতি যো ন ক্লেশঃ স তপ্যতে তপ ইতি॥ ২॥

যতিরা সন্ন্যাসগ্রহণান্তে কামাদিবিকার-দূরীকরণার্থ কৃশ হইয়া গ্রামে একরাত্রি এবং নগরে পঞ্চরাত্রি অবস্থান করিবে, এই প্রকারে বর্ষাঋতুর চারিমাস গ্রামে কিংবা নগরে থাকিবে এবং জীর্ণ বস্ত্র অথবা বল্কল পরিধান করিবে, নূতন বা অধিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। যতিদিগের বৃহৎবস্ত্র-স্বীকার শ্রুতিনিষিদ্ধ। যদি বস্ত্রাদি পরিত্যাগে অক্ষম হয়, তবে বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করিতে পারে। আর যাহারা শীতোষ্ণাদিহিষ্ণু অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া তপস্যা করিতে অক্ষম নহে, তাহারা তপস্যা করিবে॥ ২॥

যো বা এবংক্রমেণ সন্ন্যসতি যো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি কিমস্য যজ্ঞোপবীতম্? কা বাস্য শিখা? কথং বাস্যোপ-স্পর্শনমিতি॥ ৩॥

যিনি এইরূপে জনক, জননী ও পুত্রকলত্র পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মচর্য্যাদি অনুক্রমে, বা ব্রহ্মচর্য্যাদিক্রম আশ্রয়

না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাঁহার যজ্ঞোপবীত কি? শিখা কি? এবং তাঁহার আচমনাদি কি? অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের যজ্ঞোপবীত-ধারণ, শিখাগ্রহণ ও আচমনাদিব্যতিরেকে কি প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে? ॥ ৩ ॥

তান্ হোবাচ ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং যদাত্মধ্যানং বিদ্যা সা শিখা নীরৈঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতৈঃ কার্য্যাং নির্ব্বির্ত্তয়ন্নুদপাত্রে জলতীরে নিকেতনং হি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ৪ ॥

উক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর বিবৃত হইতেছে।—ব্রহ্মা সুরগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতেছেন। —সন্ন্যাসীরা যে চিন্তা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত; তাঁহাদিগের আত্মজ্ঞানই শিখা। আর সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্রাবস্থিত সলিল দ্বারা কার্য্যসম্পাদন করিবে এবং জলতীরে অবস্থিতি করিবে। ব্রহ্মবাদীরা এইরূপে সন্ন্যাসিগণের আচার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অস্তমিত আদিত্যে কথং বাস্যোপস্পর্শনমিতি। তান্ হোবাচ যথাহনি তথা রাত্রৌ নাস্য নক্তং ন বা দিবা। তদপ্যেতদৃষিণোক্তং সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি। য এবং বিদ্বান্ নৈতেনাত্মানং সন্ধত্তে সন্ধত্তে ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

পুনরায় সুরবৃন্দ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি জলতটেই সন্ন্যাসিগণের অবস্থিতি বিধেয় হইল, তবে তাহারা সূর্য্যাস্তে কি প্রকারে আচমনাদি করিবে? কেম না, রাত্রিকালে তড়াগাদির জলস্পর্শ নিষিদ্ধ আছে। তখন ব্রহ্মা সুরবৃন্দকে বলিলেন,—সন্ন্যাসীরা যেরূপ দিবাতে আচমনাদি করিবে, নিশাভাগেও তদ্রূপ আচমনাদি করিতে পারে। তাহাদিগের দিবারাত্রিভেদে কার্য্যের কোন প্রভেদ নাই। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের পক্ষেই নিশাভাগে তড়াগাদির জলস্পর্শ নিষিদ্ধ, বেদে ইহা কথিত আছে। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, একমাত্র দিনই নিত্য, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের নিকট দিবা-রাত্রি-বিচার নাই। যেহেতু, তাহা করিতে গেলে আত্মানুসন্ধান হয় না, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রয় কর্ত্তব্য। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সন্ন্যাস ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

দেবা হ বৈ সমেত্য প্রজাপতিমব্রুবন্ ন বিদামোন বিদাম ইতি। সোঽব্রবীৎ, ব্রহ্মিষ্ঠেভ্যো যে তদ্‌বদন্তো জ্ঞাস্যথেতি ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসদ্বারা কৃতকৃত্যতালাভ অসম্ভব মনে করিয়া সুরগণ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—কিছুই আমাদের বোধগম্য হইল না। তখন ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ও বেদবেত্তা, তাহাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। কারণ, বেদ হইতেই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং আমি তোমাদিগের বাঞ্ছিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তোমরা মৎসকাশে জ্ঞান-লাভ করিতে পারিবে ॥ ১ ॥

ততো বৈ তে ব্রহ্মিষ্ঠা ন বদন্তো ন বদন্ত ইত্যেতৎ সর্ব্বম্। দেবানাং সার্ষ্টিতাং সালোক্যতাং সাযুজ্যতাং গচ্ছতি ॥ ২ ॥

সুরবৃন্দ গুরুদেবের প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বেদবিজ্ঞানী হইলেন এবং প্রত্যেকে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত

রহিলেন অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাক্যালাপ বিসর্জ্জন করিবেন, ইহাই পরমহংস সন্ন্যাসজ্ঞান কথিত হইল। সুরবৃন্দ উক্তরূপ গুরুর উপদেশে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, তত্তুল্য লোক এবং তৎসাযুজ্য লাভ করিলেন ॥২॥

য এবং বেদ সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং নিষ্ক্রম্য পুত্ত্রং দৃষ্ট্বা ত্বং ব্রহ্মা ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং ধাতা ত্বং বিধাতা ত্বং ত্বষ্টা ত্বং প্রতিষ্ঠাসীতি। অথ পুত্ত্রো বদতি, অহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং বষট্‌কারোঽহমোঙ্কারোঽহং স্বাহাহং স্বধাহং ধাতাহং বিধাতাহং ত্বষ্টাহং প্রতিষ্ঠাস্মীতি তান্যেতানি ॥ ৩ ॥

ইত্যগ্রে সংক্ষেপে সন্ন্যাসবিধি বিবৃত হইয়াছে, অধুনা তাহা সবিস্তর কথিত হইতেছে।—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সশিখ কেশমুণ্ডন পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন এবং পুত্ত্রকে দর্শন পূর্ব্বক বলিবেন, "তুমি ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি তেজ, তুমি বিধাতা, তুমি ত্বষ্টা এবং তুমি প্রতিষ্ঠা।" তৎপরে পুত্ত্র বলিবেন,—"আমি ব্রহ্মা, আমি যজ্ঞ, আমি বষট্‌কার, আমি ওঙ্কার, আমি স্বাহা, আমি

স্বধা, আমি বিধাতা, আমি ত্বষ্টা এবং আমিই প্রতিষ্ঠা” এই প্রকারে প্রতিবচন প্রদান করিবেন ॥ ৩ ॥

অনুব্রজন্নাশ্রুমাপাতয়েৎ। যদশ্রুমাপাতয়েৎ প্রজাং বিদ্যাং ছিন্দাৎ প্রদক্ষিণমাবৃত্য এতচ্চৈতচ্চানবেক্ষমাণঃ প্রত্যায়ন্তি স স্বর্গো স স্বর্গো ভবতি ॥৪॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

পিতা যে সময় সন্ন্যাস হইয়া গমন করিবে, পুত্র সেই সময় বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে না, পিতার জন্য শোক করিতেও নাই। পিতার প্রস্থানসময়ে পুত্রের অশ্রুবিসর্জ্জন করা অনুচিত। যদি কেহ পিতার প্রস্থান-সময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তাহার সন্তান এবং বিদ্যা উভয়ই বিনাশ পায়; অতএব জলসমীপ পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইবে এবং প্রদক্ষিণ করিয়া পিতাকে প্রণতিপুরঃসর নিবৃত্ত হইবে। অনন্তর বৃক্ষ, আরাম, তড়াগাদি দর্শন না করিয়া গমন করিবে। যাঁহার প্রস্থানসময়ে পুত্রাদিরা শোক বিসর্জ্জন দেয়, তিনি মুক্তিপদের অধিকারী হন ॥ ৪ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মচারী বেদমধীত্য বেদং বেদৌ বেদান্ বা চরিত-ব্রহ্মচর্য্যো দারানাহৃত্য পুত্ত্রানুৎপাদ্য তাননুরূপাভির্ব্বৃত্তি-ভির্ব্বিতত্যেষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈস্তস্য সন্ন্যাসো গুরুভিরনুজ্ঞাতস্য বান্ধবৈশ্চ সোহরণ্যং পরেত্য দ্বাদশরাত্রং পয়-সাগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ, দ্বাদশরাত্রং পয়োভক্ষঃ স্যাৎ, দ্বাদশ-রাত্রস্যান্তেহগ্নয়ে বৈশ্বানরায় প্রজাপতয়ে চ প্রাজাপত্যং চরুং বৈষ্ণবং ত্রিকপালম্ অগ্নি-সংস্থিতানি পূর্ব্বাণি দারু-পাত্রাণ্যগ্নৌ জুহুয়াৎ, মৃন্ময়ান্যপ্সু জুহুয়াৎ তৈজসানি গুরবে দদ্যাৎ ॥ ১ ॥

অতঃপর সন্ন্যাসগ্রহণের প্রণালী বিবৃত হইতেছে।—সাধক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় শক্তি অনুসারে এক বেদ, দুই বেদ অথবা তিন বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্ম-চর্য্য সমাপন করিবে। তৎপরে দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্ত্রোৎ-পাদন করত ন্যায়ানুযায়ী বৃত্তি দ্বারা পুত্ত্রকলত্রাদিকে ভরণপোষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধনবান্ করিবে। তৎপরে যথাশক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতার প্রীতিসাধন পূর্ব্বক অব-স্থান করিবে। যিনি এই প্রকারে অবস্থান করেন, তাঁহা-রই সন্ন্যাস যুক্ত, অন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ অকর্ত্তব্য। যাজ্ঞ-

বল্ক্য বলিয়াছেন,—"সাধক ব্যক্তি বেদপাঠ পূর্ব্বক জপনিষ্ঠ হইবে এবং পুত্রবান্ হইয়া হোম করিবে। তৎপরে যজ্ঞ করিয়া মুক্তির জন্য চিত্তনিবেশ করিবে। এই প্রকারে ক্রমতঃ কার্য্য করিলেই মোক্ষলাভ হয়, নচেৎ কাহারও ভাগ্যে সে আশা নাই। অনন্তর সেই সাধক বন্ধু বান্ধব ও পিত্রাদি গুরুজনের অনুমতি লইয়া "পূর্ব্বাশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবে" এই শ্রুতি অনুসারে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে। অগ্রে বনে গমন পূর্ব্বক দুগ্ধহোম ও দুগ্ধপান করিবে। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, পুরুষ যেমন দ্রব্য আহার করিবে, তদ্রূপ দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইবে। সুতরাং এই দ্বাদশরাত্রি দুগ্ধদ্বারাই ভোজন ও হোম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর দ্বাদশরাত্র দুগ্ধ মাত্র পান করিবে। পরে অগ্নিকে আগ্নেয় চরু, বৈশ্বানরকে বৈশ্বানর চরু, প্রাজাপতিকে প্রাজাপত্যচরু এবং বিষ্ণুকে বৈষ্ণব চরু দ্বারা আহুতি অর্পণ করিবে এবং পাত্রত্রয়ে সংস্কৃত পুরোডাশ, অর্থাৎ ব্রীহি ও যবচূর্ণ দ্বারা বা পক্কচরু দ্বারা বিষ্ণু-দেবতাকে হোম করিতে হইবে। তৎপরে অগ্নির জন্য সংস্থাপিত কাষ্ঠপাত্র সকল "যজ্ঞাদ্‌যজ্ঞং গচ্ছ" এই মন্ত্রে বহ্নিতে এবং মৃন্ময়পাত্র সমস্ত জলে ফেলিয়া দিয়া তৈজসপাত্র সকল আচার্য্যকে নিবেদন করিবে ॥ ১ ॥

মা ত্বং মামবহায় পরাগাঃ নাহং ত্বমবহায় পরাগামিত্যেবং গার্হপত্যমেবং দক্ষিণাগ্নিমেবমাহবনীয়মরণিদেশাদ্‌ভস্মমুষ্টিং পিবেদিত্যেকে ॥ ২ ॥

তৎপরে অগ্নিত্রয়ের প্রার্থনা করিতে হয় অর্থাৎ অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবে, অগ্নে! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিও না এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব না। এই প্রকারে গার্হস্থপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি এই তিন অগ্নিকে প্রার্থনা করিবে এবং অগ্নির যে ভাগে অরণি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই ভাগ হইতে এক মুষ্টি ভস্ম লইয়া সেই মুষ্টিপরিমাণ ভস্ম আহার করিব ॥ ২ ॥

সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু জুহুয়াৎ। অত ঊর্দ্ধমনশনমপাং প্রবেশমগ্নিপ্রবেশং বীরাধ্বানং মহাপ্রস্থানং বৃদ্ধাশ্রমং বা গচ্ছেৎ ॥৩॥

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সশিখ কেশবপন পূর্ব্বক কণ্ঠ হইতে যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করিয়া "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে জলে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে জলপ্রবেশ, বহ্নিপ্রবেশ, বীরাধ্বান অর্থাৎ সম্মুখ-সংগ্রামে অকাতরে দেহবিসর্জ্জন। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক যোগ-

সাধননিরত হইয়াছেন, আর যিনি সম্মুখসংগ্রামে জীবন-বিসর্জ্জন করেন, এই উভয় ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করেন কিংবা বীরাধ্বানশব্দে কোন বিশেষ তীর্থ। বায়ু পুরাণের উত্তরখণ্ডে তীর্থাবলীবর্ণনে বিবৃত আছে যে, শাঙ্কর, মানস, দেবখাত, মহাপথ, বীরাধ্বান ও মহাপীঠ পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে এই সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে। মহাপ্রস্থান অর্থাৎ মৃত্যু যাবৎ উত্তরাভিমুখে গমন কিংবা বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের আশ্রমে গমন করিবে। বৃদ্ধজ্ঞানিগণের সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট দীক্ষিত হইবে, তাহা হইলেই মহাবাক্যোপদেশ হয় এবং যোগাদিসাধন করিতে পারে ॥ ৩ ॥

স যঃ সায়ং প্রাশ্নীয়াৎ সোঽস্যাঃ সায়ং হোমঃ যৎ প্রাতঃ সোঽয়ং প্রাতঃ যদ্দর্শে তদ্দর্শে যৎ পৌর্ণমাস্যে তৎ পৌর্ণমাস্যে যদ্‌বসন্তে কেশশ্মশ্রুতলোমনখানি বাপয়েৎ, সোঽস্যাগ্নিষ্টোমঃ সোঽস্যাগ্নিষ্টোমঃ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অধুনা সন্ন্যাসিগণের কর্ম্ম-বিসর্জ্জনে দোষাশঙ্কা দূর করিতেছেন।—যিনি সন্ধ্যাসময়ে অশন করিয়া থাকেন, তিনি সন্ধ্যাকালে, যিনি প্রভাত সময়ে আহার করেন,

তিনি প্রাতঃকালে, যিনি পূর্ণিমাতে আহার করেন, তিনি পূর্ণিমাতে, যিনি অমাবস্যাতে আহার করেন, তিনি অমা-বস্যাতে এবং যিনি বসন্ত ঋতুতে আহার করেন, তিনি বসন্ত ঋতুতে হোম করিবেন। সন্ন্যাসী এই প্রকারে নিজ নিজ ভোজনসময়ে হোম করিয়া কক্ষস্থ ও উপস্থনিকটস্থ লোম ভিন্ন কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখ বপন করিবেন। ইহাকেই সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিষ্টোম যাগ বলা যায় ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।

সন্ন্যস্যাগ্নীন্ ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ, যন্মন্যুর্জ্জায়ামাবহেদিতি। অথাধ্যাত্মমন্ত্রান্ জপেৎ, স্বস্তি সর্ব্বজীবেভ্য ইত্যুক্ত্বা দীক্ষা-মুপেয়াৎ, কাষায়বাসঃ কক্ষোপস্থলোমান্ বর্জ্জয়েৎ, লঘু-মুণ্ডোঽসূত্রোদরপাত্রং কস্মাদিত্যধ্যাত্মমস্ত ধ্যায়ত ঊর্দ্ধগো বাহুঃ ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিপ্রভৃতি বিসর্জ্জন করিলে আর পুনরায় তাহা গ্রহণ করিবে না, কারণ, সন্ন্যাসীর দার-পরিগ্রহ নিষিদ্ধ। অধুনা প্রশ্ন এই যে, সন্ন্যাসীদিগের দারপরিগ্রহ নাই কেন ? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।— সন্ন্যাসীরা দারপরিগ্রহ করিলে মন্যুনামা রুদ্রগণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, ফলতঃ সন্ন্যাসিভার্য্যাতে রুদ্রগণেরই অধিকার। সুতরাং এই সন্ন্যাস ত্যাগরূপ দীক্ষারূপ নহে, তাহা হইলেই স্ত্রীপ্রভৃতির নিষিদ্ধতা হেতু পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই। যদি সন্ন্যাসিগণের অগ্নিসেবাদিও না থাকিল, তাহা হইলে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে।—সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্র জপ করিতে করিতে 'সর্ব্বজীবের কল্যাণ হউক' বলিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিবে। যাহাতে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়

এবং পাপপুঞ্জ বিদূরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ ব্রতবিশেষ বলিয়া অভিহিত। শাস্ত্রান্তরে বিবৃত আছে যে, যেহেতু দিব্যজ্ঞান অর্পণ পূর্ব্বক পাপপুঞ্জকে লঘু করে; সুতরাং তন্ত্রজ্ঞ মনীষীরা ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা এই প্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করত কক্ষস্থ ও উপস্থস্থিত লোম বর্জ্জন পূর্ব্বক লঘুমুণ্ডন করিবে। সন্ন্যাসীরা লঘু মুণ্ডন করিবে না এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদরপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ উদর পূরণোপযুক্ত অন্নগ্রহণ করিবে। তৎপরে উর্দ্ধবাহু হইয়া সতত আত্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকিবে ॥ ১ ॥

বিমুক্তমার্গো ভবেদনিকেতশ্চরেৎ, ভিক্ষাশী ন দদ্যাৎ, লবৈকং ধারয়েজ্জন্তুসংরক্ষণার্থং বর্ষাবর্জ্জমিতি ॥ ২ ॥

সন্ন্যাসীরা বিমুক্তমার্গ হইবে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান স্থির না করিয়া পরিভ্রমণ করিবে। বর্ষা-ঋতুতে সন্ন্যাসীরা ভ্রমণ করিবে না, ঐ ঋতুতে ভ্রমণ করিলে পিপীলিকাদি জন্তু চরণবিদলনে বিনষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই সন্ন্যাসীদিগের বর্ষাকালে পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ। তাহারা ভিক্ষা করিয়া খাইবে, পরন্তু এক কণা অন্নও অন্য ভিক্ষুককে অর্পণ করিবে না এবং নিজেও কণামাত্র অন্ন ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিবে না ॥ ২ ॥

তদপি শ্লোকঃ।

কুণ্ডিকাং চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহৌ।
শীতোপঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনন্তথা ॥ (ক) ॥
পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গমেব চ।
যজ্ঞোপবীতং বেদাংশ্চ সর্ব্বং তদ্‌বর্জ্জয়েদ্‌যতিঃ ॥ (খ) ॥

কুণ্ডিকাদি ত্রিদণ্ডীদিগেরই বিধেয়। পরন্তু যাহারা পরমহংস যোগী, তাহাদিগের পক্ষে কুণ্ডিকাদি নিষিদ্ধ। সুতরাং বলিতেছেন,—যতিরা কমণ্ডলু, চমস (কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ), শূন্যে তণ্ডুলরক্ষার্থ শিক্য (শিকা), কুশাসন, উপানহ (চর্ম্মপাদুকা), শীতনিবারিণী কন্থা, কৌপীন আচ্ছাদন, পবিত্র স্নানশাটী (জলশোধনার্থ বস্ত্রখণ্ড), উত্তরীয় বসন, যজ্ঞোপবীত ও বেদ এই সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ (ক-খ) ॥

স্নানং দানং তথা শৌচমদ্ভিঃ পূতাভিরাচরেৎ।
নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বা স্বপেৎ ॥ (গ) ॥

যতিগণ পবিত্র জলদান করিবে এবং পবিত্র জলে স্নান-শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তাহারা নদীতট কিংবা দেবমন্দিরের বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকিবে, বহুজনসঙ্কুল স্থানে শয়ন করিবে না ॥ (গ) ॥

নাত্যর্থং সুখদুঃখাভ্যাং শরীরমুপতাপয়েৎ ।
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্ ।
এতাং বৃত্তিমুপাসন্তে ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি চ ॥ (ঘ ॥)

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ সমাপ্তা।

অত্যন্ত সুখে বা দুঃখে দেহকে উপতাপিত করা যতিগণের পক্ষে নিষিদ্ধ অর্থাৎ মিষ্টান্ন আহারাদি দ্বারা দেহ পুষ্ট করিবে না এবং অতিশয় দুঃখ-সহিষ্ণু হইয়া দেহকে একান্ত নিস্তেজও করিবে না ; পরন্তু গমনাগমনাদি সমর্থ-দেহ ধারণ করিবে। তাহাদিগকে কেহ স্তব করিলে তাহাতে বিশেষ প্রীত এবং কেহ তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও ক্রুদ্ধ হইবে না ; স্তব বা নিন্দা উভয়ই তুল্যজ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যতিরা এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইবে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমিত করিয়া রাখিবে, কোনরূপেও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইবে না। উপনিষদাদির শেষবাক্য বারদ্বয় পাঠ করাই রীতি ; এই জন্য এই উপনিষদের শেষবাক্য "ঘাতয়ন্তীন্দ্রিয়াণি চ" এই বাক্য দুইবার পাঠ্য ॥ (ঘ) ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ সমাপ্ত ॥

আগমবাগীশ স্বামী কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার।

প্রকাণ্ড গ্রন্থ, নূতন সংস্করণ, সচিত্র, সানুবাদ।

বহুদিন পরে আবার বহু ভক্তের আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারের বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগ-যজ্ঞ, বলিদান, সাধন, সিদ্ধি, মন্ত্র, তপঃ—তন্ত্রসারে কি নাই? তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্ররহস্যের পঞ্চমকাররহস্য, পঞ্চমসাধন কি? তান্ত্রিকসাধনায় শাক্তভক্তের সকল সাধনের সিদ্ধি ইহাতে পাইবেন। মূল্য অনুবাদ-সমেত ২৲ দুই টাকা। বাঁধাই ২।৷৹ আড়াই টাকা।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ও মন্ত্রকোষ

তন্ত্রসাধকের প্রাণ, সর্ব্বতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, কলির মানবের মুক্তি, নিগূঢ় মর্ম্ম, গূঢ়তত্ত্ব নিহিত, সর্ব্ব মানব-মঙ্গলকর মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, স্বল্পসময়ে সিদ্ধিলাভ, কামিনীমায়া-সাধনে মহামায়া, সুরা-[illegible] অমৃত-লাভ। মূল অনুবাদসহ। পরিশিষ্টে মন্ত্রকোষ—দেবদেবীর মন্ত্র। সাধকগণের গুপ্তরহস্য পরিব্যক্ত। মূল্য ১৲ এক টাকা। বাঁধাই ১।৹ পাঁচ সিকা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়

জাবালোপনিষৎ
পিঙ্গোপনিষৎ
আত্মোপনিষৎ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ।

কলিকাতা-রাজধান্যাম্,

১৬৬ সংখ্যক-বহুবাজারষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-মেসিনাখ্য"-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্।

১৩২৪

মূল্য ।৷৹ টাকা।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাৎ যত্র ক্বচন গচ্ছতি তদেব মন্যেত তদবিমুক্তমেব ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্॥ ১॥

যোগনিষ্ঠ পরমহংসগণ কি প্রকার পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক কি ভাবে অবস্থিত থাকেন, পরমহংসোপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমহংসগণ কি প্রকারে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবেন, কিরূপ স্থানে ও কিরূপ দেহভাগে তাঁহাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কোন্ বয়সে পারমহংস্যাধিকার জন্মে, পারমহংস্য অবলম্বন করিলে তাঁহারা

কিরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, পরমহংসবৃন্দের আচার কি প্রকার, পারমহংস্য আশ্রয়ের পরিণাম ফল কি, এই পারমহংস্য সম্প্রদায় কোন্ ব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কে কে, উহারা কি ভাবে দেহত্যাগ করিবেন ? এই সমস্ত জানিবার জন্য সত্যকামনামক জাবালপুত্রের উপজ্ঞাত উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। সুরগুরু যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যে দেবতাদিগের দেবপূজাস্থল মোক্ষদায়ক কুরুক্ষেত্র, ইহারই বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন,—কুরুক্ষেত্রই অবিমুক্ত, অর্থাৎ সুরবৃন্দ মোক্ষের আশায় শিবসমীপে স্থান প্রার্থনা করিলে শিব ঐ কুরুক্ষেত্রকে মুক্তির আয়তন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাস্থান এবং সর্ব্বজীবের মোক্ষ প্রাপ্তির আস্পদ। দেবগণও পুণ্যলাভ কামনায় ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, সুতরাং যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রকে অবিমুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করিবে; কেন না, ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাক্ষেত্র এবং ঐ স্থানই সর্ব্বভূতের মুক্তিলাভের একমাত্র আয়তন ॥ ১ ॥

অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রেমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব

নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্যাজ্ঞ-বল্ক্য ॥ ২ ॥

বারাণসীক্ষেত্র যে অপরাপর স্থল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে এই স্থানে জীবমাত্রেরই প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে রুদ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার অর্থ উপদেশ প্রদান করেন। এই তারকব্রহ্ম নাম-প্রভাবে জীববৃন্দ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিফলের অধি-কারী হয়। অতএব অবিমুক্ত স্থান সেবা করা কর্ত্তব্য, স্থান কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সুরগুরু স্বয়ং ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞ্যবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ৩ ॥

নামত দেশ পরিজ্ঞাত হইলে লিঙ্গত দেশপরিজ্ঞানার্থ বলা যাইতেছে। —অত্রি-ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যসকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইবে, তদ্বিষয় বর্ণন করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অবিমুক্ত স্থানেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়। কেননা, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, অবিমুক্তস্থানেই তাঁহার অধি-

ষ্ঠান। বৃহদারণ্যক মুনির ন্যায় মুনিবৃন্দ প্রশ্নকর্ত্তা, যাজ্ঞবল্ক্য সমাধানকারী, আর জনক সভ্য; অতএব এই বিষয়ে জল্পনামাত্রেরও আশঙ্কা নাই॥ ৩॥

সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি॥ ৪॥

অত্রি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্তস্থান কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বারণা ও নাশীতে প্রতিষ্ঠিত। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, বারণা ও নাশী কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যাহা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়কৃত দোষ দূর করে, তাহাই বারণা এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপ বিনষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকেই নাশী বলে। এই বারণা ও নাশী এই উভয়ের সংযোগবশেই বারাণসী হইয়াছে, অর্থাৎ বারণা ও নাশীর মধ্যস্থিত স্থানকেই অবিমুক্ত কহে। স্কন্দপুরাণে বিবৃত আছে যে, অশী ও বারণা এই দুইয়ের মধ্যভাগে যে মহত্তর স্থান অবস্থিত আছে, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। দেবগণও তথায় প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলেই মুক্তিলাভ হয়॥ ৪॥

কতমশ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষঃ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥ ৫ ॥

লৌকিক ও পুরাণপ্রথিত অধিভূত অবিমুক্ত স্থান বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক অবিমুক্তস্থান বিষয়ক প্রশ্ন হইতেছে, অর্থাৎ যে যে অবিমুক্ত স্থান কথিত হইয়াছে, তদ্‌ব্যতীত অবিমুক্ত স্থান কি ? ইহার উত্তর এই যে, ভ্রূ ও ঘ্রাণের যে সন্ধি, তাহাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। শাস্ত্রা-ন্তরে বর্ণিত আছে যে, ইড়া ভগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী, যে ব্যক্তি এই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ স্থান বিদিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিকে বেদবিদ্ কহে। এখানে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র ; সুতরাং তাহার পূর্ব্বভাগে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্ত স্থান অধিষ্ঠিত। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যস্থ স্থানের সন্ধিত্ববিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে ;— যেহেতু ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যভাগ স্বর্গলোক এবং যাহা পরম স্বর্গ, অর্থাৎ যাহা হইতে জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, এই উভ-য়ের সন্ধিই ভ্রূ ও নাসিকার মধ্য। নাসিকামূলের উপরি-দেশকে স্বর্গ এবং ললাটের পরভাগকে সত্যলোক বলে, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দেহমধ্যেও ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থিতি আছে। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, দেহেও তৎসমস্ত অধিষ্ঠিত। পাতাল, পর্ব্বত, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র, শূন্য ও গ্রহবৃন্দ এই সকলই দেহপিণ্ডমধ্যে অবস্থিত। পাদের নিম্নভাগকে

তল এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগকে বিতল কহে। জানুযুগল সুতল, বন্ধনসমূহ নিতল, দেহের ঊর্দ্ধভাগ তলাতল, গুহ্য-দেশ রসাতল ও কটিদেশ পাতাল। এই প্রকারে মনীষিগণ দেহাভ্যন্তরে তলবিতলাদি সপ্তপাতাল দৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাভিমধ্যে ভূর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধভাগে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, কণ্ঠে মহর্লোক, বদনে জনলোক, ললাটে তপো-লোক এবং মহারন্ধ্রে সত্যলোক। এই প্রকারে শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অধিষ্ঠিত আছে। ত্রীকোণ স্থানে সুমেরু-পর্ব্বত, অধঃকোণে মন্দরগিরি, দক্ষিণকোণে কৈলাসপর্ব্বত, বামভাগে হিমালয়, ঊর্দ্ধভাগে নিষধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদন-পর্ব্বত এবং বামরেখাতে রমণপর্ব্বত আছে, এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তকুলপর্ব্বতের অধিষ্ঠান জানা যায়। ইহা ভিন্ন মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, শিরাতে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, অস্থিমধ্যে জম্বুদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, চর্ম্মে শাল্মলদ্বীপ কেশে প্লক্ষদ্বীপ, নখে পুষ্করদ্বীপ, রোমরাজিতে গোমেদদ্বীপ বিদ্য-মান। এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তদ্বীপের অধিষ্ঠান জানিবে। মূত্রে ক্ষীরোদসমুদ্র, দুগ্ধে ইক্ষুসমুদ্র, শ্লেষ্মাতে সুরাসমুদ্র, মজ্জাতে ঘৃতসমুদ্র, রসেতে রসসমুদ্র, শোণিতে দধিসমুদ্র, লম্বিকাস্থানে স্বাদূদকসমুদ্র এবং শুক্রমধ্যে গর্ভোদসমুদ্র অধিষ্ঠিত। নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র বিদ্যমান। নেত্রযুগলে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, কণ্ঠে গীষ্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিতে শনি, বদনে রাহু এবং বায়ুস্থানে

কেতু অধিষ্ঠিত। এই প্রকারে দেহমধ্যে নবগ্রহের অধিষ্ঠান জানিবে। এইরূপে চরণতল হইতে মস্তক যাবৎ দেহ বিভক্ত হইয়াছে ; এই জন্তই স্বর্গলোক ও পরলোকের সন্ধি বিবৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

এতদ্বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ্ উপাসতে ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি। সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যাদিকর্ম্মবর্জ্জিত যোগীর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উক্ত সন্ধিকেই সন্ধ্যা বলিয়া আরাধনা অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সন্ধিস্থানগত জ্যোতির্ধ্যানই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধ্যা, কারণ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলসুখই ব্রহ্মবিজ্ঞানসুখের অন্তর্গত। গীতাতে বর্ণিত আছে যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলে যে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণের সেই সমস্ত ফললাভ হয়। সেই আত্মা অবিমুক্ত বারাণসীতে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং অবিমুক্ত ভ্রূমধ্যে তাহার আরাধনা করিবে। যিনি এই প্রকারে অবিমুক্ত স্থানে আত্মোপাসনা করেন, তিনিই শিষ্যদিগকে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ দিতে সমর্থ ॥ ৬ ॥

অথ হৈনং ব্রহ্মচারিণ উচুঃ কিং জপ্যেনামৃতত্বং ব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রিয়েণেত্যেতান্যেব হ বা

অমৃতস্য নামানি এতৈর্হ বা অমৃতো ভবতীতি এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মের আরাধনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের অনন্ত অব্যক্ত পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মাচিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকে না; সুতরাং প্রথমাধিকারিগণের ব্রহ্মচিন্তনের সহজপন্থা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কি প্রকার জপের ফলে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা বল। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহারা প্রথমাধিকারী, শতরুদ্রিয় জপদ্বারা তাহারা ব্রহ্মের আরাধনা করিবে। "নমস্তে" ইত্যাদি ষট্‌ষষ্ঠি, "যঃ সোমেত্যাদি" অষ্টনীলরুদ্রসূক্ত, ষোড়শ ঋক্, "নমস্তে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, "এষ তে" ইত্যাদি দুই মন্ত্র "বিদ" ইত্যাদি দুই মন্ত্র এবং "মীঢুষ্টম" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র,এই সমুদায়ই শতরুদ্রিয়নামে কথিত। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যজুর্ব্বেদীরা এই শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিলে তাহাদিগের পাপ বিনাশ পায় এবং আত্মশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ পাইয়া থাকে, কিংবা দ্রোণপর্ব্বপঠিত শতরুদ্রিয় স্তোত্রই পরমহংসদিগের উচিত, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মচারিগণের এই উপদেশ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্! সন্ন্যাসং ব্রূহীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং

পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ ৮ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অবিমুক্ত উপাসনা দ্বারা যদি সন্ন্যাসিগণেরই মোক্ষ হইল, তবে আর কেহ অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবে কেন ? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা যাইতেছে।—রাজর্ষি বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি সন্ন্যাসাধিকার এবং সন্ন্যাসবিধি মৎসকাশে বর্ণন করুন। জনকের প্রশ্নের উত্তরে ঋষিবর বলিলেন, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; কেন না, বেদপাঠ না করিলে কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরে ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, যেহেতু, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকরত সন্তান উৎপাদন না করিলে কোনপ্রকারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং গার্হস্থ্যস্বীকারের পর বনবাস অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ বনবাসে থাকিয়া তপঃসাধনদ্বারা সমস্ত পাপ দূর করিবে; যেহেতু পাপী তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী নহে। পরে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপস্যা এই তিন প্রকার কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ এই তিন ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ করিবে। স্মৃতিতে বিহিত আছে যে, বেদপাঠকরতঃ জপনিষ্ঠ হইয়া পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক অগ্ন্যাধ্যান

করিবে এবং সাধ্যানুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষলাভে চিত্ত-সন্নিবেশ করিবে। আর ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে এবং অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধ করিয়া সত্যভাষী হইয়া থাকিবে। এই প্রকার করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিরও মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আশ্রমান্তর পরিগ্রহও জ্ঞানসাধন; অতএব জ্ঞানবান্ যাজ্ঞ-বল্ক্যের ক্রমত সন্ন্যাসগ্রহণ বিরুদ্ধ নহে ॥ ৮ ॥

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্র-জেৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মচারীর কি প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহা তৃতীয় খণ্ডে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারিগণের বিবাহ ব্যবহারও দেখা যায়। অধুনা আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা বিবাহাদিকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের কি প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বৈরাগ্যপটু লোকেরও ক্রমত সন্ন্যাসসম্ভব হয়, অতএব জ্ঞান প্রশ্নের উপপত্তি হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যদিও গার্হস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মেতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি-হেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও বনবাস

ভিন্ন সন্ন্যাস-সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবিচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাস-সিদ্ধির অঙ্গ নহে ; তথাপি অব্রতী বা ব্রতী হউক, স্নাতক (কৃতবিদ্য) বা ব্রতান্তে কৃতস্নান হউক, কি অস্নাতক হউক, অগ্নিহোত্রাগ্নিক হউক কি অনগ্নিক হউক, যখন সংসারবিরক্ত হইবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ॥৯॥

তদ্বৈকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদু তথা ন কুর্য্যাদাগ্নেয়ীমেব কুর্য্যাৎ অগ্নির্হ বৈ প্রাণঃ প্রাণমেব তথা করোতি। ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি ॥ ১০ ॥

অধুনা সন্ন্যাসবিধি বিবৃত হইতেছে।—প্রাজাপত্যনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনেককেই দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, অরণ্যে বা গৃহে বেদবিহিত সদক্ষিণ প্রাজাপত্যযজ্ঞ করিয়া আত্মাতে বহ্নির আরোপ করিবে। কেবল মোক্ষে চিত্তনিবেশ করিলেই কার্য্য সফল হয় না, সুতরাং আগ্নেয় যাগ করিবে ; কেন না, বহ্নিই প্রাণ, এই জন্য প্রাজাপত্য পরিহার পুরঃসর আগ্নেয় যাগ করা কর্ত্তব্য। আর প্রাণ ও মন এই উভয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষৎশ্রুতিতে দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আগ্নেয় যাগেরই সামর্থ্যাতিশয় দৃষ্ট হয় ; যেহেতু, যেখানে প্রাণ, সেই

স্থানেই মন; যেখানে মন, সেই স্থানেই সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং যে স্থানে ইন্দ্রিয়, সেই স্থানেই বিষয়; সুতরাং আগ্নেয় যাগেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত যাগ হইতেও ত্রৈধাতবীয় যাগ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিবেদের ধাতু অর্থাৎ রস আছে এবং ইহাতে ঐন্দ্রযাগ ও বৈষ্ণব যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যজ্ঞে দ্বাদশকপাল পুরোডাশই হবিঃ-স্বরূপ; এই হবিঃ তণ্ডুলপিষ্টবেষ্টিত যবপিষ্টরূপ। সর্ব্বস্বদানে এই যজ্ঞসিদ্ধি হয়, এই যজ্ঞেই সন্ন্যাসাধিকার বিদ্যমান। "দ্বে সহস্রে ভূয়ো বা দদ্যাৎ স এতয়া যজেত" প্রভৃতি শতপথব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে উক্ত যাগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ যাগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয় বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য উক্ত যাগকে ত্রৈধাতব কহে ॥ ১০ ॥

অয়ং তে যোনি ঋত্বিজো যতো জাতঃ প্রাণাদরোচথাঃ। তং প্রাণং জানন্নগ্নে! আরোহ অথা নো বর্দ্ধয় রয়িম্ ইত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ হ বা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। গ্রামাদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাঘ্রাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

"বায়োরগ্নিঃ' প্রভৃতি শ্রুতি এবং অনুভব দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, হে অগ্নে! বায়ুই তোমার যোনি (উৎ-

পত্তিস্থান) কেন না, তুমিই গর্ভাধানসময় প্রাপ্ত হইয়া থাক। এখন অগ্নির প্রাণ-যোনিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন পিতার সংযোগে পুত্র প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ হইতে অগ্নি প্রকাশ পায়; সুতরাং তুমিই প্রাণের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। "হে অগ্নে! তুমি প্রাণকেও জ্ঞাত হইয়া আমার প্রাণারূঢ় হও। অনন্তর প্রাণাবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলে ধনবৃদ্ধিপূর্ব্বক পোষণ কর", এই মন্ত্রে বহ্নির আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর পুত্রাদির শ্রেয়ঃসাধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন।—এই বহ্নির যোনিস্বরূপ প্রাণ গমন কর, অর্থাৎ "অয়ং তে যোনি ঋত্বিজ" প্রভৃতি মন্ত্রে গ্রাম হইতে বহ্নিসঞ্চয়পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিবে। সন্ন্যাসোপনিষদে এই প্রকার হোমবিধি বিবৃত আছে॥ ১১॥

যদ্যগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াৎ আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বা উদ্ধৃত্য প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষমন্ত্রঃ ত্রয্যেবং বদেৎ, এতদ্‌ব্রহ্মৈতদুপাসিতব্যম্ এবমেবৈতদ্‌ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ ১২॥

মহাবনাদিতে সন্ন্যাসেচ্ছা হইলে "সেই দিনেই অগ্ন্যাধান করিবে।" এই প্রকার বিধি হেতু সেই কালেই অগ্ন্যাধান

করা উচিত; কিন্তু তৎকালে বহ্নির অলাভে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে। যদি অগ্নিপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা ঘটে, তবে জলেতে আহুতি প্রদান করিবে। "আপ হ বা ইদমগ্র আসন্" প্রভৃতি শ্রুতিতে জলই সর্ব্ব-দেবতার হেতু বলিয়া কথিত আছে এবং কার্য্যও কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং জলই সর্ব্বদেবস্বরূপ, এই জন্য অগ্নির অপ্রাপ্তিতে জলে আহুতি-প্রদান কর্ত্তব্য। জলে আহুতি-প্রদানের মন্ত্র যথা,—"আমি সমস্ত দেবতাকে হোম করিতেছি," এই বলিয়া স্বাহান্তমন্ত্রে হোমসাধনপূর্ব্বক পাত্র হইতে সাজ্য চরু লইয়া সেবন করিবে। এই মোক্ষমন্ত্র অনাময় অর্থাৎ এই মন্ত্রে ঐ নিয়মে হোম করিলে বিনাবিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাই বেদে উক্ত আছে। অতএব এই সন্ন্যাসলক্ষণ বস্তুভূত ব্রহ্মকে জানিবে। যেহেতু,ব্রহ্মপরিজ্ঞানই মোক্ষের কারণ; সুতরাং মোক্ষার্থি-গণের ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য, যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার অঙ্গী-কার করিয়া ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞ-বল্ক্য! অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং য আত্মা প্রাশ্যা-চম্যায়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানাম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণ যে উপবীত ত্যাগ করিবে, তৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ

ইয়া প্রশ্ন করিলে তদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—অত্রিনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি আত্মা, তিনিই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। সমস্ত কর্ম্মফলই এই আত্মধ্যানের অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, আত্মধ্যানই জীবকুলের বন্ধ ও মুক্তির হেতু; সুতরাং শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া শেষ প্রাশন করত আচমন করিবে এবং আচমনান্তে পূর্ব্ববৎ বহ্নির আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্নির অভাবে জলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাই পরিব্রাজকগণের পক্ষে ব্যবস্থা। অধিকন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ সর্ব্বথা বিধেয় ॥ ১৩ ॥

বীরাধ্বানে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নি-প্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা ॥ ১৪ ॥

বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত ব্যবস্থার অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ বীরাধ্বানে, অনাশকে, সলিলমধ্যে, বহ্নিপ্রবেশে ও মহাপ্রস্থানেই এই যজ্ঞাদিবিধি নির্ণীত আছে। আদিত্য-পুরাণে যে উক্ত বীরাধ্বানাদি পঞ্চ কথিত আছে, তাহা এই—যে ব্যক্তি মহাপাপী হইয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, শরীর-বিনাশের সময় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইলেও স্বর্গাদি মহাফলকামনায় প্রদীপ্ত

বহ্নিতে প্রবেশ করিবে, কিংবা অনশন করিবে, অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, মহাপথে প্রস্থান করিবে, হিমালয়চূড়ায় আশ্রয় লইবে কিংবা প্রয়াগে বটশাখার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। এই প্রকার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উত্তমলোক প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্ম-হত্যা করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ দ্বারা মহাপাতক বিনাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ দিব্য ভোগলাভ হয়। ঐরূপ তপস্যাতে নর-নারী প্রভৃতি সকলেই অধিকারী। বীরা-ধ্বানে অগ্নিপুরাণে ফল কথিত আছে যে,যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই শূর স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না, ইহাকেই বীরাধ্বান, বীরশয্যা, বীরস্থান বা বীরস্থিতি কহে। অনাশক বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরে যে ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই—অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জনই অনাশক নামে অভিহিত। জলপ্রবেশে সপ্তসহস্র বর্ষ, অগ্নিপ্রবেশে একাদশসহস্র বর্ষ, উচ্চস্থান হইতে পতনে ষোড়শসহস্র বর্ষ, মহাযজ্ঞে ষষ্টিসহস্রবর্ষ, গোগ্রহে মরণে অশীতিবর্ষ এবং অনাহারে প্রাণত্যাগে অনন্তকাল সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জলপ্রবেশ এবং বহ্নিপ্রবেশের ফল কথিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে যে মহাপ্রস্থানের ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই—মহাপ্রস্থানযাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না,উক্ত প্রস্থানে

মৃত্যু ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে সদ্যঃ স্বর্গফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৪ ॥

অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

আনুষঙ্গিক পরিব্রজ্যা নির্ণীত হইল, অধুনা প্রকৃত পরিব্রাজকতা স্থিরীকৃত হইতেছে।—যাহারা পরিব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অললম্বন করিবে, তাহারা গৈরিকাদি দ্বারা কষায়িত বসন ধারণ পূর্ব্বক মস্তকমুণ্ডন করিয়া অপরিগ্রহ হইবে (স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গ বিসর্জ্জন করিবে)। পরে বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধিসাধন পূর্ব্বক দ্রোহ-বর্জ্জন করিবে এবং সতত লোকসমাগমশূন্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। এইরূপ উপাসনাতে অনশনাদি দ্বারা শরীরত্যাগ করিতে হয় না। আতুর ব্যক্তি কেবল বাক্যে ও মনে সন্ন্যাসাবলম্বন করিবে। শক্তির অভাবে তাহাদিগের কেবল বাক্য ও মনোদ্বারা আরাধনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥

এষঃ পন্থা ব্রহ্মণা হানুচিতঃ তেনৈবৈতি সন্ন্যাসো ব্রহ্ম বিদিত্যেবমেবৈষ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ১৬ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সন্ন্যাসপন্থা কি প্রকৃত, না কল্পিত? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—এই সন্ন্যাসপন্থা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বোধিত, এই সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসিগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং জানা গেল যে, এই সন্ন্যাসপন্থা কল্পিত নহে; অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক "ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য!" এই প্রকার সম্বোধন দ্বারা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন ॥১৬॥

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতু-দুর্ব্বাসা-ঋভু--নিদাঘ--জড়ভরত-দত্তাত্রেয়--রৈবতক--প্রভৃতয়োঽব্যক্ত-লিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ ॥ ১৭ ॥

সন্ন্যাসের কল্পিতত্বশঙ্কা দূর করিবার জন্য পুনরায় পরমহংস-সম্প্রদায় প্রদর্শন করিতেছেন।—সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতক, এই আট জন পরমহংসের নাম পুরাণে প্রথিত আছে। তদ্ব্যতীত পরমহংস-সম্প্রদায়ও ছিল, ইহাঁরা অব্যক্তলিঙ্গ, অর্থাৎ ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রমবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন এবং অনুন্মত্ত ছিলেন। আর কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় ছিলেন; দত্তাত্রেয় মদিরা ও স্ত্রী সেবন করিতেন ॥ ১৭ ॥

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শক্যং জলপবিত্রং পাত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং ভূস্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

পরমহংসবৃন্দ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য (দ্রব্যরক্ষার্থ রজ্জুনির্ম্মিত আধার বা শিকা), বসন, জলবিশুদ্ধ পাত্র, (কুণ্ডিকাচমসাদি) এবং কন্থা, কৌপীন, উত্তরীয় বসন, শিখা ও যজ্ঞোপবীত এই সকল "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে সলিলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১৮ ॥

যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্তদ্‌ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্ত কালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমো ভূত্বা শূন্যাগার-দেবগৃহ-তৃণ-কূট-বল্মীকবৃক্ষমূল-কুলালশালাগ্নিহোত্রগৃহ-নদী-পুলিন-গিরিকুহরকন্দরকোটর-নির্জ্জরস্থণ্ডিলেষু তেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যান-পরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি, স পরমহংসো নাম পরমহংসো নামেতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-জাবালোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যে ব্যক্তি জন্মকালীন রূপধারী অর্থাৎ নির্ব্বস্ত্র, গ্রন্থানুশীলনরহিত হইয়া পরিগ্রহবিসর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-

মার্গে সম্যক্ সম্পন্ন ও শুদ্ধমনা হইয়া জীবনধারণার্থ যথাযথ সময়ে উদরপূরণোপযুক্ত ভিক্ষাচরণ পূর্ব্বক লাভালাভে তুল্যজ্ঞানী হইয়া শূন্যাগার, দেবগৃহ, পর্ণশালা, বল্মীক, তরুমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রগৃহ, নদীতট, গিরিকুঞ্জর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর ও স্থণ্ডিল, এই সমস্ত স্থলে বাস করিয়া যত্নবান্, নির্ম্মল, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া শুভাশুভক্রিয়া সমূলে পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস দ্বারা শরীরবিসর্জ্জন করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা যায়। উপনিষদাদিতে অধ্যায়-শেষে অন্তব্যাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই জন্য "পরমহংসো নাম" দুইবার বিবৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

পিণ্ডোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ দেবতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণমিদবব্রুবন্।
মৃতস্য দীয়তে পিণ্ডং কথং গৃহ্লন্ত্যচেতসঃ ? ॥ ১ ॥

পিণ্ডোপনিষৎ বিবৃত হইতেছে কেন, তাহার কারণ এই যে, সংসারমোক্ষার্থ সন্ন্যাসোপনিষৎ ও পরমহংসোপনিষৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসবর্জ্জিত ও সংসারে যাহারা বিপন্ন, তাহাদের গতি কি হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্যই এই উপনিষৎ বিবৃত হইতেছে।—কোন সময়ে সুরবৃন্দ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পিতামহসকাশে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মনুষ্যগণের মরণান্তে শরীর চেতনাবিহীন হয়; সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া মনুষ্যেরা পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে। ঐ প্রদত্ত পিণ্ড অচেতন মৃতেরা গ্রহণ করে কি প্রকারে? ॥১॥

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
হংসস্ত্যক্ত্বা গতো দেহং কস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ? ॥২॥

সুরবৃন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর ভিন্ন হইয়া দেহগত পঞ্চভূত মহাভূতে বিলীন হইলে আত্মা সেই শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কোন্ স্থানে প্রস্থান করে ও কোথায় অবস্থিতি করে ? ॥ ২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহং বসতি তোয়েষু অহং বসতি চাগ্নিষু।
অহমাকাশগো ভূত্বা দিনমেকন্তু বায়ুগঃ ॥ ৩ ॥

পিতামহ কহিলেন,—আত্মা দেহত্যাগান্তে জলে এবং বহ্নিতে অবস্থিতি করে। পরে আকাশগামী হইয়া একদিনমাত্র বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকে। পরে ভোগোচিত দেহ জন্মে এবং সেই দেহ দ্বারা পিণ্ড গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

প্রথমেন তু পিণ্ডেন কলানাং তস্য সম্ভবঃ।
দ্বিতীয়েন তু পিণ্ডেন মাংস-ত্বক্-শোণিতোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

মানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পুত্ত্রাদিরা প্রথম দিবসে যে পিণ্ড দান করে, তাহাতে ষোড়শকলার সম্ভব হয় এবং তৎপরদিন যে দ্বিতীয় পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে মৃত ব্যক্তির মাংস, চর্ম্ম এবং

রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ষড়িন্দ্রিয় ইহাদিগকেই ষোড়শকলা কহে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়েন তু পিণ্ডেন মতিস্তস্যাভিজায়তে।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন অস্থিমজ্জা প্রজায়তে ॥ ৫ ॥

তৃতীয় দিনে মৃতের উদ্দেশে পুত্রাদি কর্ত্তৃক যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই পিণ্ডে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তৎপর-দিবসে যে চতুর্থ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে অস্থি ও মজ্জা জন্মে ॥ ৫ ॥

পঞ্চমেন তু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরো মুখম্।
ষষ্ঠেন কৃতপিণ্ডেন হৃৎকণ্ঠং তালু জায়তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয় তৎকালে মৃতব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলি, শিরঃ ও মুখ জন্মে। ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই ষষ্ঠপিণ্ড হইতে হৃদয়, কণ্ঠ এবং তালুর উৎপত্তি হয় ॥ ৬ ॥

সপ্তমেন তু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে।
অষ্টমেন তু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥ ৭ ॥

মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুত্রাদিরা সপ্তম দিবসে যে পিণ্ড-

দান করে, তাহা হইতে দীর্ঘায়ু হয় এবং অষ্টম পিণ্ড দ্বারা বাক্য পুষ্ট ও মৃত ব্যক্তি বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে॥ ৭ ॥

নবমেন তু পিণ্ডেন সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহৃতিঃ।
দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবনং তথা॥
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরস্য পিণ্ডদানেন সম্ভবঃ।
পিণ্ডদানেন সম্ভব ইতি॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্তা॥

মৃত ব্যক্তির মরণান্তে তাহার উদ্দেশে নবম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়সমাবেশ হয় এবং দশম পিণ্ড দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসাদির উদ্বোধ হয়, এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটি দেহ গঠিত হয়। এই অর্থ গরুড়পুরাণেও কথিত আছে, ভগবান্ গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা শ্রুতিমূলক। বিশেষতঃ মস্তক হইতে উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ভগবান্ গরুড়কে বলিয়াছেন যে, প্রথম পিণ্ডে মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয় এবং চতুর্থ পিণ্ডে ঐ সমস্তের পুষ্টি হয়। আর পঞ্চম পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠে কটি, সপ্তমে গুহ্য, অষ্টমে উরু,

নবমে জানু ও পাদ জন্মে এবং দশম পিণ্ডে ক্ষুধার উদয় হইয়া থাকে। এই পিণ্ডদানের বিশেষ এই যে, দশম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা আমিষের সহিত প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেননা, দেহে জীবসঞ্চার হইলেই তাহার ক্ষুধা হয়, অতএব সামিষ পিণ্ডদান করা বিধেয়। আমিষ-বিহীন পিণ্ড দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্ত॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

আত্মোপনিষৎ।

—ঃ*ঃ—

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অথাঙ্গিরাস্ত্রিবিধঃ পুরুষঃ তদ্‌যথা—বাহ্যাত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা চেতি ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি পিণ্ডগ্রহণে বিরক্ত, তাহার পরমাত্মবোধের জন্য আত্মদ্বয়-নির্ণয়পূর্ব্বক নিরঞ্জন সংসারাতীত পরমার্থনিরূপণার্থ আত্মোপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। পিতামহ চতুরানন দেবর্ষিবৃন্দ-সকাশে পিণ্ড নিরূপণ করিলে অঙ্গিরানামক ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—আত্মা তিন প্রকার ;—বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। এই ত্রিবিধ আত্মার লক্ষণ কিরূপ, তাহা কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

ত্বগস্থি-মাংস-মজ্জা-লোমাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ-পৃষ্ঠি-বংশ-নখ-গুল্ফোদর-নাভি-মেঢ্র-কট্যূরু-কপোল-ভ্রূ-ললাট-বাহু-পার্শ্ব-শিরো-ধমনিকাক্ষীণি শ্রোত্রাণি ভবন্তি জায়তে ম্রিয়তে ইত্যেষ বাহ্যাত্মা নাম ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

নেত্র, অস্থি, মাংস, মজ্জা, রোম, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, মেরুদণ্ড, নখ, গুল্‌ফ, জঠর, নাভি, মেঢ্র, কটি, ঊরু, গণ্ড ভ্রূ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, শির, শিরা, চক্ষু ও শ্রোত্র এই সমস্ত যাহাদের বিদ্যমান আছে এবং যাহা ষড়্‌ভাববিকারসম্পন্ন, তাহাকেই বাহ্যাত্মা বলে * ॥ ২ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

---

* ষড়্‌ভাববিকার যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, ক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টিকে ষড়্‌ভাব বলে অর্থাৎ যাহাদের জন্ম আছে, স্থিতি আছে, বৃদ্ধি আছে, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি আছে, ক্ষয় আছে ও বিনাশ আছে, তাহারাই ষড়্‌ভাববিকারসম্পন্ন।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথান্তরাত্মা নাম পৃথিব্যপ্-তেজো-বায়্বাকাশ মিচ্ছাদ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-মোহ-বিকল্পনাদিভিঃ স্মৃতি-লিঙ্গোদাত্তানুদাত্ত-হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুত--স্খলিত-গর্জ্জিত-স্ফুটিত--মুদিত-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-প্রলয়-বিজৃম্ভিতাদিভিঃ শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ পুরাণং ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি শ্রবণঘ্রাণাকর্ষণ-কর্ম্মবিশেষণং করোতি এষোঽন্তরাত্মা নাম ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অন্তরাত্মা কাহাকে বলে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে।—যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, মোহাদি ও ত্রিবিধ কল্পনাদি দ্বারা উপলক্ষিত; যিনি স্মৃতি, লিঙ্গ ও উদাত্ত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই সমস্ত স্বর, স্খলিত, গর্জ্জিত, স্ফুটিত, নৃত্য, গীত, বাদিত্র, প্রাণ ও জৃম্ভাদিযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছেন,

আঘ্রাণ করিতেছেন, আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, মনন করিতেছেন, আর যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্ত্তা, যিনি বিজ্ঞানময় পুরুষ, যিনি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও শ্রবণ, আঘ্রাণ, আকর্ষণাদিসম্পন্ন বিশেষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই অন্তরাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অথ পরমাত্মা নাম যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ। স চ প্রাণা-য়াম-প্রত্যাহার-সমাধি-যোগানুমানাধ্যাত্ম-চিন্তনম্ ॥ ১ ॥

বাক্য ও মনোদ্বারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব? সুতরাং সেই অক্ষর পরমাত্মাকে যে প্রকারে আরাধনা করিয়া জানা যাইতে পারে, আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি ত্বৎসকাশে সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে অব-গত হইতে বাসনা করি। অঙ্গিরার এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন, একমাত্র বেদের দ্বারাই সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়, সুতরাং মনোদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। কিন্তু মনের সংস্কার না হইলে অসংস্কৃত মনোদ্বারা পরমাত্মাকে গ্রহণ করা অসম্ভব। এই হেতু প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধি প্রভৃতি যোগ দ্বারা মন সংস্কৃত হইলে অনুমান করিয়া পরমাত্মাকে বিদিত হইবে ॥ ১ ॥

বটকণিকা শ্যামাক-তণ্ডুলো বালাগ্রশত-সহস্র-বিকল্প-নাদিভিন লভ্যতে নোপলভ্যতে ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন

শুষ্যতে ন ক্লিদ্যতে ন দহ্যতে ন কম্পতে ন ভিদ্যতে ন ছিদ্যতে নির্গুণঃ সাক্ষীভূতঃ শুদ্ধো নিরবয়বাত্মা কেবলঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলো নিরঞ্জনো নিরভিমানঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বর্জ্জিতো নির্ব্বিকল্পো নিরাকাঙ্ক্ষঃ ॥ ২ ॥

এখন আশঙ্কা করিতে পার যে, সেই পরমাত্মা বিভু, তাঁহার পরিমাণ বিশ্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং কি হেতুতে তিনি প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন বটবীজ অতি সূক্ষ্ম হইয়া মহান্ শাখাপ্রশাখাদি-সম্পন্ন বটবৃক্ষ সৃষ্টি করে এবং যেরূপ শ্যামাক তণ্ডুল অতি সূক্ষ্ম হইয়াও বৃহৎ গুচ্ছ জন্মায়, তদ্রূপ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম, অথচ এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। আর যদি আশঙ্কা কর যে, যাহারা পরমাত্মাকে বীজতুল্য জ্ঞান করে, তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বীজের ন্যায় হইলেও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন না, কেননা, শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, একটি কেশকে শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেমন সূক্ষ্ম হয়, বীজও তদ্রূপ সূক্ষ্ম, পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হেতু সর্ব্বদাই তাঁহার প্রত্যক্ষলাভ অসম্ভব। পরমাত্মাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তিনি শুষ্ক হয়েন না বা পচিয়া গলিত হয়েন না, তাঁহাকে কেহ ভস্মীভূত করিতে সমর্থ নহে,

তিনি কম্পিত হয়েন না। তাঁহাকে অভেদ্য, অচ্ছেদ্য বলিয়া জানিবে। তাঁহার জন্ম, মরণ, শোষ, ক্লেদ, দাহ, কম্প, ভেদ, ছেদ এই সকলের নিষেধপ্রযুক্ত তাঁহার কোন ক্রিয়াও নাই। তিনি নির্গুণ, সাক্ষী ও সর্ব্বদ্রষ্টা; তিনি স্বতঃসিদ্ধ এবং শুদ্ধ (সহজ বা আগন্তুক মলরহিত), সাবয়ব, আত্মভেদ-বর্জ্জিত, সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিত, সূক্ষ্ম অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। তিনি ষোড়শকলাশূন্য. আগন্তুক-মলহীন এবং অহঙ্কারাদি দোষবিরহিত। তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই এবং গন্ধ নাই, অর্থাৎ তিনি বাহেন্দ্রিয়-দোষশূন্য নির্ব্বিকল্প (মনো-দোষশূন্য) এবং আকাঙ্ক্ষাদিবুদ্ধিদোষবিহীন ॥ ২

সর্ব্বব্যাপী সোঽচিন্ত্যোঽবর্ণ্যশ্চ পুনাত্যশুদ্ধান্যপূতানি নিষ্ক্রিয়ঃ সংস্কারো নাস্তি ইত্যেষ পরমাত্মা পুরুষো নাম এষ পরমাত্মা পুরুষো নাম ॥ ৩

ইতি আত্মোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইলেও তিনি আকাশাদির আস্পদ; কেননা, তিনি সর্ব্বব্যাপী। বাস্তবিক পরমাত্মার অণু বা মহত্ত্বাদি কোন প্রকার পরিমাণ নাই। ভগবান্ স্বীয় মহিমাবলে সকল স্থল ব্যাপিয়া আছেন; সুতরাং তিনি ঈশ্বর, অচিন্তনীয় এবং তাঁহাকে বর্ণন করিতে কোন-

রূপে কাহারও সাধ্য নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় অথচ ধ্যানস্থ হইলে অপবিত্র চণ্ডালাদি ও পাপাদিকলুষিত প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চণ্ডালাদিরাও তদ্ধ্যানবলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যদিও আগমাদিতে চতুর্থ জ্ঞানাত্মা কথিত আছে, * তথাপি জীব ও পরমাত্মার অভেদহেতুই বেদান্ত ত্রিবিধ আত্মার নির্ণয় করেন। গীতাতে উক্ত আছে যে, লোকে ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এই সর্বভূতই ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ, তাঁহাকে অক্ষর কহে। যিনি এতদ্ভিন্ন উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা। আর পরমাত্মা স্বয়ং অসঙ্গ ; সুতবাং তাঁহার পূর্ব্বপ্রজ্ঞা নাই। ইহাই পরমাত্মার লক্ষণ। বৈদিক নিয়ম এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, উপনিষদের শেষবাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই কারণে "এষ পরমাত্মা পুরুষো নাম" এই শেষ বাক্য দুইবার কীর্ত্তিত হইল॥ ৩

ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

আত্মোৎপনিষৎ সমাপ্তা॥

* আগমাদির মতে আত্মা চতুর্বিধ,—শরীরাত্মা, অন্তরাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

২৲ টাকায়

২০ খানি উপনিষৎ

(মূল ও অনুবাদ সহ)

১। কাঠকোপনিষৎ
২। কেনোপনিষৎ
৩। কৈবল্যোপনিষৎ
৪। শ্রীরামোপনিষৎ
৫। ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ
৬। ব্রহ্মোপনিষৎ
৭। নাদবিন্দূপনিষৎ
৮। গর্ভোপনিষৎ
৯। ঈশপো নষৎ
১০। মুণ্ডকোপনিষৎ
১১। শিখোপনিষৎ
১২। তেজোবিন্দূপনিষৎ
১৩। ধ্যানবিন্দূপনিষৎ
১৪। অমৃতবিন্দূপনিষৎ
১৫। শির-উপনিষৎ
১৬। কালিকোপনিষৎ
১৭। নিরালম্বোপনিষৎ
১৮। অল্লোপনিষৎ
১৯। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
২০। যোগোপনিষৎ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ওঁ তৎ সৎ ওঁ"

ঋগ্বেদীয়-

ঐতরেয়োপনিষৎ

[বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা]

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েনানূদিতা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতা

কলিকাতারাজধান্যাম্

"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মেসিনপ্রেসাখ্য-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা

১৩২৬

মূল্য ১৲ টাকা।

ওঁ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

ঐতরেয়োপনিষৎ।

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

* বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম্ম এধি বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসী-রনেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌ৎসংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদি-ষ্যামি তন্মামবতু তদ্‌বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

যথাকথিত তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়নে মদীয় যে বাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বাক্য নিরন্তর চিত্তে প্রতি-

ষ্ঠিত হইতেছে। চিত্ত যে সমস্ত শব্দ পড়িতে বাসনা করিতেছে, আমার বাগিন্দ্রিয় তাহাই অধ্যয়নে নিরত হইতেছে। আমার মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। যে যে বাক্য তত্ত্ববিদ্যার প্রকাশে সমর্থ, তৎসমস্তই মন বাছিয়া লইয়া অধ্যয়ন করিতেছে; সুতরাং বাক্ ও মন পরস্পরের দ্বারা পরস্পর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থ যে তত্ত্ববিদ্যা, তন্নির্ণয়ে সমর্থ হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম! তুমি মৎসকাশে অবিদ্যা-রূপ আবরণ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আবির্ভূত হও। হে বাক্! হে মন! তোমরা উভয়ে আমার জন্য গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শন কর,—বাক্য-সমূহ আনয়নে সমর্থ হও। আমি যাহা শ্রুত আছি, তাহা যেন আমাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিস্মৃতিপথে গমন না করে। আমি সাবধানে এই গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক অহর্নিশি অতিবাহিত করিব। এই পূত গ্রন্থে পরমার্থভূত পদার্থের উচ্চারণে মনকে নিয়োজিত করিব এবং মনে মনে সেই বস্তু বিচার পূর্ব্বক বাক্যেও তাহার উচ্চারণ করিব। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্য স্বরূপ আমাকে রক্ষা করুন এবং মদীয় আচার্য্যকেও উপদেশদানে সমর্থ করুন। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব মদীয় অজ্ঞান দূর করিয়া দিন এবং আমার আচার্য্যের বিদ্যাসম্প্রদায়-প্রবৃত্তি-প্রযুক্ত সন্তোষ উৎপাদন করুন। সোপাধিক ব্রহ্ম শান্তিময় হইয়া বিরাজ করুন, নিরুপাধিক ব্রহ্ম শান্তিরূপে বিমণ্ডিত হউন এবং ব্রহ্মশান্তি হউক।

[অপরব্রহ্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাব সমাপ্ত হইয়াছে। কেন না, উক্থবিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে পরম গতিলাভ হয়, তাহার বর্ণন করিয়াই উপসংহার করা হইয়াছে; ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।—"এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যং" এই বচনে সমগ্র ভোজ্যের সহিত সংযুক্ত, আত্মাধিকারে ও দেবতাধিকারেও সত্যৈকশব্দবাচ্য প্রাণ একই, এই প্রকারে প্রাণ-স্বরূপ-নির্ণয়ের উপসংহার হইয়াছে। "এষ একো দেবঃ" এই বচন দ্বারা প্রাণ, আত্মা ও দেবতা এই তিনে যে এক, ইহা বিশদরূপে কথিত হইয়াছে। "এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ।" এই বচন দ্বারা বাগগ্নি-আদি সুর-বৃন্দ প্রাণেরই বিস্তার বা বিভূতিমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা মহিমা, ইহা বিবৃত হইয়াছে। "এতস্য প্রাণস্য আত্মভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতি।" এই বচনে বুঝাইতেছে যে, —এই প্রাণকে যদি আত্মস্বরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে লাভ করা যায়, আর ঐ বিজ্ঞান যদি কর্ম্মের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদেবতাত্মক প্রাণের যে সর্ব্বদেবতাত্ম-স্বরূপভাব, তল্লাভরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা "প্রজ্ঞা-ময়ো দেবতাময়োঽমৃতময়ঃ সম্ভূয় দেবতা অপ্যেতি, য এবং বেদ", এই কথায় উপসংহৃত হইয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবতা হইতে পারে। ইহার পর আর প্রাপ্তব্য কিছুই নাই।—এই

কথা মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন এবং স্বীকারও করেন। ঐ মতনিরসনার্থ এই উপনিষদের আরম্ভ। যেহেতু, কেবলাত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ-সিদ্ধি উহা দ্বারা অসম্ভব; অতএব তাদৃশ মোক্ষসিদ্ধির জন্য কেবলাত্মবিদ্যার আরম্ভের এই সময় উপস্থিত; সেই কারণে এই সময় সেই উপনিষদ্‌বিদ্যার আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া আরণ্যক ব্রাহ্মণে উপনিষদের আরম্ভ "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

মীমাংসকেরা কহেন,—দেবত্ব বা দেবতালাভই পরম-পুরুষার্থ অথবা মোক্ষ। সে মোক্ষ যথোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়, সমাহার বা মিলনসাধন দ্বারা লব্ধব্য। ইহার পর প্রাপ্তব্য আর কিছুই নাই।

যাঁহারা এই প্রকার স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সুখ-বোধার্থ আরণ্যক ব্রাহ্মণে কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থ এই উপনিষদ্‌প্রকরণ প্রারব্ধ হইল,—"আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

এই প্রকরণে পরমাত্মনির্ণয় পূর্ব্বক জানিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে, তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) বা তৃষ্ণাদি ধর্ম্মবান্ নহেন এবং যে সমস্ত পূর্ব্বোক্ত অগ্নি-আদি দেবতার বর্ণন করা হইয়াছে, তাঁহারা অশনায়া বা তৃষ্ণাদি ধর্ম্মবান্ বলিয়া তাঁহারাই সংসারধর্ম্মী; কিন্তু পরব্রহ্মে তদ্রূপ অশনায়াদি না থাকা হেতু তিনি সংসারী নহেন, সুতরাং নির্বিশেষে, অর্থাৎ সর্ব্বদেবতা হইতে অভিন্ন পরব্রহ্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানের বিধানার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইল।

মীমাংসকেরা বলিতে পারেন,—হাঁ, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞানদ্বারা মোক্ষসাধন ঘটে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য যে কোন কর্ম্মীরই অধিকার হয় না, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? কেন না, এ প্রকরণের এরূপ কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না যে, অকর্ম্মী আশ্রমীই ইহার, (ব্রহ্মবিজ্ঞান-প্রাপ্তির) অধিকারী হইবে; সুতরাং কোনরূপ বিশেষ বর্ণন না থাকায় এই উপনিষদ্‌বিদ্যায় কর্ম্মিগণও অধিকারী হইতে পারিবে। আর যখন বহুসহস্র কার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়া এই প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছে, তখন যে ইহাতে কর্ম্মীরই অধিকার, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

পরন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, কর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিত নির্বিশেষ পরব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়, ইহাই বা কিরূপে স্বীকার্য্য হইতে পারে? কারণ, পূর্ব্বে কর্ম্মসম্বন্ধি বিজ্ঞানের ফল সর্ব্বাত্মতালাভ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখানেও সর্ব্বা-ত্মতালাভই ফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে—দেখিতেছি। সুতরাং এ স্থলেও কর্ম্মসম্বন্ধিবিজ্ঞান দ্বারাই যে সর্ব্বাত্মতালাভ হয়, এ প্রকার অনুমান কদাচ ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে না। এ হেতু কর্ম্মের সহযোগে বিজ্ঞান ঐ প্রকার ফল প্রসব করে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অতঃপর বেদান্তী বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে একবার কর্ম্মের সাহায্যে বিজ্ঞানের যে ফল স্থিরীকৃত হইয়াছে,

পুনরায় কর্ম্মের সহযোগে বিজ্ঞানের যদি সেই ফলই সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সুতরাং হয় পূর্ব্বের নিরূপিত বিষয়টি নিরর্থক, নচেৎ এখনকার সিদ্ধান্তিত বিষয়টি নিরর্থক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে কর্ম্মের সহযোগে জ্ঞানের অনুষ্ঠানের বিষয় উক্ত হইয়াছে, এ স্থলেও তাহারই নির্ণয় হইয়াছে, তবে এখানে যে আত্মজ্ঞানের বিষয় বলা হইল, সে আত্মা জগৎসৃষ্টিস্থিতিসংহার-ক্রিয়ারূপ কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মশীল, এইটুকু পার্থক্য মাত্র; সুতরাং তাহা হইলে আর পুনরুক্তিদোষ বা তজ্জন্য আনর্থক্যদোষ ঘটে না।

অথবা "আত্মা বা ইদম্" প্রভৃতি উত্তরগ্রন্থ সন্দর্ভ বা প্রবন্ধ এইরূপেও উপপন্ন করা যায়। যেমন—কর্ম্ম-প্রস্তাবে কর্ম্মী-আত্মাকে কখন কর্ম্মের (যজ্ঞাদিবিশেষের) অঙ্গরূপে, কখন বা কর্ম্মাঙ্গ উক্থ-আদির আশ্রয়রূপেই উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং কর্ম্ম সম্বন্ধ ভিন্ন আর উপাসনার জন্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এই বিধান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, কেবলমাত্র আত্মাও উপাস্য। অবশ্য কর্ম্মী ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে পৃথক্‌রূপে কেবল আত্মার উপাসনা করিবে, ইহা বলাই অত্যুক্তিমাত্র।

অথবা একই আত্মা কর্ম্মসময়ে ভেদদর্শনের সহযোগে অর্থাৎ 'এই' শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বক ভিন্নভাবে উপাস্য এবং

অকর্ম্মসময়ে সেই আত্মাই অভেদযোগে, 'আমি' এই শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক অভিন্নভাবে উপাস্য ; অতএব এরূপ হইলে আর পূর্ব্বনির্ণীত বিষয়ের সঙ্গে এ সিদ্ধান্তে পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে না। আবার তজ্জন্য ভূটির বিধানও নিষ্ফল হইতেছে না।

বাজসনেয় উপনিষদে এইরূপ মন্ত্রদ্বয় আছে—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥" ইতি

তথা,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'কর্ম্ম ও জ্ঞান এক সহযোগে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মরিলে আর মরিতে হয় না, অমর হইয়া যায়। কর্ম্ম করিয়া শত বর্ষ যাবৎ জীবিত থাকিতে কামনা করিবে।' অবশ্য, মরণধর্ম্মবান্ মনুষ্য শতবর্ষের পর আর জীবিত থাকিতে পারে না যে, তাহার পর কর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্মার আরাধনা করিবে। বাজসনেয়ে পুরুষের আয়ুঃসংখ্যা শত বর্ষ নিরূপিত হইয়াছে। অন্য "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতিতেও শতবর্ষ আয়ু সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এ স্থলেও "বৃহতী সহস্রাখ্য" শাস্ত্রের সংখ্যা ছত্রিশ সহস্র, এই কথা বলিয়া পুরুষের আয়ুঃও ঐ ছত্রিশ সহস্র দিন উক্ত হইয়াছে; সুতরাং সেই শত বর্ষই কর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। আবার কথিত হইয়াছে,—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং

জুহোতি।” যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎকালই অগ্নিহোত্রহোম করিবে। আবারও কথিত হইয়াছে,— “যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত।” যাবৎ জীবিত থকিবে, দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে,—“তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি।” তাঁহাকে যজ্ঞপাত্র দিয়া দাহ করিবে। (অর্থাৎ ইহাতে বুঝা গেল যে, গর্ভাধান হইতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমরণ যজ্ঞ করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিলে দাহের সময় সেই যজ্ঞকাষ্ঠগুলিও কাষ্ঠের কার্য্য করিবে।) ইহা ত আছেই। তদনন্তর আবার, ঋণত্রয়ের * পরিশোধ করিবার প্রস্তাবও আছে। সুতরাং যে পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসবিধানের শাস্ত্র বা উপদেশ আছে,—“ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি,” কামনাত্রয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভিক্ষাচারী হইবে, তাহা হয় আত্মজ্ঞানের স্তুতিবাদ, না হয়, অন্যরূপ অর্থবাদ, কিংবা যাহারা কর্ম্মে অনধিকারী,—কাণ, খঞ্জ, কুষ্ঠী ইত্যাদি, তাহারাই সন্ন্যাসে অধিকারী। পরন্তু সমর্থ ব্যক্তি কর্ম্মই করিবে এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক পরমসুখময় স্বর্গে যাইবে, ভোগ করিবে। তাহাই মোক্ষ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; সুতরাং উপনিষদ বলিয়া যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক গ্রন্থ আছে ও তাহার অনুশীলন

* ঋণ ত্রিবিধ;—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ। সন্তানোৎপাদনে পিতৃঋণ, বেদাদি অধ্যয়নে ঋষিঋণ ও যজ্ঞাদিসম্পাদন দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

দ্বারা নির্ব্বিশেষভাব—পরমব্রহ্মের স্বরূপপ্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়, এ কথা বলিয়া আস্ফালন করা বৃথা ।

ইহার উত্তরে বেদান্তীর উক্তি যথা হাঁ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত হইতে পারিত, যদি আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান থাকিত ; কিন্তু যে ব্যক্তি ‘পূর্ণকাম, পূর্ণানন্দ, পরিপূর্ণ-চৈতন্যময়, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি’ এই প্রকার ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ত আচরিত আচরিতব্য কোন কর্ম্মেরই আবশ্যকতা দেখিতে পায় না ।—যাহার নিকট ফল দৃষ্ট হয় না, তাহার পক্ষে কর্ম্মের বিধান কি করিয়া উপপন্ন বা ফলিত হওয়া সম্ভব ? প্রয়োজন না থাকিলে কি কেহ কখনও কর্ম্ম করিয়া থাকে ? লৌকিক পুরুষেরা বলেন, “প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে ।” বিদ্বানের কথা দূরে থাকুক, প্রয়োজনবোধ না থাকিলে কোন মূর্খও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না ।

তবে আপাততঃ বলিতে পার,আবশ্যক থাকুক আর নাই থাকুক,তুমি যখন ঈশ্বরের শাসন বা আদেশ পালন করিতে উৎপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার সেই নিয়োগবলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য । কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া বলা যায় ? যাঁহার উপর সেই নিয়োগ খাটে না, ‘তিনিই আমি’ যে এই প্রকার দর্শন করিতেছে, তাহার ত কর্ম্মে নিয়োগ বা নিযুক্ত করা সে নিয়োগের সাধ্যায়ত্ত নহে

কথাটা একটু ঋজুভাবে বলা যাক,—যে পুত্রপশ্বাদি ইষ্টবিষয় যাচঞা করে, দুঃখ বা দুঃখজনক অনিষ্ট বিষয় বিসর্জ্জন করে এবং ইষ্টলাভ ও অনিষ্টবর্জ্জনকে প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই নিয়োগের বিষয়;—ইহাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে আত্মা সেই প্রয়োজনকে প্রয়োজন বলিয়াই জ্ঞান না করেন, সেই 'আত্মাই আমি' এই প্রকার জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মাত্মত্ব-দর্শী হইয়াছেন, তিনি কি আর সে নিয়োগের লক্ষ্য হইবেন?—কদাচ নহে।

যদি বল,—নিয়োগের লক্ষ্য না হইলেও যে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে না, তাহা নহে; ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী নিয়োগের অলক্ষ্য হইলেও নিয়োগ তাঁহাকে নিশ্চয়ই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবে।

এ কথা বলিতে পার না; কেন না, তাহা হইলে—যে নিয়োগের লক্ষ্য অথবা যে নিয়োগের অলক্ষ্য, যদি সকলেই সেই নিয়োগ দ্বারা বশীভূত হইয়া কর্ম্মে নিরত হয়, তবে যে সকল কার্য্যই সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। তাহা ত তোমারই অমত। কেবল অমতই বা কেন, তাহা হইলে যে কর্ম্মকাণ্ডের মহাবিশৃঙ্খলা ঘটে! তাহা স্বীকার করিবে কি? অতএব বলিতে হইবে,—যে নিয়োগের বিষয় বা লক্ষ্য, সেই ব্যক্তিই নিয়োগদ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে,—অন্যে নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী,—

নিয়োগের বিষয় বা লক্ষ্য নহে, সে নিয়োগ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য হইবে না বা তাহাকে বাধ্য করিতে পারিবে না; অতএব যে ব্যক্তি 'নির্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি' এই প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মের ব্যবস্থা করা নিতান্ত অসঙ্গত।

আর এক কথা, যে ব্যক্তি 'আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ত ব্রহ্মতুল্য হইয়াছে; সুতরাং সে বেদ-বচনের নিয়োগ মানিয়া চলিতে বাধ্য কেন?—বেদ ঈশ্বরের বাক্য। পরম-ঈশ্বর কি সেই বেদবাক্যের নিয়োগ অনুসারে চলিতে বাধ্য, না তাঁহার তদনুসারে চলা কর্ত্তব্য? অবিবেকী কিঙ্করের কথানুসারে কি কদাচ বহুজ্ঞ স্বামী চলিয়া থাকেন? সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য নহেন।

আচ্ছা, বেদ ঈশ্বরজ্ঞানজন্য হইলে, যেরূপ পাণিনিজ্ঞান জন্য ব্যাকরণের সকল নিয়ম মানিয়া পাণিনি চলিতে বাধ্য হন না, ঈশ্বরও না হয় স্বকীয় জ্ঞানজন্য বেদ-বচনের নিয়োগ অনুসারে চলিতে বাধ্য না হইতে পারেন; কিন্তু বেদ কি ঈশ্বরজ্ঞানজন্য? তাহা ত নহে। বেদ স্বয়ংসিদ্ধ নিত্য স্বাধীনপ্রমাণ; তাহার নিয়োগে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই চলিতে বাধ্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

স্বীকার্য্য বটে, তবে বেদ যদি নিত্যসিদ্ধ হইয়াও চেতন হইত অথবা চৈতন্যসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে, সকলেই

বেদের নিয়োগে চলিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বেদ ত অচেতন শব্দময়; তাহার আবার নিয়োগ কি? অচেতন মহীরুহাদি কি কোন চেতনকে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়? ভাল, না হয়, অচেতন শব্দেরও নিয়োগ একটা ধরিয়া লওয়া যাউক;—কিন্তু তথাপি তাহার নিয়োগ ত বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের উপরে সমান কার্য্য করিতে পারে না। যদি তদ্রূপ অর্থাৎ বিদ্বান্ অবিদ্বানের উপর তুল্য কার্য্য করিতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে সেই মহান্ দোষ ঘটে, 'সকলেই সকল কর্ম্ম করুক,' তাহা কি স্বীকার্য্য হইবে না?

না, তাহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তথাপি যেরূপ অসঙ্গি-ব্রহ্মাত্মত্বজ্ঞান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তদ্রূপ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উভয় শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলিতে হয়,—কোন সময়ে জ্ঞানের এবং কোন সময়ে বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

কি করিয়া করিতে হইবে? অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমাবেশ হয় কি প্রকারে? যে কর্ম্মী, সে আবার অকর্ম্মী ত হইতে পারে না। ইহা কি হইতে পারে যে, বহ্নি উষ্ণও বটে, শীতলও বটে; না, গৃহ আলোকিত ও অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন? সুতরাং ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকায় তাহার পক্ষে কর্ম্মের বিধান সম্ভবে না।

ফল কথা, ব্রহ্মাত্মতত্বদর্শীর কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও "স্বর্গকামো যজেত" প্রভৃতি শাস্ত্র দ্বারা তাহার আবশ্যকতা-বোধ উৎপন্ন করিয়া দিবে এবং তদ্দ্বারাই তাহার প্রয়োজন-বোধ হইবে ; অতএব সেই প্রয়োজনের পূরণার্থ তাহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।—ইহা বলিলে দোষ কি ?

দোষ এই যে, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হয় ;—যে বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, সেই ফলকাম না হইলেও বেদ সবলে তাহাকে ফলকাম করিয়া দিবে। আর যাহারা বেদাধ্যয়ন করে না বা জানে না বলিয়া, যেরূপ অজ্ঞ গোপাল আদি, তাহাদিগের ফলকামনা জন্মিয়া দিতে না পারায় তাহারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে না বা বাধ্য করিতে পারবে না। —ইহা কি ন্যায্য বিচার ? এই হেতু বলিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ যাহার যে ফলকামনা থাকে, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রসঙ্গে কর্ম্মের বিধান করা হয় ; কিন্তু বিধান দ্বারা তাহার ফলকামনা জন্মাইয়া দেয় না।

স্বভাবতঃ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্বতঃ-প্রাপ্ত কামনা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহারই বিধান করা হয় ; ইহাই শাস্ত্রের রীতি। এখন বুঝিয়া দেখ, আত্মজ্ঞানই 'ইহা কৃত বা ইহা কর্ত্তব্য' এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং আত্মজ্ঞান হইলে আর 'ইহা কৃত বা ইহা কর্ত্তব্য' এ প্রকার জ্ঞান বা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে

না; সুতরাং কৃতকর্ত্তব্যতাজ্ঞানবিরোধী আত্মজ্ঞান স্বভাবতঃ লাভ করা যায় না বলিয়াই শাস্ত্রদ্বারা তাদৃশ আত্মজ্ঞান-প্রাপ্ত্যর্থ উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তদ্বিরোধী কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উপদেশ পাওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? যাহার পক্ষে একবার তাদৃশ আত্মজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে পুনরায় কি তদ্বিরোধিকর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করা সঙ্গত? বহ্নিতে শীতলতার বা ভাস্করে অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায় উপদেশ কি উন্মত্তবিগীত নহে?

এখন কথা এই যে, যদি দুইটিই পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ডেরই বিধান থাকা বিধেয়। যখন বলিতেছ যে, জ্ঞানকাণ্ডে বিধির উপদ্রব নাই, তখন ত বেদান্তরাশি তাদৃশাত্মার বোধক হইতে পারে না। সুতরাং হয় কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতার্থ বেদান্তরাশির আরম্ভ করা হইয়াছে, না হয় "হুং, ফট্, বৌষট্, হিলিহিলি, কিলিকিলি,' প্রভৃতি নিষ্ফল মন্ত্রের ন্যায় জপমাত্রোপযোগী বলিয়া বেদান্তের প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি হইয়াছে, কিংবা উপাসনাক্রিয়ান্তরের বিধানার্থ উপনিষদরাশির স্থান কর্ম্মকাণ্ডের উপসংহারে প্রদত্ত হইয়াছে।—ঐ প্রকার আত্মজ্ঞানের জন্য ইহার প্রবৃত্তি নহে।

ইহার উত্তর এই যে, না, তাহা বলিতে পার না;— বেদান্তে বিধি না থাকিলেও তাহার ন্যায় এরূপ প্রচুর

বাক্য আছে, যদ্দ্বারা পুরুষ কর্ত্তব্যের অভিমুখে প্রেরিত হইতে পারে। যেরূপ, "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" তিনিই আমার স্বরূপ, এই প্রকার জানিবে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", চৈতন্যই ব্রহ্ম, ইহা জানিবে। এই কথা লইয়া উক্ত প্রস্তাবের উপসংহার করা হইয়াছে। "অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি যদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি।" জনক! তুমি অভয় পাইয়াছ; কেননা, 'আমিই ব্রহ্ম হইতেছি' আত্মাকে এই প্রকারে জানিতে পারিয়াছ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" এ সমস্তই এই আত্মা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, যে যাহা হইতে সঞ্জাত হয়, সে তাহার সঙ্গে অভিন্ন, যেরূপ কাঞ্চন হইতে অলঙ্কার, মাটী হইতে ঘট ইত্যাদি; সুতরাং কাঞ্চনের সঙ্গে অলঙ্কার ও মাটীর সঙ্গে ঘট অভিন্ন, তদ্রূপ এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থ এই আত্মা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে বলিয়া এই সকল পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও এই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন—এক; তিনি সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। প্রভৃতি এই সমস্ত বাক্য দ্বারা তাদৃশ আত্মা নাই বা তাদৃশ আত্মা একটি থাকিলেও তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে না। অথবা আত্মজ্ঞান হইলেও তাহা একটা ভ্রমমাত্র, ইহা বলিতে পারিতেছ না।

থাকুক, তুমি বলিয়াছ, বিদ্বানের কোনই আবশ্যকতা

নাই বলিয়া সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। ভাল, যখন কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া কর্ম্মের ত্যাগ বা সন্ন্যাসরূপ অনুষ্ঠানেও সে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা ত বলিতে পারা যায়।

ইহার উত্তর এই যে, না,—তাহা বলিতে পার না, গীতায় উক্ত আছে, 'ইহলোকে বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠানেও কোন আবশ্যক নাই, কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কোন আবশ্যক নাই।' এই বাক্যদ্বারা বুঝা গেল যে, সন্ন্যাস বা চতুর্থাশ্রম, অর্থাৎ ভিক্ষু-আশ্রম স্বীকার করত যথাবিধি বিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ অক্রিয়াস্বরূপ,—অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মবর্জ্জিত করিবে। তাহাতে আবার প্রয়োজন থাকা না থাকার দোষ কি? আত্মার স্বরূপ—অক্রিয়াস্বরূপ—আর মুক্তি বা পরমপুরুষার্থ তুল্য পদার্থ। যখন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য,—অর্থাৎ কামাদিরহিত সংসারাতীত পথে ভ্রমণ করিবে, তখন তাহার পক্ষে আবার বিধি-নিষেধ কি হইতে পারে?

অজ্ঞান নিবন্ধনই প্রয়োজনের সদ্ভাব হয় এবং সেই প্রয়োজন-পিপাসায় প্রেরিত অর্থাৎ লোভে পর্য্যাপ্ত হইয়া দৈহিক বা মানসিক শ্রম করিতে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বানের (আত্মজ্ঞের) অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রয়োজনও নিবর্ত্তিত হয়, কাজেই

প্রয়োজনতৃষ্ণায় প্রেরিত না হইলে, তাহার আবার কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কি প্রকারে?

সন্ন্যাস, ব্যুত্থান বা ত্যাগ অক্রিয়াস্বরূপ, যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠেয় নহে। সন্ন্যাস অক্রিয়াস্বরূপ হইলেও অভাবাত্মক নহে, কিন্তু ভাবপদার্থ। যেরূপ ঘটের অভাব-স্বরূপ ফুল—ভাবপদার্থ, অভাব পদার্থ নহে; তদ্রূপ ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ সন্ন্যাস—অভাবপদার্থ নহে; বরং ভাবরূপ পদার্থ। তাহাই বিদ্বান্ পুরুষের স্বরূপ; অতএব আবার স্বতন্ত্র প্রয়োজন খুঁজিবার আবশ্যক কি? ইহার ত প্রশ্নই হয় না, অন্ধকারে প্রবিষ্ট লোকের কাছে আলোক উপস্থিত হইলে যে তাহার গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদিতে পতন হয় না; সেই পতন না হওয়ার প্রয়োজন কি? কি প্রয়োজন হেতু সে গর্ত্তাদিমধ্যে পতিত হয় না?

তাহা হইলে সন্ন্যাস পুরুষব্যাপারসাধ্য নহে বলিয়া তদুপরি বিধির কোনই শক্তি নাই, অর্থাৎ বিধি দ্বারা এরূপ কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিল না যে, তদ্দ্বারা বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর বনযাত্রা করিতেই হইবে; সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াই যে অরণ্যে যাইতে হইবে, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতে পাইবে না, এরূপ নিয়ম না পাওয়ায় গৃহে বসিয়া যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভ হয়, তবে কর্ম্মাদি না করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিবে, অরণ্যে যাইবার বা কেবল পরিব্রজন পারিব্রাজ্য বা পরিভ্রমণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

না,—তাহা সম্ভবে না,—কামনা হেতুই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার্য্য। যে সর্ব্বকামনা সন্ন্যাস করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে গৃহেই থাকিতে হইবে, অরণ্যে যাইতে হইবে না বা পরিব্রজন প্রয়োজন নাই, এ সমস্ত কথার প্রয়োগই সম্ভবে না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বিদ্বানের পক্ষে গুরুর সেবা বা তপস্যা-বিষয়ের অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপদেশও নিষ্ফল ব্যতীত কিছুমাত্র সার্থক নহে। গুরুশিষ্যভাবের জ্ঞান না হইলে 'গুরুর সেবা কর্ত্তব্য' এ জ্ঞান জন্মে না, বা তজ্জন্য সেবা করাও একরূপ অসম্ভব হয়; কাজেই ইনি গুরু, আমি শিষ্য, এ অভিমান যদি দূর হয়, তবে বিদ্বান্ গুরু-সেবা করিতে বাধ্য নহে। তদ্রূপ 'আমি অশুদ্ধচিত্ত', এ বোধ না থাকিলে, বরং 'নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ শিবই আমি' এই প্রকার জ্ঞান থাকায় বিদ্বান্ তপস্যাতেও একান্ত বাধ্য হইতে পারে না।

এখানে কোন কোন গৃহী ভিক্ষাটনাদিভয়ে অধম ব্যক্তির কৃত তিরস্কারে ভীত হইয়া আপনাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি সাধারণকে প্রদর্শনার্থ এই প্রকার উত্তর করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, যেমন ভিক্ষুর দেহধারণার্থ ভিক্ষাটনাদির বিধি আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ অকাম গৃহস্থের শরীরধারণার্থ অন্নবস্ত্রের জন্য গৃহে থাকাই কর্ত্তব্য। অকারণ ভিক্ষু হইবার আবশ্যক কি? তাহাতে ত আর দুইখানি হাত বাড়িবে না, বরং ভূরি পরিমাণে

বৃথা ক্লেশভোগ করিতে হয়; সুতরাং গৃহে থাকাই কর্ত্তব্য।

—হাঁ, কর্ত্তব্য হইতে পারিত, যদি গার্হস্থ্যাশ্রম অভিমানের আকার বা বিষয় না হইত। ইহা বলা হইয়াছে ত। তবে আবার গৃহে থাকিবার কথা উল্লেখ কর কেন?

প্রয়োজন থাকিলেই প্রস্তাব করিতে হয়। তোমার মতে যেরূপ "সপ্তাগারানসংক্লৃপ্তান্" সাত বাড়ী ভিক্ষা করিবে, এই প্রকার এবং পাপ-নিরসনার্থ চতুর্গুণ শৌচ করিবার বিধি আছে; তদ্রূপ আমার বিবেচনায় অকাম বিদ্বান্ গৃহী বিবাহিতা ভার্য্যার সহযোগে সর্ব্বদা প্রত্যবায়-দূরীকরণার্থ যাবজ্জীবাগ্নিহোত্র হোম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এই প্রকার নিয়ম স্বীকার করিলে 'ঘরে বসিয়াই সন্ন্যাস' করা হইল।

না, না,—'ঘরে বসিয়া সন্ন্যাস' হইতে পারে না। যে বিদ্বান্, তাহার আবার বিবাহিতা ভার্য্যা, অগ্নিহোত্র হোম ইত্যাদির অনুরোধ কি? পূর্ব্বেই ত কথিত হইয়াছে, বিদ্বান্ নিয়োগের বাধ্য নহে; অতএব নিয়োগ চিন্তা না করিলে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হইবে না। যে ব্যক্তি সকাম, তাহারই প্রত্যবায় হয়; যে অকাম, তাহার প্রত্যবায় হইবে কেন? তাহার পুণ্যই বা কি, পাপই বা কি? সুতরাং যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রের বিধান দেখিতেছি নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে।

কেন নিষ্ফল হইবে? অবিদ্বানের পক্ষেই যাবজ্জীবাদি বিধির প্রয়োগ হওয়ায় সার্থকই হইবে। যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, সে যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রের লক্ষ্য, বিদ্বান্ তাহার লক্ষ্য নহে।

অতএব যে দেহধারণমাত্রে প্রবৃত্ত ভিক্ষুর ভিক্ষাটনাদি প্রবৃত্তিবিষয়ে নিয়ম আছে, সে নিয়ম প্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে—কিন্তু প্রাসঙ্গিক মাত্র। যেরূপ "আচামেৎ প্রযতঃ" এই আচমনবিধিদ্বারা নিযুক্ত হইয়া আচমনার্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হইলেও সেই তৃষ্ণানিবৃত্তি যেমন আচমনপ্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে, প্রাসঙ্গিক মাত্র; তদ্রূপ জীবনধারণার্থ প্রবৃত্ত ভিক্ষুর ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি হইলেও ভিক্ষাদিবিষয়ে নিয়ম হইতে পারে না। তৃষ্ণা নিবৃত্তির ন্যায় ভিক্ষাপ্রবৃত্তি প্রাসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। ভিক্ষুর জীবনধারণে প্রবৃত্তিও পূর্ব্বসংস্কারনিবন্ধনই হইয়া থাকে, —এই হেতু প্রবৃত্তি জন্মে। তবে কেবল প্রবৃত্তিদ্বারা জীবনরক্ষা হয় না; সুতরাং ভিক্ষাটনাদি করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব ভিক্ষাটানাদি প্রসঙ্গতঃ আগত ও ভিক্ষু নিয়োগের অতীত বলিয়া ভিক্ষুকে লক্ষ্য করত কোন প্রকার বিধানই হইতে পারে না। তদ্রূপ যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মও প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্ত বলিয়া ভিক্ষুরও কর্ত্তব্য, এ কথা বলাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা, আত্মজ্ঞানোৎপত্তির অগ্রে বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থ অনেকগুলি নিয়মের অনুষ্ঠান

করিতে অভ্যাস করা হইয়াছিল; কেবল ইহাই নহে, অনেকপ্রকার অনিয়মের পরিহারার্থ তীব্রসংবেগে নিয়মের পালন করা হইয়াছিল; কাজেই তজ্জন্য যে প্রবল সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, বিদ্যোৎপত্তি হইলেও সেই প্রবলতর সংস্কার দ্বারা দেহধারণার্থ ভিক্ষাটনাদি নিয়মেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অনিয়মে হয় না। যদি অনিয়মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সেই প্রবলতর সংস্কারের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত, অনিয়মের সংস্কারকে অতীব সযত্নে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া লইবার আবশ্যক হয়। তখন তাদৃশ যত্ন প্রকাশ করিয়া তাহার উদ্বোধ করা বিদ্বানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব; এই জন্য অনিয়মে আর তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না; কিন্তু সংস্কারবশে নিয়মপ্রাপ্ত ভিক্ষাদিতেই প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং ভিক্ষাটনাদির নিয়ম পূর্ব্বসংস্কারলব্ধ অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক মাত্র। অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেন না, যে ব্যক্তি 'না করিলে পাপ হয়' এ প্রকার বুঝিবে, সেই নিত্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে। বিদ্বান্ সে সময়ে পাপ ও পুণ্যের অতীত; কাজেই তাহার পক্ষে উহার ব্যবস্থাই অসঙ্গত বা উন্মত্তপ্রলাপ বলিলেই হয়।

ইহা ভিন্ন আরও একটি কথা আছে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ অসংসারী, আত্মার স্বরূপই কামকর্ম্মাদি দ্বারা দূষিত নহে,—নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ; সংসার তাঁহার কদাচ ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও

থাকিবে না; সংসার তৎসকাশে আকাশপুষ্পাতুল্য অলীক-পদার্থ; সুতরাং ব্রহ্মই যখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধ করিয়াছে, তখন ত সে অসংসারী, কামকর্ম্মাদি দোষ ত তৎসকাশে আকাশকমলিনীর ন্যায় অলীক জ্ঞান হইয়াছে। তখন আবার কর্ম্মাদির বিধান তাহার পক্ষে কি হইতে পারে?

সুতরাং সন্ন্যাসবিধিই বা কেন? এ কথা বলিতে পার না; কেন না, সন্ন্যাস ত বিদ্বানের প্রকৃতিসিদ্ধ। তথাপি তাহার বিধান আছে দেখিয়া বিদ্বান্ তাহার অনুমোদন করেন মাত্র, তদ্দ্বারা সেই সন্ন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে বিহিত হইতেছে না; কিন্তু আত্মার স্বরূপ-নিরূপণের প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের কথা বলায় যেন বিহিত হইয়াছে; সুতরাং সন্ন্যাসকেও প্রাসঙ্গিক বলিতে হইবে।

যে বিষয় সিদ্ধ,তাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতার স্মরণ হয় মাত্র। যখন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে,কর্ত্তব্যতার শেষ ত তখনই হইয়াছে। তবে আবার তাহাকে কর্ত্তব্যে বাধ্য করিতে সচেষ্ট হওয়ার আবশ্যক কি? পূর্ব্বসংস্কার-বশে নিয়মেই প্রবৃত্তির ন্যায় নিত্যক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে দেখিয়া সন্ন্যাসের বিধিরূপে উপদেশ হইয়াছে, প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু বিধি নহে। সুতরাং বিদ্বানের যখন ব্যুত্থান-দশা আগত হয়, তখন তাহার পক্ষে জ্ঞানাবলম্বন মাত্র করত দিনযাপন ভিন্ন কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব;

কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের এক সহযোগেঅনুষ্ঠান দ্বারা একই ফলপ্রাপ্তির যে কামনা কাহারও কাহারও ছিল, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, বিদ্বান্ যে পৃথক্‌ভাবেও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার যোগ্য পাত্র নহেন, বোধ হয়, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি বিদ্বান্, তিনি ত সকল কামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মায় অবস্থিত হন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর সন্ন্যাসবিধান কি?—এ কথা বলা হইয়াছে। অধুনা একটি শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।"—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজস্বরূপে নিজেকে দর্শন করিবে। এই শ্রুতিতে যে শম, দম ও সন্ন্যাস আদি সাধনের উল্লেখ আছে, ইহা অন্য আশ্রমীর পক্ষে কদাচ অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; কেন না, অন্যাশ্রমীর পক্ষে তাহাদিগের আশ্রমোচিত যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসঙ্গে সন্ন্যাসের অতিমাত্র বিরোধ ঘটে। ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর শাখার শিরোভাগে,—"অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ।" "ন কর্ম্মণা প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" এই প্রকার কৈবল্যপ্রতিপাদক শ্রুতিও বিদ্যমান। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ।" তথা "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিতি করিবে।

এই সমস্ত ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপ সাধনগ্রামের দ্বারা আত্মজ্ঞান সম্পাদিত-করণার্থ ঐ শমদমাদির বিধানকে সন্ন্যাসাশ্রমেই উপপন্ন করিতে পারা যায়; কিন্তু সংসারাশ্রমে উপপন্ন করা যায় না। যখন কোন একটি পদার্থ সিদ্ধ করিতে হয়, তখন তদুপযোগী শক্তিবিশিষ্ট উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য; কিন্তু গৃহীর পক্ষে যে ব্রহ্মচর্য্যাদির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তদ্দ্বারা কোনরূপেই আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির আশা নাই। কেননা, গৃহীর পক্ষে ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাতে অভিগমনও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে গণনীয়। কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে কি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিতে পারিবেন যে, তদ্দ্বারাও গৃহীর প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে?—কদাচ নহে।

অনন্তর বিধান আছে, "একাকী যতচিত্তাত্মা"—একাকী হইয়া অবস্থিতি করিবে। হইতে পারে, গৃহী যে সময় ধ্যানাদি করিবে, তখন না হয়, পুত্রকন্যাদি তৎসকাশে না থাকিল; কিন্তু তাহাও কি অধিকক্ষণের জন্য?—তাহা ত নহে। তবে কি প্রকারে সেই একাকী থাকাটি আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিব? কাজেই গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাদি কদাচ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না, বা তজ্জন্যই সেই অলব্ধাস্পদ ব্রহ্মচর্য্যাদি আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির পক্ষে প্রকৃষ্টতম দৃঢ় উপায় বলিয়া নিরূপণ

করিতে পারা যায় না। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি গৃহীর পক্ষে কদাচ বিহিত হয় নাই। তবে যাহারা কালসহকারে ব্রহ্মচর্য্যাদি হংসান্ত আশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক এক দিন পরমহংসপদে আরূঢ় হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই মহতো মহীয়ান্ মহাত্মগণের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনের উপদেশ করিয়া, দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য, তবে এটি তাহার সূত্রপাতনিকা মাত্র। অতএব ঐ "শান্তো দান্তঃ"—শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদি কোন অবিদ্বান্ও মোক্ষকামনা করে, তবে তাহাকে এই শম, দম, সন্ন্যাস প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অবিদ্বান্ মুমুক্ষুও "চতুর্থাশ্রম" স্বীকার পূর্ব্বক যথাবিধি কর্ম্মের বিসর্জ্জন করিবে। মোক্ষকামী অবিদ্বান্ও ঐ স্থলে পৌঁছাইলে তাহার আর কর্ম্ম করিবার কোন আবশ্যক নাই। যখন অবিদ্বান্ মোক্ষকামীর সকাশে তোমার কর্ম্মের এই দুর্দ্দশা শ্রুতি স্বয়ং দেখাইতেছেন, তখন বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মের ব্যবস্থ করিতে সচেষ্ট হইবার অগ্রে একবার স্বীয় মতটি কতদূর দৃঢ়, তাহা কি দেখা অকর্ত্তব্য ?

যে সকল ক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানের এক সহযোগে অনুষ্ঠানের বিধান গৃহস্থাশ্রমে আছে, তাহার চরম ফল—দেবতায় লীন হওয়া বা সেই দেবতাকে লাভ। তাহা ত সংসারেরই মধ্যে। সংসার-গণ্ডীর বহির্ভূত হইতে হইলে কি আর

সে নিয়মে কর্ম্ম করা সম্ভবে? কর্ম্মীর পক্ষে যাহা সম্ভব, তাহারই বিধি আছে; কিন্তু পরমাত্ম-বিজ্ঞানের পক্ষে কোন বিধি নাই। গৃহীর পক্ষে পরমাত্ম-জ্ঞানের বিধি থাকিলে গৃহীর সংসার গণ্ডার অন্তর্ভূত দেবতালাভরূপ ফলের উপসংহার কদাচ উপপন্ন হইত না।

বৃক্ষরোপণের অবান্তরফল যেরূপ ছায়া ও সৌরভলাভ, তদ্রূপ দেবতালাভরূপ যে ফলের উল্লেখ আছে, তাহা আত্মজ্ঞানের একটি অঙ্গফল মাত্র,—ইহা কদাচ বলা যায় না; কেন না, আত্মজ্ঞানের বিষয় আত্মা। যিনি নিত্যবুদ্ধ, যাঁহাতে কামকর্ম্মাদি কোন প্রকার দোষ নাই, নিত্যমুক্তস্বভাব, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে নিবাতনিস্পন্দ-প্রদীপতুল্য নির্ম্মল জ্ঞানোদয় হইবে, সেই নির্ম্মল জ্ঞানোদয়মধ্যে তোমার দেবতালাভরূপ ফল কোথায় স্থান পাইবে? মূল কারণের সঙ্গে অশেষবিধ সংসারই যে তখন আকাশপুষ্পবৎ কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, তাহার কি কোন সংবাদ রাখ? ফল কথা, আত্মজ্ঞানের ফল যে "অমৃত," তাহা এই প্রকারেই ফলিত হইয়া থাকে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ যে, দেবতালাভ যদি আত্মজ্ঞানের অবান্তরফল হয়, তাহা হইলে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" প্রভৃতি বাজসনেয়ক শ্রুতি দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলে যে কোনরূপ ইতরবিশেষভাব থাকে না,—

ইহা কথিত হইয়াছে ; তাহাতে বাধা জন্মে কি না ? ব্রহ্মজ্ঞের কোন ভেদাভেদ থাকে না, উক্ত শ্রুতি দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন্ মহাপ্রাণ সেই সিদ্ধান্তকে অকূলে ভাসাইয়া দিবে ? কেবল ঐ শ্রুতি দ্বারা এই প্রকার স্থির হইয়াছে, এরূপ নহে ; পরন্তু তদ্বৈপরীত্যে,—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" যখন দ্বৈতের ন্যায় থাকে—অর্থাৎ অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায়, এক ভিন্ন বহু দেখিতে থাকে, তখন এককে অন্য দেখে। এই শ্রুতি দ্বারা অবিদ্বানের পক্ষে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ও ফলাদির ভেদময় সংসার প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাও 'ইব' শব্দ দ্বারা 'যেন হয়' বলা হইয়াছে। তদ্রূপ এই উপনিষদেও অশনায়াদিমদবস্থাত্মক, সংসারান্তঃপাতী দেবতালাভরূপ যে ফল, সেই ফলের উপসংহার পূর্ব্বক তদ্বৈপরীত্যে কেবল —বিশুদ্ধ,—সর্ব্বাত্মকবস্তুবিষয়ক যে আত্মজ্ঞান, অমৃতত্ব-প্রাপ্তিই তাহার ফল বলিব, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। কোন্ গ্রন্থের কি বিষয় নির্ণেয়, উপক্রম ও উপসংহারাদির সহায়তায় তাহার স্থির করিতে হয়, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

এখন তোমার আর একটি প্রশ্ন আছে যে, যে ঋণত্রয় পরিশোধের কথা বলিয়াছ, তাহার উত্তর উক্তপ্রায়ই হইয়াছে। বিদ্বানের কোনও ঋণই হয় না, তাহা অবিদ্বানেরই হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা মনুষ্য-লোক জয় করত পিতৃঋণের পরিশোধ করিতে হয় ; কিন্তু কৌষিতকীর বাক্যে শ্রুত ও দৃষ্ট

হইতেছে যে, বিদ্বানের কোনরূপ ঋণপ্রতিবন্ধক থাকে না। আত্মলোকার্থী বলিয়াছেন, "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" পুত্র লইয়া কি করিব? তদ্রূপ পিতৃলোক ও দেবলোকলাভ-ফলক দেবঋণ ও ঋষিঋণও মোক্ষকামীর পক্ষে মুক্তির অন্ত-রায় হইতে পারে না। "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্‌বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কাবষেয়া।" সেই সমস্ত বিদ্বান্ ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—আমরা অধ্যয়ন করিতে যাইব কেন? ইহা দ্বারা যে ঋষি-ঋণের এবং "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহাবঞ্চক্রুঃ।"—পূর্ব্বকালবর্ত্তী সেই সমস্ত বিদ্বান্‌গণ এই প্রকার অগ্নিহোত্রের হোম করেন নাই বলিয়া ইহা দ্বারা যে দেবঋণের মুক্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিদ্বানের পক্ষে অগত্যা স্বীকৃত হইতে পারে যে, ঋণ-শোধ না করিলেও হানি নাই; কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে ত মোক্ষকামী হইলেও সন্ন্যাস-গ্রহণ বিহিত নহে। কেন না, তাহার ঋণত্রয়পরিশোধ করিবার আবশ্যকতা আছে। যদি ঋণ পরিশোধ না করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার বিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান জন্য নিশ্চয়ই পাতকসঞ্চার হইবে।

ইহার উত্তর এই যে, না, না,—পাপ হইবে কেন? অবিদ্বান্ যদি বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ হইবে কেন? গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকারের অগ্রেই

যদি সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার কর্ম্মাদিতে অধিকার না হওয়ায় সে তখন ঋণী হইতে পারে না। কর্ম্মাদিতে অধিকার জন্মিলে বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান না করার জন্য অবশ্যই সে পাতকী হইত। যদি অধিকারারূঢ় না হইলেও ঋণী হইতে হয়, তাহা হইলে ত তির্য্যক্‌জাতিরাও তোমার ঋণে ঋণী হইয়া পড়ে। সুতরাং বলিতে হইবে, যখন কর্ম্মানুষ্ঠানে সে অধিকারী হইবে, তখন যদি সে ঋণ শোধ না করে, তবে তাহাকে পাতকী হইতে হয়।

ইহার মধ্যেও প্রভেদ আছে। যদি কোন গৃহী মোক্ষকামী হইয়া উৎকট বৈরাগ্য নিবন্ধন সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি সে ঋণ শোধ করিল না বলিয়া পাতকী হইবে? কদাচ হইবে না। "গৃহাদ্‌বানী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্‌বা বনাদ্‌বা।" ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহে যাইবে,গৃহ হইতে চলিয়া গিয়া বানবস্থাবলম্বী হইবে, বানপ্রস্থী হইয়া তথায়ও বৈরাগ্য না জন্মিলে অবশেষে ভিক্ষু কাশ্রম আশ্রয় করিবে। যদি তাহা না হয়,ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যদি বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে,তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে সন্ন্যাস লইবে। গৃহেই বৈরাগ্য যদি হয়, অথবা বনেই বৈরাগ্য যদি হয়, তবে গৃহ হইতেই হউক বা বন হইতেই হউক, বৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। পরন্তু এই শ্রুতি দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, মুক্তিই লক্ষ্য এবং সেই হেতুই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত হইয়াছে। যদি মুক্তির আসন্ন উপায়

সেই বৈরাগ্যোদয় আপনা হইতে সহসা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যেখানে, অর্থাৎ যে আশ্রমে থাকিয়া বৈরাগ্য জন্মিবে, সেই স্থান হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ঋণের অন্তরায় থাকিলেও শ্রুতি কি ঐরূপ উপদেশ করিতে পারিতেন? অতএব গৃহীও আত্মদর্শনকামী হইলে, যখন তখন সন্ন্যাসাবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাকে কোন প্রকারেই প্রত্যবায়ভাগী বা পাতকী হইতে হইবে না। যে অবিদ্বান্ মোক্ষকামী না হইবে, তাহারই পক্ষে যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে কোন কোন শাখী দ্বাদশ রাত্র যাবৎ অগ্নিহোত্রে হোম করিয়া তদনন্তর ইহা ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া ব্যবস্থা আছে। তদ্দ্বারাই যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রবিধির সঙ্কোচ হওয়ায় সন্ন্যাসবিধি দ্বারা আর তাহার সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

তাহা হইলেই হইল, অনধিকারীর পক্ষেই পারিব্রাজ্য। —না, তাহা হইবে কেন? অনধিকারীর পক্ষে "উৎসন্নাগ্নিনিরগ্নিকো বা" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা আশ্রমের বিকল্প ও তাহার সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত "ব্রহ্মচর্য্যবান্ প্রব্রজতি" "বুদ্ধা কর্ম্মাণি যানীচ্ছেৎ, তমাবসেৎ।"

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেৎ পরমং স্থানমুত্তমাং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ॥"

প্রভৃতি স্মৃতিতে আশ্রমের বিকল্প উল্লিখিত হইয়াছে।—এবং—

"অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রানুৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞান্ মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥"

প্রভৃতি স্মৃতিতে আশ্রমের সমুচ্চয়ে বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ উৎকট বৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাস করিতে পারে, তাহাতে পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই।

এখন কথা এই যে, বিদ্বানের ব্যুত্থান, অর্থাৎ সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত নহে; কেন না, বিদ্বানের উপর কোন বিধিরই দৌরাত্ম্য খাটিবে না। যে স্থলে বিধির কোনই অধিকার নাই, তথায় একটা কোন প্রকার নিয়মও সম্ভবে না; এই হেতু বিদ্বান্ গৃহে বা অরণ্যে যথা ইচ্ছা থাকিতে পারে। তাহাকে যে অরণ্যবাসী হইতেই হইবে, গৃহে থাকিতে পারিবে না, এ প্রকার কোন বিধি নাই বা হইতে পারিল না।—সন্ন্যাস যে প্রাসঙ্গিকমাত্র।

প্রাসঙ্গিকমাত্র হইলেও সন্ন্যাস লইয়া বিদ্বান্ গৃহে থাকিতে পারে না। কামনা বশতই গৃহে থাকা হয়। সন্ন্যাস ত কামনা বশতঃ নহে; বরং তদ্বিরোধী। সুতরাং সকামের স্থানে অকামের থাকা অসম্ভব। যদি সন্ন্যাস অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাদির ন্যায় হইত, তবে কোনরূপে গৃহে থাকিবার প্রসঙ্গ উঠিতে পারিত; যখন কামনার অভাব বা ত্যাগমাত্রই সন্ন্যাস, তখন কামনার সমুদ্রে তাহার অবস্থিতি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

যাহারা অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ, তাহারাই যথাকাম অব-

স্থিত থাকে; কিন্তু বিদ্বান্ যথাকাম অবস্থিতি করিতে পারে না; কেন না, বিদ্বান্ নিরতিশয় অকাম। যখন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই গুরুভারবোধে বিদ্বান্ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেকনিমিত্ত যথাকাম অবস্থান করিতে উপদেশ দেওয়া কতদূর ন্যায্য, তাহা চিন্তা করা বিধেয়। ইহা কোনপ্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না যে, উন্মাদদৃষ্টি পুরুষ আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদি দেখিয়াছে বা তিমিরদোষ-দৃষ্টি ব্যক্তি দু'টি চন্দ্র দেখিয়াছে বলিয়া, যখন চক্ষুর উন্মাদদর্শনদোষ বা তিমিরদোষ দূর হইবে, তখনও তাহা-দিগকে কেহ বাধ্য করিয়া আবার আকাশে গন্ধর্ব্বনগর ও একচন্দ্রে দ্বিচন্দ্র দর্শন করাইতে পারে। যাবৎ দোষ ছিল, তাবৎ ভ্রমদর্শন করিয়াছিল। যখন দোষ দূর হইয়াছে, তখন আবার ভ্রমদর্শন কি বলপূর্ব্বক হইতে পারে? সুতরাং আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ব্যুত্থান, অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতিরেকে যথাকামাবস্থান বা অন্য কিছু কর্ত্তব্য নাই বা হইতে পারে না।

এখন, তুমি যে বলিয়াছ, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার অর্থই তাহা নহে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, একই ব্যক্তিতে একই সময়ে ঐ উভয় একত্রে মিলিত হইয়া থাকিতে পারে না। যেরূপ একই ব্যক্তি যে সময়ে শুক্তিকার শুক্তি-কাই দেখিতেছে, তখনই যেমন আবার শুক্তিকাকে রৌপ্য বলিয়া দেখিতে পারে না; এইরূপ। ঠিক এই কথাই

কা কেও কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যা, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে তাহাতে আর অবিদ্যার সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা তপস্যাদি ও গুরুসেবাদি যে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়ীভূত কর্ম্ম, তাহা অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যাশব্দবাচ্য; কিন্তু তপস্যা ও গুরুসেবাদি দ্বারা বিদ্যাকে উৎপন্ন করিয়া লইয়া মৃত্যুরূপ কামকে লঙ্ঘন করিবে। অনন্তর নিষ্কাম বিদ্বান্ ত্যক্তৈষণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অমৃত ভোগ করিবে। এই প্রকার দেখিয়াই মাধ্যন্দিনশাখার শেষে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে বলিয়াছ,—পুরুষের আয়ুঃ শতবর্ষ মাত্র। শ্রুতি কর্ম্ম করিয়া শতবর্ষ জীবনধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; সুতরাং তদনন্তর কবে কর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সন্ন্যাস লইবে? তাহার উত্তর প্রায় প্রদত্ত হইয়াছে। যে সন্ন্যাসগ্রহণে অক্ষম, সেই অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। তদ্দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধি হইলে তদনন্তর আত্ম-জ্ঞানের অধিকারী হইবে।

আরও যে বলিয়াছ, পরে এমন কর্ম্মের কথা আছে, যাহার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের বিরোধ ঘটে না। তাহারও ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। মন্দাধিকারীর পক্ষে সবিশেষ আত্ম-জ্ঞান ব্যবস্থিত আছে: কাজেই তদ্দ্বারা তাহারা নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞানে অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়াই বলা হইয়াছে।

সুতরাং নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, বিশুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কোনও পার্থক্য নাই—অভেদ। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রদর্শনার্থ এই উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে,—"আত্মা বা ইদম্" প্রভৃতি]।

ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

'এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টির অগ্রে একই আত্মার স্বরূপে অবস্থিত ছিল। অন্য কিছুরই কোন প্রকার ব্যাপার বা অর্থক্রিয়া ছিল না,—ক্ষয়শীল কোন পদার্থই বিদ্যমান ছিল না।'

আত্মশব্দটি (ক) আপ্নোতীতি আপ্+মন্, বা (খ) আদত্তে ইতি আ+দ+মান্, বা (গ) অত্তি ইতি অদ্+মন্, (ঘ) আতনোতীতি আ+তন্+মন্ প্রভৃতিরূপে সাধিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে—

(ক) আপ্তি অর্থে জ্ঞান ও ব্যাপ্তি,—অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থিতি বুঝায়। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে,—যাঁহার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি আত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। আপ্তি-অর্থে প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি। ইহার ফলিতার্থ এই যে, যিনি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটিকেই একই কালে পাইতে পারেন, তিনিই আত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট।

(খ) আদান অর্থে গ্রহণ অর্থাৎ যিনি সকলকেই

লাভ করিয়াছেন, তিনি আত্মা,—জগতের সঙ্গে অভিন্ন হইয়াও শুদ্ধিপ্রাপ্ত, সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত।

(গ) অশন অর্থে খাওয়া অর্থাৎ যিনি সকলের ভক্ষক বা সর্ব্ববিনাশক, তিনি আত্মা,—অর্থাৎ জগৎসংহারক বা নিজ ভিন্ন সকলেরই খাদক, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্তস্বভাব।

(ঘ) আতত অর্থে অব্যাহতব্যাপ্তি। তদ্দ্বারা স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগতভেদবর্জ্জিত অদ্বিতীয় যিনি, তিনি আত্মা,—শান্ত শিব।

এই সমস্ত অর্থের যে কোন একটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, যিনি সর্ব্ববেত্তা, যাঁহার স্বরূপে কোন প্রকার দোষস্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহাকেই আত্মা বলে।

ঈশ্বরের সুষুপ্তি অবস্থার নামই মহাপ্রলয়। তৎকালে কোন পদার্থেরই নাম ও রূপ থাকিতে পারে না। যে কিছু নাম ও রূপ, তৎসমস্তই অবিদ্যার পরিণাম। অবিদ্যাকেও ঈশ্বরের সিসৃক্ষামাত্র বলিতে হয়—সৃষ্টি করিবার বাসনা মাত্র। ভগবান্ সৃষ্টির বাসনা করিলেই সেই বাসনা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ,—নাম ও রূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আবার যে সময় সে বাসনার উপসংহার করিয়া নিজরূপে অবস্থান করেন, তৎকালে জাগতিক সকলেই নিজ নিজ নাম ও রূপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপে অবস্থিতি করে;

কাজেই সৃষ্টির অগ্রে পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জাগতিক বস্তু নামরূপবর্জ্জিত হইয়া একাত্মরূপে সংস্থিত হইয়াছিল।

তাহা হইলে কি এখন আত্মা একরূপে সংস্থিত নহেন? হাঁ, একরূপে অবস্থিত নহেন। আত্মা এখন একরূপে সংস্থিত হইলেও একটু প্রভেদ আছে!—উৎপত্তির অগ্রে নাম ও রূপ অপ্রকাশ ছিল, কেবল আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন; তখন জগৎকে একাত্মরূপে জানিতে, বুঝিতে ও বলিতে হইত; আর এখন,—সৃষ্টির শেষে জগতের নাম ও রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দারা জগৎ অনেকশব্দের বাচ্য ও অনেকজ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, আবার অনেক সময় একাত্ম-রূপেও জ্ঞেয় হইয়াছে। ত ব্রহ্মাণ্ডের ও একাত্মার অনেক বিশেষত্ব; যেরূপ সলিলরাশি যখন ফেন ও বুদ্‌বুদাদি-রূপে ভিন্ন ভাবে বিকাশিত না হয়, সে সময় সেই 'একই জল'রূপে জ্ঞেয় ও 'একই জল' নামে কথিত হয়। আবার যখন জলরাশি হইতে ভিন্নভাবে ফেন ও বুদ্‌বুদাদির বিকাশ হয়, তখন 'এটা জল' 'ওটা ফেন', 'সেটা বুদ্‌বুদ,' এই প্রকারে জ্ঞেয় ও এই প্রকারে নানা শব্দে কথিত হয়, আবার 'ও সবই জল,'—এই প্রকার একই শব্দে অভিহিত ও একই জলরূপে পরিজ্ঞাত হয়; তদ্রূপ।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১ ॥

'ব্যাপারবিশিষ্ট অথবা অব্যাপার অন্য কোনও বস্তু ছিল না।'

সাংখ্যেরা কহেন, পদার্থ দ্বিবিধ;—প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ বহু, নিত্য এবং অজ্ঞান, আত্মশক্তি বলিয়া আত্মারই অন্তর্গত; তদ্বিপরীত পরিণামস্বভাব প্রকৃতিও নিত্য। প্রকৃতির পরিণাম বা ক্রিয়া দুই প্রকার;— সরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম। যখন ভোগাপবর্গার্থ পঙ্গ্বন্ধের সন্নিপাত তুল্য পুংপ্রকৃতির সংযোগ হয়, তৎকালে প্রকৃতি বিরূপপরিণামমুখে ধাবিত; আবার যে সময় অধিকার শেষ হয়, তৎকালে ব্রহ্মাণ্ডের নামরূপের উপসংহার করিয়া নিজ অঙ্গে আনিয়া মিশাইয়া আপনার সত্ত্বকে সত্ত্বরূপে, রজকে রজোরূপে এবং তমোগুণকে তমোগুণরূপে অবস্থিত করান। সেই অবস্থানের নাম সরূপপরিণাম। এই অবস্থাকেই মহাপ্রলয় বলে। সুতরাং এই মহাপ্রলয়ে অন্য কিছু বিদ্যমান না থাকিলেও পুরুষগণ ও সরূপপরিণামশীলা প্রকৃতি মাত্র বিদ্যমান থাকেন। কণাদমতাবলম্বীরা কহেন, ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় হইলেও পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু, এবং আকাশ, কাল, দিক্, মনঃ, জীবাত্মা, সমবায়সম্বন্ধ, বিশেষ পদার্থ, নিত্যগুণ সমস্ত ও অভাবাদি নানাপ্রকার নিত্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া যায়; কিন্তু এই উপনিষদের মতে দৃষ্ট হয় যে, সেই মহাপ্রলয়ে একই আত্মা বিদ্যমান ছিলেন, অন্য কিছুই পরিণামশীল পদার্থ ছিল না। অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত আর কিছুই

বিদ্যমান ছিল না। কেবল একই আত্মামাত্র বিদ্যমান ছিলেন।

'প্রাণীদিগের কর্ম্মফল উপভোগ করিবার পক্ষে উপযুক্ত জল প্রভৃতি স্থান সকল আমি সৃষ্টি করিব,' (তিনি স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতি বলিয়া একমাত্র হইলেও) এইরূপ বাসনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত ॥ ২

'তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

ভগবান্ সৃষ্টির আদৌ একই ছিলেন, আর তাঁহার শরীরে ইন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না। তাহা হইলে, অখণ্ড একরস আত্মার এ প্রকার বাসনা কি প্রকারে হইতে পারে ?

ইহার উত্তর এই যে, তাহা হইতে পারে,—আত্মা যে সর্ব্বজ্ঞপ্রকৃতি। এ সৃষ্টি, আত্মার সার্ব্বজ্ঞ্যশক্তির একটি বিকাশ, এই হেতু বিজ্ঞানসৃষ্টি বা জ্ঞানের বিকাশ মাত্র। কার্য্যের বিকাশ ইহার অনেক পরে হইয়াছিল।—তাহাকে স্থূলসৃষ্টি কহে। যেরূপ কোন স্থপতিশ্রেষ্ঠ শিল্পী একটি বিশাল অট্টালিকার আলেখ্য সৃষ্টি 'ইট কাঠ চূণ' বিনাও মনে মনে সম্পাদন করিতে পারে, সেইরূপ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা প্রথমে করিয়া, তৎপরে তাহার

বিকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অপরাপর উপাদানের কিছুই আবশ্যক হয় নাই।

আবশ্যক না হইয়া পারে না। স্থূলসৃষ্টি করিতে হইলেই তাহার উপাদান আবশ্যক। স্থপতিবৃন্দও কি 'ইট কাঠ চূর্ণ' বিনা বিচিত্র অট্টালিকার স্থূলতঃ বিকাশ করিতে সমর্থ হয়?

সমর্থ হয় না সত্য; কিন্তু জল হইতে যেমন ফেন ও বুদ্‌বুদাদি উৎপন্ন হয় এবং সেই ফেন ও বুদ্‌বুদাদি জলেই মিশিয়া থাকে, তদ্রূপ নামরূপ জগৎ যে আত্মায় অব্যাকৃতভাবে গুপ্ত ছিল, সেই অব্যাকৃত নামরূপ আত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হইতে পারেন। অর্থাৎ মূলসৃষ্টির বাসনা অথবা মায়া হইতেই জগতের উৎপত্তি। সেই মায়া যাঁহার দেহ, তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ একই আত্মা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়ায় প্রলীন হইলে মায়াও ঈশ্বরে লয় পাইয়া যায়। তখন মায়ার কোনরূপ ব্যাপার অর্থাৎ কার্য্য না থাকায় কিছুই নাই বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এই হেতু ঐ অবস্থার নামই মহাপ্রলয়। যে সময় সে অবস্থার শেষকাল উপস্থিত হয়, তখন অজ্ঞানশক্তি বা সৃষ্টির বাসনা বা মায়ার বিকাশ হয়; কাজেই তখন মায়াদেহ গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর যেন স্বীয় অঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিতে থাকেন। সেই মায়াই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উপাদান হইতে পারে। ঈশ্বর

মায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়া থাকেন। স্নতরাং ঈশ্বরের অন্য উপাদান না থাকিলেও তিনি স্বয়ং মায়োপাদান বলিয়া তাঁহার স্বষ্টিক্রিয়ায় কোনরূপে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব হয় না, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

কিংবা যেরূপ বিজ্ঞানবান্ মায়াবী ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি কোনরূপ উপাদান না লইয়া নিজেকে যেন অন্য আর একজন নিজের আদর্শস্বরূপ করিয়া গগনমার্গে গমন করিতেছে বলিয়া দেখা যায় বা দেখা দেয়, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ মহামায়াবী সর্ব্বজ্ঞ দেব আপনাকেই অপর আত্মারূপে ও জগদ্রূপে প্রস্তুত করেন। ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়াভূমিতে যাবৎ থাকা যায়, তাবৎ যেরূপ নিপুণ (সতর্ক) হইয়া দেখিলেও মায়ার ক্রীড়া বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই মহামায়াবীর সংসারভূমিতে যাবৎ থাকা যাইবে, তাবৎ সতর্ক হইয়া দেখিলেও এ সময় খেলাকে কিছুতেই মায়াময় বলিয়া ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই। এ প্রকার হইলে ত বিনা উপাদানেও জগৎস্বষ্টি সঙ্গত হইতে পারে।

এই প্রকার আত্মাই কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন স্বীকার করায় নিম্নকথিত বিরুদ্ধ মতগুলি দোষযুক্ত বলিয়া নিরাকৃত হইতে পারে।

(ক) যাঁহারা যদৃচ্ছাবাদী, তাঁহারা বলেন যে

কোনও কার্য্য স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপত্তির জন্য কোনরূপ কারণের প্রয়োজন হয় না; সুতরাং নির্হেতুকই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।

(খ) নৈয়ায়িকেরা বলেন, 'নানুপমৃদ্যাবির্ভাবাসম্ভবাৎ', কারণের বিনাশ ঘটিলে তবে কার্য্যোৎপত্তি হইবে। বস্তুতঃ অসৎ হইতেই সৎকার্য্য জন্মে।

(গ) শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা বলেন,—অসৎ হইতেই অসতের উৎপত্তি হয়। "শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্‌বিনাশস্য।" অসৎই স্বরূপ, ভাবমাত্রেই বিনষ্ট হয়, বিনাশ পদার্থেরই স্বরূপ।

(ঘ) সাংখ্যবাদীরা বলেন,—সৎই কর্ম্ম, সৎই কারণ হইতে জন্মে; তবে উভয়েই পরিণামশীল;—অর্থাৎ অবস্থান্তরিত হইয়া থাকে।

ইহার মধ্যে যে মতে যে দোষ ঘটে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

(ক) কোনও কারণ ভিন্ন যদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আকাশ হইতেই মনুষ্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে, বা বৃক্ষাদি হইতেও গবাদি পশু জন্মিতে পারে। কেন না, কোনরূপ কার্য্যেরই কোন একটি কারণ নিরূপিত নাই। যখন তখন যে কোন পদার্থ হইতে যে কোন পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে ও হওয়াই কর্ত্তব্য।

(খ) কারণ, অসৎ হইলে যে দোষ ঘটে, বিবেচনা কর। যে দধি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত, সে দুগ্ধাদি সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হয় কেন? অবশ্য, দধির উৎপত্তি-কারণ দুগ্ধ, এই জানে বলিয়াই লোকে দধিনির্ম্মাণার্থ দুগ্ধের সংগ্রহ করে।

(গ) অসৎ হইতে অসৎ কার্য্য হয় বলিলে, সেই অসৎ কার্য্য দ্বারা ব্যবহার নির্ব্বাহ বা তাহার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান কি প্রকারে উপপন্ন করিবে? যাহা নাই,—তাহা হইতে একটি কার্য্য হইল; কিন্তু সেও নাই; কারণ, উভয়েই অসৎ। এরূপ স্থলে আমরা যাহা দেখিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, সেগুলি কি নাই বা অসৎ? যদি অসৎই হয়, তবে তাহার আবার জ্ঞান হইতে পারে কি প্রকারে?

(ঘ) পরিণামী কারণের পরিণামও সৎ, কার্য্যও সৎ, কারণও সৎ। আচ্ছা, যখন কারণ সৎ, কারণের ব্যাপার সৎ, কার্য্যও সৎ, তখন ত আর কোন গোলই নাই। কোন কার্য্যের ত আর উৎপত্তি প্রয়োজনীয় হইবে না। যে নাই, তাহারই উদ্ভব চাই, যে বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উদ্ভব কি হেতু? অথচ লোকে সকল কার্য্যেরই উদ্‌ভবার্থ নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়া থাকে। কার্য্য যদি সৎই হয়, তাহা হইলে তাহার আবার উদ্ভব কি হেতু প্রয়োজনীয়

হইবে? সুতরাং কেবল সৎ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

ঐ সমস্ত মতে এই প্রকার নানারূপ দোষ দর্শন করিয়া শ্রুতি নিজেই বলিলেন, আত্মাই আদৌ ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, সেই আত্মা বাসনা করিলেন, আর তাঁহারই দেহ হইতে দীপ হইতে দীপের উৎপত্তি-বৎ নানারূপ পদার্থ উৎপন্ন হইল। পরিণামে সকলেই আবার তদীয় দেহে লয়প্রাপ্ত হইবে, কিছুই বিদ্যমান থাকিবে না। একমাত্র আত্মাই তখন বিদ্যমান থাকি-বেন। যেরূপ সম্মুখে দর্পণ না থাকিলে, দর্পণের মধ্যে পতিত প্রতিবিম্ব উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায়, এক-খানিমাত্র মুখই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মায়াদর্পণ ভঙ্গ হইলে, এক আত্মাই বিদ্যমান থাকিবেন। ইহা দ্বারা বিবর্ত্ত-বাদই উপনিষদের যেন মত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে; কেন না, প্রথম বলিতেছেন যে, আত্মা একই ছিলেন, আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে "বহু স্যাম্", এই ইচ্ছা দ্বারা তিনি প্রপঞ্চাকারে বহু হইলেন। সে অবস্থায়ও তিনি একই বিদ্যমান আছেন, ইহাও উপনিষৎ স্পষ্টই বলিতেছেন। আবার উপনিষৎ বলিতেছেন, প্রপঞ্চতঃ আকার দেখিতে পাইলেও আত্মার কোন প্রকার বিকৃতিও ঘটে নাই, তিনি বা তাঁহার যেমন থাকা কর্ত্তব্য, তদ্রূপে পূর্ব্বে ছিলেন, এখন

আছেন, পরেও বিদ্যমান থাকিবেন।—ইহা দ্বারা কি বোধগম্য হইবে ?

দর্পণস্থানীয় মায়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া এক আত্মাই নানা আকারে প্রতিভাসিত হইয়াছেন।

বস্তুর প্রতিবিম্ব কিছুই নহে, অলীক—ইহাই বোধগম্য হইবে।

এই প্রকারে যে প্রপঞ্চের উপপত্তি করা হয়, তাহাকে বিবর্ত্তবাদ কহে। বিবর্ত্ত বলিতে আর কিছুই নহে,—প্রতিবিম্ব বা প্রতিকৃতি। যাহা যাহা নহে, তাহাকে যে তাহাই দর্শন, তাহারই নাম বিবর্ত্ত। "অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা, বিবর্ত্ত ইত্যুদীদরিতঃ।"—যে যাহা, সে তাহাই থাকিবে, অথচ তাহাকে অন্যপ্রকারে যে দর্শন করা হয় কিংবা অন্যরূপে প্রকাশ পায়, সেই অন্যথা প্রকাশের নাম বিবর্ত্ত। যেরূপ চন্দ্র একই বিদ্যমান আছেন, তোমার নয়নের দোষহেতু তুমি দ্বিবিধ চন্দ্র দেখিলে। এ স্থলে ত্বৎসকাশে একচন্দ্রের যে সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ, ইহাকেই বিবর্ত্ত বলে। তদ্রূপ একই আত্মা অজ্ঞাননিবন্ধন সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ পায়, সেই সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ বা বহুরূপে প্রকাশকেই বিবর্ত্ত বলা যায়।

এই বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করায় উপনিষদের মতে, পূর্ব্বকথিত মতগুলি দোষদুষ্ট ও এ মতটি নির্দ্দোষ, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

উপনিষদের মতে যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে আবার সৃষ্টির কথা তুলিবার কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে। ঐ বিবর্ত্তবাদটিকে দৃঢ় করাই আবশ্যক। যাহারা কোন প্রকার তলাইয়া কোন গ্রন্থের ভাবগাম্ভীর্য্য বুঝিতে প্রয়াস না পায়, তাহাদিগকেও উপনিষদের মনোগত ভাব বুঝাইতে হইবে। উপনিষদের মনোগত ভাব এই যে, আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

কি প্রকারে এ কথাটি বুঝাইতে পারা যাইবে?—যদি এ সৃষ্টিটাকে অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দেওয়া যায়। সকলেই বলে, এ জগৎ সত্য। তাই শ্রুতি দেখাইতেছেন,—দেখ, এ জগৎ অপরাপর পদার্থ হইতে যদি হইত, তাহা হইলে পদার্থগুলি সন্দিগ্ধ বলিয়া কখনও সে সৃষ্টিতে সন্দেহ আসিত; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আত্মা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংশয় করিবার কোনও হেতুই নাই। তথাপি এ জগৎ যাহা হইতে হয়, তাহাতেই যাইয়া পুনরায় বিলীন হইয়া থাকে। কাজেই দেখ, এ সৃষ্টি কি প্রকার?—এ সৃষ্টি—আত্মা হইতেই হয়; কিন্তু আত্মায় বিদ্যমান থাকে না;—তাহার অর্থ—এ সৃষ্টি কিছুই নহে,—অলীক।

একমাত্র চন্দ্রে দুইটি চন্দ্র হইল; কিন্তু ঐ দু'টি চন্দ্র সেই প্রথম-কথিত চন্দ্রে কি বিদ্যমান আছে? দর্পণগৃহে শত-সহস্র দর্পণ বিদ্যমান; তুমি সে গৃহে প্রবেশমাত্রই

যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই তুমি; তুমি সে সময় শতসহস্ররূপে প্রতিভাসিত, সেই শত-সহস্রে তুমি, আর নিজে তুমি, তুমিই কি ?—সেই শত-সহস্র তুমি, অথচ তুমি ভিন্ন ঐ শত-সহস্র 'তুমি' হইতে পার না। ১

অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো, যা অধস্তাস্তা আপঃ ॥ ২

এখন বিবেচনা করিতে হইবে,—যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতে যদি তাহা বিদ্যমান না থাকে, তবে তাহা অলীক।

আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি,—অথচ আত্মায় জগৎ কদাচ নাই; অতএব জগৎ অলীক। সৃষ্টি-বাক্যের এইটিই আবশ্যক; কাজেই এই জন্য বিবর্ত্তবাদকেই দৃঢ় করা সঙ্গত।

'অম্ভোলোক, মরীচিলোক, মরলোক ও আপলোক।' —আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি; এই পঞ্চকের উৎপাদন পূর্ব্বক নিজ প্রতিবিম্বরূপে সেই পঞ্চভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও তাহাদিগকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া স্থূল ভূতপঞ্চ উৎপাদন করিলেন। সেই স্থূল পঞ্চভূতকে মিলিত করিয়া একটি তরলাকারের অণ্ড

উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা হইতে 'অম্ভ'-আদি চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। 'সলিববৎ তরল বস্তু হইতে হইয়াছিল বলিয়া এবং বৃষ্টিজল সেই উর্দ্ধদেশ হইতে আপতিত হয় বলিয়া দ্যুলোকের উর্দ্ধদেশবর্ত্তী মহঃ-আদিলোক সকল, এবং সেই অম্ভঃ-লোকের আশ্রয়স্থলস্বরূপ দ্যুলোক (স্বর্লোক), সে সমস্তই অম্ভঃ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আর 'স্বর্গলোকের নিম্নতলস্থ যে অন্তরীক্ষ লোক, তাহার নাম মরীচিলোক।' ঐ স্থলে চন্দ্রসূর্য্যাদির রশ্মিমালা বিকাশ পায় বলিয়া উহার নাম মরীচিলোক। 'পৃথিবীই মরলোক।'—পৃথিবীতে লোক সকল মরে, এই জন্য মরণদ্বারা ধরিত্রী ব্যাপ্ত বলিয়া ক্ষিতি মর-শব্দে কথিত হয়। আর 'পৃথিবীর নিম্নস্থলে যে লোক, তাহার নাম আপলোক।' অধোলোকবাসী জীবিকুল ঐ লোককে প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে 'আপ' কহে। যদ্যপি প্রত্যেক লোকেই ভূতপঞ্চকের সম্বন্ধ অব্যভিচারী অর্থাৎ সেই পঞ্চীকৃত অণ্ড হইতেই এই লোকচতুষ্টয়ের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি যে লোকে যাহার ভাগ বা অংশ অধিক, সেই লোককে সেই নামেই প্রথিত করা হইয়াছে। যেরূপ অম্ভোলোকে অপের আধিক্য, মরীচিলোকে রশ্মিমালার বাহুল্য, মরলোকে মরণের প্রাবল্য ও আপলোকের আপ্তি—প্রাপ্তিবাহুল্য বলিয়া "অম্ভঃ, মরীচি, মর ও আপ" নামেই বর্ণন করা হইয়াছে। লোকে এই প্রকারই ব্যবহার

দৃষ্ট হয়; যেরূপ যে দেশে জলের ভাগ অধিক, তাহাকে জলময় দেশ বা 'জলা দেশ' বলা হয়। এ স্থলেও তদ্রূপ অভিহিত হইয়াছে ॥ ২

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩ ॥

সমগ্র প্রাণীর সঞ্চিত কর্ম্মফলের উপভোগ করিবার উপযুক্ত আশ্রয়স্থান সকল সৃষ্টি করিয়া "সেই ঈশ্বর আবার চিন্তা করিয়াছিলেন,—এই সমস্ত 'অম্ভঃ' প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিয়াছি সত্য; কিন্তু এই সমস্ত লোককে রক্ষা করিতে পারে, ঈদৃশ লোকপালদিগকে সৃষ্টি না করিলে সকলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থ লোকের রক্ষাকারী লোকপালগণকে সৃষ্টি করিব।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া,—'সেই ভগবান্ অপ্‌বহুল তরল সেই ভূতপঞ্চক হইতেই করপাদশিরস্ক পুরুষাকার পিণ্ড একটি উদ্ধৃত করত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যসাধন করিয়াছিলেন।'

কুম্ভকার যেরূপ তরল মৃত্তিকারাশি হইতে একটি মৃৎপিণ্ড লইয়া তাহাকে সংমূর্চ্ছিত অর্থাৎ যে স্থলে যে অবয়ব বিন্যাস করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপে তথায় সেই অবয়ব বিন্যাস করে, তদ্রূপ ভগবান্ সেই তরলাকার জলবহুল

ভূতপঞ্চক হইতে একটি পিণ্ড লইয়া, তাহার করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চীকৃত অপ্‌বহুল তরল পঞ্চভূতকে মনু অপ্‌-শব্দেই ব্যবহার করিয়াছেন,—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্‌॥"

এই অপ্‌ই 'কারণবারি' নামে অভিহিত হয়। ইহাকেই 'কারণার্ণব' কহে। ৩। *

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্‌।

মুখাদ্‌বাগ্‌বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাম্‌ প্রাণঃ প্রাণাদ্‌বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্‌নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ॥ ৪॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

'পুরুষাকার সেই পিণ্ডকে উদ্দেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্কল্পে সঙ্কল্পিত সেই পিণ্ডের, পক্ষীর অণ্ডবৎ একটি মুখাকার বিবর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।'

---

* অনেকানেক পুরাণ ও মহাভারতাদিতে ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

রর। তপস্তা বা চিন্তা কিংবা সঙ্কল্পাদি জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।", যাঁহার জ্ঞানই তপঃ। অন্যবিধ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি বা ক্লেশজনক ক্রিয়া তাঁহার নাই; সুতরাং ভগবান্ পিণ্ডটি তুলিয়া লইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, অগ্রে ইহার জীবনরক্ষাদির উপায় করা উচিত। ঈশ্বরের এইরূপ মনে হইবামাত্র 'যথাকামাবসায়িত্বরূপ' ঐশ্বর্য্যমহামহিমবলে সেই পিণ্ডের প্রথমতঃ যে একটি দ্বার কিংবা খাদ্যগ্রহণের উপযুক্ত একটি গর্ত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, সেটি প্রথমজাত বলিয়া, উহাকে মুখ (আদিম) কহে। এরূপ সকলেই করিতে পারে,—ইচ্ছাশক্তিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলে সে যেরূপ ইচ্ছা করিবে, অপরে তাহার সেই ইচ্ছার আয়ত্তী-ভূত হইয়া কার্য্য করিবে; এই গুণকে যোগিগণ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যমধ্যে 'যথাকামাবসায়িত্ব' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কাজেই ঈশ্বর-জ্ঞানের সাহায্যে যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সেই পিণ্ডের ঊর্দ্ধ-স্থলে একটি মুখাকার বিবর হইল। ইহাকেই মুখ কহে।

'সেই নির্ভিন্ন বা বিকসিত মুখ হইতে বাক্-ইন্দ্রিয় নির্ব্বর্ত্তিত হইল। বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতেছে বচন বা বাক্য, নানারূপ কথা বলা। সেই বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বাগিন্দ্রিয়ের লোকপালরূপে পরিগণিত হইলেন। প্রথমে হইল মুখ, অনন্তর মুখে বাক্-ইন্দ্রিয় হইল, পরে

সেই বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নিদেবতা নির্ভিন্ন হইয়া তাহাকে অধিকার করিলেন। তদ্রূপ নাসিকাযুগল নির্ভিন্ন হইল. তাহাতে প্রাণ উৎপন্ন এবং সেই প্রাণ হইতে বায়ুর প্রাদুর্ভাব হইল ; সুতরাং নাসিকাস্থানে বায়ু প্রাণের অধিষ্ঠাতৃরূপে লোকপালের ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর দুইটি চক্ষুঃ নির্ভিন্ন হইল, চক্ষুর্গোলকদ্বয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় হইল, এবং তাহা হইতে ভাস্করের অবির্ভাব হইল। এই হেতু চক্ষুর্গোলকে সূর্য্যই চক্ষুর্দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া লোকপালক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর দুইটি কর্ণশষ্কুলী নির্ভিন্ন হইল। সেই কর্ণরন্ধ্রযুগলে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উদয় হইল ও তাহা হইতে দিক্‌সকল আবির্ভূত বা উদিত হইল। সুতরাং দিক্‌সকলই শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে লোকপালের ক্রিয়া করিতে লাগিল। তৎপরে চর্ম্মসংবদ্ধ ত্বগ্গুলের নির্ভেদ হইল, তাহাতে লোমসহচরিত স্পর্শনেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইল এবং তাহা হইতে ওষধিবনস্পতির অধিদেবতা বায়ু উৎপন্ন হইলেন। এই হেতু বায়ুই ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া লোকপালের ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে অন্তঃকরণগোলক নির্ভিন্ন হইল। সেই হৃদয়ে অন্তঃকরণ মন উৎপন্ন হইল ; তথা হইতে চন্দ্রমার আবির্ভাব হইল ; এই জন্য চন্দ্রমাই মনের অধিষ্ঠাতা ও লোকপালরূপে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর নাভি নির্ভিন্ন হইল,

নাভি হইতে অপানসংবদ্ধ মলদ্বারের উৎপত্তি হইল; এই মলদ্বারকেই পায়ু ইন্দ্রিয় বলে। সেই পায়ু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মৃত্যুদেবই তাহার লোকপাল। এই নাভিই সর্ব্বপ্রাণবন্ধনস্থান। তদ্রূপ শিশ্ন অর্থাৎ প্রজননেন্দ্রিয়স্থান উৎপন্ন হইল, সেই প্রজননস্থানে রেতঃসবংদ্ধ প্রজননেন্দ্রিয় জন্মিল এবং সেই রেতঃ অর্থাৎ উপস্থ হইতে অপের উৎপত্তি হইল, সেই অপ্ তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া লোকপালক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪॥

ইতি আত্মষট্‌কে প্রথম খণ্ড ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১ ॥

'ঈশ্বর লোকপালরূপে সঙ্কল্পিত সেই অগ্নি-আদি সুরবৃন্দকে উৎপাদন পূর্ব্বক এই সংসারস্বরূপ মহাসাগরে নিপাতিত করিয়াছিলেন।'

এই সংসার বা পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্ পুরুষের শরীর। সংসারটি মহাসাগরের ন্যায়,—অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মাদি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সেই দুঃখই ঐ সাগরের জল। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু তাহার জলচারী মহাপ্রতাপশালী হিংস্রপ্রকৃতি মকরাদি জলজন্তু। এ সমুদ্রের আদি ও অন্ত কিছুই নাই, অপার; নিরাশ্রয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের মিশ্রণে যে ক্ষণিক সুখলেশ জন্মে, কেবল সেইটুকু ধরিয়াই বিশ্রাম করিতে পারা যায়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদির পঞ্চ বিষয় উপভোগের যে বাসনা, তাহাই বায়ুরূপী হইয়া ঐ সাগরে অশেষপ্রকার অনর্থরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত করিয়াছে। মহারৌরব আদি নিরয়সকল হইতে সঞ্জাত "হা হতাশ রোল" প্রভৃতি

কর্ণক্লেশকর বিকট চীৎকার ও প্রাণাধিক প্রিয়তন সন্তানাদির বিয়োগজনিত মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনের মৃত হৃদয় হইতে সদ্য উত্থিত ইন্দ্রিয়োচ্ছোষণকর প্রস্তরবিদারণকারী আক্রন্দনই এই সমুদ্রের কল্লোলরূপ মহাধ্বনি। সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণরূপ পাথেয়ে পূর্ণ-জ্ঞানই ঐ সমুদ্রের পারে যাইবার একমাত্র তরণী। সৎসঙ্গ ও সর্ব্বত্যাগই ঐ সাগরের পরপারে গমনের পরিচিত নিষ্কণ্টক পথ। ঐ সাগরের কূলেই মোক্ষ।—এই প্রকার মহাসমুদ্রে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকথিত ঋক্‌পাদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—অগ্নি-আদি দেবতাবৃন্দকে সংসারসমুদ্রে নিপাতিত করিলেন। যখন অগ্ন্যাদিসুরবৃন্দ সংসারে পতিত, তৎকালে তাঁহাদিগের জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের একসহযোগে যদি অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহা হইতে যে ফল জন্মিবে, সে ফল সংসারমণ্ডলান্তর্গত স্থলবিশেষেই নিশ্চয় সংবদ্ধ থাকিবে। কেবল সংসারসীমাবদ্ধ থাকিবে, এরূপও নহে; তদ্দ্বারা সংসারক্লেশের কোনও প্রকারে কদাচ উপশম হইতে পারিবে না। সুতরাং ইহা জানিয়া কেবলমাত্র আত্মার জ্ঞানে নিরত হওয়া কর্ত্তব্য। আপনার ও যাবতীয় প্রাণীর যিনি আত্মা, ইহার পর যাঁহার নির্ণয়ার্থ কতকগুলি বিশেষণ—ধর্ম্ম উপস্থাপিত করা যাইবে, যাঁহাকে আশ্রয়

পূর্ব্বক এই উপনিষদের প্রারম্ভ, সর্ব্ববিধ সংসার-দুঃখ দূরী-করণার্থ তাঁহাকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। ‘এই যে পরব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একতাজ্ঞান, ইহাই ভব-সমুদ্রের পরপারে যাইবার একমাত্র পন্থা, আত্মতত্ত্বলাভার্থে কিছু কর্ম্ম যদি কর্ত্তব্য থাকে, তবে ইহাই কর্ম্ম, আর সব অকর্ম্ম; যদি কিছু বৃহত্তম বস্তু থাকে, তবে এই ব্রহ্মজ্ঞানই বৃহত্তম; যদি কিছু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহাই একমাত্র সত্য; অন্য সমস্তই অলীক। এই সংসার-সমুদ্রকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমনের উপযুক্ত পন্থা আর নাই।’ প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণ দেদীপ্যমান থাকায়, বোধগম্য হইতেছে যে, কেবলাত্মবিজ্ঞান ব্যতীত আর অন্যরূপ পথ নাই। সুতরাং একমাত্র পথই আত্মজ্ঞান।

‘গোলক, করণ ও দেবতার উদ্ভব সম্বন্ধে একমাত্র কারণ, অগ্রে উৎপাদিত, পিণ্ডস্বরূপ সেই আত্মা বিরাট্-পুরুষকে অশনায়া (বুভুক্ষা বা আহার করিবার ইচ্ছা) ও তৃষ্ণার (পান করিবার বাসনার) সঙ্গে সংযোজিত করিয়া-ছিলেন।’—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পূর্ব্বজাত পুরুষকে আশ্রয় করিল।

যখন সেই পিণ্ডের বুভুক্ষা ও তৃষ্ণা উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎফলে সুরবৃন্দ সেই বুভুক্ষা ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়াছিলেন তখন তাহার চিন্তা কখনই অস্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নহে।

কোন প্রকার বিঘ্ন না জন্মিলে কারণের সমস্ত গুণ প্রায়শঃ কার্য্যে উপসংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম; অতএব সুরবৃন্দের ভোজনেচ্ছা ও তৃষ্ণা হইয়াছিল।

'অনন্তর সেই সুরবৃন্দ অশনায়া ও তৃষ্ণা দ্বারা ক্লিশ্যমান হইয়া সৃষ্টিকারী পিতামহকে কহিয়াছিলেন,—আমরা যে আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হইব ও অন্ন ভোজন করিতে পারিব, আমাদিগকে সেইরূপ আশ্রয় সম্পাদিত করিয়া দাও।'

এই বিরাট্ শরীর সুরবৃন্দের আয়তন বা দেহ হইতে পারিত; কিন্তু বিরাটের শরীর এতই বিশাল যে, তত বৃহত্তম শরীরে সুরগণ থাকিতে ও সেই শরীরের উপযুক্ত আহার সম্পাদন করিতে সমর্থ নহেন বলিয়া নিজেদের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টিদেহ উৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদি আমাদের ব্যষ্টিশরীরবৎ ব্যষ্টিদেহ দেববৃন্দের থাকিলেও তাঁহারা চরু-পুরোডাশাদি হবিঃ আহার করিতে সমর্থ, তথাপি তাঁহাদিগের উপযুক্ত ব্যষ্টি দেবদেহ ভিন্ন কি হবির্ভোজনাদিও সম্পন্ন হইতে পারে? এই কারণেই দেবতারা এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২

'ঈশ্বরের সমীপে এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর

সেই অপ্ বহুল তরল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতরাশি হইতে পূর্ব্ববৎ একটি পিণ্ডের উত্তোলন পূর্ব্বক পরস্পর অবয়ব-যোজনা দ্বারা গবাকৃতি একটি পিণ্ড তাঁহাদিগকে প্রদানার্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

সেই দেবগণ সেই পিণ্ডকে গবাকৃতি দর্শনে কহিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের অধিষ্ঠানার্থ উপযুক্ত নহে এবং ইহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আহার করাও অসম্ভব।'

বোধ হয়, গো-দেহের মুখভাগের উপরে দন্ত বিদ্যমান না থাকায় দূর্ব্বাদির মূল তুলিয়া চর্ব্বণের সুবিধা হইবে না, এই জন্য গোদেহ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

'সেই প্রকার সেই তরল পঞ্চীকৃতরাশি হইতে অশ্বাকৃতি একটি পিণ্ড উত্তোলিত ও সংমূৰ্চ্ছিত করিয়া সুরবৃন্দের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দেবতাগণ তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন,—ইহাও আমাদিগের থাকিবার যোগ্যস্থল নহে ও ইহাতে থাকিয়া আহারাদির সুবিধা হইবে না বা এটিতে থাকিবার সুবিধা নাই এবং থাকিয়া ভোজনাদির উপযুক্তও এটি হইবে না। অশ্বটা বিবেকজ্ঞানবর্জ্জিত বলিয়াই অযোগ্য হইল॥ ২

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ, তা অব্রুবন্ সুকৃতম্ বতেতি।
পুরুষো বাব সুকৃতং তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রাবিশতেতি॥ ৩

এই প্রকারে ঈশ্বরের যাবতীয়-তির্য্যগ্‌জাতি শরীর-

স্বরূপ দেহ আনিয়া সেই দেবতাগণকে দেখাইলে, তাঁহারা তৎসমস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরে ঈশ্বর সেই তরলায়িত ভূতরাশি হইতে একটি পিণ্ড লইয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোজনা করিয়া স্বযোনিভূত বিরাট্ পুরুষের শরীরের সজাতীয় একটি পুরুষাকার দেহ আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন দেবতাগণ স্বযোনিভূত পুরুষাকার শরীর দর্শনে অখিন্নভাবে বলিয়াছিলেন, ভাল, উত্তম সুকৃত বা সুনির্ম্মিত হইয়াছে। যাবতীয় পুণ্যকার্য্যের হেতু বলিয়া পুরুষই সুকৃত, অর্থাৎ ইহা দ্বারা অনেক পুণ্যকার্য্য হইবে, এই হেতুই এই পুরুষাকার এত সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। কিংবা ঈশ্বর মায়ার সহায়তায় আপনিই এই পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া এটি সুষ্ঠুকৃত, অর্থাৎ শোভন করা হইয়াছে। ঈশ্বর সুরবৃন্দকে বলিলেন, এই প্রকার অধিষ্ঠান বা শরীর আমাদিগের বাঞ্ছিত। এই বিবেচনা করিয়া সকলেই স্বযোনিজাত পরিবারবর্গে রমমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যাহার যে যে আয়তন বা গোলকস্থান, সেই গোলকস্থানেই প্রবিষ্ট হও অর্থাৎ ইহাই তোমাদের যোগ্য অধিষ্ঠান; অতএব তোমরা যথাযোগ্য প্রবেশ কর ॥ ৩

অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্‌বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা

কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশৎ॥ ৪

রাজার আদেশ লাভ করিয়া, বলাধিকৃত সেনাপতি প্রভৃতিরা যেরূপ নগরীর মধ্যে যথাস্থানে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি বাগভিমানী বলিয়া বাক্‌মূর্ত্তিতে, অর্থাৎ বাক্য হইয়া বদনে প্রবেশ করিল। প্রাণাভিমানী বায়ু, প্রাণ হইয়া নাসিকা-দ্বারে প্রবেশ করিল। নেত্রাভিমানী আদিত্য নেত্রস্বরূপ অক্ষিগোলকে প্রবিষ্ট হইল। শ্রোত্রাভিমানী দিক্‌সমূহ শ্রোত্ররূপে কর্ণগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সলোম ত্বগভিমানী বায়ু সলোমত্বঙ্মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চর্ম্মমণ্ডলে প্রবেশ করিল। মনোঽভিমানী চন্দ্রমা অন্তঃকরণরূপে হৃদয়পদ্মে প্রবিষ্ট হইল। অপানসংবদ্ধ পায়ু অভিমানী মৃত্যু অপানসংবদ্ধ পায়ুরূপে নাভিমণ্ডলে প্রবেশ করিল। রেতঃসংবদ্ধ উপস্থাভিমানী অপ্‌সকল রেতঃসংবদ্ধ শিশ্নাকারে শিশ্নমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল।

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু

ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

এই প্রকারে সুরবৃন্দ নিজ নিজ আয়তনে অধিষ্ঠিত হইলে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিরাশ্রয় হইয়া সেই ঈশ্বরকে বলিয়াছিল—আমাদিগের দুটির অধিষ্ঠানের বিষয় একটু ভাবিয়া দেখুন অর্থাৎ আমাদিগকে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন। আমরা কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্ন ও জল ভোজন-পান করিব? এই কথা কহিলে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন,—তোমরা উভয়ে ভাবপদার্থমাত্র, অর্থাৎ সচেতন পদার্থের ধর্ম্মবিশেষ; অতএব তোমরা সেরূপ পদার্থের আশ্রয় না পাইলে অন্নজলের খাদক হইতে পারিবে না। এই হেতু তোমাদিগের উভয়কে এই আত্মাধিকারী (অধ্যাত্মে) দেহাধিকারে বাগাদিকরণরূপী এবং দেবতাধিকারে (অধিদৈবতে) অগ্ন্যাদিরূপী সুরবৃন্দের মধ্যেই বৃত্তি-বিভাগ দ্বারা অনুকম্পা করিলাম, অর্থাৎ সুরবৃন্দের মধ্যে সমানবৃত্তিভোগী হইয়া থাকিবে। ইহাদিগের মধ্যে যে দেবতার বা যে করণের উদ্দেশে চরু ও যজ্ঞের ঘৃতাদি বা শব্দাদি বিষয় গৃহীত হইবে, তোমরা উভয়ে সেই ভাগেই তুল্যাংশভাগী হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথমে এই প্রকার নিয়ম করিয়াছিলেন

বলিয়া যে দেবতার বা করণের জন্য পুরোডাশাদি বা শব্দাদি বিষয় গৃহীত হইবে, সেই দেবতায় বা সেই করণে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহার অংশহারিণী হইয়া সংস্থিত থাকিবে ॥ ৫

ইতি ঐতরেয়োপনিষদে আত্মষট্‌কে দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১

অনন্তর সেই ঈশ্বর বিবেচনা করিয়াছিলেন, 'এই ত লোক ও লোকপালদিগের সৃষ্টি করিলাম; কিন্তু বিনা অন্নে ইহাদিগের প্রাণরক্ষা কি প্রকারে হইবে? সুতরাং ইহাদিগের জন্য অন্নের উৎপাদন করিব ॥'

সচরাচর এই প্রকার দৃষ্ট হয় যে, স্বীয় জনের উপর অনুকম্পা ও নিগ্রহ সম্বন্ধে অধিপতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান; তদ্রূপ সকলের ঈশ্বর সেই মহেশ্বরের অনুকম্পা ও নিগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লোক ও লোকপাল উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লিশ্যমান দর্শনে অনুগ্রহ পুরঃসর তাহাদের খাদ্যোপযোগিস্বরূপ খাদ্যাখাদ্য অন্নের উৎপাদন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ১

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২ ॥

'সেই ঈশ্বর সেই তরল পঞ্চীভূত স্তূপকে উদ্দেশ পূর্ব্বক অন্নসৃষ্ট্যর্থ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন'—অর্থাৎ

'সেই পঞ্চভূত হইতে মনুষ্যাদির অন্ন, ধান্যাদি ও মার্জ্জারাদির অন্ন মূষিকাদি উৎপন্ন হউক,' এই প্রকার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অন্ন উৎপাদনার্থ সেই পঞ্চভূত ঈশ্বরের জ্ঞানারূঢ় হওয়ায় সেই অপ্‌ হইতে ঘনীভূত দেহধারণপটু মূষকাদি ও ব্রীহি আদি চরাচর মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই যে মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকেই অন্ন বলে॥ ২

তদেনং সৃষ্টং পরাঙ্‌ত্যজিঘাংসৎ তদ্‌বাচাহজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোদ্‌বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্‌বাচাহগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৩

মূষকাদি মার্জ্জারাদির নিকট সৃষ্ট হইয়া যেরূপ এ আমার মৃত্যুস্বরূপ, আমি ইহার খাদ্য, এ আমার খাদক বা বিনাশক বলিয়া বিবেচনা করে ও পলায়নে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ মূর্ত্তিধারী সেই সকল অন্ন বহির্ভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সমস্ত অন্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সেই লোকপালসমূহে বিরচিত কার্য্যকরণস্বরূপ পিণ্ড প্রথমজাত বলিয়া অপরাপর অন্নভোজীকে দেখেন নাই, সুতরাং আহারার্থ অন্নের নাম ধরিয়া ডাকিয়া গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। সেই প্রথমজ দেহী যদি বাক্যদ্বারা সেই মূর্ত্তিময়

অন্নকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে তদন-ন্তরোৎপন্ন অন্নভোজীরাও অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণীরাই অন্নের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বা বর্ণনা করিয়া আহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিত॥ ৩

তৎপ্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাঽগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৪

অনন্তর তিনি প্রাণ দ্বারা সেই অন্নকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন ;· কিন্তু প্রাণদ্বারা গ্রহণ করিতে সামর্থ্য হইল না। তিনি যদি প্রাণদ্বারা এই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অনন্তরজাত অন্নাদগণও প্রাণ-দ্বারা অন্নকে অভিপ্রণীত করিয়া, (আঘ্রাণ করিয়াই) অন্নাহারে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইত॥ ৪॥

তচ্চক্ষুষাঽজিঘৃক্ষৎতন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৫

তৎপরে তিনি সেই অন্নকে নেত্র দ্বারা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন ; কিন্তু নেত্র দ্বারাও অন্নকে গ্রহণ করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। তিনি যদি নেত্র দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরাপর অন্ন-ভোজীরা, (জীবমাত্রেই) নেত্র দ্বারা দেখিয়াই অন্ন-ভোজনে তৃপ্ত হইতে সমর্থ হইত॥ ৫॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাহগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬ ॥

অতঃপর তিনি শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও সমর্থ হইলেন না। যদি তিনি শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যাবতীয় অন্নভোজীরাই শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়াই অন্নভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৬

তত্ত্বচাহজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোত্ত্বচা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনত্ত্বচাহগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭

অনন্তর তিনি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার সামর্থ্য হইল না। যদি তিনি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অন্নগ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অন্নভোক্তারা, (সমস্ত জীবই) অন্নকে স্পর্শ করিয়াই তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিত ॥ ৭

তন্মনসাহজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনন্মনসাহগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮

তৎপরে তিনি মন দ্বারা অন্নগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু মন দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। যদি তিনি মনোদ্বারা ধ্যান পূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরাপর অন্নভোজীরাও

মনোদ্বারা ধ্যান পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৮

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাঽগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯

তদনন্তর তিনি শিশ্নদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সামর্থ্য হইল না। যদি তিনি শিশ্নদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরাপর ভোক্তারাও (সকল জীবই) শিশ্নদ্বারা অন্ন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অন্নভোজনের পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৯

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাঽবয়ৎ সৈষোঽন্নস্য গ্রহো
যদ্বায়ুরন্নায়ুর্ব্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০

তৎপরে মুখবিবর দ্বারা অন্তর্গমনকারী অপান বায়ু কর্ত্তৃক তিনি অন্নগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিতেও,—অর্থাৎ অপান বায়ুকর্ত্তৃক বদনবিবরদ্বারা অন্ন আহার করিতেও পারিয়াছিলেন। এই হেতু সেই এই অপান-বায়ু অন্নের গ্রহ (অন্নগ্রাহক বা ভক্ষক)। যে বায়ু অন্নায়ুঃ বা অন্নজীবন বা অন্নবন্ধন বলিয়া প্রথিত, সেই অপানবায়ুই অপাননামে প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র ॥ ১০

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাঽভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাঽভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥ ১১

অনন্তর পুনরায় তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—কিরূপে এই সমস্ত অন্ন, লোক ও লোকপালবর্গ আমা ব্যতিরেকে সফলকাম হইবে, অর্থাৎ এই সমস্ত কার্য্যকরণাত্মক সার্থক হইতে পারে? তিনি পুনর্ব্বার পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—কোন্ পথ দিয়াই বা এই পুরস্বরূপ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হই;? পুনরায় তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—যদি কেবল বাক্ই বাগ্ব্যবহার করিল অর্থাৎ কথা বলিতে বা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইল, যদি কেবল ঘ্রাণই অর্থাৎ প্রাণ বা প্রাণবায়ু আঘ্রাণ লইল, যদি একমাত্র নেত্রই দর্শন করিল, যদি কেবল কর্ণই শ্রবণ করিল, যদি কেবল চর্ম্মই স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল, যদি কেবল মনই ধ্যানে নিযুক্ত হইল, যদি কেবল অপানই ভোজ্যগ্রহণে সমর্থ হইল এবং যদি কেবল শিশ্নই বিসর্জ্জন করিতে থাকিল, তবে আর আমি কে থাকিলাম?

যেরূপ কোন গৃহস্বামী পুর, পৌরজন ও তদুভয়ের রক্ষাকর্ত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া তর্কবিতর্ক করে,—আমি

যদি এই পুরের অধিপতি না থাকি, তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে হয় ? যেরূপ স্বামীর জন্য উপস্থাপিত পৌরবন্দী আদির স্তুতিপাঠ স্বামী না থাকিলে বিফল হয়, তদ্রূপ আমি যদি পুরে কৃতাকৃতফলের সাক্ষিস্বরূপ ভোক্তা না হই, তবে যেরূপ নৃপতি না থাকিলে রাজপুর বিফল হয়, তদ্রূপ এ পুরও বিফল হইবে। পক্ষান্তরে, আমিই বা কে, আর আমি স্বামীই বা কি প্রকারে হইতে পারি ? যদি আমি কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ শরীরে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কথোপকথনাদিরূপ ফলের উপভোগ নাই করিলাম, তবে আমার স্বামিত্ব কোথায় ? রাজা যদি পুর-প্রবেশ করিয়া অধিকৃত রাজপুরুষগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে তিনি রাজা কিসের ? যেরূপ কেহই সেই নৃপতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক, এ রাজা এই প্রকার সদ্‌গুণবিশিষ্ট—এই প্রকারে তাঁহার কার্য্যা-লোচনা করে না, সেইরূপ আমাকে অবলম্বন পূর্ব্বক কেহই এই দেহের অধিপতি, এই প্রকারের রূপশালী ;—এ ভাবে পর্য্যালোচনা করিবে না। বিপর্য্যয়ে,—অর্থাৎ যদি আমি এই দেহে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক এই বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের বচনব্যবহারাদিফলের উপযুক্ত হইতে সমর্থ হই, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই প্রকার মনে করিবে যে, আমি বাগাদিকরণগ্রামকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বাগ্ব্যব-হারাদি করিয়া থাকি। সুতরাং আমি সৎস্বরূপ জ্ঞান

(বেদস্বরূপ) স্বরূপী, অর্থাৎ সৎ ও চিৎস্বরূপ,—যাহার জন্য সংহত-বাগাদিকরণসমূহের এই বাহ্যব্যবহারাদি হইয়া থাকে। যেরূপ স্তম্ভ, কুড্যা (ভিত্তি), ইষ্টক, চূর্ণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি নানারূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের সংহননে—তাদৃশ গ্রন্থিদ্বারা বিনির্ম্মিত একটি সংহত ভবন, স্বাবয়বীভূত সেই স্তম্ভকুড্যাদি দ্বারা অসংহত—অনির্ম্মিত কোন অন্য ব্যক্তির হেতুই ব্যবহৃত হয় (সংহতদ্রব্য পরার্থই ব্যবহৃত হয়)। তদ্রূপ নানাপ্রকার উপাদান দ্বারা বিনির্ম্মিত এই সংহত শরীরও পরপুরুষের জন্যই ব্যবহৃত হইতে বাধ্য। ঈশ্বর এই প্রকার অনুশীলন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াছিলেন,—এ শরীরে ত অনুপ্রবিষ্ট হইতেই হইবে, তবে এখন প্রবেশার্থ কোন্ পথ অবলম্বন করি? শরীরের ত মাত্র দুইটি পথ বিদ্যমান; একটি পাদাগ্র ও একটি মূর্দ্ধা; আমি এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ দিয়া প্রবিষ্ট হই? ১১

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনং তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি॥ ১২

তিনি এই প্রকার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যে আমার অধিকারে সর্ব্বথা অধিকৃত, সেই কিঙ্করস্বরূপ প্রাণেরই ত প্রবেশ-পথ চরণযুগলের অগ্রদেশ। আমি তদ্দ্বারা কেন প্রবিষ্ট হই না? আমি এই

পিণ্ডের মূর্দ্ধা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া ঈক্ষিতকারী স্রষ্টা সেই ঈশ্বর, সেই এই কেশ-বিন্যাসের অবসানস্থান (মস্তকের মধ্যস্থলে একটি ঘূর্ণ্যমান কেশাবর্ত্ত থাকে) বিদারণ পূর্ব্বক একটি সূক্ষ্ম রন্ধ্র করিয়া সেই রন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবিষ্ট দ্বারকে বিদৃতি বলে। কেন না, বিদারণ দ্বারা হইয়াছিল। (ইতর শ্রোত্রাদি দ্বার কিঙ্করস্থানীয় সাধারণ; সুতরাং তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নহে বা তাদৃশ আনন্দপ্রদও নহে। এ দ্বারটি কেবল পরমেশ্বরের প্রবেশের জন্যই হইয়াছিল। সুতরাং অতীব আনন্দজনক। এই দ্বার দ্বারা আত্মা পরমব্রহ্মে গমন পূর্ব্বক আনন্দভোগ করেন বলিয়া) এই দ্বারটি নন্দন—আনন্দজনক। এই প্রকারে সৃষ্টি করিয়া জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট সেই ঈশ্বরের তিনটি ক্রীড়ার স্থান বা বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট আছে;—ইন্দ্রিয়, মনঃ ও হৃদয়। প্রথম, জাগরিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান,—দক্ষিণনেত্র; দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠস্থিত স্থান,—মনঃ; তৃতীয়,—সুষুপ্ত্যবস্থায় হৃদয়াকাশ। কিংবা ইহার পর যে আবসথ্যের বা বাসস্থলের কথা বলা যাইবে, তাহা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভাশয় ও নিজদেহ। স্বপ্নও তিনটি—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই দক্ষিণনেত্রই প্রথম আবসথ, এই অন্তর মনঃ দ্বিতীয় আবসথ এবং এই হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ (এই সমস্ত আবসথে ক্রমান্বয়ে বর্ত্তমান আত্মা অবিদ্যাদ্বারা দীর্ঘকাল

ধরিয়া এরূপ গাঢ়ভাবে প্রসুপ্ত যে, অনেক শতসহস্র অনর্থসন্নিপাতজনিত দুঃখমুদ্গরের তীব্র প্রহারেও কখনই প্রবুদ্ধ হন না অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞান হয় না, কেবল স্বপ্নবৎ অসদ্বস্তুরই জ্ঞানমাত্র জন্মে)॥ ১২

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী৩ঁ। তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ॥ ১৩

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্কে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩

উপনিষৎক্রমেণ প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

॥ ওঁ তৎ সৎ॥

সেই ঈশ্বর জীবাত্মরূপে দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতদিগকে স্বসদৃশ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন।—'আমি মনুষ্য' এই জ্ঞানে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতেরই আত্মরূপে প্রকাশ, 'আমি বধির' এইরূপে গগনকে আত্মরূপে প্রকাশ, 'আমি কুণ্ঠ'—এই জ্ঞানে বায়ুকে, 'আমি কাণ' এই জ্ঞানে তেজকে, 'আমি খেঁদা' এই জ্ঞানে জলকে, 'আমি মূক' এই জ্ঞানে ক্ষিতিকে আত্মরূপে চিন্তা করত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দেহে কি এতদ্ভিন্ন অন্য আত্মাকে জানিতে

পারিয়াছিল ? অন্য আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই বা বলিতেও পারে নাই।

এই পর্য্যন্তই অধ্যারোপ প্রকরণ।—এই হেতু এখানে "ইতি" শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

এই প্রকারেই ঈশ্বর জীবাত্মরূপে দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সংসারভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর একদা পরম দয়ালু আচার্য্য আত্মজ্ঞানপ্রবোধকারী বেদান্তমহাবাক্যরূপ-মহাশব্দকোলাহলকারী ভেরী, তাঁহার (জীবাত্মার) শ্রুতিমূলে বাজাইয়া দিলে অর্থাৎ আচার্য্য সমীপে দীক্ষিত হইয়া উপদিষ্ট হইলে তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী প্রস্তুত নবদ্বারপুরে শয়ান পুরুষকে (জীবাত্মাকে, আত্মস্বরূপকে) বৃহত্তম ব্যাপ্ততম গগনবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন,—'এই ব্রহ্মই আমার আত্মার স্বরূপ দেখিতেছি যে।'— ব্রহ্মকে সম্যক্‌প্রকারে জানিতে পারিয়াছি কি না,—বিচার করিয়া;—'ঠিক জানিয়াছি'—এই প্রকার নিশ্চয়ের পরে নিজের কৃতার্থতা খ্যাপন করিয়াছিলেন,—অহো, ঠিকই জানিয়াছি বটে।' (বিচারণার্থ প্লুতি * থাকিলে, তাহার অর্থ এইপ্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে)।

---

* দূরাহ্বান, গান ও রোদনাদি স্থলে যে স্বর আপ্লাবন করিয়া চালিত হয়, তাহার নাম প্লুত অর্থাৎ "অ—অ—অ" এই ত্রিমাত্রস্বর উচ্চারণকেই প্লুত বলা যায়, উহার ধর্ম্মই প্লুতি।

যেহেতু,—"এই দর্শন করিলাম।"—এইপ্রকারে ব্রহ্মকে সকলেরই অন্তরে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই জন্য পরমাত্মাকে একটি ইদন্দ্র কহে। লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ইদন্দ্রনামে প্রথিত। তিনি ইদন্দ্রনামে প্রথিত থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা নিরন্তর ব্যবহারের জন্য অতীব পূজ্যতমের সেই ইদন্দ্রনাম প্রত্যক্ষগ্রহণভয়ে কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া 'ইন্দ্র' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

'পূজ্যদিগের প্রকৃতনাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। সুরবৃন্দ যেন নামের পরোক্ষতাকেই ভালবাসেন। তাঁহারা যেন নানের পরোক্ষতাকেই ভালবাসেন।' কাজেই যিনি সুরবৃন্দের দেবতা, তিনিও যে নামের পরোক্ষতাকে ভালবাসিবেন; সে বিষয়ে সংশয় কি? যথাযথ নামকে রূপান্তরিত করিয়া যে স্বরূপাবরণ করা যায়, তাহার নাম পরোক্ষতা। যেরূপ শ্যামাকে ধামা বলা প্রভৃতি নারীজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রস্তাবিত অধ্যায় শেষ করিবার জন্য দ্বির্ব্বচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥১৩

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩

ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

এই চতুর্থ খণ্ডে এই প্রকার একটিমাত্র বাক্যার্থ হইবে যথা—ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী, অসংসারী, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম অন্যপ্রকার কোনও দ্রব্য গ্রহণ না করিয়াই আকাশাদিক্রমে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের অন্তরে জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রবেশ পূর্ব্বক 'এই ব্রহ্মই যে আমি'—এই প্রকারে স্বীয় আত্মাকে যথাযথ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই সমগ্র দেহে একই ভাবে অধিষ্ঠিত, প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্ নহে।

অধুনা প্রশ্ন হইতে পারে,—যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকলেরই স্বরূপ, তিনি যে কোন স্থানে কেশাগ্রমাত্রও প্রবিষ্ট নহেন, এ কথা ত কোনরূপেই বলা সঙ্গত নহে; সুতরাং তিনি পিপীলিকার বিবরে প্রবেশের ন্যায় কেশবিন্যাসের সীমাপ্রদেশ বিদারণ পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথাটি কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়? কেবল তাহাই কেন, এখানে বহুতর জিজ্ঞাস্যই উত্থাপিত হইতে পারে, যথা—

(ক) তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল না; তথাপি তিনি অনুশীলন ও সঙ্কল্পাদি করিয়াছিলেন কি প্রকারে?

(খ) উপাদান কিছুই গ্রহণ করেন নাই; অথচ যাবতীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিরূপে?

(গ) তাঁহার কর-চরণাদি কিছুই বিদ্যমান ছিল না; কিন্তু তিনি পঞ্চীকৃত তরল সলিলময় পঞ্চভূতরাশি হইতে পুরুষাকার পিণ্ডের উদ্ধার পূর্ব্বক তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সংযোজন করিয়াছিলেন, ইহাই বা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে?

(ঘ) তিনি অভিধ্যান করিবামাত্র পিণ্ডের বদনাদি নির্ভিন্ন হইয়াছিল, বদনাদি হইতে অগ্নি-আদি সুরবৃন্দ লোকপালরূপে সঞ্জাত হইয়াছিল, সেই পিণ্ডে ও লোকপালে অশনায়া ও তৃষ্ণার সংযোগ ঘটিয়াছিল এবং তাহারা আয়তন প্রার্থনা করিয়াছিল, আবার সেই হেতু গবাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দেখান, দেখাইলে তাহারা নিজ নিজ স্থলে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা অন্ন প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অন্নের উৎপাদন করিলেন, অন্নগণ ভক্ষককে দর্শন পূর্ব্বক পলায়নপর হইল, বাগাদি দ্বারা গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিল ইত্যাদি। এগুলি সীমাবিদারণ ও গর্ত্তে প্রবেশের তুল্য। আচ্ছা, যদি এই সমস্ত হাস্যকর ব্যাপারই ঘটে, তাহা হইলে এগুলি কিছুই নহে, উন্মত্তের প্রলাপ;—এই কথাই বলিতে পার না কি?—না, তাহা বলিতে পারা যায় না। এ স্থলে কেবল আত্মজ্ঞানার্থ ঐ সমস্ত বাক্যের প্রয়োগ

হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেক বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নাই। সমস্ত বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য না থাকায় আত্মাকে বোঝান মাত্রই ঐ সমস্ত বাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ কহে; সুতরাং ঐ সমস্ত বাক্যের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাৎপর্য্য না থাকায় ঐ সকল বাক্যার্থের সঙ্গে প্রধান বাক্যের আর কিছুমাত্র বিরোধ থাকিতে পারে না। মায়াবী ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তির ন্যায় মহামায়াশীল সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞদেব এ সমস্ত করিয়াছেন, ইহাই অবলীলাক্রমে বোধগম্য করাইবার জন্য লৌকিক আখ্যায়িকার ন্যায় এই সমস্ত বাক্প্রপঞ্চ উদ্ঘাটিত হইয়াছে মাত্র। সৃষ্টিপ্রতিপাদক আখ্যায়িকাদির পরিজ্ঞানে যে কিছু ফলপ্রাপ্তির সম্ভব, ইহাতে দৃষ্ট হয় না। তবে ঐকাত্ম্যবিজ্ঞানে যে অমৃতফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা সমস্ত উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা-আদি স্মৃতিতেও ঐ প্রকার দৃষ্ট হয়; যথা—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।" প্রভৃতি।

সুতরাং তোমার আর কি প্রশ্ন আছে?

আত্মৈক্যই আধ্যায়ার্থ, ইহা কি প্রকারে স্থিরীকৃত হইল?

আত্মা ত তিনটি;—প্রথম আত্মা—সর্ব্বলোকপ্রথিত এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কর্ত্তা, ভোক্তা সংসারী জীব। দ্বিতীয়

আত্মা—তক্ষাদির তুল্য চেতন জগন্নির্ম্মাতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। তৃতীয় আত্মা—উপনিষৎ-প্রথিত পুরুষ। এই তিনটি আত্মাই পরস্পর পৃথক্। ইহাঁদিগের একতা কদাচ নাই, সম্ভবেও না। ইহার মধ্যে আবার একই আত্মা অদ্বিতীয় ও অসংসারী,—ইহা কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়?

অার এক কথা,জীবকেই বা কি প্রকারে কর্ত্তা, ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া বিদিত হওয়া যায়? জীবকে ঐ ঐ প্রকারে জানিতে পারা যায় বলিয়া যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিতেছ, তাহা ত প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ; সুতরাং তাদৃশ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হইতেছে? যখন উপনিষৎ-প্রমাণের দ্বারা ত্বৎ-কথিত জীবব্রহ্মের পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে না, তখন সেই অসিদ্ধভেদ আশ্রয় পূর্ব্বক তৎপ্রযুক্ত কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মশীলরূপেও জীব জ্ঞেয় হইতে পারে না।

কেন, জীবকে এই প্রকারে বিদিত হওয়া যাইবে;— জীব শ্রবণকর্ত্তা, জীব মননকর্ত্তা, জীব দর্শনকর্ত্তা, জীব উপদেষ্টা, জীব বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানবিশিষ্ট ইত্যাদি

ইহা ত অতীব বিরুদ্ধজ্ঞানের কথা হইতেছে। যাহাকে শ্রবণাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিতেছ, উপনিষৎ তাহাকে শ্রবণ করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। উপনিষদে আরও উক্ত আছে,—তিনি মননের কর্ত্তা—মন্তা, বিজ্ঞানের কর্ত্তা—বিজ্ঞাতা এবং শ্রবণের কর্ত্তা—শ্রোতা

নহেন। কেবল এইমাত্র নহে,—শব্দাদির ন্যায় শ্রুতির বিষয়, হিতাহিতের ন্যায় মননের বিষয় এবং মণিপ্রভাদির ন্যায় বিজ্ঞানের বিষয়ও নহেন; অতএব যিনি শ্রবণের বিষয় বা শ্রবণের কর্ত্তা নহেন, তাঁহাকে যদি শ্রবণের বিষয় বা শ্রবণের কর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে কি বিরুদ্ধকথনের দোষস্পর্শ হয় না?

সত্য, দোষ জন্মিতে পারে; কিন্তু উপায় কি? যখন দুই রকমের দুইটি শ্রুতিই দৃষ্ট হইতেছে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা জীব বিজ্ঞেয় নহে, শ্রোতব্য নহে, মন্তব্যও নহে; কিন্তু অনুমানাদিদ্বারা বিজ্ঞেয়, শ্রোতব্য ও মন্তব্য। এই প্রকার ব্যবস্থা না করিলে, দুইটি শ্রুতির পরস্পর বিরোধ ঘটে, উহার মীমাংসা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তথাপি জীবের বিজ্ঞেয়তা অনুপপন্ন।—এক আত্মায় এক সময়ে কদাচ দুইটি জ্ঞান হইতে পারে না। যখন জীব শ্রোতৃশব্দকে অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণক্রিয়ায় নিরত আছে, তখন জীবের আত্মবিষয়কই হউক, আর অপর-বিষয়কই হউক, মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া হইতে পারে না,—অর্থাৎ শ্রবণসময়ে অন্য কোন বিষয়ের অনুমিতিজ্ঞান জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। তদ্রূপ, আবার যে সময় জীব অন্যবিষয়ের অনুমানে নিরত, তখন আর স্বসম্বন্ধে মননাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসম্ভব। কেননা,

মননকর্ত্তা যে বিষয়ের মনন করিবে, সে বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের মনন করা সে সময়ে সম্ভবপর নহে। তাহা হইলেই হইল, অন্যবিষয়ের অনুমানসময়ে নিজের বিষয়ের অনুমান হয় না, আবার অন্যবিষয়ের শ্রবণাদিসময়ে তদ্‌ব্যতীত অন্যবিষয় ও নিজের সম্বন্ধেও অনুমানাদি করা যায় না; কাজেই জীব এক সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা অজ্ঞেয় ও অনুমানদ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারিল না।

আচ্ছা, "মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভূব" এই শ্রুতিদ্বারা সকল বিষয়ই ত মনের মন্তব্য; তাহা হইলে আত্মা কেন মন্তব্য হইবে না?

এ কথা মিথ্যা নহে। মনের মন্তব্য বিষয় সকলই। তাহা হইলেও একজন মন্তা বা মননকর্ত্তা না থাকিলে ত আর মন স্বয়ং মনন করিতে সমর্থ হয় না; কাজেই একজন মননকর্ত্তার প্রয়োজন।

ভাল, প্রয়োজন হউক, তাহাতে কি?

তাহাতে এই হয় যে—যে সকলেরই মননকর্ত্তা, সেই মননকর্ত্তাই—মন্তব্যবিষয় সে কদাচ হইবে না। একই ব্যক্তি যেরূপ নিজেই খাদ্য ও স্বয়ংই খাদক হইতে পারে না, তদ্রূপ একই ব্যক্তি স্বয়ং মন্তব্যবিষয় ও স্বয়ংই মন্তা হইতে পারে না; তাহা হইলে 'কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধ' ঘটে। অর্থাৎ কর্ত্তা যদি নিজের কর্ম্ম স্বয়ং হয়, তাহা হইলে সে নিজের কাছে ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। যেরূপ আলোক

প্রকাশক, ঘট প্রকাশ্য; এখানে প্রকাশ্য ও প্রকাশক, দুইটি পরস্পর পৃথক্ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম দুইটি পরস্পর পৃথক্। যদি কর্ত্তা স্বয়ংই কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নিজের মধ্যেও ভেদ আসিয়া উপস্থিত হয়, নিজের নিকট নিজে পৃথক্ নহে। এই দোষ ঘটে বলিয়া আত্মা মন্তা ও মন্তব্য হইতে পারে না, তবে কেবল মন্তাই হইতে পারে। তাহাও অপরের প্রতি,—নিজের মন্তা নিজে হইতে পারে না।

অনন্তর, নিজ হইতে পৃথক্ অপর একজনকে মন্তা যদি বলা যায়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি অচেতন হইলে কিছু নিজের মন্তা হওয়া সম্ভব হয় না; সুতরাং চেতন আত্মাই আত্মার মন্তা, এই প্রকার বলা সঙ্গত। তাহা হইলে, তোমাকে বলিতে হইতেছে যে, একাধারে দুটি আত্মা বিদ্যমান; তন্মধ্যে একজন অপরের মননকর্ত্তা। কিংবা বলিতে হইবে, যেরূপ একটি বংশখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া দুই ফলকে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ একই আত্মা দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া, একটি অপরের মনন করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ কল্পনাই অনুপপন্ন। কিংবা একস্থানে উপস্থিত প্রদীপদ্বয়ের মধ্যে একটি প্রকাশ্য ও দ্বিতীয়টি প্রকাশক; দুইটিই তুল্য বলিয়া যেরূপ এ কথাটি একান্ত অকিঞ্চিৎকর, তদ্রূপ দুইটি আত্মার মধ্যে কোনটির ইতর-বিশেষভাব বিদ্যমান না থাকিলেও একটি অন্যটির মন্তা

বা এক আত্মা অপর আত্মার মন্তব্য বিষয়, এ কথাটিও নিতান্তই উপেক্ষনীয়।

আবার বলিতে পার যে,এক দেহে দুইটি আত্মার মধ্যে একটি অন্যের মন্তা, এ প্রকার কল্পনা না করিয়া ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় যে, আত্মার দুইটি ভাগ আছে। সেই ভাগদ্বয়ের এক ভাগে মননকর্ত্তৃত্ব ও অন্য ভাগে মননের বিষয়তা, অর্থাৎ একভাগে মন্তা এবং অপরভাগে মন্তব্য। —এ কথা বলাও সঙ্গত নহে। আত্মার যদি দুটি ভাগ থাকে, তবে আত্মাকে সাবয়ব পদার্থ বলিতে হয়; সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে না। যেরূপ ঘটপটাদি পদার্থ সাবয়ব বলিয়া অনিত্য, তদ্রূপ আত্মাও যদি সাবয়ব পদার্থ হন, তাহা হইলে আত্মাও বিনাশী হইয়া পড়েন; কাজেই একাংশে মন্তা ও অন্য ভাগে মন্তব্যবিষয় একই আত্মা হইতে পারেন না।

আর একটি কথা। বোধ হয়, তাদৃশ মন্তা কেহই নাই, যে মনের চিন্তন-ব্যাপারকে উপেক্ষা পূর্ব্বক কখনও কোনও বিষয়ের মনন করিতে সমর্থ হয়। যখন কোনও বিষয়ের মনন করিতে হয়, তখন মনকে করণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বৃক্ষাদি ছেদন করিতে হইলে যেরূপ কুঠারাদি একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ কাহাকেও চিন্তা করিতে হইলে মনের নিতান্তই আবশ্যক; কিন্তু শ্রুতিতে বিশদরূপেই উক্ত আছে, আত্মা মনের ত বিষয় নহেন।

অনন্তর অনুমান দ্বারাও আত্মার মনন কি করিয়াই বা মীমাংসিত হইতে পারে? যদি দুই জন না থাকে, তবে একজন অন্যজনকে মনন বা অনুমান করিবে কি প্রকারে? সুতরাং এ স্থলেও সেই পূর্ব্বকথিত দোষ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব জীব প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা অবিজ্ঞেয় ও অনুমান দ্বারা বিজ্ঞেয়; ইহা সম্ভবাতীত হাস্যোদ্দীপক বাক্য মাত্র।

অধুনা প্রশ্ন এই যে, আত্মাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবলে কিংবা অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে বিদিত হওয়া যায় না, ইহা যেন স্থিরীকৃতই হইল; কিন্তু "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" এবং "শ্রোতা মন্তা" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য কি বৃথা হইবে, না ইহার কোন সার্থকতা আছে?

এই প্রশ্ন হইলে বুঝিতে হইবে, সংশয় আছে; কিন্তু এখানে তোমার সংশয় কি? আত্মা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মশীল, আবার আত্মার অশ্রোতৃত্বাদিও প্রথিত, অতএব এ স্থলে আবার সংশয় কি?

হাঁ, ত্বৎসকাশে ঐ দুইটি বিষয় পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে; কিন্তু আমি ত ঐ দুইটির পরস্পর পার্থক্য দেখিতেছি; কেননা, যখন জীব শ্রোতা, তখন মন্তা নহে, আবার যখন মন্তা, তখন শ্রোতা নহে। পক্ষান্তরে, যখন শ্রোতা ও মন্তা, তখন অশ্রোতা ও অমন্তা নহে। তদ্রূপ যখন অশ্রোতা ও অমন্তা, তখন আবার শ্রোতা ও মন্তা নহে।—এই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে

শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মশীল নহেন, এ কথা কহিলে তোমার যে কেন বৈষম্যজ্ঞান হয় না, তাহা ত বোধগম্য হইতেছে না। আচ্ছা, দেবদত্ত যখন গমনশীল, তখন দেবদত্ত অবস্থানকারী নহে, গমনকারীই। আবার যে সময় অবস্থানকারী, তখন গমনশীল নহে, অবস্থানকারীই। যখন দেবদত্ত গমনকারী, তখন কি দেবদত্ত কেবল গমনকারীই, কখনও অবস্থানকারী নহে বা গমনকারীও অবস্থানকারীই নহে, এ প্রকার বুঝিতে হইবে?

এই বৈষম্য বিসর্জ্জন করিতে বৈশেষিককার কণাদের মতাবলম্বীরা এই প্রকার বলিয়া থাকেন;—

মন অতীব ক্ষুদ্র, এমন কি, অণুপরিমাণ বলিলেই হয়। এই হেতু যখন কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন আর অন্য বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না। কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে হইলে অগ্রে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ থাকাই প্রয়োজনীয়। মন অতি ক্ষুদ্র হেতু একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে না। সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই একসময়ে একবিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত বিষয়ান্তরের জ্ঞানও জন্মিতে পারে না; সুতরাং একসময়ে একই পুরুষের বহুপ্রকার জ্ঞান না হইতে পারায় আত্মার কদাচিৎ শ্রোতৃত্বধর্ম্ম থাকে,

কখনও বা সেই শ্রোতৃত্বধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আবার যে সময় কোন বিষয়ের অনুমানাদি করে, তৎকালে আত্মার শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম জন্মিতে পারে না; কাজেই আত্মার শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম সংযোগজনিত ও উৎপদ্যমান কাদাচিৎক জ্ঞানের সহায়তাতেই তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতিকথিত শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম আত্মার কোনও পক্ষে প্রাপ্তমাত্র, নিত্যসিদ্ধ নহে। আবার আশ্রোতৃত্ব-আদি ধর্ম্মও কাদাচিৎক,—সর্ব্বদা উহা থাকে না, কদাচ থাকে মাত্র। ইহা ন্যায়মতেও সিদ্ধ নহে। কেননা, নৈয়ায়িকেরা বলেন, "যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্ম-নসো লিঙ্গম্।" মন যে অণুপরিমিত, ইহা নিরূপণার্থ মনের ব্যাপারের অনুশীলন করিতে হইবে। অনুশীলন দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কদাচ একই সময়ে একই পুরুষের কোনও একটি বিষয় ব্যতীত বহুবিষয় আশ্রয় পূর্ব্বক বহুপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহা দ্বারা মীমাংসিত হইবে যে, মন এতই ক্ষুদ্র-পরিমিত পদার্থ যে, কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হইলে, আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের অংশবিশেষ না থাকায় সংযোগ হইতে পারে না বা তজ্জন্যই জ্ঞানান্তর জন্মিতে পারে না।

ইহা দ্বারা স্থির হইল যে, যখন একবিধ জ্ঞানই জন্মিবে, অন্যপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে না, তখন আত্মা

একই সময়ে শ্রোতা ও দ্রষ্টা বা শ্রোতা ও মন্তা অথবা শ্রোতা ও অনুমন্তা হইতে পারে না; সুতরাং শ্রোতৃত্বাদি-ধর্ম্মও কদাচ উৎপন্ন হইবে, কদাচ উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ শ্রোতৃত্ব বা অশ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম কাদাচিৎক এবং অনিত্য সিদ্ধ—উহা সংযোগজ মাত্র।

আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার মতেও এই প্রকার স্বীকার করিলে হানি কি আছে? এই প্রকার স্বীকার করিলে, হয় ত তোমার কিছু ইষ্টসিদ্ধি হইলেও হইতে পারে; কিন্তু—শ্রুত্যর্থ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আত্মা শ্রোতা ও মন্তা, ইহা কি শ্রুতিসিদ্ধ নহে?

না, শ্রুতিই বলিয়াছেন,—"ন শ্রোতা ন মন্তা" প্রভৃতি।

কেন, কণাদের মতপ্রদর্শনকালে তুমি ত দেখাইয়াছ যে, কখনও শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম জন্মে, কখনও বা অশ্রোতৃত্বাদিই আত্মার থাকে। তবে আবার 'না' বল কেন?

কণাদমতাবলম্বীরা তদ্রূপ স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে সে মত স্বীকার্য্য নহে। শ্রুতি বলেন, "নহি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" প্রভৃতি। শ্রোতার শ্রবণ কদাচ বিলুপ্ত হইবে না। সুতরাং আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ,—অনিত্য-সিদ্ধ হইতে পারে না।

এরূপ স্বীকার্য্য হইলে বলিতে হয়,—শ্রুতি (শ্রবণ-জ্ঞান), মতি (মননজ্ঞান), বিজ্ঞপ্তি (ধ্যানজনিত জ্ঞান), দৃষ্টি

(দর্শনজ্ঞান), স্পৃষ্টি (স্পর্শজ্ঞান), ঘ্রাতি (ঘ্রাণজ্ঞান) ইত্যাদি সকল প্রকার জ্ঞানই আত্মার নিত্যসিদ্ধ। কেবল তাহাই নহে, ঐ সমস্ত জ্ঞান নিয়ত আছে বলিতে হয়; কেননা, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান সকলই। তদ্‌ব্যতীত আরও বলিতে হয় যে, ঐ সমস্ত জ্ঞান আত্মার স্বরূপতঃ নিত্যসিদ্ধ থাকায় কদাচ কোনও বিষয়ের জ্ঞান থাকিবে না বা হইবে না বা নাই, ইহাও বলিবার অধিকার নাই বা থাকে না; অতএব আত্মার সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানই বিদ্যমান, অজ্ঞান কোনও বিষয়েই নাই,—এক কথায় ইহাই স্বীকার্য্য হইল বা, না হয় তাহাই মানিলাম; হানি কি? ইহা বলিতে পার না; কেননা, এ কথাটি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। কৈ, কেহ কি নিরন্তর সমস্ত বিষয় জানিতে শুনিতে পারিতেছে? সুতরাং ঐ—"নহি শ্রোতুঃ" প্রভৃতি শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করিতে হইবে।

না; —শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থও করিতে হইবে না এবং এককালেও নিয়ত শ্রবণজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই হওয়া উচিত বা কোনও বিষয়ের অজ্ঞান না থাকা আবশ্যক, এই দুইটি দোষও হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রুতি যখন আত্মার উভয় প্রকারই আছে বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তাহা আছে। তবে তুমি তাহার যুক্তি দেখাইতে পারিতেছ না। আমি তোমায় তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

পরিষ্কার আলোকে একটি ফুল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

সেই ফুলের সঙ্গে প্রথমে নেত্রের সংযোগ হইল। সংযোগ হওয়ায় নেত্রের সহায়তায় তরল জ্যোতির্ম্ময় চিত্তে সেই ফুলের আকারের ন্যায় একটি বৃত্তি (প্রতিবিম্ব) হইল; অন্তঃকরণের সঙ্গে আত্মার ইতরেতরাধ্যাস (উভয়ে এক হইয়া থাকা) হওয়ায় আত্মাও স্থির করেন যে, ঐ ফুলের আকার আমারই হইয়াছে; কাজেই আমি ঐ ফুল দেখিতেছি।

মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে এইখানে অন্যপ্রকার বলিয়াছেন।

তিনি বলেন,—অন্তঃকরণ অতীব স্বচ্ছ ও তরল বস্তু। যখন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তৎকালে চক্ষুঃ-প্রণালী দ্বারা অন্তঃকরণ সেই বিষয়ের উপর গিয়া পতিত হয়। কোন পুষ্করিণীর পাড় কাটিয়া যেরূপ একটি নালা প্রস্তুত করিলে সেই নালা দিয়া জলটি কোন ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে গিয়া পতিত হয় ও ক্ষেত্র ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হইলে সেই জলও ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হয়, তদ্রূপ নয়নটি একটি প্রণালী-স্বরূপ। যখন নয়নের সঙ্গে ফুলের সংযোগ হইল, তখন ঐ চক্ষুঃপ্রণালীর সহায়তায় জলবত্তরল ঐ জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃকরণ ফুলের উপর যাইয়া পড়িয়া ফুলের যে আকার, তদ্রূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে।

এই আকারগ্রহণকেই বৃত্তি, পরিণাম ও ব্যাপার নামে অভিহিত করা হয়। এই বৃত্তি নয়নের সাহায্যে হইলে

ইহার নাম দৃষ্টি, কর্ণের সহায়তায় হইলে শ্রুতি প্রভৃতি নামে উক্ত হয়। ইহাকে বৃত্তিজ্ঞানও বলে। এই বৃত্তি-জ্ঞান জন্মে বলিয়া অনিত্য। আর ইহার সহায়তায় যে আত্মাদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদ বা ব্যবধান লুপ্ত হইয়া একতা হয়, তাহাই প্রকৃত ফলীভূত জ্ঞান। সেই ফলীভূত জ্ঞান নিত্য —অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত বৃত্তি পুষ্পের উপর হওয়ায় ফুল যে চৈতন্যসত্তায় সত্তাবান্, সেই চৈতন্য (বিষয়চৈতন্য বা বিষ·য়াবচ্ছিন্নচৈতন্য) ও যে প্রমাতা জীব পুষ্পদর্শন করিতেছে, সেই প্রমাতৃচৈতন্য—এই চৈতন্যদ্বয় এক হইয়া যায়। যেরূপ ঘটের রন্ধ্র-মধ্যের আকাশ, যদি ঘটটি গৃহের মধ্যে লওয়া যায়, তবে গৃহের মধ্যের আকাশের সঙ্গে অভিন্ন হয়, তদ্রূপ পুষ্প ও অন্তঃকরণ একই স্থানে থাকায় পুষ্পচৈতন্য (বিষয়চৈতন্য) ও প্রমাতৃচৈতন্য—এক হইয়া পড়ে।—অর্থাৎ তখন ফুলের সত্তা আর ভিন্ন থাকে না,—দর্শনকারী জীবেরই সত্তায় সত্তাবান্ হয়; কাজেই জীব মনে করে—'আমি ফুল দর্শন করিতেছি।'

ইহা দ্বারা বুঝিলাম যে, যে কোনও দর্শন বা শ্রবণাদি স্থলে দুইটি করিয়া জ্ঞান জন্মে; তন্মধ্যে একটি মুখ্য,অন্যটি গৌণ জ্ঞান। অন্তঃকরণের বৃত্তিই গৌণজ্ঞান এবং চৈতন্য-দ্বয়ের অভেদই মুখ্য জ্ঞান। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ যে, ঐ বৃত্তিজ্ঞান বা চাক্ষুষবৃত্তি, শ্রবণবৃত্তি ইত্যাদি জ্ঞান-গুলি—জন্য বা উৎপত্তিশীল, আর চৈতন্যের অভেদ

ত নিত্যসিদ্ধ ; কেননা, কখনই চৈতন্যের ভেদ নাই। যাহা কিছু ভেদজ্ঞান হয়, তাহা কোনও হেতুবশতঃ কাল্পনিক মাত্র। সুতরাং মুখ্যশ্রবণ, মুখ্যদর্শন, মুখ্যস্পর্শ, মুখ্যঘ্রাণ ও মুখ্য আস্বাদন ইত্যাদি জ্ঞানগুলি আত্মার নিত্য-সিদ্ধ, আত্মা তদ্দ্বারা শ্রোতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও আস্বাদয়িতা বলিয়া নিত্যই প্রথিত হইতে পারেন। আবার যখন নয়নের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, শ্রবণের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তখন আত্মা ঔপাধিকদ্রষ্টা নহেন বলিয়াও অভিহিত হইতে পারেন ; কেননা, তৎকালে তিনি ঔপাধিক শ্রোতাই হইয়াছেন।

এরূপ হইলে দু'টি দৃষ্টি ; একটি নেত্রের অনিত্য দৃষ্টি, এবং অপরটি আত্মার (অভেদ) নিত্যদৃষ্টি। সেইরূপ শ্রুতিও দু'টি, মতিও দু'টি এবং বিজ্ঞাতিও দু'টি। তাহা হইলে এই শ্রুতিও বেশ উপপন্ন—বিচারদ্বারা নির্ণীত হই-তেছে যে, "দৃষ্টেদ্রষ্টা শ্রুতেঃ শ্রোতা প্রভৃতি লোকেও দৃষ্ট হয় ; অনেকে বলেন, অন্ধকারে নয়নের দৃষ্টি লোপ পাইয়াছে। আলোক উদিত হইল আর নয়নের দৃষ্টি জন্মিল। সেইরূপ আলোক শ্রুতিমতি আদি দৃষ্টিগুলি নিত্য বলিয়া প্রথিত আছে ; কেননা, অন্ধও বলিয়া থাকে, আজি স্বপ্নে আমার ভাইকে দেখিয়াছি"। তদ্রূপ কোনও বধির বলিয়া থাকে,—স্বপ্নে দিব্য মন্ত্র শুনিয়াছি।

আত্মার নিত্যদৃষ্টি নেত্রসংযোগ জন্যই হইলে এবং নয়নের

সংযোগ বিলুপ্ত হইলে যদি সে দৃষ্টির নাশ হয় বল, তবে অন্ধের স্বপ্নসময়ে নীল-পীতাদি দর্শন কি করিয়া জন্মে? কেবল তাহাই নহে,—"নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" প্রভৃতি শ্রুতিও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" প্রভৃতি শ্রুতিরও নিতান্তই অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। সুতরাং আত্মার দৃষ্টি নিত্যই, এ কথা স্বীকার্য্য।

অতঃপর বলিতে পার,—যদি আত্মদৃষ্টি নিত্যই হয়, তাহা হইলে কোনও একটি বিষয়ের জ্ঞান আবহমানকাল না থাকে কেন?—ইহার উত্তর—আত্মার দৃষ্টি নিত্যসিদ্ধ হইলেও, যেরূপ ভ্রামিত অলাতচক্রে (লাঠির মুখে আগুন লাগাইয়া ঘুরাইলে যে আগুনের চক্রাকার দেখা যায়) দত্ত দৃষ্টি পুরুষের দৃষ্টিও যেন ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ বাহ্যদৃষ্টির (চাক্ষুষাদি বৃত্তির) উৎপত্তি ও বিলয় থাকায়, সেই বাহ্যদৃষ্টির অনুরূপরূপগ্রহণকারিণী আত্ম দৃষ্টিরও যেন উৎপত্তি ও লয় আছে,—এই প্রকার অবভাস (অন্যের অন্যরূপে প্রকাশরূপ মিথ্যাজ্ঞান) হয় মাত্র, ফলতঃ আত্মদৃষ্টির উৎপত্তি-বিনাশ নাই।—আত্মদৃষ্টি চিরদিন একাকারেই বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। শ্রুতিতেও ইহা কথিত হইয়াছে,—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব।"—অর্থাৎ গ্রাহ্যদৃষ্ট্যাদিগত ধ্যানাদিক্রিয়া তাহার গ্রাহক সাক্ষিচৈতন্যে অবভাসিত হয় মাত্র; তদ্দ্বারা সাক্ষিচৈতন্যে ধ্যানাদিক্রিয়া আছে, ইহা কি

প্রকারে প্রতিপন্ন হইবে ? সুতরাং আত্মদৃষ্টি নিত্য বলিয়া তাহার যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য কিছুই নাই।—আত্মার দৃষ্টি একই প্রকার, নানারূপ দৃষ্টি নাই; কাজেই একই সময়ে একই পুরুষে নানারূপ জ্ঞান হউক বা নানারূপ জ্ঞান না হউক, এ প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। সাধারণ-লোকের জ্ঞানে বাহ্য অনিত্যদৃষ্টিই (চাক্ষুষাদিবৃত্তি) সত্য-দৃষ্টি বলিয়া স্থির হইয়া থাকে; এহেতু তাহাদিগের ভ্রম বা প্রমাদ নিতান্ত অনুগ্রহের বিষয়।

সমস্ত বিষয় নিজবুদ্ধিপ্রভাবে কেহই বোধগম্য করিতে সমর্থ নহে। আগম-সম্প্রদায়-পরম্পরার সেবা না করিলে বুঝিবার সাধ্য নাই। অতএব যাহারা আগমসম্প্রদায়ের সেবা করে নাই বা সেবা করিয়া থাকে না, তাহাদিগের পক্ষে ভ্রম-প্রমাদ যে অনি-বার্য্য, ইহা বিচিত্র নহে। তার্কিকবৃন্দ অত্যন্ত পরীক্ষা-নিপুণ হইয়াও আগমসম্প্রদায়ের সেবক নহেন বলিয়া মহা-ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন। তাই তাঁহারা বলেন যে, আত্মার দৃষ্টি অনিত্য। কেবল এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই যে তাঁহারা নিস্তার পাইয়াছেন, তাহা নহে; এই হেতু তাঁহারা জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের ও জীব বা ঈশ্বরের সঙ্গে পরমাত্মার এবং জীবেরও পরস্পর ভেদকল্পনা করেন।

তদ্রূপ জ্ঞানের অনিত্যত্ব এবং জ্ঞানের ভেদকল্পনাকে মূল করিয়া আস্তিকের অস্তিত্বকল্পনা, নাস্তিক শূন্যবাদি-

গণের নাস্তিত্বকল্পনা,আর দিগম্বর জৈনগণের অস্তিত্বনাস্তিত্ব-কল্পনা এবং অপরাপর সকলের সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্বাদি কল্পনা, যাবতীয় নামবিশেষরূপ মানসকল্পনাবিশেষ, অখিল বেদ ও সকল প্রজা যে আত্মার নিকট পৌঁছাইলে এক হইয়া যায়, সেই আত্মার স্বরূপভূত নিত্যনির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে সে দৃষ্টির কিছুই হানি-বৃদ্ধি হয় না, বস্তুতঃ সেগুলি কাল্পনিক বলিয়া কথিত, ইহাই ত দৃষ্ট হইতেছে।

যদিও সেই সেই তার্কিকেরা বহুপ্রকার তর্কের সহা-তায় আত্মার অস্তিত্বাদি কল্পনা করিয়াছেন সত্য, তথাপি—"স এষ নেতি নেতি আত্মা"—ইহা নহে, ইহা নহে, বিচার দ্বারা এই প্রকারে সূক্ষ্মভাবে দেখিলে যে বস্তু পরিশেষে অত্যাজ্য বা অপরিহার্য্য হইয়া থাকেন, তিনিই আত্মা। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মনের সঙ্গে বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যৎসন্নিধি হইতে নিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রকার নানারূপ শ্রুতির সঙ্গে তাঁহাদিগের স্বীকৃত বস্তুগুলির অত্যন্ত দুশ্ছেদ্য বিরোধ ঘটে বলিয়া এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ বহুপ্রকার কল্পনা বিদ্যমানে মোক্ষ হইবার উপায় নাই বলিয়া তাঁহাদিগের কল্পনা প্রমাণপথের পথিক নহে।

তাঁহারা বলেন, আস্তিকেরা কহেন,—অস্তি ; নাস্তি-কেরা বলে,—নাস্তি ; ইহা ত আছেই। অনন্তর বৈশেষিকেরা

বলেন, (আত্মা এক ও নির্গুণ হইলেও) নানাগুণবিশিষ্ট চতুর্দ্দশ গুণযুক্ত আত্মা, সুষুপ্তিসময়ে কিছুই জানিতে সমর্থ হন না, অন্য সময়ে সকলই জানিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন,—পরলোকে ফলভোগার্থ যাইয়া থাকেন; সুতরাং ক্রিয়াবান্। আবার অন্য অনেকে বলেন,—ইহলোকে থাকিয়াই দেহান্তরগ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহাত্মবাদে বা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে পরলোকস্থায়ী আত্মা না থাকায় সে মতে আত্মা অফল। যাঁহারা পরলোকস্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন,তাঁহাদের মতে আত্মা ফলবিশিষ্ট। দেহাত্মা ক্ষণিক-বাদীর পক্ষে আত্মা কর্ম্ম ও তজ্জন্য বাসনার আশ্রয় না হওয়ায় পরলোকে নির্জীব। আবার যাঁহারা নিত্যাত্মবাদী, তাঁহাদের মতে কর্ম্ম ও তজ্জন্য বাসনার আশ্রয় বলিয়া সজীব। বৈশেষিকাদিবাদে আত্মা সুখরূপ নহে, কাজেই দুঃখস্বরূপ। কিংবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে সোপপ্লব চিত্ত-সন্ততিই সংসারী আত্মা, তিনি নির্ব্বাণকামীর নিকট হেয়; সুতরাং সে আত্মা দুঃখস্বরূপ সংশয় নাই; নচেৎ পরিত্যজ্য কেন হইবে? দিগম্বরগণের মতে আত্মা দেহের মধ্যেই কর্ম্ম-জালদ্বারা নিবদ্ধ; সুতরাং মধ্যভূত আত্মা। শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা কহেন,—সর্ব্বই শূন্য, শূন্যই তত্ত্ব। আবার অনেকে বলেন, শূন্য নহে, সৎপদার্থ। অপরে বলেন, আমি অন্য, তিনি অন্য, তাঁহাতে আমাতে কিছুমাত্রই সাদৃশ্য নাই, ইত্যাদি বহুবিধ কল্পনা যে বাঙ্মনসের অগো-

চর স্বস্বরূপে উপস্থাপিত করিতে বাসনা করে, সে চর্ম্মের ন্যায় আকাশকেও বেষ্টন করিতে অথবা পদদ্বারা সোপানে আরোহণের ন্যায় আকাশেও আরোহণ করিতে প্রস্তুত সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে,—জলে ভ্রমণশীল মৎস্যের ও গগনে উড্‌ডীন বিহঙ্গসমূহের পদ দর্শন করিতে অভিলাষী বলিয়াই যেন বোধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"কো অদ্ধা বেদ" কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ? "ক ইহ প্রবোচৎ" কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইতে বা বুঝিতে সমর্থ?

বেশ কথা, আমরা না হয় নাই জানিতে পারিতেছি; কিন্তু ত্বৎকথিত শ্রুতির অর্থসাহায্যে বুঝিতেছি যে, কেহই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে।—এটি অবশ্য আমাদিগের আশ্বস্ত হইবার প্রকৃত উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাস্য—প্রদর্শিত শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা শ্রবণ ও মননেরই বিষয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অন্য শ্রুতিতে উক্ত হইতেছে যে, "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" তিনি আমার আত্মা, ইহা জানিবে। আমিও যাহা, তিনিও তাহা,—এই হইলেই ত তুল্য দর্শন হয়। এখন যদি তোমার কথিত শ্রুতির অর্থে শ্রবণমননের অযোগ্য বলিয়াই আত্মা সিদ্ধ হন, তবে আবার এ কি কথা,—"স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"—সুতরাং তুমি বলিয়া দাও;—তিনি ও আমি সমান, ইহা কি করিয়া অবগত হইব?

দেখ, এইরূপ অনুরূপ বিষয়ের একটি উপাখ্যান আছে, শ্রবণ কর। কোন সময়ে একব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ ছিল। একদা সে কোনও অপরাধ করাতে একজন তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলে,—'তুই মানুষ নহিস্?' মূর্খ ভাবিল, তবে ত আমি আর মানুষ নই, অমনুষ্য হইয়া গিয়াছি। এই মনে করিয়া স্থির করিল যে, আমি কাহারও নিকটে যাইয়া, "আমি যে মানুষ, ইহা বুঝিয়া আসি।"—সে এই প্রকার স্থির করিয়া একব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মহাশয়। বলুন্ না, আমি কে?' তিনি তাহার মূর্খতা বুঝিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, থাক; ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দিব।' তিনি ক্রমে ক্রমে স্থাবরাদি পশু যাবৎ সমগ্র জাতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, যাহা তাহাতে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পশ্বাদির স্বভাবজ যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ইহা দ্বারা স্থির হইতেছে যে, 'তুমি ত অমনুষ্য নহ।' এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সেই মুগ্ধ (মূর্খ) আবার তাঁহাকে বলিল,—"আপনি আমাকে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মৌনভাব ধার করিলেন। কৈ, আমাকে বুঝাইতেছেন না যে, আমি অমনুষ্য?'

তোমার কথাও অবিকল তদ্রূপ হইয়াছে।—তুমি অমনুষ্য কদাচ নহ,--এ কথা বলিলেও যে আপনার মনুষ্যত্ব

জানিতে না পারে,—তুমি মনুষ্যই হইতেছ,—এ কথা বলিলেও সে কি করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব জানিতে সমর্থ হইবে? সুতরাং আত্মাববোধের উপায় একমাত্র যথাশাস্ত্র উপদেশ, তদ্‌ব্যতীত আর অন্য উপায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। তৃণাদি অগ্নিরই দাহ্য বস্তু, তাহা কি আর অন্য কেহ ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয়?—কখনই নহে। এই হেতুই শাস্ত্র আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া অমনুষ্যত্বপ্রতিষেধের ন্যায় 'নেতি নেতি' বা তন্ন তন্ন বলিয়া বিরাম করিয়াছেন। তদ্রূপ, ব্রহ্ম অনন্তর অবাহ্য, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সর্ব্বানুভূ;—এইরূপই পূর্ব্বাচার্য্যগণের উপদেশ। "তত্ত্বমসি"—তুমি সেই আত্মাই হইতেছ; যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন আবার কিসের দ্বারা কি দেখিবে?—প্রভৃতি শ্রুতিও তদ্রূপ স্বরূপ বলিয়া বিরাম করিতেছেন। সুতরাং আমি আর কি করিয়া বুঝাইব?

এখন বোধ হয় বোধগম্য হইল যে, আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি-ধর্ম্ম আছে, ইহা প্রকৃত প্রমাণদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না; সুতরাং সেই কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্ম আত্মার আছে বলিয়া যদি কোন প্রকার প্রমাণাদিদ্বারা জ্ঞান হয়, তবে সে জ্ঞান অজ্ঞানমূলক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া, আত্মা সংসারিরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক ব্রহ্মমাত্র, আর কিছুই নহেন। এই ন্যায়ানুসারে ঈশ্বরকে যে সর্ব্ববিৎ বলিয়া কল্পনা করা হয়

বা অন্য নানারূপ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে কল্পনা করা হয়, তাহাও উপাধির সাহায্য নিবন্ধন বলিয়া ভ্রান্তিমাত্র; কেননা, ভেদে কোনও প্রমাণ নাই; বরং অভেদে আগম ও আগমানুগৃহীত অনুমানাদি প্রবল প্রমাণ থাকায়, ঈশ্বরও ব্রহ্মমাত্রই। সুতরাং আত্মা তিনটি নহেন, আত্মা একটিমাত্র, অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দস্বরূপ—নিত্যচিন্ময়।

যাবৎ জীব পূর্ব্ব-উক্ত প্রকারে আত্মাকে এই প্রকারে অবগত হইতে না পারিবে, তাবৎ সে বাহ্য অনিত্য দৃষ্টির (বৃত্তির) আধার অন্তঃকরণকে (উপাধিকে) আত্মরূপে আশ্রয় পূর্ব্বক অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত উপাধিধর্ম্মগুলিকে,—কাণত্ব, খঞ্জত্ব, বধিরত্ব এবং মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব ইত্যাদিকে আত্মার উপাধি মনে করিয়া ব্রহ্মাদিস্তম্ব যাবৎ দেবতির্য্যঙ্‌নরস্থানে বার বার আবর্ত্তমান হইয়া অবিদ্যা ও কামকর্ম্মানুষ্ঠান-নিবন্ধন গমনাগমন করিতে থাকিবে। সে জীব এই প্রকারে যে দেহেন্দ্রিয়সঙ্‌ঘাত (দেহ) পরিগ্রহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, সেই দেহ আবার বিসর্জ্জন করিবে, আবার ত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্য একটি দেহ ধারণ করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নদীর স্রোতের ন্যায় জন্মসেতু-প্রবন্ধের অবিচ্ছেদে বিদ্যমান থাকিয়া কিরূপ শোচনীয়তর দশায় রহিয়াছে, ইহাই প্রত্যক্ষ করাইয়া বৈরাগ্যোদয়ের জন্য শ্রুতি কহিতেছেন,—"পুরুষে হ বা অয়ম্ আদিতো গর্ভো ভবতী"তি।

ওঁ পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি, যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতামাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্‌যথা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

ঐ জীবই প্রথমে কামকর্ম্মাভিমানে আবৃত হইয়া যজ্ঞাদিক্রিয়া আচরণ করে। অনন্তর শরীর বিসর্জ্জন করিলে ধূমাদিক্রমে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া কাম্যকর্ম্মফলের উপভোগ করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া আইসে, তৎকালে বৃষ্টি আদিক্রমে এই লোকে আপতিত হইয়া তিল, যব, ধান্য, মুদ্গাদিতে আবিষ্ট হয়। পরে কালপুরুষেরা সেই সমস্ত ভক্ষণ পূর্ব্বক রসরূপে পরিণত করে; ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জারূপ হইতে শুক্ররূপে পরিণত হয়।

এই জীব আদিতে পুরুষে যে রেতঃ আছে, সেই রেতোরূপে গর্ভ হইয়া থাকে—অর্থাৎ এই জীব প্রথমে রেতোরূপে পুরুষের মধ্যে বা গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। সেই প্রকৃতি এই রেতঃ (অন্নময় পিণ্ডের রসাদি) সমস্ত অঙ্গ অপেক্ষা সার বলিয়া তেজোরূপে পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সঞ্জাত হইলে, (পুরুষ, আত্মাভিমানের বিষয় যে শরীর, সেই শরীররূপে পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া) আত্মশব্দবাচ্য রেতকে আত্মাভিমানের আস্পদ নিজদেহে ধারণ

করিয় থাকে। যখন সেটি (পত্নী ঋতুমতী হইলে) নারীতে (যোষাগ্নিতে) সিক্ত করে, তখন এ (জীব) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গর্ভরূপে পরিণত হয়;—সেই ইহার প্রথম জন্ম॥১

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা, তস্মা-দেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি॥ ২

সেই রেতঃ, যেরূপ স্বীয় অঙ্গ স্তনাদি কোনপ্রকার ক্লেশজনক হয় না, তদ্রূপ যাহাতে তাহার নিষেক হয়, সেই স্ত্রীর (মাতার) আত্মভাবলাভ হয়। এই জন্য এ স্ত্রীর (মাতার) কোন প্রকার হিংসা করে না। সেই অর্ববত্নীও ভর্ত্তার আত্মভূত বা আত্মস্বরূপ গর্ভকে নিজ জঠরে প্রবিষ্ট জানিয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ গর্ভের অনিষ্টজনক ভোজ্যপেয়াদির বিসর্জ্জন এবং অনুকূল আহার ও পেয়ের উপযোগ, অর্থাৎ ভোজনাদি করিয়া থাকেন॥ ২

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি, তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়-ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম॥ ৩

'সেই গর্ভিণী—গর্ভভূত ভর্ত্তার আত্মাকে রক্ষা করিয়া

থাকেন বলিয়া, ভর্ত্তার কর্ত্তব্য,—তাঁহার রক্ষা করা। (উপকারের প্রত্যুপকার ভিন্ন কি কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ ঘটে?) সেই গর্ভের ভূমিষ্ঠ হইবার অগ্রে স্ত্রী, (মাতা) যথাকথিত গর্ভধারণ-বিধানানুসারে ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই পিতাও গর্ভের জন্মের পর, জাতমাত্র সন্তানকে জাতকর্ম্মাদি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই যে পিতা জন্মের পর,—জাতমাত্র সন্তানকে (জাতকর্ম্মাদি দ্বারা) রক্ষা করিয়া থাকেন, সে ত আপনারই পরিপালন করেন; যেহেতু, পিতার দেহাংশই ত পুত্রশরীররূপে আখ্যাত হয়।) পিতা আপনাকে পুত্ররূপে জন্মাইয়া কি জন্য পালন করেন,—না,—এই লোকের ধারাবাহিক প্রবাহরক্ষার্থ। যদি কেহই এই প্রকারে পুত্রোৎপাদন না করে, তবে ত এ লোক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াই যায়; সুতরাং এ লোক এইরূপেই প্রবাহিত, অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে (বলিয়া বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য; কিন্তু মোক্ষার্থ নহে।)—'এই ইহার দ্বিতীয় জন্ম।' (সংসারী জীবের কুমাররূপে যে জননীর জঠর হইতে বাহিরে নির্গমন, এটি রেতোরূপ অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম,—অর্থাৎ দ্বিতীয়াবস্থার অভিব্যক্তি বলিতে হইবে)॥ ৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যাঽয়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি

স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম। তদুক্তমৃষিণা ॥ ৪ ॥

সেই যে এই পিতার পুত্ররূপ আত্মা, কিংবা আত্মস্বরূপ পুত্র, ইনি পিতার শাস্ত্রকথিত পুণ্যকর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ প্রতিনিধি হন,—অর্থাৎ পিতার যাহা কর্ত্তব্য, সেই কর্ম্ম করিবার অধিকারী। তৎপরে যথাসময়ে পিতা নিজের সমস্ত ভার পুত্রে অর্পণ পূর্ব্বক পুত্রের পিতার স্বরূপ অন্য আত্মা (পুত্র) দ্বারা কর্ত্তব্য ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তিমবয়সে প্রয়াণ বা ইহধাম পরিত্যাগ করে। সে জীব এই লোক হইতে প্রস্থান কালেই, অর্থাৎ শরীর-বিসর্জ্জনকালে তৃণজলৌকার ন্যায় ভাবনাকে দীর্ঘীভূত করিয়া কর্ম্মসঞ্চিত অন্য শরীরে যাইয়া আবার জন্মধারণ করেন। সেই ইহার তৃতীয় জন্ম।

কথাগুলি বড় জটিল। যাহার (যে আত্মার) সংসরণ হইতেছে, রেতোরূপে তাহার পিতার নিকট প্রথম জন্ম। তাহারই জননী হইতে কুমাররূপে দ্বিতীয় জন্ম উক্ত হইল। তাহারই ত তৃতীয় জন্ম বলিতে হইবে।—তা না বলিয়া বলা হইল কি না, প্রেত পিতার যে জন্ম, সেই তৃতীয়;—এ কি?

তাহাতে দোষ নাই।—বক্তার উদ্দেশ্য, পিতা ও আত্মজের ঐকাত্ম্য। সেই তনয়ও নিজের তনয়ে ভার দিয়া মৃত্যুসময়ে জলৌকার ন্যায় দীর্ঘভাবনা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম

ধারণ করিবে, যেরূপ পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সেই জন্মই ত তনয়ের পক্ষে তৃতীয় হইল। শ্রুতি মনে করিয়াছেন, একাত্মার একাংশে যাহা উক্ত হইল, তাহা অন্যাংশেও সুতরাং উক্ত হইয়াছে; কেননা, পিতা ও পুত্রের আত্মভেদ ত নাই। অর্থাৎ পিতার দু'টি শরীর; একটি আপনার ও অন্যটি তনয়ের, অতএব একস্থানে যাহা উক্ত হইয়াছে, বিঘ্ন না থাকিলে অন্য স্থলেও তাহাই কথিত হইবে, সংশয় নাই ॥ ৪

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বাঃ শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

এই প্রকারে সংসৃত সমস্ত জীবই তিনটি অবস্থার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি দ্বারা জন্মমরণ-প্রবাহে আরোহণপূর্ব্বক সংসারসাগরে নিপতিত হয় এবং যে কোন অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রুত্যুক্ত আত্মাকে যথাকথঞ্চিৎভাবে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, সেই অবস্থাতেই সমস্ত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়। এই বিষয়টি দ্রষ্টা ঋষিও মন্ত্রে বলিয়াছেন,—'অহো! আমি জননীর গর্ভাশয়ে থাকিয়াই অনেক জন্মান্তরজনিত ভাবনার পরিপাক নিবন্ধন এই সকল বাক্-অগ্নি-আদি দেববৃন্দের সমস্ত জন্মবৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি। আমাকে লৌহময়

পুরীর ন্যায় অভেদ্য দেহ সকল ততদিন রাখিতে পারিয়াছিল, যাবৎ না আমি শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তীব্রবলধারী আত্মজ্ঞানসামর্থ্যে বহির্গত হইতে পারিয়াছি।'

অহো! মহর্ষি বামদেব গর্ভেই শয়ান থাকিয়া এই প্রকার কথা বলিয়াছিলেন॥ ৫

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূৰ্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥ ৬

[যথাস্থানং গর্ভিণ্যঃ।]

ইত্যৈতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪

॥ ওঁ তৎ সৎ॥

'সেই বামদেব মুনি যথোক্ত আত্মাকে এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া এই (স্বীয়) দেহের বিনাশ হইলে, পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া অধোভূত সংসারমণ্ডল হইতে উৎক্রমণপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান দ্বারা যাবতীয় কামনার পূর্ণতা লাভ করত, স্বস্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) অবস্থানপূর্ব্বক অমৃত হইয়াছিলেন, অমৃত হইয়াছিলেন,—অর্থাৎ জরামরণবর্জ্জিত হইয়াছিলেন॥' ৬

ইতি চতুর্থ খণ্ড।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা। যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১

ব্রহ্মজ্ঞপরিষদে অত্যন্ত প্রথিত ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃত সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফললাভ, বামদেবাদি প্রাচীন আচার্য্যপরম্পরাক্রমে শ্রুতিতে দৃশ্যমান হইতে দেখিয়া ইদানীন্তন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণবৃন্দ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করিয়া এবং সাধ্যসাধনলক্ষণ অনিত্যসংসারে আত্মভাববিসর্জ্জনার্থ অভিলাষ করিয়া বিচারমুখে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"কোঽয়মাত্মেতি।"

এই ইনিই আত্মা,—এই প্রকারে আমরা যে আত্মার আরাধনা করিতেছি ;—ইনি কে? যে আত্মাকে—"এই ইনিই আত্মা,"—এই প্রকারে উপাসনা কর্য়িা বামদেব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে আত্মা কে?

এই প্রকার পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে পূর্ব্ব-পঠিত শ্রুতির সংস্কার জাগরূক হওয়ায় স্মরণ হইল, এক আত্মা সেই পিণ্ডের পাদাগ্র হইতে পিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, আর এক আত্মা সেই পিণ্ডের কেশবিন্যাসের

সীমা-বিদারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দু'টি ব্রহ্ম বা আত্মা পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আছেন দৃষ্ট হইতেছে। সে দুইটিই পিণ্ডের আত্মভূত। তন্মধ্যে অন্যতর একটি আরাধ্য হইতে পারেন। যাহাই হউক, এখন আমাদিগের কোন্ আত্মা আরাধ্য হইবেন?—বিচারমুখে নিরূপণের জন্য এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহাদিগের বিচার করিতে করিতে এই প্রকার সুমতি জন্মিল।—দু'টি পদার্থ এই পিণ্ডে প্রতীত হইতেছে—তাহার মধ্যে প্রথম,—নেত্রকর্ণাদি অনেকভেদভিন্ন এক-জাতীয় করণ,—যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়। আর দ্বিতীয় যে একমাত্র উপলব্ধি করে; সে অনেক নহে, —এক; কেননা, চক্ষুষ্মান্ লোক রূপবিশিষ্ট পুষ্পাদি দেখিয়া, পরে অন্ধ হইলেও সেই রূপবিশিষ্ট পুষ্পের প্রতিসন্ধান এবং প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রতিস্মরণ,—যে আমি শৈশবে চক্ষুষ্মান্ ছিলাম, সেই আমি এখন অন্ধ হইয়া আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিতেছি;—এই আকারে স্মরণ করিয়া থাকে, ইত্যকার স্মৃতি, আত্মা পৃথক্ পৃথক্ হইলে হইতে পারে না; কাজেই শৈশবে যে আত্মা ছিলেন, এখন বার্দ্ধক্যেও সেই আত্মাই আছেন, মধ্যে কেবল শরীরের বিকার হইতেছে মাত্র। সুতরাং বাল্য-বার্দ্ধক্যাদি কালের আত্মা একই। এতদুভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা প্রতীতি হয়,

সে আত্মা হইতে পারে না ; কিন্তু যে প্রতীতি করে, সেই আত্মা হইতে পারে। কাহার দ্বারা প্রতীতি হয় ?—তাহা কথিত হইতেছে।

'যে নেত্র দ্বারা রূপ দর্শন করে, যে কণ্ঠ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে,যে ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ করে, যে বাক্-করণের দ্বারা নামাত্মক সাধু ও অসাধু, গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী,—গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি বাক্যের ব্যাকরণ—স্ফুরণ করে এবং যে রসনা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু পরিজ্ঞাত হইতে পারে॥' ১

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ।

সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্ম্মতির্ম্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

এই যে (প্রজাগণের রেতঃ হৃদয়কে উৎপাদন করে, হৃদয় হইতে মনের উৎপত্তি হয়, মন হইতে চন্দ্রমার উদয় হয় ; কাজেই হৃদয়ের রেতঃসারভূত কার্য্য মন। সুতরাং) এই হৃদয়ই মন ;— (এ মন এক ;—এ এক হইয়াও অনেকরূপে দর্শনশ্রবণাদি করে বলিয়া বহুবিধ। এই-ই করণ ; ইহা দ্বারা দর্শনাদি করে।)—এই সব।

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে,—প্রজাবৃন্দের রেতঃ,—অর্থাৎ সারভূত কার্য্য হৃদয়, হৃদয়ের রেতঃ,—সারভূত

কার্য্য মন, মনদ্বারা আপের ও বরুণের উৎপত্তি হইয়াছে ; হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমাঃ ।—সেই হৃদয়ই ত মন,—আর সেই মনই ত এক হইয়াও এই শ্রবণাদি ক্রিয়া সকলের করণভেদে বহু।

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে,—এক অন্তঃকরণই চক্ষুঃ হইয়া রূপদর্শন, শ্রোত্র হইয়া শব্দ-শ্রবণ, ঘ্রাণ হইয়া গন্ধঘ্রাণ, মনরূপে বিকল্প এবং হৃদয়রূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে ; সুতরাং উপলব্ধা পুরুষের সকল প্রকার উপলব্ধি করিবার একমাত্র করণ,—এই মন, সকল করণের উপরই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সেইরূপই কৌষীতকিগণের বাক্য শ্রবণ করা যাইতেছে ;—প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্-করণে সমারূঢ় হইয়া, বাক্ দ্বারা সমস্ত নাম উল্লেখ করিতেছে, প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপের দর্শন করিতেছে, প্রভৃতি। বাজসনেয়কেও সেই একই কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—মন দ্বারাই দর্শন করে, মন দ্বারাই শ্রবণ করে, হৃদয় দ্বারা রূপের দর্শন করে। ইত্যাদি। অতএব হৃদয় ও মনঃশব্দের বাচ্য যে অন্তঃকরণ, সে সমস্ত উপলব্ধিরই করণ বলিয়া প্রথিত, ইহাই দেখিতেছি। প্রাণ আবার তদাত্মক,—অর্থাৎ প্রাণ, প্রজ্ঞা বা মন, এ একই অর্থবোধক শব্দবিশেষ।—যে প্রজ্ঞা, সেই প্রাণ ; যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা। এইরূপ ব্রাহ্মণভাগে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাণসংবাদা-

দিতেও করণসমুদায়ই প্রাণ, ইহা বলিব। অতএব যিনি পদদ্বয় অবলম্বন করিয়া সেই পিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রহ্ম; তবে উপলব্ধার উপলব্ধির করণ বলিয়া সে গুণভূত অপ্রধান; সুতরাং সে বস্তু, ব্রহ্মরূপে উপাস্য যে আত্মা, সে আত্মা হইতে পারে না।—এখন দু'টি আত্মার মধ্যে ত একটি অনাত্মা হইয়া গেল। তবে রহিল আর একটি, যে সীমাভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অগত্যা পরিশিষ্ট যে উপলব্ধার উপলব্ধির জন্য এই মনোরূপ অন্তঃকরণ-হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ বলা যাইবে, সেই উপলব্ধাই আমাদিগের আরাধ্য আত্মা হইতে পারেন।— এই প্রকার স্থির করিয়াছিলেন।

সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে বিদ্যমান উপলব্ধিকারী প্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের অবগত্যর্থ বাহ্য ও আভ্যন্তরবিষয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক অন্তঃকরণের যে সমস্ত বৃত্তি জন্মে, সেই সকলের বিষয় কথিত হইতেছে।—সংজ্ঞান, সংজ্ঞপ্তি বা চৈতন্যভাব; আজ্ঞান, আজ্ঞপ্তি বা ঈশ্বরভাব; বিজ্ঞান, —লৌকিকজ্ঞান বা শিল্পকলাদিপরিজ্ঞান; প্রজ্ঞান, প্রজ্ঞপ্তি বা প্রকৃতজ্ঞান; মেধা, গ্রন্থধারণশক্তি; দৃষ্টি, ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি,—ধারণ,— অবসন্ন দেহ বা ইন্দ্রিয়ের উত্তম্ভন বা অবলম্বন যদ্দারা হয়; লোকে দৃষ্ট হয় এবং অনেকে বলে, ধৃতিদ্বারাই তাদৃশ উত্তেজনা বিদ্যমানেও দেহকে থামাইয়া রাখিতে

সমর্থ হইয়াছে; মতি,—মনন; মনীষা,—মননে স্বাধীনতা; জুতি,—রোগাদিজনিত চিত্তের দুঃখিত্বভাব; স্মৃতি,—স্মরণ; সঙ্কল্প,—কোনও একটি রূপের শুক্লকৃষ্ণাদি-ভাবে সঙ্কলন বা সম্যক্ কল্পনা; ক্রতু,—অধ্যবসায়; অসু,—প্রাণন-আদি জীবনক্রিয়ার্থ বৃত্তিবিশেষ বা প্রাণ-বৃত্তি; কাম,—অসন্নিহিত বিষয়ের অভিলাষ বা তৃষ্ণা; বশ,—স্ত্রীবিলাসাদির বাসনা প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তিগুলিই প্রজ্ঞপ্তিমাত্র; উপলব্ধা শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির হেতু বলিয়া উপাধিস্বরূপ; সংজ্ঞানাদি—সেই উপাধি-জনিত গুণের নামধেয়মাত্র।

এ সকলই প্রজ্ঞপ্তিমাত্র প্রজ্ঞানেরই বা প্রকৃতজ্ঞানের নাম উপাধিযোগে হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ নাম হইতে পারে না ॥ ২

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো-জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব ॥ ৩

এই প্রজ্ঞানরূপ আত্মাই অপর ব্রহ্ম, যাবতীয় স্থূল-দেহস্থ প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, অন্তঃকরণোপাধি-সমূহে অনুপ্রবিষ্ট জলভেদগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বসদৃশ হিরণ্যগর্ভই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইনিই ইন্দ্র;—গুণতঃ সুররাজ বা ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমজ দেহী, যাঁহা হইতে মুখাদিনির্ভেদ-দ্বারা অগ্ন্যাদিলোকপালসমূহ জন্মিয়াছে; সেই প্রজাপতি

এই দেবই। আর এই যে অগ্ন্যাদি দেবতা সকল, সেই সমস্তও ইনিই। আর এই সমস্ত পঞ্চভূত সমস্ত দেহের উপাদান পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ ও জ্যোতিঃ, এই মহাভূতবৃন্দ অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রথিত। আর যাহারা অল্প অল্প মিশ্রও, সে সমস্তই ইনি ॥ ৩

বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৪

'ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ,—কারণস্বরূপ অপরাপর অণ্ডজ বিহঙ্গাদি; জারুজ,—জরায়ুজ মনুষ্যাদি; স্বেদজ,—যূকাদি; উদ্ভিজ্জ,—বৃক্ষাদি; অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী এবং অপর যাহা কিছু প্রাণিজাত, অর্থাৎ জঙ্গম,—যাহারা চরণদ্বারা গমনাগমন করে; যে পতত্রি,—গগনে গমনশীল; যাহা স্থাবর,—চলিতে অসমর্থ; সে সকলই প্রজ্ঞানেত্র,—ব্রহ্মপরিচালিত বা প্রজ্ঞাই ইহাদের প্রবর্ত্তক, উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারসময়ে প্রজ্ঞান ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাশ্রয়—ব্রহ্মাশ্রয়। সমস্ত লোকই প্রজ্ঞাচক্ষু, জ্ঞাননেত্র; সমগ্র জগতেরই প্রতিষ্ঠাস্থান প্রজ্ঞাই; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥ ৪

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামনাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৫

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্যাত্মষট্‌কে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্যস্তমিত সর্ব্ববিধোপাধিবিশেষ, সৎ, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক, অদ্বিতীয়, ইহা নয়, এরূপ নয়, এই প্রকারে নিখিল বিশেষত্ব নিরাকরণপূর্ব্বক যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে হয়,—সর্ব্বশব্দ ও সর্ব্বপ্রত্যয়ের অবিষয় ব্রহ্ম, তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা-(অন্তঃকরণ) রূপ উপাধির (ইতরেতরাধ্যাসাখ্য) সম্বন্ধ দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। অব্যাকৃত সর্ব্বসাধারণ জগদ্বীজ-অজ্ঞানের প্রবৃত্তিকারী নিয়ন্তৃ বলিয়া অন্তর্যামী নামে প্রথিত হন। তিনিই ব্যাকৃত নিখিল জগদ্বীজবুদ্ধিরূপ উপাধির (ইতরেতরাধ্যাসাখ্য) সম্বন্ধ দ্বারা আদি-অভিমানকারী হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। তিনিই হিরণ্যগর্ভের অন্তরে উৎপন্ন অণ্ডের মধ্যে সঞ্জাত হইয়া প্রথমতঃ দেহরূপ উপাধির আধ্যাসিক সম্বন্ধদ্বারা অর্থাৎ পরমব্রহ্মে জগতের আরোপ দ্বারা বিরাট্-প্রজাপতি নামে প্রথিত। তিনিই স্বনির্ম্মিত পিণ্ডের মুখাদি হইতে উৎপন্ন অগ্ন্যাদি উপাধির সঙ্গে তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবতা নামে কথিত হন। সেইরূপে তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্ব যাবৎ বিশেষ বিশেষ দেহোপাধির সঙ্গে একাত্মতাপ্রাপ্ত হইয়া সেই সেই নাম ও আকার প্রাপ্ত

হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র ব্রহ্মই নিখিল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়া নিখিল প্রাণী ও যাবতীয় তার্কিক-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা জ্ঞাতও হন, আবার অনেক প্রকারে বিকল্পিতও হন। স্মৃতিই আছে—

'কেহ ইহাঁকে বহ্নি বলেন; অপরে ইহাঁকে মনু প্রজাপতি কহেন; অন্যে ইহাঁকে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন; অনেকে বা ইহাঁকে প্রাণ বলিয়া থাকেন; কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্মই বলিয়া অভিহিত করেন।'

'সেই বামদেব বা এইরূপ কোন অধিকারী যথাকথিত ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন;—যে প্রজ্ঞান আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধবৃন্দগণ অমৃত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ উক্ত অধিকারী বিদ্বান্ এই প্রজ্ঞান আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া, এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন ঐ আনন্দময় লোকে যাইয়া, সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিল॥' ৫

ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণের আরণ্যককাণ্ডান্তর্গত দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমখণ্ড সমাপ্ত॥ ১

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

—ষষ্ঠে তত্ত্ববিদাং পরিসমাপ্য সপ্তমে শান্তিকরং মন্ত্রং পঠতি।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম্ম এধি বেদস্য ম আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসী-রনেনাহধীতেনাহহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ইতি॥

অথোত্তরশান্তিঃ।

ওঁ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে। তমহমাত্মনি দধে। অনু মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্। ময়ি শ্রীর্ম্ময়ি যশঃ। সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ। উত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ। উত্তিষ্ঠন্ত্বনু মাহয়ন্তু দেবতাঃ। অদদ্ধং চক্ষুরিবিতং মনঃ। সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্র-মুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকং সমাপ্তম্॥

॥ ০ ॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥ ০ ॥

সম্পূর্ণ

মাত্র ২ দুই টাকায়

১৮ খানি উপনিষৎ !

১। কাঠকোপনিষৎ

২। কেনোপনিষৎ
৩। কৈবল্যোপনিষৎ
৪। শ্রীরাম্যোপনিষৎ
৫। ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ
১০। মুণ্ডকোপনিষৎ
১১। শিখোপনিষৎ
১২। তেজোবিন্দূপনিষৎ
১৩। ধ্যানবিন্দূপনিষৎ

৬। ব্রহ্মোপনিষৎ
৭। নাদবিন্দূপনিষৎ
৮। গর্ভোপনিষৎ
৯। ঈশোপনিষৎ
১৪। অমৃতবিন্দূপনিষৎ
১৫। শির-উপনিষৎ
১৬। কালিকোপনিষৎ
১৭। নিরালম্বোপনিষৎ

১৮। অল্লোপনিষৎ

বসুমতী * সাহিত্য * মন্দির

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

উক্তমেবার্থমুপজিহীর্ষুর্মন্ত্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ। য উক্তলক্ষণোঽক্ষরাখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ। বিশেষেণ সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপোনায়াসলক্ষণং তস্মাদ্‌যথোক্তাৎ সর্ব্বজ্ঞাদেতদুক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিঞ্চ, নামাসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তো ইত্যাদিলক্ষণম্। রূপমিদং শুক্লং নীলমিত্যাদি। অন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে। পূর্ব্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

উল্লিখিত বিষয়ের উপসংহারার্থ এই মন্ত্র বিবৃত হইতেছে।—উল্লিখিত অক্ষর-সংজ্ঞক ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সর্ব্ববিৎ। এই সর্ব্বজ্ঞতারূপ বিকারই তদীয় তপস্যা। এই সর্ব্ববিৎ ব্রহ্ম হইতেই উক্ত কার্য্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ, দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি সংজ্ঞা, শ্বেত-নীলাদি রূপ এবং ব্রীহিযবাদি অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

সাঙ্গা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিনা। যত্তদদ্রেশ্যমিত্যাদিনা নামরূপমন্নঞ্চ জায়ত ইত্যন্তেন গ্রন্থেনোক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা। অতঃ পরমনয়োর্ব্বিদ্যয়োর্ব্বিষয়ৌ বিবেক্তব্যৌ সংসারমোক্ষাবিত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্রাদিসাধনক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোঽনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ধাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ। সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদব্যবচ্ছেদরূপসম্বন্ধস্তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োঽনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোঽদ্বয় ইতি। পূর্ব্বং তাবদপরবিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ। তদ্দর্শনে হি তন্নির্ব্বেদোপপত্তেঃ। তথা চ বক্ষ্যতি। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতানিত্যাদিনা। ন হ্যপ্রদর্শিতে পরীক্ষোপপদ্যত ইতি তৎপ্রদর্শয়ন্নাহ তদেতৎ সত্যমবিতথম্। কিন্তন্মন্ত্রেষৃগ্বেদাদ্যাখ্যেষু কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রৈরেব প্রকাশিতানি, কবয়ো মেধাবিনো বসিষ্ঠাদয়ো যান্যপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। যত্তদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ তানি চ বেদবিহিতান্যৃষি-

দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়ীসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রপ্রকারায়ামধিকরণভূতায়াং বহুধা বহুপ্রকারং সন্ততানি প্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি অতো যূয়ং তান্যাচরথ নির্ব্বর্ত্তয়থ নিয়তং নিত্যং সত্যকামা যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ। এষ বো যুষ্মাকং পন্থা মার্গঃ সুকৃতস্য স্বয়ং নির্ব্বর্ত্তিতস্য কর্ম্মণো লোকে ফলনিমিত্তং লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে। তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ। যান্যেতান্যগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয্যাং বিহিতানি কর্ম্মাণি তান্যেষ পন্থা অবশ্যফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ॥ ১॥

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাঙ্গ-বেদ সকলকে অপরা বিদ্যা এবং যাহা দ্বারা পরম ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে। অধুনা ভবপাশ-বিমোচনার্থ পরা ও অপরা বিদ্যার বিষয় বিচার সহকারে প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে কর্ত্তৃত্বাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলাদিরূপ সংসারই অপরা বিদ্যার বিষয়। এই সংসার আদি-অন্তহীন ও দুঃখস্বরূপ; সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সংসারে উপশান্তিরূপ মোক্ষকেই পরা বিদ্যার বিষয় বলিয়া জানিবে। মোক্ষের আদি নাই, অন্ত নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। ইহা অমৃতস্বরূপ, অভয়-দায়ক, শুদ্ধ, প্রসন্ন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, পরমানন্দ ও অদ্বয়স্বরূপ। এই দুই বিদ্যার মধ্যে প্রথমে অপরা বিদ্যার বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে।—ঋগ্বেদাদি নামক মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কর্ম্ম উল্লিখিত আছে, বশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দ তৎসমস্তের স্রষ্টা। উহা সত্য ও

পুরুষার্থ-সম্পাদক, সেই বেদোক্ত ঋষিদৃষ্ট কর্ম্ম সকল ত্রেতাযুগে বহুভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা যথাযথ কর্ম্মফল কামনা করত সেই সকল কার্য্যের আচরণ কর। ইহাই তোমাদিগের ফললাভের একমাত্র পথ ॥ ১ ॥

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২ ॥

তত্রাগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রাথম্যাৎ। তৎ কথম্? যদৈবেন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যগিদ্ধে সমিদ্ধে হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চ্চিস্তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষ্যাজ্যভাগাবাজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেদ্দেবতামুদ্দিশ্য। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়াহুতীরিতি বহুবচনম্। এষ সম্যগাহুতিপ্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাঃ। তস্য চ সম্যক্ করণং দুষ্করম্। বিপত্তয়স্ত্বনেকা ভবন্তি ॥ ২ ॥

অধুনা অগ্রে অগ্নিহোত্র প্রদর্শিত হইতেছে।—যৎকালে সম্যক্ প্রজ্বলিত বহ্নির শিখা সমন্তাৎ প্রসারিত হইবে, তৎকালে সেই অগ্নিতে দেবোদ্দেশে আহুতি দিবে। এইরূপ যথাযথ আহুতি-সমর্পণরূপ কর্ম্মমার্গ স্বর্গাদিলোকলাভের হেতু। অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের সম্যক্ অনুষ্ঠান অতীব দুরূহ। ইহাতে বহু অন্তরায় থাকিবার সম্ভব; সুতরাং শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি দান করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনাহুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

কথং যস্যাগ্নিহোত্রিণোঽগ্নিহোত্রমদর্শং দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতং অগ্নিহোত্রিণোঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদ্দর্শস্য। অগ্নিহোত্রসম্বন্ধ্যগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি। তদক্রিয়মাণমিত্যেতৎ। তথাপৌর্ণমাসমিত্যাদিম্বপ্যগ্নিহোত্রবিশেষণত্বং দ্রষ্টব্যম্। অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্যাবিশিষ্টত্বাদপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অচাতুর্ম্মাস্যং চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মবর্জ্জিতম্। অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিকর্ত্তব্যং তচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য। তথাতিথিবর্জ্জিতঞ্চাতিথিপূজনঞ্চাঽহন্যক্রিয়মাণং যস্য স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালেঽহুতম্। অদর্শাদিবদবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতং হুয়মানমপ্যবিধিনা হুতং ন যথাহুতমিত্যেতৎ। এবং দুঃসম্পাদিতমসম্পাদিতমগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতীত্যুচ্যতে, আসপ্তমান্ সপ্তমসহিতাংস্তস্য কর্ত্তু লোকান্ হিনস্তি হিনস্তীবায়াসমাত্রফলত্বাৎ। সম্যক্ ক্রিয়মাণেষু হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামানুরূপেণ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্তলোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে। তে লোকা এবম্ভূতেনাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা অপ্রাপ্যত্বাদ্ধিংস্যন্ত ইবায়াসমাত্রন্তব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যুচ্যতে। পিণ্ডদানাদ্যনুগ্রহেণ বা সংবধ্যমানঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাত্মোপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণাগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্যন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিহোত্রযজ্ঞ দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মহীন, যে অগ্নিহোত্রী শরদাদি ঋতুকর্ত্তব্য

কার্য্যের আচরণ না করিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন, যাঁহার অগ্নিহোত্রে অতিথি-সৎকার সম্পাদিত হয় না, যাঁহার অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকালে বিধানে আহুতি প্রদত্ত হয় না, অগ্নিহোত্রকার্য্যে দর্শাদির ন্যায় যিনি বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকালে বিধানে যিনি আহুতিদান করেন না, তাঁহার ভূরাদি সত্যলোক যাবৎ লোকসপ্তক বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ, সুলোহিতা যা চ সুধূম্র-বর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কাল্যাদ্যা বিশ্বরুচ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবিরাহুতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

অগ্নির সাতটি জিহ্বা আহুতি-গ্রহণার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সপ্ত জিহ্বা যথাক্রমে কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি নামে অভিহিত। এই দ্যুতিমতী সপ্ত জিহ্বা আহুতিগ্রহণে সক্ষম ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধি-বাসঃ ॥ ৫ ॥

এতেষ্বগ্নিজিহ্বাভেদেষু যোঽগ্নিহোত্রী চরতে কর্ম্মাচরত্যগ্নিহোত্রাদিভ্রাজমানেষু দীপ্যমানেষু। যথাকালঞ্চ যস্য কর্ম্মণো যঃ কালস্তৎকালং যথাকালং যজমানমাদদায়ন্নাদদানা আহুতয়ো যজমানেন নির্ব্বর্ত্তিতাস্তং নয়ন্তি প্রাপয়ন্ত্যেতা আহুতয়ো যা ইমা অনেন নিবর্ত্তিতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা রশ্মিদ্বারৈরিত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ, সর্ব্বানুপর্য্যধিবসতীত্যধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

উপরিলিখিত অগ্নির দীপ্যমান জিহ্বাতে যথাসময়ে আহুতি সমর্পণ করত অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে সেই সমস্ত আহুতি আদিত্যরশ্মিরূপে পরিণত হইয়া যজমানকে সুরপুরে উপনীত করিয়া দেয়। যে স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র অবাস্থিতি করেন, ঐ সকল আহুতি যজমানকে লইয়া তথায় উপনীত করে ॥ ৫ ॥

এহোহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

কথং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীত্যুচ্যতে এহেহীত্যাহ্বয়ন্ত্যঃ। সুবর্চ্চসো দীপ্তিমত্যঃ। কিঞ্চ প্রিয়ামিষ্টাং বাচং স্তুত্যাদিলক্ষণামভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চ্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চৈব বো যুষ্মাকং পুণ্যঃ সুকৃতঃ পন্থাঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ। এবং প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

ঐ দীপ্তিমান্ আহুতি সমূহ 'আইস আইস' বাক্যে সম্বোধন করত 'এই পবিত্র ব্রহ্মধামই তোমাদিগের যজ্ঞফলস্বরূপ' ঈদৃশ

প্রিয় বচন উচ্চারণ সহকারে সৎকার করিয়া অগ্নিহোত্রীকে আদিত্যরশ্মিসহায়ে ব্রহ্মধামে লইয়া গিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম্মৈতাবৎ ফলমবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্য-মতোঽসারং দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে। প্লবা বিনাশিন ইত্যর্থঃ। হি যস্মাদেতে অদৃঢ়া অস্থিরা যজ্ঞরূপা যজ্ঞস্য রূপাণি যজ্ঞরূপা যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকা অষ্টাদশাষ্টাদশসংখ্যাকাঃ। ষোড়শর্ত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চেত্যষ্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম্মোক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ। যেষ্বষ্টাদশস্ববরং কেবলং জ্ঞানবর্জ্জিতং কর্ম্ম। অতস্তেষামবর-কর্ম্মাশ্রয়াণামষ্টাদশানামদৃঢ়তয়া প্লবত্বাৎ প্লবতে সহ ফলেন তৎ সাধ্যং কর্ম্ম। কুণ্ডবিনাশাদিবৎ ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ। যত এবমেতৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃকরণমিতি যেঽভিনন্দন্ত্যভিহৃষ্য-ন্ত্যবিবেকিনো মূঢ়া অতস্তে জরাঞ্চ মৃত্যুঞ্চ জরামৃত্যুং কিঞ্চিৎ-কালং স্বর্গে স্থিত্বা পুনরেবাপি যন্তি ভূয়োঽপি গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

ষোড়শ ঋত্বিক্, ভার্য্যা ও স্বয়ং যজমান এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞ সমূহ বিনশ্বর ও অস্থির। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান জ্ঞানবিরহিত। যাহা জ্ঞান সহকারে অনুষ্ঠান করা যায়, তৎফলই অক্ষয়। জ্ঞান সহকারে অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান হয় না বলিয়া উহা অস্থির। যে অজ্ঞানান্ধ অবিবেকীরা এই যজ্ঞ সমস্তই শ্রেয়ঃপ্রদ বিবেচনায় পুলকিত হয়, তাহাদিগকে বার বার জরা-মৃত্যুর বশঙ্গত হইতে হয় ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৮॥

কিঞ্চাবিদ্যায়ামন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানা অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং বয়মেব ধীরা ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চেতি মন্যমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তস্তে চ জঙ্ঘন্যমানা জরারোগাদ্যনেকানর্থ-ব্রাতৈর্হন্যমানা ভৃশং পীড্যমানাঃ পরিযন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ। দর্শনবর্জ্জিতত্বাদন্ধেনৈবাচক্ষুষ্কেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গা যথা লোকেঽন্ধা অক্ষিরহিতা গর্ত্তকণ্টকাদৌ পতন্তি তদ্বৎ॥ ৮॥

অবিদ্যাভিভূত অবিবেকীরাই 'জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই জ্ঞাত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে এবং জরা-রোগাদি বহুল অনর্থ-পরম্পরা-সমাবৃত হইয়া বিভ্রান্ত হয়। অন্ধ দ্বারা নীয়মান অন্য অন্ধ যেরূপ গর্ত্ত বা কণ্টকাদির মধ্যে নিপতিত হয়, অজ্ঞানী লোকেরাও সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লোকে নীত হইয়া পুনরায় সংসারে নিপতিত হইয়া থাকে॥ ৮॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণ-লোকাশ্চ্যবন্তে॥ ৯॥

কিঞ্চাবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্ত্তমানাঃ বয়মিব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবমভিমন্যন্ত্যভিমানং কুর্ব্বন্তি বালা অজ্ঞা-নিনঃ যদ্যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং তেন কারণেনাতুরা দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাচ্চ্যবন্তে॥ ৯॥

'আমরাই কৃতার্থ,' এইরূপ অভিমান কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞানীদিগের হইয়া থাকে। কেন না, কর্ম্মফলে অনুরাগ নিবন্ধন তাহারা প্রকৃত পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কাজেই কর্ম্মফলে অনুরাগ নিবন্ধন দুঃখাভিভূত হইয়া কর্ম্ম-ফলক্ষয়াবসানে পুনরায় স্বর্গধাম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ ১০ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তম্। ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম্ম। পূর্ত্তং বাপীকূপ-তড়াগাদি স্মার্ত্তং, মন্যমানা এতদেবাতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তোঽন্যদাত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপশুবন্ধ্বাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াস্তে চ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ভোগায়তনেঽনুভূত্বানু-ভূয় কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষমস্মাদ্ধীনতরং বা তির্য্যঙ্-নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষং বিশন্তি ॥ ১০ ॥

পুত্র, পশু, বন্ধু ইত্যাদিতে যাহারা বিমোহিত থাকে, তাহারা এইরূপ বিবেচনা করে যে, যাগাদি শ্রুতিবোধিত কার্য্য এবং কূপ-তড়াগ-দীর্ঘিকাদি-প্রতিষ্ঠাই পুরুসার্থ-সাধন প্রধান কার্য্য; সুতরাং তাহারা আত্মজ্ঞান-নামক শ্রেয়ঃ-সাধন পদার্থকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ ব্যক্তিরা ভোগায়তন স্বর্গে অবস্থিতি করত কর্ম্মফল ভোগ করে এবং ভেগাবসানে পুনরায় নরযোনি ধারণ করিয়া থাকে অথবা

তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয় কিংবা নরকাদি-সম্ভোগরূপ নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

যে পুনস্তদ্বিপরীতা জ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ তপঃ-শ্রদ্ধে তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা, তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তেঽরণ্যে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাদুপবসন্ত্যরণ্য ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোপলক্ষিতেনোত্তরায়ণেন পথা তে বিরজা বিরজসঃ ক্ষীণপুণ্যপাপকর্ম্মাণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রয়ান্তি প্রকর্ষেণ যান্তি, যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদাবমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হ্যব্যয়াত্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎ সংসারস্থায়ী। এতদন্তাস্তু সংসারগতয়োঽপরবিদ্যাগম্যাঃ। ননু, এতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিন্নৈহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামান্তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তীতি শ্রুতিভ্যঃ অপ্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽস্তি, বিরজস্ত্বন্তাপেক্ষিকং সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফলভেদভিন্নং দ্বৈতম্। এতাবদেব যদ্ধিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মনুনোক্তং স্থাবরাদ্যাং সংসারগতিমনুক্রামতা।—"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি ॥ ১১ ॥

যে সকল জ্ঞানী সংসারের বিপরীত বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করত ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহৃত করিয়া বনবাস আশ্রয় পূর্ব্বক স্বাশ্রমোচিত কার্য্য বা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়িণী বিদ্যার উপাসনা করেন, সেই ক্ষীণপুণ্যপাপকর্ম্মারা উত্তরায়ণসময়ে তনু ত্যাগ করত যে স্থলে সেই অমৃতপুরুষ ও ব্যয়স্বভাব হিরণ্যগর্ভ অবস্থিতি করেন, তথায় গমন করিয়া থাকেন॥ ১১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১২ ॥

অথেদানীমস্মাৎ সাধ্যসাধনরূপাৎ সর্ব্বস্মাৎ সংসারাদ্বিরক্তস্য পরস্যাং বিদ্যায়ামধিকারপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে। পরীক্ষ্য যদেতদৃগ্বেদাদ্যপরবিদ্যাবিষয়ং স্বাভাবিক্যবিদ্যাকামকর্ম্মদোষবৎ পুরুষানুষ্ঠেয়মবিদ্যাদিদোষবন্তমেব পুরুষং প্রতি বিহিতত্বাত্তদনুষ্ঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতা যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্য্যক্প্রেতলক্ষণাস্তানেতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্ব্বতো যাথার্থ্যেনাবধার্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতানব্যক্তাদিস্থাবরান্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবদিতরেতরোৎপত্তিনিমিত্তাননেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাকারস্বপ্নজলবুদ্‌বুদফেনসমান্ প্রদক্ষিণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিদ্যাকামদোষপ্রবর্ত্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মনিবর্ত্তিতানিত্যেতদ্‌ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ। সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যারামিতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্। পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্য্যাদিত্যুচ্যতে।

নির্ব্বেদং নিঃস্পৃহো বিদিরত্র বৈরাগ্যার্থে বৈরাগ্যমায়াৎ কুর্য্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে। ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপ্যকৃতঃ পদার্থঃ। সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ কর্ম্মকৃতত্বাচ্চানিত্যাঃ। ন নিত্যং কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্ব স্তু কর্ম্মানিত্যস্যৈব সাধনম্। যস্মাচ্চতুর্ব্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যমুৎপাদ্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং বিকার্য্যং বা, নাতঃপরং কর্ম্মণো-বিষয়োঽস্তি। অহঞ্চ নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন ধ্রুবে-ণার্থেনার্থী ন তদ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াস-বাহুল্যেনানর্থসাধনেনেত্যেবং নির্ব্বিণ্ণোঽভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যত্তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণাধিগমার্থং স নির্ব্বিণ্ণো ব্রাহ্মণো গুরুমেবাচার্য্যং শমদমদয়াদিসম্পন্নমভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাত-ন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতদ্‌গুরুমেবেত্যবধারণফলম্। সমিৎপাণিঃ সমিদ্ভারগৃহীতহস্তঃ। শ্রোত্রিয়মধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং, হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য, সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠো জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি কর্ম্মাত্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাৎ। স তং গুরুং বিধিবদুপসন্নঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্॥ ১২॥

যে ব্যক্তি বিরক্ত পুরুষ, বিদ্যাতে সেই ব্যক্তিই অধিকারী ইহাই দেখাইবার জন্য এই মন্ত্র কথিত হইতেছে।—অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত নিখিল লোকই কর্ম্ম দ্বারা উপচিত। বীজ ও অঙ্কুর যেমন পরস্পরের উৎপত্তির হেতু, ইহারাও সেইরূপ। ইহারা বহু অনর্থসঙ্কীর্ণ ও কদলীগর্ভের ন্যায় অসার পদার্থ। কাজেই মায়ামরীচিকা অথবা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুবৎ অলীক এবং আশু বিনাশ-

শীল, এইরূপ পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাস্ত্র দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করত ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন। তৎকালে তিনি স্থির করিবেন যে, এই সংসারে কিছুই অকৃত বস্তু নাই, অতএব সকলই যখন কর্ম্মচিত, তখন অনিত্য, নিত্য বস্তু কিছুই নাই। সুতরাং যে কিছু কার্য্যের আচরণ করা যায়, তাহা সকলই অনিত্যের সাধক। অতএব শ্রমবহুল কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অভয় ও মঙ্গলময় নিত্যপদ-বিজ্ঞানের জন্য ব্রাহ্মণ সমিধ-করে বেদজ্ঞ ব্রহ্ম-পরায়ণ গুরুর অনুগামী হইবেন ॥ ১২ ॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥
ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকং
সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুর্ব্রহ্মবিদুপসন্নায়োপগতায়। সম্যগ্ যথা-শাস্ত্রমিত্যেতৎ। প্রশান্তচিত্তায়োপরতদর্পাদিদোষায়। শমান্বিতায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায় সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া পরয়াক্ষরমদ্রেশ্যাদিবিশেষণং তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাচ্চ সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদক্ষরঞ্চাক্ষরণাদক্ষতত্বাদক্ষরত্বাচ্চ বেদ বিজানাতি, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ।

আচার্য্যস্যাপ্যয়ং নিয়মো যন্ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্যনিস্তারণমবিদ্যা-মহোদধেঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্।

তৎকালে সেই বিচক্ষণ গুরু যথাযথ সমাগত, প্রশান্তমনা ও শমগুণসম্পন্ন শিষ্যকে বিধানে ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবেন। এই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই সেই সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যস্মান্মূলাদক্ষরাৎ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎপরস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ স বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। যদপরবিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তু পরবিদ্যাবিষয়ং পরমার্থসল্লক্ষণত্বাৎ। তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ম্। অবিদ্যাবিষয়ত্বাচ্চানৃতমিতরৎ অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎসত্যমক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্নিতিদৃষ্টান্তমাহ। যথা সুদীপ্তাৎ সুষ্ঠুদীপ্তাদিদ্ধাৎ পাবকাদগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোঽনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সরূপা অগ্নিঃ সলক্ষণা এব তথোক্তলক্ষণাদক্ষরাদ্বিবিধা নানাদেহোপাধিভেদমনুবিধীয়মানত্বাদ্বিবিধা হে সোম্য! ভাবা জীবা আকাশাদিবদ্ঘটাদিপরিচ্ছিন্নাঃ সুষিরভেদাৎ ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমনুভবন্তি। এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমনুপ্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাক্ষরেঽপি যন্তি দেহোপাধিবিলয়মনুলীয়ন্তে ঘটাদিবিলয়মন্বিব সুষিরভেদাঃ। যথাকাশস্য সুষিরভেদোৎপত্তিপ্রলয়নিমি-

ত্তত্বং ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদক্ষরস্যাপি নামরূপকৃতদেহোপাধি-নিমিত্তমেব জীবোৎপত্তিপ্রলয়নিমিত্তত্বম্॥ ১ ॥

ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যার সংসারাদি নিখিল কর্ম্মের কথা প্রথম মুণ্ডকে বিস্তৃত হইয়াছে। যে মূল অক্ষর হইতে সেই সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, যে অক্ষরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেই অক্ষরই পুরুষ বা আত্মস্বরূপ, তিনি সত্যরূপ। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে নিখিলপদার্থই বিদিত হয়, ইনি সেই পরম ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ীভূত বস্তু। অধুনা তাহাই নিরূপণার্থ বলা যাইতেছে।—অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত কর্ম্মফলাদি যাহা কিছু সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা আপেক্ষিক সত্য এবং পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত পদার্থ প্রকৃতই সত্য। সেই অক্ষর পদার্থকে কি প্রকারে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্ন করা যায়, দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে যেরূপ বহ্নির অবয়বস্বরূপ ও বহ্নিতুল্যরূপ সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ বহির্গত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্তলক্ষণবিশিষ্ট অক্ষর হইতে নানাবিধ দেহোপাধি-সম্পন্ন জীব আবির্ভূত হইতেছে এবং পুনরায় তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং জীব সকলই যখন তদীয় অংশ-স্বরূপ, তখন তিনি পরোক্ষ হইয়াও প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতেছেন॥ ১ ॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২ ॥

নামরূপবীজভূতাদব্যাকৃতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাদক্ষ-রাৎ পরং যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যেব

সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং বিবক্ষন্নাহ। দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বাং। দিবি বা স্বাত্মনি ভবোঽলৌকিকো বা। যস্মাদমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি। অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোঽন্যস্য জন্মনিমিত্তস্য চাভাবাৎ। যথা জলবুদ্বুদাদের্ব্বায্বাদি। যথা নভঃসুষিরভেদানাং ঘটাদিসর্ব্বভাববিকারাণাং জনিমূলত্বাৎ, তৎপ্রতিষেধেন সর্ব্বে প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽতোঽজরোঽমৃতোঽক্ষরো ধ্রুবোঽভয় ইত্যর্থঃ। যদ্যপি দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনামবিদ্যাবশাদ্দেহভেদেষু সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থদৃষ্টীনামপ্রাণোঽবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবাংশ্চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্নসাবপ্রাণঃ। তথাঽমনা অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপ্যবিদ্যমানং যস্মিন্ সোঽয়মমনা অপ্রাণো হ্যমনাশ্চেতি। প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ। যথা শ্রুত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি। যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিরদ্বয়স্তস্মাচ্ছুভ্রঃ শুদ্ধঃ। অতোঽক্ষরান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ সর্ব্বকার্য্যকারণবীজত্বেনোপলক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তদুপাধিলক্ষণমব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং সর্ব্ববিকারেভ্যস্তস্মাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কথং পুনরপ্রাণাদিমত্ত্বং তস্যেত্যুচ্যতে। যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মনা সন্তি তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা

বিদ্যমানেন প্রাণাদিমত্ত্বং ভবেন্ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তি, অতোঽপ্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ ॥ ২ ॥

সেই অক্ষর আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্তি, পরিপূর্ণ, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মবর্জ্জিত, অপ্রাণ, অবিদ্যামালিন্যহীন এবং অক্ষর অর্থাৎ নাম ও রূপের হেতুভূত উপাধিসম্পন্ন অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতে প্রধান ॥ ২ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

যথানুৎপন্নে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ। কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইত্যুচ্যতে। যস্মাদেব পুরুষান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাজ্জায়তে উৎপদ্যতেঽবিদ্যাবিষয়বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়ে গুণানৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্বপ্নদৃষ্টেনৈব পুত্রেণ পুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চৈতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নিরূপচরিতমপ্রাণাদিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তস্তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যাঃ, যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি, খমাকাশং বায়ুর্ব্বাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্নি, আপ উদকং, পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য ধারিণী, এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতান্যেতস্মাদেব জায়ন্তে। সঙ্ক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্ব্বিশেষং পুরুষং সত্যং দিব্যো হ্যমূর্ত্ত

ইত্যাদিনা মন্ত্রেণোক্ত্বা পুনস্তদেব সবিশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রকৃতে সঙ্ক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি ॥ ৩ ॥

প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম, ব্যোম, অনিল, তেজ, সলিল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী এই সমস্তই এই পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪ ॥

যোঽপি প্রথমজাৎ প্রাণাদ্ধিরণ্যগর্ভাজ্জায়তেঽস্যান্তর্ব্বিরাট্ সতত্ত্বান্তরীক্ষতত্ত্বেন বক্ষ্যমাণোঽপ্যেতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়ত এব তন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ। তঞ্চ বিশিনষ্টি। অগ্নির্দ্যুলোকঃ, "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিরিতি" শ্রুতেঃ, মূর্দ্ধা যস্যোত্তমাঙ্গং শিরঃ। চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি। চন্দ্রসূর্য্যৌ যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। অস্যেত্যস্য পদস্য বক্ষ্যমাণস্য যস্যেতি বিপরিণামং কৃত্বা দিশঃ শ্রোত্রে যস্য। বাগ্বিবৃতা উদ্ঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধা বেদাঃ। যস্য বায়ুঃ প্রাণো যস্য হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগদস্য যস্যেত্যেতৎ। সর্ব্বং হ্যন্তঃকরণবিকারমেব জগন্মনস্যেব সুষুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ। জাগরিতেঽপি তত এবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ। যস্য চ পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা স হি সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা

বিজ্ঞাতা সর্ব্বকরণাত্মা, পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাস্তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

স্বর্গলোক এই পুরুষের শিরঃস্বরূপ, চন্দ্র-সূর্য্য নেত্রস্বরূপ, দিকসমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়স্বরূপ, প্রথিত বেদ সকল বাক্যস্বরূপ, বায়ু প্রাণস্বরূপ এবং নিখিল বিশ্ব অন্তঃকরণস্বরূপ। ইহাঁর পাদ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইনিই প্রথম দেহধারী, ত্রৈলোক্য উপাধিসম্পন্ন ও নিখিল ভূতগ্রামের অন্তরাত্ম-স্বরূপ ॥ ৪ ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য-ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপোঽগ্নিঃ। স বিশিষ্যতে। যস্য সূর্য্যঃ সমিধ ইব সমিধঃ। সূর্য্যেণ হি দ্যুলোকং সমিধ্যতে। ততো হি দ্যুলোকাদগ্নিনিষ্পন্নাৎ সোমাৎ পর্জ্জন্যো দ্বিতীয়োঽগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চ পর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়ামিতি। এবংক্রমেণ বহ্বীর্ব্বহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাৎ পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নাঃ। কিঞ্চ কর্ম্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ ॥ ৫ ॥

এই পরম পুরুষ হইতে প্রজাকুলের অবস্থিতিরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যই এই অগ্নির সমিধস্বরূপ। কেন না, সূর্য্য দ্বারাই স্বর্গপুরী সমিদ্ধ হইতেছে। চন্দ্র হইতে মেঘপুঞ্জের

উৎপত্তি এবং মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধিরাজির উদ্ভব হইতেছে। এই ওষধি হইতে পুরুষ সঞ্জাত হইয়া নারীতে রেতঃসেক করিয়া থাকে। এইরূপে এক পুরুষ হইতে অনেক প্রজার উৎপত্তি হইতেছে ॥ ৫ ॥

তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরঞ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

কথং তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্র্যাদিছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ। সাম পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ স্তোভাদিগীতিবিশিষ্টম্। যজূংষ্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ। দীক্ষা মৌঞ্জাদিলক্ষণকর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বেঽগ্নিহোত্রাদয়ঃ ক্রতবঃ সযূপাঃ,দক্ষিণাশ্চৈকগবাদ্যপরিমিত-সর্ব্বস্বান্তাঃ। সংবৎসরঞ্চ কালকর্ম্মাঙ্গে। যজমানশ্চ কর্ত্তা। লোকাস্তস্য কর্ম্মফলভূতাস্তে বিশিষ্যন্তে। সোমো যত্র যেষু পবতে পুনাতি লোকান্ যত্র যেষু সূর্য্যস্তপতি তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদবিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥ ৬ ॥

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, দীক্ষা, অগ্নিহোত্রাদি নিখিল যজ্ঞ, দক্ষিণা, সংবর্ষ, যজমান ও কর্ম্মফলভূত লোক সমূহ এই সমস্তই ঐ পুরুষ হইতে সঞ্জাত। সমস্ত লোকে চন্দ্রমা দ্বারাই সকলে পূত হইতেছে এবং এই স্থানে সূর্য্যদেব তাপ প্রদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥

তস্মাচ্চ পুরুষাৎ কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্যক্ প্রসূতাঃ। সাধ্যা দেববিশেষাঃ। মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ। পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ। বয়াংসি পক্ষিণঃ। জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাম্। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ হবিরর্থৌ। তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গ পুরুষসংস্কারলক্ষণং স্বতন্ত্রঞ্চ ফলসাধনম্। শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্ব-পুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ। সত্যমনৃত-বর্জ্জিতং যথাভূতার্থবচনঞ্চাপীড়াকরম্। ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ বিধিশ্চেতিকর্ত্তব্যতা ॥ ৭ ॥

ঐ পুরুষ হইতে বিবিধ দেবতা, সাধ্য, মানব, পশু, বিহঙ্গ, প্রাণ, অপানবায়ু, ব্রীহি, যব, তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা সকলই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ, সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণাস্তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাঞ্চ সপ্তার্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ। বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। সপ্ত হোমাস্তদ্বিষয়-বিজ্ঞানানি। যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কিঞ্চ সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি যেষু চরন্তি প্রাণাঃ। প্রাণা

ইতি বিশেষণাৎ প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরত ইতি গুহাশয়াঃ। নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতিপ্রাণিভেদম্। যানি চ আত্মযাজিনাং বিদুষাং কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চাবিদুষাঞ্চ কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ সর্ব্বঞ্চৈতৎ পরস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৮ ॥

ঐ পুরুষ হইতে শীর্ষস্থিত সপ্ত প্রাণ, নিজ নিজ বিষয়াবভাসক সপ্তার্চ্চিঃ, সপ্ত সমিধ ও সপ্ত হোমের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে স্থলে প্রাণ ভ্রমণ করে,তথায় সপ্ত ইন্দ্রিয়স্থানের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা দেহস্থ ও বিধাতা কর্ত্তৃক প্রত্যেক প্রাণিদেহে সপ্ত সপ্তভাবে সংস্থাপিত ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্ব্বে ক্ষীরাদ্যাঃ। গিরয়শ্চ হিমবদাদয়োঽস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বে। স্যন্দন্তে স্রবন্তি গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ সর্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ। অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ। রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্‌বিধো যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্। তদ্ধ্যন্তরালে শরীরস্যাত্মনশ্চাত্মা বর্ত্তত ইত্যন্তরাত্মা ॥ ৯ ॥

নিখিল সাগর ও হিমালয়াদি পর্ব্বতমালা এই পুরুষ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। গঙ্গাপ্রমুখ অসংখ্য সিন্ধু এই পুরুষ হইতে

নির্গত হইতেছে এবং এই পুরুষ হইতে ব্রীহি-যবাদি ও মধুরাদি রস-ষট্‌কের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রস দ্বারা সঞ্জাত স্থূল ভূতপঞ্চক দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিখিল দেহ সংস্থিত আছে ॥ ৯ ॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্‌যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

এবং পুরুষাৎ সর্ব্বমিদং সম্প্রসূতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং পুরুষ ইত্যেব সত্যম্। অতঃ পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্। ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো যদুক্তং তদেতদভিহিতং কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বকারণে পুরুষ এবেদং বিশ্বং নামৈতদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি। কিং পুনরিদং বিশ্বমিত্যুচ্যতে। কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তপো জ্ঞানং তৎ-কৃতং ফলমন্যদেব তাবদ্ধীদং সর্ব্বম্। তচ্চৈতদ্‌ব্রহ্মণঃ কার্য্যং তস্মাৎ ব্রহ্ম পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ, নিহিতং স্থিতং গুহায়াং হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতা-মবিদ্যাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি নাশয়তীহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্। হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

হে সোম্য! এইরূপে পুরুষ হইতেই সকলের উদ্ভব হই-য়াছে। সুতরাং একমাত্র পুরুষই সত্য, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু, সমস্তই মিথ্যা। পুরুষই সর্ব্বস্বরূপ। কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কি

অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া, কি তপস্যা কিছুই পুরুষাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ নহে। সুতরাং এই ব্রহ্ম-পদার্থকে বিদিত হইতে সমর্থ হইলেই সকল পদার্থ জানা যায়। এই সকলই যখন ব্রহ্মের কার্য্যভূত, তখন ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ। 'আমিই সেই সর্ব্বজীবের হৃদয়স্থ ব্রহ্ম বস্তু' যে ব্যক্তির এইরূপ অভেদ-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি জীবৎকালেই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্। এতৎপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং বরেণ্যজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১॥

অরূপং সদক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে। আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাদ্যুপাধিভির্জ্বলতি ভ্রাজতীতি শ্রুত্যন্তরাচ্ছব্দাদীনুপলভমানবদবভাসতে। দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্ম্মৈরাবিভূর্তং সল্লক্ষ্যতে হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাম্। যদেতদাবিভূর্তং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্গুহাচরং নাম গুহায়াঞ্চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈর্গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ পদং পদ্যতে সর্ব্বেণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ। কথং তন্মহৎপদমিত্যুচ্যতে। যতস্ত্রাস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেতৎ সর্ব্বং সমর্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব। এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি। প্রাণৎ প্রাণিততি প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপশ্বাদি। নিমিষন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ। যচ্চানিমিষচ্চ শব্দাৎ সমস্তমেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্যদাস্পদং সর্ব্বে জানথ হে শিষ্যা অবগচ্ছথ তদাত্মভূতং ভবতাং সদসৎস্বরূপম্। সদসতোর্ম্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োস্তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং তদেব হি সর্ব্বস্য নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধো যল্লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বরিষ্ঠং বরতমং, সর্ব্বপদার্থেষু বরেষু তদ্ধ্যেকং ব্রহ্মাতিশয়েন বরং সর্ব্বদোষরহিতত্বাৎ॥ ২॥

যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ, যদর্চ্চিমদ্দীপ্তিমদ্দীপ্ত্যাদিত্যাদি,দীপ্যত ইতি দীপ্তিমদ্‌ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যদণুভ্যঃ শ্যামাকাদিভ্যোঽপ্যণু সূক্ষ্মম্। চশব্দাৎ স্থূলেভ্যোঽতিশয়েন স্থূলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ। যস্মিল্লোঁকা ভূরাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়শ্চৈতন্যাশ্রয়া হি সর্ব্বে প্রসিদ্ধাস্তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়মক্ষরং ব্রহ্ম সপ্রাণস্তদু বাঙ্মনো বাক্ চ মনশ্চ সর্ব্বাণি চ করণানি অন্তশ্চৈতন্যাঃ। অণেহি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বসঙ্ঘাতঃ। প্রাণস্য প্রাণমিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতন্যমক্ষরং তদেতৎ সত্যমবিতথমতোঽমৃতমবিনাশি তদ্বেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্, তস্মিন্মনঃসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং হে সৌম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্ব ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম যদি রূপহীন পদার্থ ই হইলেন, তবে তাঁহাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলা যাইতেছে।—ব্রহ্ম প্রকাশমান পদার্থ ও অতি নিকটবর্ত্তী; সর্ব্বব্যাপী হইয়াও একমাত্র বুদ্ধিরূপ গুহাতেই ইনি উপলব্ধ হন। যোগাদি সাধন দ্বারা ইহাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ব্রহ্মেই আকাশাদি নিখিল বস্তু কল্পিত হয়। পক্ষী-মানবাদি ও নিমেষাদি ক্রিয়াশীল সকল বস্তুই ইহাঁতে স্থাপিত রহিয়াছে। হে শিষ্যগণ! তোমরা এই ব্রহ্মের রূপ বিদিত হও। মায়া ও জগৎ হইতে যাহা প্রধান, যাহা লোকের জ্ঞানগম্য নহে, যাহা

কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে, সূর্য্যের তেজও যাহা হইতে প্রকাশিত হয়, সূর্য্যতেজ অপেক্ষাও যাহা দীপ্তিমান্, যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, যাহাতে সুরাদি লোক ও তত্তল্লোকস্থ ব্যক্তিরা অবস্থান করিতেছে, সেই অক্ষর বস্তুই ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ ও বাঙ্মনঃ-স্বরূপ এবং তিনিই সত্য ও অমৃতস্বরূপ। হে সৌম্য! মনো-রূপ বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হয় ॥ ১-২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধী-য়ত। আয়ম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

কথং বেদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে। ধনুরিষ্বাসনং গৃহীত্বৌপনিষদমুপ-নিষৎসু ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ ধনুস্তস্মিন্ শরম্। কিং বিশিষ্টমিত্যাহ। উপাসনানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূ-কৃতং সংস্কৃতমিত্যেতৎ। সন্ধীয়ত সন্ধানং কুর্য্যাৎ। সন্ধায় চায়ম্যাকৃষ্য, সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্য এবাব-র্জ্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। ন হি হস্তেনৈব ধনুষ আয়মনমিহ সম্ভবতি। তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরলক্ষ্যে ভাবনা ভাবস্তদ্গতেন চ সালক্ষ্যং তদেব তথোক্তলক্ষণমক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

হে সৌম্য! কি প্রকারে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হয়, তাহা কহিতেছি। উপনিষদ্-শাস্ত্রজ্ঞানরূপ মহাস্ত্র কার্ম্মুক লইয়া তাহাতে নিয়ত অভিধ্যানাদি উপাসনা দ্বারা নির্ম্মিত বাণসন্ধান এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-রূপ আকর্ষণ করত তদ্গতমনে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হয় ॥ ৩ ॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪ ॥

যদুক্তং ধনুরাদি তদুচ্যতে। প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ। যথেষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং তথাত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণ-মোঙ্কারঃ। প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনো-ঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে। যথা ধনুষাস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ শরো হ্যাত্মোপাধিলক্ষণঃ পর এব জলসূর্য্যকাদিবদিহ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষিতয়া সশর ইব স্বাত্মবিষয়োপলব্ধিতৃষ্ণাপ্রমাদবর্জ্জিতেন সর্ব্বতোবির-ক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণৈকাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্। ততস্ত-দ্বেধনাদূর্দ্ধং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি তথা দেহাদ্যনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণেনাক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ৪ ॥

যে শরাসনাদির বিষয় কথিত হইল, তাহাই বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে।— পূর্ব্বকথিত লক্ষ্যবেধ-বিষয়ে প্রণবই কার্ম্মুক। লক্ষ্যে বাণপ্রবেশ-বিষয়ে কার্ম্মুকই যেরূপ কারণ, চিত্তরূপ লক্ষ্যে প্রবেশ-বিষয়ে ওঙ্কারই তদ্রূপ কারণ। প্রণবাভ্যাস করিতে করিতে তদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া প্রণবকে আশ্রয় করত অপ্রতিবন্ধভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করা যায়। অন্তঃকরণই বাণ। বাণ যেরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ অন্তঃকরণই আত্মাকে বিদ্ধ করিয়া থাকে। এই জন্য অন্তঃকরণকে বাণ বলা হয়। এখানে ব্রহ্মই লক্ষ্য পদার্থ। সাধক অপ্রমত্ত অন্তঃকরণে এই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেন। এইরূপ করিলেই শর যেরূপ লক্ষ্যভেদ

করিয়া তৎসহ একতা লাভ করে, তদ্রূপ সাধকও ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥

অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্ব্বাচনং সুলক্ষণার্থম্। যস্মিন্নক্ষরপুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষঞ্চোতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈরন্যৈঃ সর্ব্বৈস্তমের সর্ব্বাশ্রয়মেকমদ্বিতীয়ং জানথ জানীথ হে শিষ্যাঃ! আত্মানং প্রত্যক্স্বরূপং যুষ্মাকং সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ জ্ঞাত্বা চান্যা বাচোঽপরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। তৎপ্রকাশ্যঞ্চ সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্। যথা অমৃতস্যৈষ সেতুরেতদাত্মজ্ঞানমমৃতস্যামৃতত্বস্য মোক্ষপ্রাপ্তয়ে সেতুঃ সংসার-মহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্, —"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি" ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবস্তু সহজ-লক্ষ্য নহে, এই জন্য সম্যক্ লক্ষ্য করিবার জন্য বলা যাইতেছে।—হে শিষ্যবৃন্দ! যাঁহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গগন এবং নিখিল ইন্দ্রিয় ও প্রাণসহ মন অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই আত্মা। ইহাঁকে বিদিত হইয়া অন্য অপরাবিদ্যারূপ বাক্য ত্যাগ কর। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের কারণ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ, অরা ইব। যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরা এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সর্ব্বতো দেহব্যাপিন্যো নাম তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা তন্মধ্যে চরতে চরতি, বহুধাঽনেকধা ক্রোধহর্ষাদিপ্রত্যয়ৈর্জ্জায়মান ইব জায়মানোঽন্তঃকরণোপাধানবধায়িত্বাদ্বদন্তি লৌকিকা হৃষ্টো জাতঃ ক্রুদ্ধো জাত ইতি। তমাত্মানমোমিত্যেবমোঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উক্তঞ্চ,— "বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জানতা শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা বিবিদিষবো নিবৃত্তিকর্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ"। তেষাং নির্ব্বিঘ্নতয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাশাস্ত্যাচার্য্যঃ। স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পরায় পরকালায়। কস্য? অবিদ্যাতমসঃ পরস্তাৎ। কস্মাৎ অবিদ্যাতমসোঽবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনায়েত্যর্থঃ। যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারমহোদধিং তীর্ত্বা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয় ইতি ॥ ৬ ॥

রথনাভিস্থ অরসমূহ যেরূপ মিলিত হইয়া আধার তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ যে হৃদয়ে নাড়ী-সকল প্রবেশ করিয়াছে, সেই হৃদয়াভ্যন্তরে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বহুধা সম্পন্ন হইয়া শোভমান রহিয়াছেন। প্রণবকে আশ্রয় করত যথাকথিতরূপে সেই আত্মাকে চিন্তা কর। ভবসমুদ্রের পর-পারপ্রাপ্তি-বিষয়ে তোমরা নির্ব্বিঘ্ন হও; তোমরা অবিদ্যা-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হও ॥ ৬ ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে

হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

স কস্মিন্ বর্ত্তত ইত্যাহ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যো ব্যাখ্যা-তস্তং পুনর্ব্বিশিনষ্টি। যস্যৈষ প্রসিদ্ধো মহিম বিভূতিঃ কোঽসৌ মহিমা। যস্যেমে দ্যাবাপৃথিবী শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ যস্য শাসনেঽলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ। যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি। তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য শাসনে নিয়তম্। তথাচ ঋতবোঽয়নেঽব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি। তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্ততে স এষ মহিমা। ভুবি লোকে যস্য স এষ সর্ব্বজ্ঞ এবং মহিমা। দিব্যে দ্যোতনবতি সর্ব্ববৌদ্ধ-প্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। ব্রহ্মণোঽত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাদ্ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং তস্মিন্ ব্যোম্ন্যা-কাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। ন হ্যাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠাবান্যথা সম্ভবতি। স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি। মনোময়ো মন উপা-ধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা। প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং তস্যায়ং নেতা স্থূলাচ্ছরীরাচ্ছরীরান্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে ভুজ্য-মানান্নবিপরিণামে প্রতিদিনমুপচীয়মানেঽপচীয়মানে চ পিণ্ড-রূপান্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য হৃদয়াব-স্থানমেব হ্যাত্মনঃ স্থিতিরন্নে তদাত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানশমদমধ্যানবৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ।

আনন্দরূপং সর্ব্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণমমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্যেব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥

এই ব্রহ্ম যে স্থলে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহা অবধান কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এবং যাঁহার জগৎস্রষ্ট্রাদিরূপ বিভূতি জগতে প্রথিত, সেই আত্মা প্রকাশমান হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত। তিনি মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত, এই জন্য তাঁহাকে মনোময় কহে। ইনি প্রাণ ও দেহের নেতা, ইনি অন্নময় হৃৎপিণ্ডে বুদ্ধিকে বাহিত করত অধিষ্ঠান করিতেছেন। বিবেকী মানবই তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত হইতে সমর্থ। তিনি আনন্দরূপ এবং অবিনশ্বররূপে প্রকাশমান ॥ ৭ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮॥

অস্য পরমাত্মজ্ঞানফলমিদমধীয়তে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরবিদ্যাবাসনাময়ঃ। বুদ্ধ্যাশ্রয়াস্তথা প্রোক্তাঃ কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ॥ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োঽসৌ নাত্মাশ্রয়ঃ ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমায়াতি হৃদয়গ্রন্থিঃ। ছিদ্যন্তে সর্ব্বেঽজ্ঞানবিষয়াঃ সংশয়া লৌকিকানামামরণাত্তু গঙ্গাস্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি। অস্য বিচ্ছিন্নসংশয়স্য নিবৃত্তাবিদ্যস্য যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্তনানি জন্মান্তরে চাপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি। ন ত্বেতজ্জন্মারম্ভকাণি প্রবৃত্তফলত্বাত্তস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞেঽসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণাত্মনা অবরঞ্চ কার্য্যাত্মনা তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসরণোচ্ছেদান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অধুনা আত্মজ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে।—সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় অর্থাৎ চৈতন্য ও অহঙ্কারের তাদাত্ম্যভাব বিলুপ্ত হয়, নিখিল জ্ঞেয়-পদার্থ-বিষয়ক সংশয় নিরস্ত হয় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য যাবতীয় কর্ম্মই বিনাশ পায়॥ ৮ ।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥

উক্তস্যৈবার্থস্য সংক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্ত্রাস্ত্রয়োঽপি হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশ ইবাঽসেঃ। আত্মস্বরূপোপলব্ধিস্থানত্বাৎ পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ তস্মিন্ বিরজমবিদ্যাদ্যশেষদোষরজোমলবর্জ্জিতং ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ নিষ্কলং নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। যস্মাদ্বিরজং নিষ্কলঞ্চাতস্তচ্ছুভ্রং শুদ্ধজ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনামগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিরবভাসম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বমন্তর্গতব্রহ্মাত্মচৈতন্যজ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। তদ্ধি পরং জ্যোতির্যদন্যানবভাস্যমাত্মজ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুর্ব্বিজানন্তি তে আত্মবিদস্তদ্বিদুরাত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিস্তস্মাত্ত এব তদ্বিদুর্নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥ ৯ ॥

উপরি-লিখিত বিষয়ই পুনরায় বলা হইতেছে।—এই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় কোশে অধিষ্ঠিত, সত্ত্বাদিগুণত্রয়হীন, নিষ্কল ও স্বচ্ছ পদার্থ। সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যাদিও ইহাঁ হইতে

প্রকাশিত হন। আত্মজ্ঞগণ বহু আয়াসে ইহাঁকে বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যুচ্যতে। ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ন ভাতি। তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমন্যদনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিরস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা। যদিদং জগদ্ভাতি তত্তমেব পরমেশ্বরং স্বতোভারূপত্বাদ্ভান্তং দীপ্যমানমনুভাত্যনুদীপ্যতে। যথা জলোল্মুকাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি ন স্বতস্তদ্বত্তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিমজ্জগদ্বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ, বিভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা অতস্তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্নোতি। ঘটাদীনামন্যাবভাসকত্বাদর্শনাদ্ভারূপাণাঞ্চাদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥ ১০ ॥

সূর্য্য ব্রহ্ম-বস্তুকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ নহেন; তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে চন্দ্র, তারা, তড়িৎ বা অগ্নিরও সামর্থ্য নাই। ফলতঃ এই নিখিল বিশ্ব স্বপ্রকাশ সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশিত হইতেছে; আত্মার প্রকাশ দ্বারাই নিখিল জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেব সত্যং সর্ব্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রমনৃতমিতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং নিগমনস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি। ব্রহ্মৈবোক্তলক্ষণমিদং যৎপুরস্তাদগ্রে ব্রহ্মৈবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং তথা পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম তথা দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরেণ তথৈবাধস্তাদূর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বতোঽন্যদপি কার্য্যকারণেন প্রসৃতং প্রগতং নামরূপবদবভাসমানম্। কিং বহুনা। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগদ্বরিষ্ঠং বরতমম্। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বাবিব সর্পপ্রত্যয়ঃ ব্রহ্মৈবৈকং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, নিম্ন ও উর্দ্ধভাগে বিরাজমান আছেন। বস্তুতঃ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময় ॥ ১১ ॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

পরা বিদ্যোক্তা যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যমধিগম্যতে। যদধিগমে হৃদয়গ্রন্থ্যাদেঃ সংসারকারণস্যাত্যন্তিকবিনাশঃ স্যাৎ। দর্শনোপায়শ্চ যোগো ধনুরাদ্যুপাদনকল্পনয়োক্তঃ। অথেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি তদর্থমুত্তরারম্ভঃ। প্রাধান্যেন তত্ত্বনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে। অত্যন্তদুরবগাহত্বাৎ কৃতমপি তত্র সূত্রভূতো মন্ত্রঃ পরমার্থবস্ত্ববধারণার্থমুপন্যস্যতে। দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ। সুপর্ণৌ পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সমানখ্যাতৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানমবিশেষমুপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামান্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষ্বক্তবন্তৌ। সুপর্ণাবিবৈকং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্। অয়ং হি বৃক্ষ উর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখোঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়স্তং পরিষ্বক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিবাবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষ্বক্তয়োরন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধিবৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখদুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদ্বনেকবিচিত্রবেদনাস্বাদুরূপং স্বাদ্বত্তি ভক্ষয়ত্যুপভুঙ্‌ক্তেঽবিবেকতঃ। অনশ্নন্নন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বো-

পাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্যভোক্ত্রো-র্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স ত্বনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রেণ হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ। ১॥

অক্ষর পুরুষকে বিদিত হইতে হইলে যে বিদ্যার আবশ্যক, সেই পরা বিদ্যা কথিত হইয়াছে। এই পরা বিদ্যা বিদিত হইলে ভবকারণ হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি ছিন্ন হইয়া থাকে। আত্মদর্শনো-পায়যোগও বিবৃত হইয়াছে। অধুনা আত্মদর্শনের সহায়ভূত সত্যাদিসাধন বিবৃত করা কর্ত্তব্য। এই হেতু পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রারব্ধ হইতেছে। তত্ত্ব-পদার্থ অতীব দুর্ব্বোধ্য; এই হেতু বার বার সেই তত্ত্বপদার্থেরই নিরূপণ হইতেছে। দুইটি মনোহর পতনবিশিষ্ট পক্ষী সংযুক্ত ও সৌহৃদ্যভাবাপন্ন হইয়া ফলভোগার্থ একটি তরু অর্থাৎ দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ঐ পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে একটি লিঙ্গদেহরূপ বৃক্ষাশ্রিত জীব পিপ্পল অর্থ কর্ম্ম দ্বারা সম্পন্ন বহুবিধ সুখ-দুঃখরূপ ফল অবিবেকনিবন্ধন সম্ভোগ করি-তেছে এবং অপরটি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সত্ত্ব-গুণোপাধি ঈশ্বর কর্ম্মফলের সম্ভোগ করেন না। তিনি কেবল দৃষ্টিমাত্রেই নৃপতির ন্যায় প্রেরণ করেন॥ ১॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীত-শোকঃ॥ ২॥

তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোঽবিদ্যাকামকর্ম্মফলরাগাদিগুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সামুদ্রে

জলে নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নোঽয়মেবাহ অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা কৃশঃ স্থূলো গুণবান্নির্গুণঃ সুখী দুঃখীত্যেবং প্রত্যয়ো নাস্ত্যন্যোঽস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ। আতোঽনীশয়া ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং পুত্রো মম বিনষ্টো মৃতা মে ভার্য্যা কিং মে জীবিতেনেত্যেবং দীনভাবোঽনীশা তয়া শোচতি সন্তপ্যতে, মুহ্যমানোনেকৈরনর্থ-প্রকারৈরবিবেকিতয়া চিন্তামাপদ্যমানঃ স এবং প্রেততির্য্যঙ্-মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজীবং জীবভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেকজন্মসু শুদ্ধ ধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্তেন কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসাসত্যব্রহ্মচর্য্যসর্ব্বত্যাগশমদমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈর্যোগিমার্গৈঃ কর্ম্মভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানোঽন্যং বৃক্ষোপাধিলক্ষণাদ্বিলক্ষণমীশমসংসারিণ-মশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামৃত্যবতীতমীশং সর্ব্বস্য জগতো-ঽয়মহমস্ম্যাত্মা সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নেতরোঽবিদ্যাজনি-তোপাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মেতি বিভূতিং মহিমানঞ্চ জগদ্রূপমস্যৈব মম পরমেশ্বরস্যেতি যদৈবং দ্রষ্টা তদা বীতশোকো ভবতি, সর্ব্ব-স্মাচ্ছোকসাগরাদ্বিপ্রমুচ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

উল্লিখিত পাদপরূপ দেহে ভোক্তা জীব অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মফলানুরাগাদির দ্বারা গুরু-ভারাক্রান্ত হইয়া শরীরের সহিত ঐকাত্ম-ভাবাপন্ন হয়। তৎকালে সাগর-সলিলে অলাবুর ন্যায় সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়া পড়ে এবং "আমার পুত্রাদি, আমি কর্ত্তা, আমি স্থূল, আমি গুণসম্পন্ন, আমি নির্গুণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী" প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত হইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত

কখন সংযোগ, কখন বা বিয়োগ উপলব্ধি করে এবং 'মদীয় পুত্র বিনাশ হইয়াছে, মদীয় পত্নী নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মদীয় জীবনে কি প্রয়োজন' ইত্যাদি প্রকারে দীনভাবাপন্ন ও অবিবেকিতা নিবন্ধন অনেকে অনর্থ ও চিন্তাতুর হইয়া শোক করিতে থাকে। এইরূপে প্রেত, তির্য্যক্ ও মানবাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া বহুজন্মের পর কদাচিৎ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া কোন পরমদয়ালু গুরুর দ্বারা যোগপথ-প্রদিষ্ট হইয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ, শম ও দমাদিযুক্ত ও সমাহিতমনাঃ হইয়া বহু কর্ম্ম দ্বারা সেবিত, জীব হইতে বিলক্ষণ, অসংসারী, অশনা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মরণের অতীত ঈশ্বরকে যে কালে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তৎকালে 'আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মস্বরূপ, আমি সর্ব্বভূতস্থিত, জগৎস্বরূপ পরমেশ্বর, আমারই এই সকল মহিমা', এইরূপ অনুভব করিতে থাকে, তৎকালে নিখিল শোকার্ণব হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয় ॥ ২ ॥

সদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

অন্যোঽপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্। যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববদ্রুক্মবর্ণং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং রুক্মস্যেব বা জ্যোতিরস্যাবিনাশি, কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগত ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিস্তং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণো বাপরস্য যোনিং স যদা চৈব পশ্যতি তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধন-

ভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং. দ্বৈত-বিষয়াণি সামান্যতো বাচ্যে বাতোঽদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥ ৩ ॥

অপর মন্ত্র দ্বারা সবিস্তার ঐ বিষয় বিবৃত হইতেছে।—যৎকালে বিচক্ষণ সাধক স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, নিখিল জগতের প্রভু, পরম পুরুষ ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল পরম ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন সেই সুধী সাধক বন্ধনের হেতুভূত পাপ-পুণ্য সমূলে ভস্মীভূত করিয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ বিসর্জ্জন করত নিরতিশয় অদ্বয়রূপে সাম্য লাভ করেন ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরো হ্যেষ প্রকৃতঃ সর্ব্বৈ-র্ভূতৈর্ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ। ইত্থম্ভূতলক্ষণা তৃতীয়া। সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ। বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্ব্বভূতস্থং যঃ সাক্ষাদাত্মভাবেনায়মহমস্মীতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞান-মাত্রে ন স ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। কিম্? অতিবাদী অতীত্য সর্ব্বানন্যান্ বদিতুং শীলমস্যেত্যতিবাদী। যস্ত্বেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্য প্রাণং বিদ্বান্নাতিবাদী ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বং যদাত্মৈব নান্যদস্তীতি দৃষ্টং তদা কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ। যস্য ত্বপরমপর-মন্যদ্দৃষ্টমস্তি স তদতীত্য বদতি। অয়ন্তু বিদ্বানাত্মনোঽন্যন্ন পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অতো নাতিবদতি।

কিঞ্চাত্মক্রীড় আত্মন্যেব ক্রীড়নং যস্য নান্যত্র পুত্রদারাদিষু স আত্মক্রীড়ঃ। তথাত্মরতিরাত্মন্যেব চ রতীরমণং প্রীতির্যস্য স আত্মরতিঃ। ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা, রতিস্তু সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ। তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞানধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্য সোঽয়ং ক্রিয়াবান্। সমাসপাঠে আত্ম-রতিরেব ক্রিয়াস্য বিদ্যতে ইতি বহুব্রীহিমতুবর্থয়োরন্যতরোঽতি-রিচ্যতে। কেচিত্ত্বগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি। তচ্চৈষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইত্যনেন বিরুধ্যতে। ন হি বাহ্যক্রিয়া আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্যতঃ। কশ্চিদ্বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্ম-ক্রীড়ো ভবতি বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্ব্বিরোধাৎ। ন হি তমঃ-প্রকাশয়োর্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎপ্রলপিত-মেতৎ। অনেন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্। অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ সন্ন্যাসযোগাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞানধ্যানাদিক্রিয়াবান্ সভিন্নার্থমর্য্যাদঃ সন্ন্যাসী। য এবং লক্ষণো নাতিবাদ্যাত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স ব্রহ্ম-বিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥ ৪ ॥

যিনি প্রাণের প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর, তিনি ব্রহ্মাদি-স্তম্ব যাবৎ নিখিলভূতে প্রতিভাত হইতেছেন। যে সুধী এই সর্ব্বভূতগত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন, তিনি অপর সমস্ত অতি-ক্রম করত কেবলমাত্র ব্রহ্মবাদী হইয়া থাকেন অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাতেই রমণ করেন, তদীয় পুত্রকলত্রাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। তিনি আত্মবিষয়েই

প্রীতিমান্ হইয়া জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ হন। ঈদৃশ সুধীই ব্রহ্মজ্ঞগণের অগ্রণী ॥ ৪ ॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ সম্যগ্‌জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তিপ্রধানানি। সত্যেনানৃতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ। কিঞ্চ, তপসা হীন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং সাধনং তপ ইতি স্মরণাৎ। তদ্ধ্যনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপো নেতরচ্চান্দ্রায়ণাদি। এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুষঙ্গঃ। সর্ব্বত্র সম্যগ্‌-জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনাসমাচারেণ নিত্যং সত্যেন নিত্যং তপসা নিত্যং সম্যগ্‌জ্ঞানেনেতি সর্ব্বত্র নিত্যশব্দোঽন্তর্দীপকন্যায়েনানুষক্তব্যঃ। বক্ষ্যতি চ। ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি। কোঽসাবাত্মা য এতৈঃ সাধুভির্লভ্যত ইত্যুচ্যতে। অতঃ শরীরেঽন্তর্ম্মধ্যে শরীরস্য পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ো হি রুক্মবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধোঽয়মাত্মানং পশ্যন্ত্যুপলভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদিচিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদিসাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ। ন কাদাচিৎকৈঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে,সত্যসাধনস্তুত্যর্থোঽয়মর্থবাদঃ ॥ ৫ ॥

অধুনা ভৈক্ষ্যাশ্রমীর জ্ঞানসহকারী সত্যাদি সাধন বিবৃত হইতেছে।—এই আত্মা সত্য দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য

বিসর্জ্জন করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। পরন্তু এই আত্মা ইন্দ্রিয় ও চিত্তের একাগ্রতা, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা প্রাপ্য। যাঁহাদিগের রোষাদি চিত্তমল বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই যত্নবান্ সন্ন্যাসীরা দেহের অন্তরে (হৃৎপদ্মকোশে) জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬ ॥

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদীত্যর্থঃ। ন হি সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ সম্ভবো জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি। প্রসিদ্ধং লোকেঽসত্যবাননৃতবাদ্যভিভূয়তে ন বিপর্য্যয়োঽতঃ সিদ্ধং সত্যস্য বলবৎসাধনত্বম্। কিঞ্চ, শাস্ত্রতোঽপ্যবগম্যতে সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বম্। যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পন্থা দেবযানাখ্যো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ। যেন যথা হ্যাক্রমন্তি ক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ সর্ব্বতো যত্র যস্মিন্ তৎপরমার্থতত্ত্বং সত্যস্যোত্তমসাধনস্য সম্বন্ধিসাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে প্রবর্ত্ততে। তত্র চ যেন যথা ক্রমন্তি সত্যেন বিতত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিন্তৎ কিন্ধর্ম্মকং তদিত্যুচ্যতে ॥ ৬ ॥

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই সর্ব্বোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, অসত্যভাষী কদাপি তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। সত্য দ্বারাই দেবযানরূপ পথ বিস্তৃত হইয়াছে। যে সকল ঋষি ঐ পথের

আশ্রয়ী হন, কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও অনৃত তাঁহাদের দেহে থাকিতে পারে না। তাঁহারা তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করত যে স্থলে পরম সত্যনিধি বিদ্যমান, তথায় প্রস্থান করেন ॥ ৬ ॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃষ্টং ব্রহ্ম সত্যাদিসাধনেন সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ। দিব্যং স্বয়ম্প্রভমনিন্দ্রিয়গোচরং অতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্য রূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্। সূক্ষ্মাদাকাশাদেরপি তৎ সূক্ষ্মতরং নিরতিশয়ং হি সৌক্ষ্ম্যমস্য সর্ব্বকারণত্বাদ্বিভাতি বিবিধমাদিত্যচন্দ্রাদ্যাকারেণাভাতি দীপ্যতে। কিঞ্চ, দূরাদ্বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তাগম্যত্বাত্তদ্ব্রহ্ম। ইহ দেহেঽন্তিকে সমীপে চ। বিদুষামাত্মত্বাৎ সর্ব্বান্তরত্বাচ্চাকাশস্যাপ্যন্তরশ্রুতেঃ। ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতন্নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়াবত্ত্বেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্। ক? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্। তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সন্ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥৭॥

সত্যাদিসাধন দ্বারা সেই প্রকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত, এই জন্যই তাঁহাকে বৃহৎ ও স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় কহে। তিনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়; সুতরাং তদীয় রূপ চিন্তার বিষয় নহে। আকাশাদি হইতেও তাঁহাকে সূক্ষ্মতর জানিবে; তিনিই চন্দ্রার্করূপে দেদীপ্যমান হইতেছেন। যাহারা অবিদ্বান্, তিনি

তাহাদিগের বহুদূরবর্ত্তী; কিন্তু বিদ্বানের সমীপে এই শরীরেই বিরাজ করিতেছেন। সচেতন ব্যক্তিরা এই শরীরের মধ্যে বুদ্ধিরূপ কন্দরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অবিদ্বান্, তাহারা বুদ্ধিস্থিত হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮॥

পুনরপ্যসাধারণেঽপ্যসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে। যস্মান্ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপ্যরূপত্বান্নাপি গৃহ্যতে বাচাঽনভিধেয়ত্বান্ন চান্যৈর্দ্দেবৈরিন্দ্রিয়ৈঃ। তপসঃ সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেঽপি ন তপসা গৃহ্যতে। তথা বৈদিকে নাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাপি ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধনমিত্যাহ। জ্ঞানপ্রসাদেনাত্মাবরোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষকলুষিতমপ্রসন্নমশুদ্ধং সন্নাববোধয়তি নিত্যং সন্নিহিতমপ্যাত্মতত্ত্বং মলাবনদ্ধমিবাদর্শম্। বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্‌যদিন্দ্রিয়বিষয়সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাদাদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তমবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ। তেন বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাত্তমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনতানুপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানশ্চিন্তয়ন্নয়মাত্মানমেব পশ্যতীতি ॥ ৮॥

ব্রহ্ম অরূপ বস্তু, তাঁহার রূপ নাই, এই জন্যই তিনি চক্ষুর দৃশ্য নহেন। তিনি অনভিধেয় পদার্থ বলিয়াই বাক্যের বিষয়ী-

ভূত নহেন এবং তিনি অপর ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান। কি তপশ্চরণ, কি অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কার্য্য, কিছুর দ্বারাই ব্রহ্ম-পদার্থ গ্রহণীয় নহেন। জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ নিবন্ধন রাগাদিমল যাঁহাদের বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মকে যাবতীয় পদার্থের সহিত অভেদে ধ্যান পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৮ ॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥

এষোঽণুঃ সূক্ষ্মশ্চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ। ক্বাসৌ? যস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্‌প্রবিষ্টস্তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্য ইত্যাহ। প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈশ্চিত্তং সর্ব্বমন্তঃকরণং প্রজানামোতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীর-মিব স্নেহেন কাষ্ঠমিবাগ্নিনা সর্ব্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমল-বিযুক্তে শুদ্ধে বিভবত্যেষ য উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবত্যাত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই সূক্ষ্মতর আত্মাকে জানিতে পারা যায়। আত্মাকে কোন্ স্থানে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে হৃদয়ে প্রাণ প্রাণা-পানাদি পঞ্চরূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়দেশেই তিনি -অন্তঃ

করণ দ্বারা বিজ্ঞেয়। কি প্রকার চিত্ত দ্বারা তিনি বিজ্ঞেয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—প্রজাবৃন্দের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণ যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত আছে এবং যে চিত্ত ক্লেশাদি-মলবিহীন, যে চিত্তে পূর্ব্বকথিত আত্মা বিশেষ প্রকারে প্রকাশিত আছেন, সেই চিত্ত দ্বারাই আত্মা বিজ্ঞেয় হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

য এবমুক্তলক্ষণং সর্ব্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্নস্তস্য সর্ব্বাত্ম-ত্বাদেব সর্ব্বাবাপ্তিলক্ষণং ফলমাহ। যং যং লোকং পিত্রাদলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি মহ্যমন্যস্মৈ বা ভবেদিতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিনির্ম্মলান্তঃকরণঃ কাময়তে, যাংশ্চ কামান্ প্রার্থ-য়তে ভোগাংস্তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি, তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্। তস্মাদ্বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদাত্মজ্ঞমাত্মজ্ঞা-নেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হ্যর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালনশুশ্রূষানম-স্কারাদিভির্ভূতিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বকথিত লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বাত্মাকে যিনি আত্মস্বরূপে বিদিত হন, তৎসম্বন্ধে সকলই আত্মস্বরূপে আভাত হয়; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাপ্তিরূপ ফল বিবৃত হইতেছে।—ক্ষীণক্লেশ

ব্যক্তি আপনার কিংবা অপরের জন্য মন দ্বারা পিতৃলোক বা অন্য যে লোকের অভিলাষ করেন ও যেরূপ ভোগের বাসনা হয়, তত্তৎলোক ও তত্তদ্‌বাঞ্ছিত ভোগ লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং বিভূতিকামী ব্যক্তি আত্মবিদ্‌ লোকের পূজা করিবে॥ ১০॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

যস্মাৎ স বেদ জানাত্যসাবেতদ্যথোক্তলক্ষণং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব্বকামানামাশ্রয়মাস্পদং, যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগন্নিহিতমর্পিতং, যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুদ্ধম্। তমপ্যেবমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হ্যকামা বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং তে শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণমতিবর্ত্তন্তেঽতিগচ্ছন্তি ধীরা বুদ্ধিমন্তো ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি ন পুনঃ ক্ব রতিং করোতীতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

নিখিল জগৎ যে ব্রহ্মলোকে সমর্পিত আছে, যে শুদ্ধ ব্রহ্মপদার্থ নিজ জ্যোতিঃপ্রভাবে প্রতিভাত হইতেছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিদিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন, বিভূতি ও পিপাসাদিবিরহিত মুমুক্ষুরা সেই আত্মবিদ্ ব্যক্তির উপসনা করিবেন। যে সুধী ব্যক্তি এইরূপে আত্মবিদের উপাসনা করেন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১ ॥

কামান্ যং কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥

মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদ্দর্শয়তি। কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানস্তদ্‌গুণাংশ্চিন্তয়মানঃ প্রার্থয়তে স তৈঃ কামভিঃ কামৈর্ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভির্ব্বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র। যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তকামাঃ কর্ম্মসু পুরুষং নিযোজয়ন্তি তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈর্ব্বেষ্টিতো জায়তে; যস্তু পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্য্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্তত আপ্তাঃ কামা যস্য তস্য পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনোঽবিদ্যালক্ষণাদপররূপাদপনীয় স্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিদ্যয়া যস্য তস্য কৃতাত্মনস্ত্বিহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে। সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি নশ্যন্তীত্যর্থঃ। কামাস্তজ্জন্মহেতুবিনাশান্ন জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২॥

কামনা বিসর্জ্জনই যে মুমুক্ষুর মোক্ষলাভের প্রধান সাধন, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের গুণ চিন্তা করত দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় সমূহ প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল প্রার্থনার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় নিবন্ধন যাঁহাদের কামনা নাই, সুতরাং যাঁহারা কৃতাত্মা হইয়াছেন, এই দেহ সত্ত্বেও তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতুভূত যাবতীয় কামনা লয় প্রাপ্ত হয়॥ ২ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ৩ ॥

যদ্যেবং সর্ব্বলাভাৎ পরমাত্মলাভস্তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায়াবাহুল্যেন কর্ত্তব্যা ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে। যোঽয়মাত্মা

ব্যাখ্যাতো যস্য লাভঃ পরঃ পুরুষার্থো নাসৌ বেদশাস্ত্রাধ্যয়ন-বাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ। তথা মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা। ন বহুনা শ্রুতেন নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ। কেন তর্হি লভ্য ইত্যুচ্যতে। যমেব পরমাত্মানমেষ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি তেন বর্ণনেনৈষ পরমাত্মা লভ্যঃ নান্যেন সাধনান্তরেণ নিত্য-লব্ধস্বভাবত্বাৎ। কীদৃশোঽসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইত্যুচ্যতে। তস্যৈষ আত্মাবিদ্যাসংছন্নাং স্বাং পরাং তনূং স্বাত্মতত্ত্বস্বরূপাং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ ইব ঘটাদির্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভব তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

যে আত্মার কথা বিবৃত হইল, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পরম-পুরুষার্থ সংসাধিত হয়, বেদাধ্যয়ন দ্বারা সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; গ্রন্থার্থ-ধারণ-সামর্থ্য ও ভূরি বেদবাক্যশ্রবণ দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে না। যে সুধী সেই পরমাত্মলাভের অভিলাষী, তিনিই কেবল আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন; অন্য উপায়ে নহে। যিনি নিরন্তর আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, আত্মা নিজেই তৎসকাশে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন॥ ৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্য-লিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ৪॥

তস্মাদন্য-ত্যাগেনাত্মলাভপ্রার্থনৈবাত্মলাভ-সাধনমিত্যর্থঃ। আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতান্যেতানি চ সাধনানি বলাপ্রমাদতপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাসসহিতানি। যস্মাদয়মাত্মা বলহীনেন বল-

প্রহীণেনাত্মনিষ্ঠাজনিতবীর্য্যহীনেন ন লভ্যো নাপি লৌকিক-পুত্রপশ্বাদিবিষয়সঙ্গনিমিত্তপ্রমাদাৎ। তথা তপসো বাপ্যলিঙ্গালিঙ্গরহিতাৎ। তপোঽত্র জ্ঞানম্। লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ সন্ন্যাসরহিতাৎ জ্ঞানান্ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। এতৈরূপায়ৈর্ব্বলাপ্রমাদসন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে তৎপরঃ সন্ প্রযততে যস্তু বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ তস্য বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥

অন্যকার্য্য বিসর্জ্জন করত কেবলমাত্র আত্মপ্রাপ্তি-বাসনাই আত্মলাভের কারণ, কিন্তু আরও তিনটি সাধন ইহার সহায় আছে। সেই তিনটি সাধন বল, অপ্রমাদ ও তপস্যা। আত্ম-নিষ্ঠাজনিত বীর্য্য যাহার নাই, পুত্র, পশু প্রভৃতিতে যাহারা নিরন্তর প্রমত্ত, যাহারা সন্ন্যাসবিহীন জ্ঞানযুক্ত, আত্মলাভে তাহারা সক্ষম নহে। যে বিচক্ষণ বিবেকী বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাসবিহীন জ্ঞান এই তিনের সাহায্যে আত্মলাভে যত্নবান্ হন, তিনিই ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥

কথং ব্রহ্ম সংবিশত ইত্যুচ্যতে। সম্প্রাপ্য সমবগম্যৈনমাত্মানমৃষয়ো দর্শনবন্তস্তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তা ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন। কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্নাত্মানঃ সন্তঃ। বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ। প্রশান্তা উপরতেন্দ্রিয়াঃ। ত এবম্ভূতাঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনমাকাশবৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য নোপাধিপরিচ্ছিন্নেনৈকদেশেন। কিন্তর্হি ব্রহ্মৈবাদ্বয়-

মাত্মত্বেন প্রতিপদ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যং সমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালেঽপ্যাবিশন্তি ভিন্নে ঘটে ঘটাকাশবদবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছেদং জহতি। এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৫ ॥

যে সকল ঋষি জ্ঞানপরিতৃপ্ত, কৃতকৃত্য, দর্শনবান্, অতীব বিবেকী ও নিত্য সমাহিতচরিত্র, তাঁহারা রাগাদি-দোষবর্জ্জিত ও উপরতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ, বেদান্তজনিতবিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পর-আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগলক্ষণ-যোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠাস্বরূপাদ্যোগাদ্যতয়ো যতনশীলাঃ শুদ্ধ-সত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাযোগাত্তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ তে ব্রহ্ম-লোকেষু। সংসারিণাং যে মরণকালাস্তে পরান্তাস্তানপেক্ষ্য মুমু-ক্ষূণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালস্তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাদ্ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ একোঽপ্যনেকবদ্দৃশ্যতে প্রাপ্যতে বা। অতো বহুবচনং ব্রহ্ম-লোকেষ্বিতি ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। পরামৃতাঃ পরমমৃতমমরণধর্ম্মকং ব্রহ্মাত্মভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবদ্ঘটাকাশবচ্চ

নির্বৃতিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তান্মুচ্যন্তে সর্ব্বে ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে। “শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ। পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ।” অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণব ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যো দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব পরিচ্ছিন্নসাধনসাধ্যত্বাৎ। ব্রহ্ম তু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যান্মূর্ত্তদ্রব্যবদাদ্যন্তবদন্যাশ্রিতং সাবয়বনিত্যং কৃতকঞ্চ স্যাৎ। ন ত্বেবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা। অপি চাবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদো ন তু কার্য্যভূতম্ ॥ ৬ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদিগের পরমার্থ সুনিশ্চিত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বকার্য্যবিসর্জ্জনস্বরূপ সন্ন্যাসযোগে যত্নবান্ ও সন্ন্যাসযোগপ্রভাবে যাঁহারা বিশুদ্ধহৃদয় হইয়াছেন, জীবিতাবস্থাতে তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করত মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারম্ভিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাস্তাঃ স্বাং স্বাং প্রতিষ্ঠাঙ্গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চদশসঙ্খ্যাকা যা অন্ত্যপ্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধা দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াশ্চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সর্ব্বে প্রতিদেবতাস্বাদিত্যাদিষু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্ষুণা

কৃতানি কর্ম্মাণ্যপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীয়মাণত্বাদ্বিজ্ঞানময়শ্চাত্মাবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিমাত্মত্বেন মত্বা জলাদিষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাত্মনা। অতো বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে এতে কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মোপাধ্যপনয়ে সতি পরেঽব্যয়েঽনন্তে অক্ষয়ে ব্রহ্মণ্যাকাশকল্পেঽজেঽরেঽমৃতেঽভয়েঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তরেঽবাহ্যেঽদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্ব্বে একীভবন্ত্যবিশেষতাং গচ্ছন্ত্যেকত্বমাপদ্যন্তে, জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশাঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ সুধীগণ ভববন্ধনের হেতু অবিদ্যাদির দূরীকরণকেই মোক্ষ বলিয়া বর্ণন করেন। মোক্ষ কোন কার্য্যভূত নহে। মোক্ষসময়ে শরীরের আরম্ভক প্রাণাদি কলা সমূহ নিজ নিজ হেতুতে বিলীন হইয়া যায় এবং পঞ্চদশ-সংখ্যক শরীরাশ্রয় নেত্রাদিকরণস্থিত সুরগণ ও আদিত্যাদি সুরগণে লয় প্রাপ্ত হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহার ফল অপ্রবৃত্তিই আছে, সেই সকল কার্য্য এবং বিজ্ঞানময় আত্মা অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মা শ্রেষ্ঠ, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষর, গগনবৎ ব্যাপী, অজ, অজর, অমর, ভয়হীন, অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, অদ্বয়, কল্যাণময়, শান্ত ব্রহ্মে একীভূত হয়, কোনই প্রভেদ থাকে না ॥ ৭ ॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ, যথা নদ্যো গঙ্গাদ্যাঃ স্যন্দমানা গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তমদর্শনমবিশেষাত্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় হিত্বা, তথাবিদ্যাকৃতনামরূপাদ্বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ পরাদক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং পুরুষং যথোক্তলক্ষণমুপৈত্যুপগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

যে প্রকার গঙ্গাদি প্রবাহিণী সমুদয় প্রবাহিত হইতে হইতে নানারূপ নাম ও নানারূপ আকৃতি পরিগ্রহ করে, কিন্তু যৎকালে সাগরের সহিত মিলিয়া যায়, তৎকালে আর তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকৃতি থাকে না, সেইরূপ সুধী ব্যক্তিও অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বকথিত পরম অক্ষর হইতেও পর দিব্যপুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥ ৮ ॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যা ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥

নন্বু শ্রেয়স্যনেকে বিঘ্নাঃ প্রসিদ্ধা অতঃ ক্লেশানামন্যতমেনান্যেন বা দেবাদিনা চ বিঘ্নিতো ব্রহ্মবিদপ্যন্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি ন ব্রহ্মৈব। ন, বিদ্যয়ৈব সর্ব্বপ্রতিবন্ধস্যাপনীতত্বাৎ। অবিদ্যাপ্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নান্যঃ প্রতিবন্ধঃ নিত্যত্বাদাত্মভূতত্বাচ্চ। তস্মাৎ স যঃ কশ্চিদ্ধ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষাদহমেবাস্মীতি, স নান্যাং গতিং গচ্ছতি। দেবৈরপি তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নো ন শক্যতে কর্ত্তুম্। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি তস্মাদ্ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিঞ্চ, নাস্য বিদুষো-

হব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি, কিঞ্চ, তরতি শোকমনেকেষ্টবৈকল্যনিমিত্তং মানসং সন্তাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি। তরতি পাপ্মানং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং গুহাগ্রন্থিভ্যো হৃদয়াবিদ্যাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ সন্নমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব বিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদি॥ ৯॥

ইহধামে পরব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ হইলে আর অন্তগতি লাভ করিতে হয় না। সুরবৃন্দও ঈদৃশ ব্যক্তির ব্রহ্ম-লাভবিষয়ে কোনরূপ বাধা অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই লাভ করেন। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ জনের কুলে কদাচ অব্রহ্মজ্ঞের উদ্ভব হয় না। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞজন জীবিত থাকিয়াই মানসিক ক্লেশ ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন এবং অবিদ্যা-গ্রন্থি ছেদন পূর্ব্বক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৯॥

তদেতদৃচাভ্যুক্তং—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্॥ ১০॥

অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেনোপসংহারঃ ক্রিয়তে। তদেতদ্বিদ্যাসম্প্রদানবিধানমৃচামন্ত্রেণাভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্। ক্রিয়াবন্তো যথোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যভিযুক্তাঃ পরব্রহ্মবুভুৎসবঃ স্বয়মেকর্ষিমেকর্ষি-নামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ সন্তো যে তেষা-মেব সংস্কৃতাত্মনাং পাত্রভূতানামেতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রূয়া-চ্ছিরোব্রতং শিরস্যগ্নিধারণলক্ষণম্। যথাহথর্ব্বণানাং বেদব্রতং

প্রসিদ্ধম্। যৈস্তু যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবদ্‌যথাবিধানং তেষামেব চ ॥ ১০ ॥

অধুনা ব্রহ্মবিদ্যাবিধি প্রদর্শন করত উপসংহার হইতেছে। পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মবিদ্যাদানবিধি এই মন্ত্র দ্বারা বিবৃত হইতেছে।—যে সকল ব্যক্তি ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মে নিরত ও পরব্রহ্ম বিদিত হইতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং একর্ষি-সংজ্ঞক বহ্নিতে শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবে, যে সকল ব্যক্তি শিরোব্রতের আচরণ করেন অর্থাৎ শিরোদেশে বহ্নিধারণরূপ ব্রত করেন, তাঁহাদিগকেও ইহার উপদেশ প্রদান করিবে ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

ইত্যথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্ব্বং শৌনকায় বিধিবদুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ। তদ্বদন্যোহপি তথৈব শ্রেয়োহর্থিনে মুমুক্ষবে মোক্ষার্থং বিধিবদুপসন্নায় ব্রুয়াদিত্যর্থঃ। নৈতদ্ গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোহচরিতব্রতো নাপ্যধীতে ন পঠতি। চীর্ণব্রতস্য হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি। সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা, সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ। পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টবন্তো যে রঙ্গাদায়ো ঽবগত-

বন্তশ্চ তে পরমর্ষয়স্তেভ্যো ভূয়োঽপি নমঃ। দ্বির্ব্বচনমত্যন্তাদরার্থং মুণ্ডকসমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণমুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

পুরাকালে অঙ্গিরা ঋষি যেরূপ এই সত্যস্বরূপ ও অবিনশ্বর পুরুষবিষয়-বিষয়ক উপদেশ বিধানে সমীপস্থ শৌনক-সকাশে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যলোকও অপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট বর্ণন করিবেন। যৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে ব্রত অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেরূপ লোক এই গ্রন্থাধ্যয়নে অধিকারী নহে। এই ব্রহ্মবিদ্যা পরিসমাপ্ত হইল। এই বিদ্যা যে ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সেই ঋষিগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১১॥

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত।

বিখ্যাত উপাখ্যান
"অপূর্ব্ব কারাবাস"
ও
"অপূর্ব্ব সহবাস"
দুই খানি ১৲ একটাকা

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভিন্নতা প্রদর্শন,
উভয়েরই পরিণামের
সুখ-দুঃখের যবনিকা অপসারণ!
সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন উপন্যাস
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত
"রহস্য-মুকুর"
মূল্য ॥৵৹ দশ আনা।

দামোদর বাবুর স্মৃতির আদর!
"নবীনা" ১৲এক টাকা।
"শম্ভুরাম" ১॥৹ দেড় টাকা
ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার রুগ্নশয্যায়
এই দুই খানি উপন্যাস
লিখিয়া শ্রমক্লান্ত জীবনের
অবসান করেন, আপনি বঙ্গবাসী,
গ্রন্থকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ
গৃহে রাখুন।

জাপের জাগ্রত জীবন!
ইয়ুরোপের
বিলাসিতার বিবর্ত্তে বিভ্রম
"চতুর জাপানী"
মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠা!
মারণ, জারণ, উচ্চাটনের
নৈপুণ্য-প্রকাশের একমাত্র
উপন্যাস,
"অদ্ভুত নিরুদ্দেশ"।
মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

কঠিন কোমলে কমনীয়!
অপরিচিত স্থলে
সহায়হীনা, আত্মীয়হীনা
বঙ্গ-রমণীর সতীত্বরক্ষার
অপূর্ব্ব কাহিনী
"সুমতি"
মূল্য ॥৹ আট আনা।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত
"নেপোলিয়ান।"
৩০খানি যুদ্ধের হাফটোন
চিত্রসম্বলিত, মূল্য ২৲ দুই টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধান্তর্গত সটীক সানুবাদ

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

ভগবানের রাসলীলা এই গ্রন্থে বর্ণিত। ভক্তের ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, প্রেমিকের কণ্ঠহার, সাধকের সাধনের ধন। বাঙ্গালা অনুবাদ, প্রেমভক্তি পূর্ণ। মূল্য ১৲ স্থলে ॥০ আট আনা মাত্র।

আনন্দের চিরসঙ্গী!

বালকবালিকা—যুবক-যুবতীর
সুখপাঠ্য উপন্যাস
"শতগল্প"
১০০টী গল্প একাধারে,
মূল্য ৸০ বার আনা।

মরণ-সমস্যার সমাধান!
জড়ের জীবনীশক্তি মূল ব্যাখ্যার
মোহময়—মনোময়—প্রাণময়
উপন্যাস
"মহিমময়ী"
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা

ভূতের ভৈরব আবেশ!
"ভূতের জাহাজ"
পেনীর পিশাচ-খেলা!
৩খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা।

সাহারার স্বরূপ।
"মরুবাসিনী"
২খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ একটাকা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে
যুদ্ধ-কলা-কৌশলপূর্ণ রণতরী-
নির্ম্মাণের ভ্রম
"নির্ব্বাসিতা"
মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

ইংলণ্ডের উন্নতিতে জাতি-শত্রু
জর্ম্মণীর স্পর্দ্ধা, 'কাইসেন'
কাহিনীপূর্ণ
"সেবিকা"
মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

কাশ্মীরের কমনীয় কামিনী—
স্বর্গ-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য
বাঙ্গালীর বিপুল বীরত্ব
"কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক"
মূল্য ৸০ বার আনা।

মুণ্ডকোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং;

১১৫।৪ নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩১৮

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ

অথ প্রথম-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যম্

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষৎ। অস্যাশ্চ বিদ্যা-সম্প্রদায়ককর্তৃকত্বপারম্পর্য্যলক্ষণসম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তুত্য-র্থম্। এবং হি মহদ্ভিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি। স্তুত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ প্রবর্ত্তেয়ুরিতি। প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধনসাধ্যলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিরিত্যাদিনা। অত্র চাপরশব্দবাচ্যায়ামৃগ্বেদাদিলক্ষণায়াং বিধিপ্রতিষেধমাত্রপরায়াং বিদ্যায়াং সংসারকারণাবিদ্যাদি-দোষনিবর্ত্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্ত্বা পরাপরেতি। বিদ্যা-

ভেদকারণপূর্ব্বকমবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা ইত্যাদিনা। তথা পরপ্রাপ্তিসাধনং সর্ব্বসাধনসাধ্যবিষয়বৈরাগ্যপূর্ব্বকং গুরুপ্রসাদলভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যামাহ পরীক্ষ্য লোকানিত্যাদিনা। প্রয়োজনঞ্চাসকৃদ্ব্রবীতি ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীতি। পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্ব ইতি চ। জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্ব্বাশ্রমিণামধিকারস্তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং কর্ম্মসহিতেতি ভৈক্ষচর্য্যাঞ্চরতঃ সন্ন্যাসযোগাদিতি চ ব্রুবন্দর্শয়তি। বিদ্যাকর্ম্মবিরোধাচ্চ। ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শনেন সহ কর্ম্মস্বপ্নেঽপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্। বিদ্যায়াঃ কালবিশেষাভাবানিয়তনিমিত্তত্বাৎ কালকর্ম্মসঙ্কোচানুপপত্তিঃ। যত্তু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বাদিলিঙ্গং ন তৎ স্থিতন্যায়ং বাধিতুমুৎসহতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সম্ভবঃ শক্যতে কর্ত্তুং কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি। এবমুক্তসম্বন্ধপ্রয়োজনায়া উপনিষদোঽল্পগ্রন্থবিবরণমারভ্যতে। য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপযন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তস্তেষাং গর্ভজন্মজরারোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়ত্যবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চাত্যন্তমবসাদয়তি বিনাশয়তীত্যুপনিষৎ উপনিপূর্ব্বস্য সদেরেবমর্থস্মরণাৎ।

ব্রহ্ম পরিবৃদ্ধো মহান্ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বানন্যানতিশয়েনেতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোঽগ্রে বা সংবভূবাভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে। যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তোৎপাদয়িতা। ভুবনস্যোৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্ম-

বিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যমিতি বিশেষণাৎ। পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বাঽগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা। তাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং সর্ব্ব-বিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যাবেদ্যং বা বস্ত্বনয়ৈব বিজ্ঞায় ইতি। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি "অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি। বিদ্যামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চানেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বমথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি দীপ্তিমান্ ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সংসারী ব্যক্তি যেরূপ পুণ্যাপুণ্য অনুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। ইনিই নিখিল জগতের উৎপাদক এবং উৎপন্ন নিখিল বস্তুর পালক, ইনি নিখিল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা (পরমাত্মপ্রতিপাদিকা বিদ্যা) নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ দিয়াছিলেন॥ ১॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ। ভারদ্বাজো ঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২॥

যামেতামথর্ব্বণে প্রবদেত অবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তামথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বমুবাচোক্তবানঙ্গিরে অঙ্গির্নাম্নে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীর্ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবাহনাম্নে

প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা, পরাবরাং ·পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা পরাবরসর্ব্ববিদ্যা-বিষয়ব্যাপ্তের্ব্বা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২ ॥

যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্ব তদীয় পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হন, তাহা তিনি অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করেন, অঙ্গিরা ভরদ্বাজ-বংশীয় সত্যবাহকে বলেন এবং ভারদ্বাজ গুরুপরম্পরাগত সেই ব্রহ্মবিদ্যা নিজ পুত্র অঙ্গিরা-সকাশে বিবৃত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যং, মহাশালো মহাগৃহস্থোঽঙ্গিরসং ভারদ্বাজশিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্‌যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ। উপসন্ন উপ-গতঃ সন্ পপ্রচ্ছ। শৌনকাঙ্গিরসয়োঃ সম্বন্ধাদর্ব্বাগ্বিধিবদ্বি-শেষণাদুপসদনবিধেঃ পূর্ব্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে। মধ্যদীপক-ন্যায়ার্থং বা বিশেষণম্। অস্মদাদিষ্বপ্যুপসদনবিধেরিষ্টত্বাৎ। কিমিত্যাহ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে, নু ইতি বিতর্কে ভগবো হে ভগবন্! সর্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ম্। বিজ্ঞাতং বিশেষেণ জ্ঞাতমব-গতং ভবতীত্যেকস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ভবতীতি শিষ্টপ্রবাদং শ্রুত-বান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ। অথবা লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ। সতি লোকে সুবর্ণাদিসকলভেদাঃ সুবর্ণত্বাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ। তথা কিন্নস্তি সর্ব্বস্য জগদ্ভেদস্যৈককারণম্। যদেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। নন্ববিদিতে হি

কস্মিন্নিতি প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ। কিমস্তি তদিতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ। সিদ্ধে হ্যস্তিত্বে কস্মিন্নিতি স্যাৎ। যথা কস্মিন্নিধেয়মিতি। নাক্ষর-বাহুল্যাদায়াসভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব কিন্ত্বেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিৎ স্যাদিতি ॥ ৩ ॥

তৎপরে গৃহিপ্রবর শৌনক অঙ্গিরাসকাশে বিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ পদার্থকে বিশেষ-ভাবে পরিজ্ঞাত হইলে সকলই বিদিত হওয়া যায়? ৩॥

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্-ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

তস্মৈ শৌনকায়াঙ্গিরা আহ কিলোবাচ। কিমিত্যুচ্যতে। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি। এবং হ স্ম কিল যদ্ব্রহ্মবিদো বেদা-র্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থদর্শিনো বদন্তি। কে তে ইত্যাহ। পরা চ পরমাত্মবিদ্যা। অপরা চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনতৎফলবিষয়া। নন্ু কস্মিন্ বিদিতে সর্ব্ববিদ্ভবতীতি শৌনকেন পৃষ্টঃ, তস্মিন্ বক্তব্যে ঽপৃষ্টমাহ অঙ্গিরা দ্বে বিদ্যে ইত্যাদিনা। এষ দোষঃ ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্য। অপরা হি বিদ্যাঽবিদ্যা সা নিরাকর্ত্তব্যা। তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদিতি নিরাকৃত্য হি পূর্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতীতি ন্যায়াৎ ॥ ৪ ॥

অঙ্গিরা কহিলেন, ব্রহ্মবেত্তা সুধীগণ কহিয়া থাকেন যে, দুইটি বিদ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য ;—এক পরা বিদ্যা, দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

তত্র কা অপরেত্যুচ্যতে। ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিত্যঙ্গানি ষড়েষাঽপরা বিদ্যা। অথেদানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে, যয়া তদ্বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে। অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ। ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য ভেদোঽস্তি। অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম্! ননু ঋগ্বেদাদিবাহ্যা তর্হি সা কথং পরা বিদ্যা স্যান্মোক্ষসাধনঞ্চ। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয় ইতি হি স্মরন্তি। কুদৃষ্টিত্বান্নিষ্ফলত্বাদনাদেয়া স্যাৎ। উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাহ্যত্বং স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিত্বে তু পৃথক্ করণমনর্থকম্। অথ কথং পরেতি ন বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উপনিষদ্বিদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ। শব্দরাশ্যধিগমেঽপি যত্নান্তরমন্তরেণ গুর্ব্বভিগমনাবিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভবতীতি পৃথক্ করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা বিদ্যেতি কথনঞ্চেতি ॥ ৫ ॥

ঐ উভয় বিদ্যার মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই সমস্ত শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা কহে এবং যাহা দ্বারা অবিনশ্বর ব্রহ্মপদার্থ বিদিত হওয়া যায়,তাহা পরা বিদ্যা বলিয়া কথিত ॥৫॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্র্যাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যার্থ-জ্ঞানকালাদন্যত্রানুষ্ঠেয়োঽর্থোঽস্ত্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণো ন তথেহ পরবিদ্যাবিষয়ে বাক্যার্থজ্ঞানসমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি। কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতিরিক্তাভাবাৎ। তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি যত্তদদ্রেশ্যমিত্যাদিনা। বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ। দৃশের্ব্বহিঃ প্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারত্বাৎ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্। অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। নহি তস্য মূলমস্তি যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা। অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণমক্ষরম্। অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপ-বিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং তেঽবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিচেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদিদর্শনাৎ। কিঞ্চ তদপাণিপাদং কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ। যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ অতো নিত্যমবিনাশি। বিভুং বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-প্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদিস্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশবায়াদী-

নামুত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি তদভাবাৎ সুসূক্ষ্মম্। কিঞ্চ, তদব্যয়ং উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যেতীত্যব্যয়ম্। ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি কোশাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবত্যগুণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। যদেবং লক্ষণং ভূতযোনিং ভূতানাং কারণং পৃথিবীব স্থাবরজঙ্গমানাং পরিপশ্যন্তি সর্ব্বত আত্মভূতং সর্ব্বস্যাক্ষরং পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে সা পরা বিদ্যেতি সমুদায়ার্থঃ॥ ৬॥

যিনি অদৃশ্য (নিখিল জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের অপ্রাপ্য), যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রামের অগোচর, যিনি গোত্রসম্বন্ধহীন, যাঁহার স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বাদি নাই, যিনি নেত্রকর্ণবিরহিত, যাঁহার হস্তপদ নাই, যিনি নিত্য, আব্রহ্ম-স্থাবর যাবৎ নিখিল প্রাণীর অধিষ্ঠাতা এবং গগনবৎ সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, যিনি অতি সূক্ষ্ম, পরিণামহীন ও নিখিল ভূতগ্রামের হেতুভূত, বিবেকী বিচক্ষণগণ সেই আত্মপদার্থকে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষয় পদার্থকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা কহে॥ ৬॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭॥

ভূতযোন্যক্ষরমিত্যুক্তং তৎ কথং ভূতযোনিমিত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তৈঃ। যথা লোকে প্রসিদ্ধম্। ঊর্ণনাভির্লূতাকীটঃ

কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব সৃজতে স্বশরীরব্যতিরিক্তা-নেব তন্তূন্ বহিঃ প্রসারয়তি পুনস্তানের গৃহ্নতে চ গৃহ্নাতি স্বাত্মভাবমেবাপাদয়তি। যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহ্যাদিস্থাদরান্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি। যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি কেশশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি। যথৈতে দৃষ্টান্তাস্তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্‌যথোক্ত-লক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্তু সুখার্থপ্রবোধনার্থম্। যদ্‌ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে ন যুগপদ্বদরমুষ্টি-প্রক্ষেপবদিতি॥ ৭॥

উপরি-উক্ত শ্লোকে আত্মপদার্থকে নিখিল ভূতগ্রামের হেতু বলা হইয়াছে, অধুনা প্রথিত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।—উর্ণনাভ যেরূপ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই নিজ দেহ হইতে বহির্ভাগে অনতিরিক্ত তন্তুরাজি প্রসারিত করে, পুনরায় সেই তন্তুরাজিকে নিজ দেহে প্রতিসংহার করিয়া লয়, যেরূপ বসুমতী হইতে ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি-সমূহ ভূরিপরিমাণে উৎপন্ন হয়, জীবৎব্যক্তি হইতে যেরূপ কেশ-লোমের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই নিখিল জগতের উদ্ভব হইয়াছে॥ ৭॥

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥ ৮॥

ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। তপসা জ্ঞানেনোৎ-পত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপিপাদ-

য়িষদিদং জগদঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টিস্থিতিসংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়োপচিতাত্ততো ব্রহ্মণোঽন্নং অদ্যতে ভুজ্যতে ইত্যান্নমব্যাকৃতং সাধারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণাভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চাব্যাকৃতাদ্ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতজগৎসাধারণোঽবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মাভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণাখ্যান্মনো মন আখ্যং সঙ্কল্পবিকল্পসংশয়নির্ণয়াদ্যাত্মকমভিজায়তে ততোঽপি সঙ্কল্পাদ্যাত্মকান্মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যমাকাশাদিভূতপঞ্চকমভিজায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাদ্ভূতপঞ্চকাদণ্ডক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদিপ্রাণিবর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষমৃতং কর্ম্মজং ফলম্। যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্ ॥ ৮ ॥

অজ্ঞানোপচিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন (অব্যাকৃতাবস্থা) উৎপন্ন হয়। সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ (জ্ঞানক্রিয়াশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত বিশ্ব-কারণ হিরণ্যগর্ভ সঞ্জাত হন। ঐ প্রাণ হইতে সংকল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াত্মক মনঃ-সংজ্ঞক অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়,মন হইতে সত্যাখ্য আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, পঞ্চভূত হইতে ভূরাদি সপ্তলোক, সপ্তলোকস্থিত মনুষ্যাদি বর্ণ, আশ্রম ও ক্রিয়া এবং কর্ম্ম-নিমিত্তক অমৃতাখ্য কর্ম্মফলের উদ্ভব হইয়া থাকে। শতকোটি কল্পেও এই কর্ম্মফলের বিনাশ নাই ; এই জন্যই ইহাকে অমৃত বলা যায় ॥ ৮ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

কালিকোপনিষৎ

অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাং ত্রিগুণমুক্তা কামরেফেন্দিরাবিন্দুমেলন-রূপা সমষ্টিরূপিণী। এতত্রিগুণিতমাদৌ তদনু কূর্চ্চদ্বয়ং কূর্চ্চবীজন্তু ব্যোমষষ্ঠ-স্বরবিন্দুমেলন-রূপম্। তদেব দ্বিরুচ্চার্য্য ভুবনাদ্বয়ং ভুবনা তু ব্যোম-জ্বলনেন্দিরাশূন্যমেলনরূপা তদ্দ্বয়ং দক্ষিণে কালিকে ইত্যভিমুখ্যাতা, তদনুবীজসপ্তকমুচ্চার্য্য বৃহদ্ভানুজায়ামুচ্চরেৎ। মন্ত্রা শিবময়ো ভবেৎ। গতিস্তস্যাস্তি নান্যস্য স তু নরেশ্বরঃ। স তু দেবে-

---

এই ব্রহ্মস্বরূপিণী সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী কালিকাকে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ত্রিগুণবর্জ্জিতা, তাঁহার মন্ত্র যথা— ককার, রকার, ঈকার ও বিন্দু অনুস্বারের মেলনরূপা সমষ্টি-রূপিণী অর্থাৎ ক্রীং ইহার তিনটি অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং। তদনন্তর কূর্চ্চদ্বয় হকার ও ষষ্ঠস্বর উকার ও বিন্দু যুক্ত হইলেই

শ্বরঃ। স তু সর্ব্বেশ্বর ইতি। অভিনবজলধর-সঙ্কাশা ঘনস্তনী কুটিলদংষ্ট্রা শবাসনা কালিকা ধ্যেয়া। ত্রিকোণং নবকোণপদ্মং অস্মিন্ দেবীং ষড়ঙ্গেনাভ্যর্চ্চ্য তদিদং সর্ব্বাঙ্গম্। ওঁ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা উগ্রা উগ্রপ্রভা দীপ্তা নীলা ঘনা বলাকা মাত্রা মুদ্রা মৃতা বৈ পঞ্চদশ কোণগা। ওঁ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী চামুণ্ডা কৌমারী অপরাজিতা বারাহী নারসিংহী চাষ্টপত্রগা দ্বি-ত্রি-চতুঃ-ষড়্-

---

কূর্চ্চবীজ হয় অর্থাৎ হুং। তাহাই দুইবার উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ হুং হুং। তদনন্তর ভুবনাদ্বয়। হ, র, ঈ ও বিন্দুর মিলনকে ভুবনা বলে অর্থাৎ হ্রীং। তাহার দুইটি অর্থাৎ হ্রীং হ্রীং। তদনন্তর "দক্ষিণে কালিকে" এইটি দ্বারা অভিমুখ্য করিতে হয়। তদনন্তর হ্রীং ও আর সাতটি বীজ, তৎপরে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলেই দ্বাবিংশাক্ষর কালিকা-মন্ত্র এইরূপ হইল, যথা—ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। এই মন্ত্র জপ করিলে সেই ব্যক্তি শিবময় হয়। তাহারই সদ্গতি হয়, অন্যের হয় না, সেই ব্যক্তি নরেশ্বর হয়। সেই ব্যক্তি দেবতাদিগের ঈশ্বর হয়; সে সর্ব্বেশ্বর হয়। নবমেঘতুল্যবর্ণা, ঘনস্তনবিশিষ্টা, বক্রদংষ্ট্রাবিশিষ্টা, শবাসনা কালিকার ধ্যান করিবে।

দ্বাদশাষ্টাদশ-চতুর্দ্দশ-ষোড়শ-স্বরভেদেন প্রণবেনা-মন্ত্রণং বিদ্যাৎ। অঙ্গে তন্মূলেনাবাহনং তেনৈব পূজনং বিদুঃ। য এনং মন্ত্ররাজং নিয়মেনানিয়মেন বা লক্ষং লক্ষং আবর্ত্তয়তি স পাপ্মানং তরতি। স দুষ্কৃতানি তরতি। স ব্রহ্মহভাগ্‌ভবতি। স সর্ব্বলোকং তরতি। স চায়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং লভতে সদা। পঞ্চমকারেণ পূজয়েৎ। সদাভক্তো ভক্তো ভবেৎ। প্রচ্ছন্নতাবিপত্তির্মহত্বং ভুক্তিমুক্তী চ সিদ্ধমন্ত্রস্থ

ত্রিকোণ ও নবকোণ পদ্ম, তাহাতে ষড়ঙ্গন্যাস দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর ইহা দ্বারা সমস্ত অঙ্গ সম্পন্ন হইবে। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, উগ্রা, উগ্রপ্রভা, দীপ্তা, নীলা, ঘনা, বলাকা, মাত্রা, মুদ্রা ও মৃতা এই পঞ্চদশ রশ্মিদেবতা পঞ্চদশ কোণে অবস্থিতি করেন। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, কৌমারী, অপরাজিতা, বারাহী, নারসিংহী ইহাঁরা অষ্টপত্রস্থিতা দেবতা। দুই, তিন, চারি, ছয়, আট, দশ, বার, চৌদ্দ ও ষোল স্বরবিশেষ দ্বারা প্রণব সহিত আমন্ত্রণ করিবে। সেই দেবতার মূলমন্ত্র দ্বারা অঙ্গদেবতার আবাহন ও পূজা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নিয়মেই হউক বা অনিয়মেই হউক, এক লক্ষবার জপ করে, সে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়; তাহার আর দুষ্কৃতি হয় না; সে ব্রহ্মপদ লাভ করে;

জাপিনাং সিদ্ধয়োঽণিমাদ্যা ভবন্তি। স জীবন্মুক্তঃ স সর্ব্বশাস্ত্রং জানাতি স সর্ব্বপ্রত্যয়কারী ভবতি। রাজানো দাসতাং যান্তি সিদ্ধমন্ত্রস্য জাপিনাম্। যন্নেদং যচ্চ পাশ্চাত্যং তন্ময়ং শিব শিব এব হি। জপ্ত্বা সর্ব্বদৈবতং মন্ত্রং বীজং যঃ স্বয়ং শিব এবায়ং অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরঃ কালিকাং লভেৎ ॥ ১ ॥

সে সর্ব্বলোক জয় করে; সে সর্ব্বদাই আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। পঞ্চমকার অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন দ্বারা পূজা করিবে। যে নিরন্তর ভজনশীল, সেই ভক্ত হয়। সিদ্ধমন্ত্রজপকারীর প্রচ্ছন্নতা বিনাশ অর্থাৎ লোক-সমাজে প্রকাশিত বা সুবিখ্যাত হয়। তাহার মহত্ত্ব, ভোগ, মোক্ষ এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধিলাভ হয়। সে জীবন্মুক্ত হয়, সে সমস্ত শাস্ত্র জানিতে পারে। সে সকলের প্রত্যয়কারী হয়। রাজগণ সিদ্ধমন্ত্রজাপীর দাস হয়। যাহা এই বিশ্ব নয়, যাহা সকলের অন্তে অবস্থিত, সেই ব্রহ্মময় শিব। যে সর্ব্বদেবতাত্মক এই বীজমন্ত্র জপ করে, সে শিবস্বরূপ এবং অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া কালিকাকে লাভ করিতে পারে ॥ ১ ॥

আবয়োঃ পাত্রভূতোঽসৌ সুকৃতী ত্যক্তকল্মষঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ স্মরেদ্ঘোরদক্ষিণাম্ ॥

দশাংশং হোময়েৎ তদনু তর্পয়েৎ। অন্বহৈকেষু যান্ কামান্ বাহয়তি, উষয়তি অনিরুদ্ধজ্ঞানাদনিরুদ্ধসরস্বতী। অথ হৈনং কালিকামনুং জপেদযঃ সদা শ্রদ্ধাত্মা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তঃ। শান্তঃ সদা পূজনরতঃ সন্ বা দিবা ব্রহ্মচারী রাত্রৌ নগ্নঃ সদা মৈথুনাসক্তমানসো জপপূজাদি-

---

শিব কহিয়াছেন যে, হে দেবি! যে ঘোর দক্ষিণাকালিকাকে স্মরণ করে, সে সুকৃতী, নিষ্পাপ এবং আমাদিগের উভয়েরই অনুগ্রহের পাত্র ও জীবন্মুক্ত হয়।

দশাংশ হোম করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর কালিকার তৃপ্তি-সাধন করিবে। তাহা হইলে অনুদিন জ্ঞানের অনিরোধ হেতু অনিরুদ্ধ-সরস্বতী কামনা সকল পূরণ করেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই কালিকা-মন্ত্র জপ করে, সে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করিয়া মুক্ত হয়। শান্ত ও সর্ব্বদা কালিকাপূজায় নিরত থাকিয়া দিবাভাগে ব্রহ্মচারী, রাত্রিকালে উলঙ্গ ও সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বদা মৈথুনে আসক্তমনা অর্থাৎ আত্মরমণতৎপর এবং জপ, পূজা ও নিয়মপরায়ণ হইয়া যোষিদ্গণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। তদনন্তর নির্ম্মল জল দ্বারা

নিয়মো যোষিৎসু প্রিয়করঃ। সুভগোদকেন তর্পণম্। তেনৈব পূজনম্। সর্ব্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্ব্বযোষিদাসক্তো ভবন্তি। স সর্ব্বহত্যাং তরতি। অথ পঞ্চমকারেণ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং পশুং ধনং ধান্যং সর্ব্বঞ্চ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায় তৎসর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গম্। তৎসর্ব্বং কালিকাতন্ত্রে তু প্রোক্তং বৈদেয়ং যৎ স্মৃতং শ্রুতং মনুজাপী স পাপ্মানং তরতি। স অগম্যাগমনং তরতি। স ভ্রূণহত্যাং

তর্পণ ও তদ্দ্বারাই পূজা করা কর্ত্তব্য। আপনাকে সর্ব্বদা কালীরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে। তাহা হইলে সে সর্ব্বযোষিদ্‌গণে আসক্ত হইয়া সমস্ত হত্যাপাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। অনন্তর পঞ্চমকার দ্বারা পূজা করিলে বিদ্যা, পশু, ধন, ধান্যাদি সমস্ত প্রাপ্ত হয়, সকলেই তাহার বশীভূত হয়। মোক্ষ, জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত আর অন্য পথ নাই। অতীত, ভবিষ্যৎ ও যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু, স্থাবর জঙ্গম এই সমস্তই কালিকার কলামাত্র, ইহা কালিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইনিই বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রস্বরূপ। এই কালিকামন্ত্র জপকারী ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়। সে অগম্যাগমনপাপ

মহাবীর গ্রন্থ
বঙ্গদেশীয় ... মন্দির

তরতি। স সর্ব্বপাপং তরতি। স সর্ব্বসুখমাপ্নোতি। স সর্ব্বং জানাতি। স সর্ব্বন্যাসী ভবতি। স বিবিক্তো ভবতি। স সর্ব্ববেদাধ্যায়ী ভবতি। স সর্ব্বমন্ত্রজাপী ভবতি। স সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ভবতি। স সর্ব্বযজ্ঞাধিকারী ভবতি। আবয়োর্মিত্রভূতো ভবতি। ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ। নির্ব্বিকল্পেন মনসা সঃ সর্ব্বং করোতি। অথ হৈনং মূলাধারং স্মরেদ্দিব্যম্। ত্রিকোণং তেজসাং নিধিং তস্যাগ্নিরেখামানীয় অধ ঊর্দ্ধং ব্যবস্থিতম্॥

হইতে মুক্ত হয়, সে ভ্রূণহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হয়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, সে সকল সুখ প্রাপ্ত হয়, সে সকলই জানিতে পারে এবং সে সর্ব্বত্যাগী হয়। সে অসঙ্গ ও নির্ম্মলবুদ্ধি হয়; সে সর্ব্ববেদাধ্যয়নকর্ত্তা হয়; সে সকল মন্ত্রজাপী হয়; সে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানী হয়; সে সকল যজ্ঞের অধিকারী হয়। সে আমাদের উভয়ের মিত্র হয়। ভগবান্ শিব ইহা কহিয়াছেন। সংশয়শূন্য-মানসে এই সমস্ত নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ত্রিকোণ দিব্য তেজোনিধি মূলাধার চিন্তা করিবে। তাহার অগ্নিরেখা অর্থাৎ সুষুম্না আনিয়া অধ ও ঊর্দ্ধে ব্যবস্থাপিত করিবে। নীলবর্ণ মেঘের মধ্যস্থিত বিদ্যুৎরেখার ন্যায় দীপ্তিশীল এবং নীল ও পীত ভাস্করের ন্যায় অণুরূপময় রেখা স্মরণ করিবে। তাহার শিখার মধ্যে সকলের ঊর্দ্ধভাগে

নীলতোয়দমধ্যস্থাং তড়িল্লেখেব ভাস্বরাম্।
নীলাং বিচিন্ত্য সুপীতাং ভাস্করবদনুপমাম্॥

তস্যাঃ শিখামধ্যে পরমোর্দ্ধ্বাব্যবস্থিতাম্। স ব্রহ্মা স শিবঃ স স্বরঃ সর্ব্বপাপৈর্বিমুচ্যতে। মহাপাতকেভ্যঃ পূতো ভূত্বা সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধিং কৃত্বা কৈবল্যং ভজন্তি। ভৈরবোঽস্য ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো কালিকা দেবতা লজ্জা বীজং বধূঃ শক্তিঃ কবিত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ইত্যেবং ঋষিশ্ছন্দো-দৈবতং জ্ঞাত্বা স মন্ত্রফলসাকল্যমশ্নুতে। অথ সর্ব্বাং বিদ্যাং প্রথমমেকং দ্বয়ং ত্রয়ং বা নামত্রয়-পুটিতং কৃত্বা বা জপেৎ। গতিস্তস্যাস্তীতি নান্যস্য ইহ গতিঃ। ওঁ তৎসৎ॥ ২॥

অবস্থিত কালিকার ধ্যান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ ও শিবস্বরূপ হয়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; সমস্ত মহাপাতক হইতে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়া, সর্ব্বমন্ত্র সিদ্ধ করিয়া কৈবল্যমুক্তিলাভ করে। ঐ মন্ত্রের ঋষি ভৈরব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা কালিকা, বীজ লজ্জা, শক্তি বধূ এবং কবিত্বের নিমিত্ত বিনিয়োগ হইয়া থাকে। এইরূপে ঋষি ও ছন্দ জানিয়া সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রফল লাভ করে। এই সর্ব্ববিদ্যা প্রথমে এক, দুই বা তিন নামে পুটিত করিয়া জপ করিবে। এইরূপ করিলে তাহার সদ্গতি হয়, অন্যের ইহাতে গতি নাই॥ ২॥

অথ হৈনং গুরুং পরিতোষ্য গোভূমিহিরণ্যাদিভির্গৃহ্নীয়ান্মন্ত্ররাজম্। গুরুস্তমপি শিষ্যায় সংকুলীনায় বিদ্যাভক্তায় শুশ্রূষবে। স্ত্রিয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং বিহরেৎ একাকী শিবগেহে লক্ষং তদর্দ্ধং বা জপ্ত্বা দেয়ং। ওঁওঁওঁ সত্যং সত্যং নান্যপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ কালিকামনোর্বা শ্রাবয়তি। ত্রিপুরামনোর্ব্বা সর্ব্বস্য দুর্গামনোর্বা সর্ব্বস্য দুর্গামনোর্বাহং ব্যোং শিবোং ওঁ তৎসৎ॥ ৩॥

ইত্যাথর্ব্বণ সৌভাগ্যকাণ্ডে কালিকোপনিষৎ॥

এই বিষয়ে গো, ভূমি, স্বর্ণাদি দ্বারা গুরুকে পরিতুষ্ট করিয়া এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এই মন্ত্র কুলীন, বিদ্যাভক্ত, শুশ্রূষাশীল শিষ্যকে প্রদান করিবেন, স্ত্রীদিগকে স্পর্শ করিয়া, স্বয়ং পূজা করিয়া, রাত্রিকালে একাকী শিবগৃহে বিহার করিয়া, লক্ষ বা তাহার অর্দ্ধেক মন্ত্রজপ করিয়া মন্ত্র দিবে। এই কালিকামন্ত্র, ত্রিপুরামন্ত্র বা দুর্গামন্ত্র ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ হয় না। আমি দুর্গা ও আমি শিব॥ ওঁ॥ ৩॥

ইতি অথর্ব্ববেদোক্ত কালিকোপনিষৎ

সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদীয়-

নিরালম্বোপনিষৎ

প্রশ্ন। কিং ব্রহ্মেতি ?

উত্তর। অচিন্ত্যোপাধিবিনির্মুক্তমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

প্রঃ। কিং সবলং ব্রহ্ম ?

প্রশ্ন। ব্রহ্ম কি ?

উঃ। অচিন্ত্যোপাধিবিনির্মুক্ত (ঈশ্বরীর মায়ায় আবৃত নহে), আদ্যন্তরহিত, শুদ্ধ (কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কারশূন্য), শান্ত (রাগদ্বেষাদিরহিত), নির্গুণ (সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীত), নিরবয়ব (শরীররহিত), নিত্যানন্দ (অহেতুক আনন্দ দুঃখসম্ভিন্ন সুখস্বরূপ), অখণ্ডৈকরস (নিত্যসুখস্বরূপ, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, একরস, যাহার কখনই খণ্ডন নাই), অদ্বিতীয় (দ্বিতীয়রহিত) এই সকল বাক্যের দ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়েন, তিনিই ব্রহ্ম।

প্রঃ। সবল ব্রহ্ম কি ?

উঃ। অব্যক্তাত্ম-মহদহঙ্কার-পৃথিব্যপ্-তেজোবায়্বা-কাশাত্মকত্বেন বৃহদ্রূপেণাণ্ডকোষেণ কর্ম্মজ্ঞানার্থ-রূপতয়া ভাসমানং সকলশক্ত্যুপবৃংহিতং সবলং ব্রহ্ম।

প্রঃ। ক ঈশ্বরঃ?

উঃ। ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতিশক্ত্যাভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বান্তর্য্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়-নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ।

প্রঃ। কো জীবঃ।

উঃ। ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বিশ্বেশেন্দ্রাদি-নাম-রূপ-

উঃ। প্রকৃতি, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারাদি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং নানা কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপে প্রকাশিত সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট যে অতিবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই সবল ব্রহ্ম।

প্রঃ। ঈশ্বর কে?

উঃ। ব্রহ্মই স্বয়ং নিজ প্রকৃতি শক্তির লেশকে আশ্রয়-পূর্ব্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামী (অন্তরে গমন করিব), এতদ্রূপ চিন্তানানন্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি জগৎস্থ যাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা যিনি, তিনিই ঈশ্বর।

প্রঃ। জীব কে?

উঃ। ব্রহ্মই স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্রাদি নামরূপ দ্বারা চতুর্ম্মুখ রক্তাঙ্গ ব্রহ্মা আমি, চতুর্হস্ত শ্যামাঙ্গ বিষ্ণু আমি,

দ্বারাহমিত্যধ্যাসবশাৎ স্থূলজীবাঃ দেহভেদবশাদংশা বহবো জীবাঃ।

প্রঃ। কা প্রকৃতিঃ?

উঃ। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধজগদ্বিচিত্রনির্ম্মাণসমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ।

প্রঃ। কঃ পরমাত্মা?

উঃ। দেহাদেঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা।

প্রঃ। কে ব্রহ্মাদয়ঃ?

উঃ। স ব্রহ্মা স শিব সোঽক্ষরঃ স ইন্দ্রঃ স বিষ্ণুঃ

পঞ্চমুখ শ্বেতাঙ্গ শিব আমি ও সহস্রচক্ষু গৌরাঙ্গ ইন্দ্র আমি, এইরূপ অধ্যাসবশতঃ অর্থাৎ এতদ্রূপ চিন্তাযুক্ত বশতই স্থূলজীবেরই অংশরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

প্রঃ। প্রকৃতি কি?

উঃ। ব্রহ্ম হইতে জগতের নানাবিধ যে বিচিত্র নির্ম্মাণসমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি যিনি, তিনিই প্রকৃতি।

প্রঃ। পরমাত্মা কে?

উঃ। দেহাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা।

প্রঃ। ব্রহ্মাদি ইঁহারা কে?

উঃ। সেই ব্রহ্মই স্বস্বরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্ম

স রুদ্রঃ তৎমনঃ স সূর্য্যঃ স চন্দ্রমাঃ তে সুরাঃ পিশাচাঃ তে জীবাঃ তাঃ শ্রিয়ঃ তে পশ্বাদয়ঃ তদিতরসর্ব্বমিদং ব্রহ্মণো নাস্তি কিঞ্চন।

প্রঃ। কা জাতিঃ ?

উঃ। চর্ম্মরক্তবসামাংস-মজ্জাস্থি-ধাতূনীত্যুক্তানি জাতি-রাত্মানো ব্যবহারোপকল্পিতা।

প্রঃ। কিমকর্ম্ম ?

উঃ। ইন্দ্রিয়ক্রিয়মাণং নাহঙ্কারাকার ইত্যধ্যাত্মনিষ্ঠ-তয়া তত্তৎকর্ম্ম অকর্ম্ম।

শিব, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, তিনিই মন, তিনিই বুদ্ধি, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই সকল দেবতা, তিনিই সকল পিশাচগণ, তিনিই সকল জীব, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই পশ্বাদিসমূহ, তিনিই সকল দৃশ্যাদৃশ্য বস্তু। এই জগতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু কিছুই নাই অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়।

প্রঃ। জাতি কি ?

উঃ। চর্ম্ম, রক্ত, বসা, মাংস, মজ্জা, অস্থি, শুক্র এই সপ্তধাতু-নির্ম্মিত দেহে লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত জীবাত্মার জাতি-কল্পনা, নতুবা কিছুই নাই।

প্রঃ। অকর্ম্ম কি ?

উঃ। সমুদয় কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ করিয়া থাকে, আমি কিছুই

প্রঃ। কিং কর্ম্ম ?

উঃ। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাহঙ্কার-স্বরূপ-বন্ধনং জন্মাদি-কর্ম্ম নিত্য-নৈমিত্তিক-যাগাদিব্রত-তপোদানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ তৎ কর্ম্ম।

প্রঃ। কিং তপঃ ?

উঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেতি অপরোক্ষজ্ঞানাৎ অখিলব্রহ্মাদৈশ্বর্য্যাশান্তিসঙ্কল্পবীজসন্ন্যাসস্তপঃ।

প্রঃ। কিমাসুরমিতি ?

করি না, এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তির কৃত যে সকল কর্ম্ম, তাহাই অকর্ম্ম।

প্রঃ। কর্ম্ম কি ?

উঃ। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এতদ্রূপ অহঙ্কারস্বরূপ যে বন্ধন, তাহার কারণ এবং জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিত্য-নৈমিত্তিক-যাগব্রত, তপস্যা, দান ইত্যাদি কর্ম্মেতে যে ফলের অনুসন্ধান, তাহাই কর্ম্ম।

প্রঃ। তপ কি ?

উঃ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এতদ্রূপ অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি নিখিল ঐশ্বর্য্যনিবৃত্তিরূপ মানসপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস, তাহাই তপ।

প্রঃ। আসুরিক তপ কি ?

উঃ। অত্যুগ্ররাগদ্বেষাহঙ্কারোপেতহিংসাদম্ভযুক্ত-তপ আসুরম্।

প্রঃ। কিং জ্ঞানমিতি?

উঃ। একাদশেন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ সদ্‌গুরূপাসনয়া শ্রবণ-মননিদিধ্যাসন-দৃক্‌দৃশ্যং প্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদিবিকারপদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্।

প্রঃ। কিমজ্ঞানম্?

উঃ। অধিক রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও হিংসাযুক্ত যে তপস্যা, তাহার নাম আসুরিক তপ।

প্রঃ। জ্ঞান কি?

উঃ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়া সদ্‌গুরুর উপাসনা দ্বারা শ্রবণমনন-নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট-পট-মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য-পদার্থের নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাবৎবস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্যপদার্থ নাই; এতদ্রূপ অনুভবাত্মক যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, তাহার নাম জ্ঞান।

প্রঃ। অজ্ঞান কি?

উঃ। রজ্জু-সর্পজ্ঞানমিবাদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যূতে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্য্যগ্বানর-স্ত্রীপুরুষ-বর্ণাশ্রম-বন্ধ-মোক্ষাদিনানাকল্পনয়া জ্ঞানমজ্ঞানম্।

প্রঃ। কঃ সংসারঃ?

উঃ। অনাদ্যাবিদ্যাবাসনাজাতোঽহং মৃতোঽহমিত্যাদি ষড়্ভাববিকারঃ সংসারঃ।

প্রঃ। কো বন্ধঃ?

উঃ। পিতৃমাতৃ-সহোদরাপত্য-গৃহারামাদি-ক্ষেত্রাদি-সংসারাবরণ-সংকল্পো বন্ধঃ কামাদিসঙ্কল্পে কর্ত্তৃত্বাদ্যহঙ্কার-

---

উঃ। যে প্রকার রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে পশু, পক্ষী, দেবতা, মনু, মর্ত্ত্যাদি এবং স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণাশ্রম ও বন্ধমোক্ষাদি সমুদয় বিষয় কল্পিত আছে; অতএব দেব-মনুষ্যাদি কল্পিত বস্তুকে সত্য পদার্থ বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অজ্ঞান।

প্রঃ। সংসার কি?

উঃ। অনাদি অবিদ্যা বাসনা দ্বারা (অহংবুদ্ধিতে) আমি হইলাম, আমি মৃত হইলাম, ইত্যাদি ভ্রমাত্মক ষড়্বিকারের নাম সংসার।

প্রঃ। বন্ধন কি?

উঃ। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, গৃহ, উপবন, ক্ষেত্র-

শঙ্কা-লজ্জা-ভয়-গুণ-সংশয়াদিসংকল্পো দেবতা-মনুষ্যাদিরূপ-নানা-যজ্ঞ-ব্রত-দান-নানা-কর্ম্ম-সংকল্পো অষ্টাঙ্গাদিযোগা-ভ্যাসসঙ্কল্পঃ সংকল্পমাত্রবন্ধঃ।

প্রঃ। কো মোক্ষ ইতি ?

উঃ। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদি নিত্য সংসার সমস্ত ফলকামনা ও অহং আদি সঙ্কল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।

প্রঃ। কিং সুখম্ ?

বিত্তাদিরূপ যে সংসারাবরণে সংকল্প, তাহাই বন্ধন এবং কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার, শঙ্কা, লজ্জা, ভয়, গুণ, সংশয় প্রভৃতি ও কাম দিসংকল্পকে, দেবতা-মনুষ্যাদিরূপ নানা যজ্ঞ ও ব্রত-দানাদি কর্ম্মসংকল্পকে এবং আসন, নিয়ম, যম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগসাধনের নাম যোগাভ্যাসসংকল্প, এইরূপ সমস্ত সংকল্পকেই বন্ধন বলিয়া জানিবে।

প্রঃ। মোক্ষ কি ?

উঃ। নিত্যানিত্য-বস্তুবিচার দ্বারা নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে, অনিত্য সংসারে সমুদয় সঙ্কল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই মোক্ষ।

প্রঃ। সুখ কি ?

উঃ। সচ্চিদানন্দরূপতয়া জ্ঞানানন্দাবস্থাসুখং সুখম্।

প্রঃ। কিং দুঃখম্?

উঃ। অনাত্মবস্তুসঙ্কল্প এব দুঃখম্।

প্রঃ। কো স্বর্গঃ?

উঃ। সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ।

প্রঃ। কো নরকঃ?

উঃ। অসৎসংসারবিষয়িসংসর্গ এব নরকঃ।

প্রঃ। কিং পরমপদম্?

উঃ। প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদেঃ পরতরং সচ্চিদানন্দ-

উঃ। আপনাকে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ জানিয়া পরমানন্দাবস্থাপ্রাপ্তিতে জ্ঞানানন্দভোগে যে সুখ হয়, তাহাই সুখ।

প্রঃ। দুঃখ কি?

উঃ। পরকীয় বস্তুর প্রতি যে মানসকরণ, তাহারই নাম দুঃখ।

প্রঃ। স্বর্গ কি?

উঃ। সৎসঙ্গই স্বর্গ।

প্রঃ। নরক কি?

উঃ। অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরক।

প্রঃ। পরমপদ কি?

উঃ। প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদির অতীত যে সচ্চিদানন্দ,

মদ্বিতীয়ং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বগতং নিত্যমুক্তব্রহ্মস্বরূপং পরমপদম্।

প্রঃ। কঃ উপাস্যঃ ?

উঃ। সর্ব্বশরীরস্থচৈতন্যপ্রাপকো গুরুরুপাস্যঃ।

প্রঃ। কো বিদ্বান্ ?

উঃ। সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি সঃ বিদ্বান্।

প্রঃ। কো মূঢ়ঃ ?

উঃ। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যহঙ্কারাভিরণারূঢ়ঃ মূঢ়ঃ।

অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বসম ও নিত্যমুক্ত ব্রহ্মাদিরূপ পদ, তাহাই পরমপদ।

প্রঃ। কে উপাস্য ?

উঃ। যে গুরু শরীরস্থ চৈতন্য প্রাপ্ত করান, তিনিই উপাস্য।

প্রঃ। কে বিদ্বান্ ?

উঃ। যিনি সকলের অন্তঃকরণস্থ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে বিলক্ষণরূপে জানেন, তিনিই বিদ্বান্।

প্রঃ। মূঢ় কে ?

উঃ। যিনি আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা ইত্যাদিরূপ মহা অহঙ্কারপদবিশিষ্ট হয়েন, তিনিই মূঢ়।

প্রঃ। কঃ সন্ন্যাসী ?

উঃ। স্বস্বরূপাবস্থায়াং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসীতি।

প্রঃ। কিং গ্রাহ্যম্ ?

উঃ। দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিতং চিন্মাত্রবস্তু গ্রাহ্যম্।

প্রঃ। কিমগ্রাহ্যম্ ?

উঃ। দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিতং স্বস্বরূপব্যতিরিক্তমায়াময়ং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং জগৎ সত্যং ইত্যর্থচিন্তনং অগ্রাহ্যম্।

প্রঃ। সন্ন্যাসী কে ?

উঃ। যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগী হয়েন, তিনিই সন্ন্যাসী।

প্রঃ। গ্রাহ্য কি ?

উঃ। দেশকালাদি বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত যে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বস্তু, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রঃ। অগ্রাহ্য কি ?

উঃ। দেশকালাদি বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত যে আপন স্বরূপ, তদ্ব্যতিরিক্ত মায়াময় মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়গোচর এই জগৎ সত্যপদার্থ, এতদ্রূপ যে চিন্তা করা, তাহাই অগ্রাহ্য।

প্রঃ। কঃ সমাধিস্থঃ ?

উঃ। সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ভূত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠশরণমধিগম্য তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যার্থং নিশ্চিত্য নির্ব্বিকল্প-সমাধিনা স্বয়মসঙ্গশ্চরতি সঃ মুক্তঃ সঃ পূজ্যঃ সঃ পরমহংসঃ সোঽবধূতঃ সঃ ব্রহ্মজ্ঞঃ সঃ সত্যস্বরূপঃ সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সঃ সমাধিস্থঃ।

প্রঃ। কো ব্রাহ্মণঃ ?

উঃ। যঃ ব্রহ্মবিৎ স এস ব্রাহ্মণঃ।

ইতি অথর্ব্ববেদীয়া নিরালম্বোনিষৎ ॥ ওঁ ॥

প্রঃ। সমাধিস্থ কে ?

উঃ। যিনি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমতা ও অহঙ্কার-রহিত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠের শরণাগত হয়েন এবং তত্ত্বমস্যাদি মহা-বাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠানে নিয়ত একাকী অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূজ্য, তিনিই পরমহংস, তিনিই অবধূত, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই সত্যস্বরূপ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনিই সর্ব্বদা সমাধিস্থ।

প্রঃ। ব্রাহ্মণ কে ?

উঃ। যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জন্মমরণ-বর্জ্জিত ও অশরীরী যিনি, তিনিই ব্রাহ্মণ। জন্ম ও মৃত্যু অসুর-পিশাচ-রাক্ষসাদির হইয়া থাকে, কেবল ব্রাহ্মণের জন্ম ও মৃত্যু নাই, ইহা নিশ্চয়। ব্রাহ্মণকে ভূ-সুর বা দেবতা বলে, কারণ, ব্রাহ্মণ

নিরভিমানী ও তত্ত্বজ্ঞ, কোন জাতির ভিতরই নহেন আর তাঁহার সহিত কাহার কোন সম্পর্কই নাই অথচ কেহ তাঁহাকে পর ভাবিতেও পারে না। কোন জাতিই নহে, ইহাও এক জাতি, এই জন্যই যে কেহ সহসা তৎস্বরূপ নিরূপণ করিতে বা তন্মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম, পরন্তু অনেকে এরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন,শাস্ত্র উদারভাবে বলিয়াছেন যে, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ-উচ্যতে। বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"মনুষ্য-মাত্রেই শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, বেদাধ্যয়ন করিলে বিপ্র ও ব্রহ্মকে জানিতে পারি-সেই ব্রাহ্মণ হয়েন। অতএব এক্ষণকার কেহই ব্রাহ্মণ নহেন, শূদ্র। ব্রাহ্মণ সকল একশ্রেণীভুক্ত হইয়া যাঁউক; কিন্তু শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইলে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিতে হয়। উক্ত শ্লোকটির অর্থ সাধারণতঃ যে ভাবে (উল্লিখিতানুরূপ) করিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। ঐ শ্লোকটি যেখানে লিখিত আছে, সেখানে ব্রাহ্মণ-জাতির বিধিব্যবস্থা বর্ণিত আছে, অন্যজাতির কথাই নাই। শ্লোকটির অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র শূদ্রবৎ, তৎপরে যজ্ঞোপবীতাদি হইলেই দ্বিজ, সেই দ্বিজ বেদাধ্যয়ন করিলেই বিপ্র ও বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই ব্রাহ্মণ হইবে, অন্যথা শূদ্র হইবে, এ কথা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞই ব্রাহ্মণোত্তম। হিন্দীতে একটি প্রবচন আছে,—"গড় তো চিতোর গড়, আওর সব গড়িয়া" ইহাতে চিতোর-দুর্গের প্রাধান্য

বর্ণিত হইয়াছে মাত্র, অন্য দুর্গ যে দুর্গই নহে, ইহা এ প্রবচনের উদ্দেশ্য নহে। যদি বলি, বাবু তো সাতু বাবু; ইহাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, রাম বাবু, শ্যাম বাবু, হরি বাবু আদৌ বাবুই নহেন? বস্তুতঃ এ কথায় সাতু বাবুর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই ব্রাহ্মণের পরমোৎকর্ষ। বিশেষতঃ ব্রাহ্মী তনু না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় না। কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রের অনেক স্থানে জাতিভেদ মানেন নাই যথা মহাভারতে,—"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবাস্ত বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥" শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব নিজ নিজ গুণানুসারে লাভ করেন। এই শ্লোক দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, এরূপ বুঝায় না। স্ব স্ব অনুষ্ঠানের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রকৃতি লাভ করে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত যে চণ্ডাল একভাবাপন্ন হইবে বা একত্রে বসিয়া ভোজন করিবে, এরূপ নহে। শূদ্র সৎকার্য্য দ্বারা নিরভিমানী হইয়া ব্রাহ্মণপ্রকৃতি আমরণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিলে জন্মান্তরে সেই প্রকৃতির পরিস্ফুরণস্বরূপ ব্রাহ্মণের দেহ লাভ করিতে পারিবে। কেন না, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে বহুদিন লাগে। সুতরাং শতবর্ষমধ্যেই একজন শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

ঋষিগণ শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য অনাদি-

কাল-বিদ্যমান বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত রাখিয়া গিয়াছেন; আজ বিষয়ভোগে উন্মত্ত হইয়া, যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় পাইয়া সেই আর্য্য-প্রথা হইতে আমরা বহিষ্কৃত হইতে চাই। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।" গুণকর্ম্মভেদে আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, যথা—যে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে ক্ষত্রিয়, যে বাণিজ্য করিয়াছিল, সে বৈশ্য ও যে পূজা করিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ এবং যে ইহাঁদের সেবা করিয়াছিল, সে শূদ্র। বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পদের অর্থ বৃত্তি বা ব্যবসা কার্য্য নহে। "গুণকর্ম্ম" এই পদে সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণাদিজনিত ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সত্ত্বগুণাধিক্যে যিনি জন্মিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, রজোগুণের আধিক্যে যাঁহার জন্ম, তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। বাহ্যক্রিয়া তো নিকৃষ্টপ্রকৃতির গুণের স্ফুরিত শক্তির ফলমাত্র। এই প্রকৃতিভেদই জাতিভেদের মূল। যদি বল, পরব্রহ্ম তো কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন নাই, তবে ব্রাহ্মণকে অধিক সত্ত্বগুণ ও শূদ্রকে তমোগুণ দিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, সৃষ্টিক্রিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না, কেন না, তিনি বিশুদ্ধ, চৈতন্য ও নিষ্ক্রিয়; প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল ব্রহ্মসত্তার সামীপ্যজন্য প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে সংসার প্রসব করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টির বৈচিত্র্যই প্রকৃতির মহিমা। বৃক্ষজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি আদি সকল জাতিতেই জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ-জাতিতে জম্বু, নিম্ব, আম্রাদির ভেদ; পশু-জাতিতে গো, মেষ, মহিষাদির ভেদ; পক্ষীজাতিতে কাক, কপোত, শুকাদির ভেদ। অতএব সেই বিচিত্র-

চিত্রকারিণী প্রকৃতির সৃষ্টি-কৌশলে সর্ব্বদা বৈচিত্র্য সত্ত্বে মানবমাত্রেই যে একরূপ, তাহার প্রমাণ কি? বস্তুতঃ মানবও ঐরূপ জাতিগত এক হইয়া বর্ণগত বিভিন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির সৃষ্টিবৈচিত্র্যই ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি বর্ণভেদের কারণ। এখানে যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতের আশঙ্কা হয়, তবে আইস্‌ল্যাণ্ডে সূর্য্যের অপ্রকাশ ও আফ্রিকায় প্রখর তপনতাপ, ইহা কি ঈশ্বরের পক্ষপাত নহে? কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ করিয়া বঙ্গদেশকে তাদৃশী শোভা হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন? সাগরে অগাধজল, আর মরুভূমিতে পিপাসায় পথিকের প্রাণ নির্গত হয় কেন? এতাবৎ কি ঈশ্বরের পক্ষপাত নহে? অতএব বুদ্ধিমানের চক্ষে প্রকৃতির বৈচিত্র্য ভিন্ন পক্ষপাত বর্ণভেদের কারণ নহে।

সমাপ্ত।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

অল্লোপনিষৎ

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

হরি ওঁম্ ॥ বরুণ নু দিব্যানুদাত্তং ইল্ললে মিত্রা হ্রীং ॥ ১ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ অথাস্য ঋষিরথর্ব্বা ছন্দসি লক্ষ্যুপনিষদং পশ্যন্নুবাচ। হে বরুণ! নু বিতর্কে বিতর্কয়ামি, দিব্যান্ দিবি ভবান্, দ্যোতনস্বভাবং বা ক্রীড়াময়ং অচিন্ত্যশক্তিং উদাত্তং মহান্তং ইৎ এব ললে ইচ্ছামি। মিত্রা মিত্রং সর্ব্বজ্ঞং পুরুষং প্রণববাচ্যম্। হে বরুণ! অহমিদানীং লীলাময়মচিন্ত্যশক্তিং মহান্তং সর্ব্বজ্ঞং প্রণববাচ্যং পুরুষমেব বিতর্কয়িতুমিচ্ছামি, তত্র ত্বয়া সহায়েন ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

যিনি লীলাময়, অচিন্ত্যশক্তিমান, ওঙ্কারের বাচ্যস্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ, সেই মহাপুরুষকে বিবেচনা করাই অধুনা আমার বাসনা। অতএব হে বরুণ! উহাতে তুমি সহায়তা কর। ১।

অস্মল্লাং ইল্ললে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে ॥ ২ ॥
ইল্ললে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ ॥ ৩ ॥

যতো ভবান্ অস্মৎ অস্মচ্ছব্দবাচ্যেভ্যো মাদৃশেভ্যো জীবেভ্যো লাং গ্রহণং পাপপুণ্যয়োরাধারভূতস্য সর্গান্তরবীজস্য লিঙ্গস্যেতি কৃত্বা ইল্ শয়িতঃ সুষুপ্তঃ স্বস্বরূপে অল্লে ব্রহ্মণি, সৎসম্পন্নঃ সন্ পরস্মাদব্যবহিতো ভবন্ মিত্রা মিত্যতি স্নিহ্যত্যাত্মানমনুগৃহ্লাতি, ততশ্চ বরুণা বরুণো ব্যাপ্ত্যতিশয়াত্মা দিব্যানি অপি বিশ্বানি আকাশাদিভূতানি ধত্তে ধারয়তি। অতো বিজ্ঞাপনং মে নাযুক্তমিতি ॥ ২ ॥

ইল্—শয়িতারো ভবন্তঃ প্রাক্ ত্বয়ি, অল্লে মহিম্নো ভূষণায় জগতো ধর্ত্তরি ; ন তু বস্তুতঃ ; তস্মিন্ পরমাত্মনি রাজা দীপ্যমানো বরুণঃ বৃংহণোঽপি ইতি জানন্তঃ পুনস্তে তল্লোকবাসিনো বিদুষোঽপি লিঙ্গানি দদুঃ সমর্পয়ন্তি স্ম ॥ ৩ ॥

যে সমস্ত সূক্ষ্মদেহ পাপপুণ্যের আশ্রয়ীভূত ও পুনর্জ্জন্মের বীজ-স্বরূপ, তুমি আমাদিগের সমীপ হইতে তৎসমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বদীয় আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাও এবং পুনর্ব্বার অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বভাবের বিকাশ ও গগনাদি সমস্ত সৃষ্টি করত পরিপোষণ করত থাক। ২।

সুধীগণ অবগত হইয়াছিলেন যে, তুমি ব্রহ্মতুল্য হইয়া ব্রহ্মেই বিরাজমান আছ ; সুতরাং তাঁহারা ঐরূপ অবগত হইয়া যদিও তোমাতে প্রবেশ করত পুনরায় জগতীতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি পুনর্ব্বার তোমাতেই তাঁহাদিগের আত্মা সমর্পিত হইয়াছে। ৩।

হ্বয়ামি মিত্রো ইল্লাং ইল্ললে ইল্লাং
বরুণো মিত্রো তেজকামঃ ॥ ৪ ॥
হ্রূং হোতারমিন্দ্রো হোতা ইন্দ্রো রামা হাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম্ ॥ ৫ ॥

অতো হ্বয়ামি ত্বাং মিত্রোঽহং তে সখা সুযুক্ ইল্লাং অভিন্ন-পালং পাল্যানামস্মদাদীনাং, ইৎ এব অল্লে ভূষায়ৈ প্রকটং গৃহী-বতি, ন পরমার্থতঃ, ইল্লাং ইল্ললাং শম্মানাং একীভূতং, যদ্যপি অহং স্বরূপত এব বরুণঃ ব্যাপ্তিমান্ মিত্রোঽনুগৃহীতা, তথাপ্য-ধুনাঽধি যতস্তেস্ককামঃ,—তেজস্কাম ইতি ॥ ৪ ॥

পর্য্যাপ্তেঽধিকারে হিরণ্যগর্ভং হোতারং প্রপঞ্চস্যাদায় ইন্দ্রঃ পরমাত্মা হোতা স্বে মহিম্নি। ইন্দ্র এব পরমাত্মা রামা অভি-রমমাণা মায়ায়াং হ নিশ্চিতং আসুর্ভূবুঃ লীলয়া স্বকীয়াং শক্তিমিচ্ছাভূতাং মায়াং জগদ্বীজং গৃহ্ণন্তঃ তদধীনাঃ ক্ষুদ্রা ইন্দ্রা ঈশ্বরা অবিদ্যয়েতি। তস্মাৎ অল্লো মায়াগৃহীতবিচিত্রবেশেঃ

ফলতঃ আমিও ত্বৎসদৃশ ব্যাপ্তিশীল ও অনুগ্রহপ্রদর্শক। পরন্তু এরূপ হইলেও আমি ত্বদীয় সখাবৎ তেজস্কামী হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। কেননা, ব্রহ্মের সহিত তোমায় ভেদ নাই, সুতরাং আমার সঙ্গেও তুমি অভিন্ন; কিন্তু তথাপি তুমি আমার পালনকর্ত্তা, আমি তোমার প্রতিপালনীয়। ৪।

ঈশ্বর নিজ দেহে নিখিল সংসারের লয়কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মেই বিলীন হন, এই বিষয় রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইতেছে।— পরমাত্মরূপী ইন্দ্র ব্রহ্মকুণ্ডে জগৎপ্রপঞ্চের হোমকর্ত্তা ঈশ্বরকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় মহিমায় আহুতি প্রদান করেন। তিনিই আবার

হ্রাং অল্লোঽরসুরমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং
আদলাবুকমেককং অল্লাবুকং নিকাতকম্ ॥ ৬ ॥

জ্যেষ্ঠং জ্যায়ো ব্রহ্মণঃ, শ্রেষ্ঠং শ্রেয়ঃ তস্মাৎ পরগ্রহণাৎ, যতঃ পরমং পরোঽপি স নীয়তে তস্মিন্নিতি। কথম্? যতঃ পূর্ণং পূরিতং সর্ব্বৈঃ পূর্য্যৈরিতি তং ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্যাপি অল্লাঃ মাতরং কেবলমাহুশ্চ ইতি॥ ৫ ॥

অল্লঃ পরং ব্রহ্ম অর্ গতবান্ অসুরং—সুরঃ সদ্ভাবঃ, স ন ভবতীত্যসুরস্তং, কিম্? অহং অহমাকারেণ জায়মানং অভিমানং, অদরকং অশঙ্কিতং, যস্মাৎ তেনাক্রান্তো ভীরুতাং নোপৈতি। কস্য? বরস্য বরণীয়স্য শ্রেষ্ঠস্য; তথাপি অল্লঃ পর এব, মিথ্যাত্বাৎ কল্পিতস্য, স্বকালাবস্থায়িত্বাচ্চ স্বরূপস্য; অল্লাং জননীং তস্যৈব প্রকৃতিং প্রাপ্য স্বরূপতোঽপ্রাপ্যেবাঽভবৎ।

মায়ায় অভিরমণ করত অজ্ঞান-নিবন্ধন মায়াবশ হইয়া অসংখ্য ইন্দ্রিয় হইয়াছিলেন; সেই অল্ল অর্থাৎ পরমাত্মরূপী ইন্দ্র ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা কল্যাণকর। কারণ, ঈশ্বরও তৎসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র, পরমাত্মা নিত্য পূর্ণ; এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী। ঋক্ সমূহে এই কথা বর্ণিত আছে। ৫।

পরমাত্মাই মায়াবশ হইয়া অসংখ্য হইয়াছিলেন, তিনিই দেবনিন্দিত অসদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা দ্বারা অভিমান পরিস্ফুটরূপে উৎপন্ন হইয়া কোন প্রধান জীবের আশঙ্কা করে না সত্য, তথাপি তিনি যে পরমাত্মা, সেই পরমাত্মাই ছিলেন

অল্লো যজ্ঞেন হুত্বঃ অল্লা সূর্য্যচন্দ্রসর্ব্বনক্ষত্রাঃ।
অল্লো ঋষীণাং স বিত্বা ইন্দ্রায়
পূর্ব্বং মায়া পরমন্ত অন্তরীক্ষাঃ॥ ৭॥

কিঞ্চ আদ ভক্ষয়ামাস পশূনিব দেবঃ স লাবুকং ছেদকং ধর্ম্মসেতোঃ, এককং সহায়হীনং, অৎ আশ্চর্য্যং ইদমেব যৎ, লাবুকমপি; তথাপি নিখাতকং প্রোতং জগদ্ব্যাপারে ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

অল্লো যজ্ঞেন পঞ্চসু পঞ্চানামাহুতিব্যাপারেণ হুত্বঃ হুত্বা পঞ্চীকৃত্য অল্লা বিচিত্রসংস্থানানি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সর্ব্বাণি চ নক্ষত্রাণি বভূব। তথা অল্লঃ ঋষীণাং প্রথমভুবাং সনকাদীনাং স এব বিত্বা অভেদাত্মকং জ্ঞানমাসীদেব। কিঞ্চ ইন্দ্রায় ইন্দ্রং প্রেরয়িতুং জগদ্ব্যাপারে পূর্ব্বং কারণং আসীৎ স মায়া নাম। পরং কারণং কেবল অন্তে জগতোঽবসানে স্থাস্যতি চ সঃ।

এবং সেই অভিমানকে তিনি ধর্ম্মসেতুর উচ্ছেদকর্ত্তা অসহায় ও জগদ্ব্যাপারে প্রোত জানিয়া বিতাড়িত এবং দেবতা কর্ত্তৃক ভক্ষিত পশুর ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৬।

আকাশাদি ভূতপঞ্চকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চকের আহুতি দ্বারা পঞ্চীকরণহোম নিষ্পন্ন হয়। পরমাত্মা ঐ প্রকার হোম সম্পাদন পূর্ব্বক বিবিধবিচিত্রাঙ্গ ভাস্কর, শশধর ও নক্ষত্রপুঞ্জকে স্বকীয়রূপে প্রকাশিত করিলেও সেই অল্ল (পরমাত্মা) অগ্রজাত সনকপ্রমুখ যতিবৃন্দ-সকাশে জীবব্রহ্মের অভেদাত্মক জ্ঞানরূপিণী-বিত্বারূপেই বিরাজমান ছিলেন; তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃতি ঘটে নাই। ঈশ্বর যে বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারে প্রেরিত হন, মায়াই তাহার কারণ অর্থাৎ মায়াই তদীয় অন্তরে সঙ্কল্পরূপে

অল্লো পৃথিব্যা অন্তরীক্ষং

বি স্বরূপং দিব্যানি ধত্তে।

প্রেরণে দ্বারমাহ অন্তরীক্ষা ইতি। ইন্দ্রস্য অন্তঃ হৃদয়ে জাতা ঈক্ষা ঈক্ষণরূপাঃ মায়া ইতি ॥ ৭ ॥

অল্লঃ পৃথিবী আ অন্তরীক্ষং পৃথিবীমারভ্যাকাশপর্য্যন্তং বি তু অপি অরূপং যথা ভবতি তথা, দিব্যানি দিবি ভবানি দ্যোতমানানি বা ধত্তে বিধানং করোতি, যতঃ ইল্ শয়িতা প্রবিষ্ট একীভূয় বরুণো রাজা রাজমানঃ আস; তস্মাত্তানি পুনর্দ্দিব্যানি রূপাণি তস্মৈ দদুরবকাশং, যথা চ স্বচ্ছন্দং পশ্যেৎ। ইতি।—ইৎ-এতীতি পল্লে ঈপ্সাযুক্তে কবরে স্তুতেঃ পাঠকে ইৎ এব লাং বীর্ষেষু দানস্য স পরমাত্মা, কবরে স্বস্য সম্পৃক্তে

সঞ্জাত হইয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মহাপ্রলয়সময়ে পুনর্ব্বার একমাত্র কারণস্বরূপে বিরাজমান থাকিবেন। ৭।

ক্ষিত্যাদি আকাশ যাবৎ নিখিল দ্যোতমান বস্তুই অল্ল কর্ত্তৃক সৃষ্ট; কিন্তু ঐরূপে সৃষ্ট হইয়াও নিজ নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় নাই অর্থাৎ অল্ল তাহাদের রূপশূন্যতাদি স্বরূপ বিনষ্ট করেন নাই। কেন না, তিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্যাপকরূপে শোভা পাইয়াছিলেন। এই কারণেই ঐ সমস্ত দ্যোতমান দিব্যবস্তুসমূহ তাঁহাকে আসক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই; পরন্তু হিরণ্যগর্ভ যাহাতে অনায়াসে অল্লের স্বরূপনিরীক্ষণে সমর্থ হন, তদ্রূপ অবসর প্রদত্ত হইয়াছিল; তিনিও দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহার যাহার দ্বারা

ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ।
ইল্লল্লে কবর ইল্লাং কবর ইল্লাং ইল্লেতি ইল্ললে ॥৮॥
হরিঃ ও ॥
অস্তু ইল্লাং ইল্লল্লে মিত্রা বরুণো রাজা পুনর্দধ্যুঃ।

হৃদয়গুহায়াং ইৎ-এতি লাং গ্রহণং--সহৃদয়ং করোতীতি ভাবঃ। তৎ কুতঃ? ইল্লা—ইল্ললেতি শায়িতা একীভূত ইতি; কস্মিন্? ইল্ লল্লে তস্মিন্ শয়ানে ব্রহ্মণি শায়িতে, যো হি আত্মানমাত্মত্বেনৈব জানীতে, আত্মাপি তমাত্মত্বেন জানাতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

অস্তু ক্ষিপ্ত্বা পরিত্যজ্য ইল্লাং প্রাপকগ্রহং ইৎ এব লল্লে কামে, কামএব ফলং প্রাপয়িষ্যতীতি বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা মিত্রাবরুণো মিত্রোঽনুগ্রহীতা বরুণো ব্যাপ্ত্যতিশয়াত্মা হিরণ্যগর্ভঃ রাজা

পরমাত্মস্তুতি পঠিত হয়, পরমাত্মা তত্তদ্ব্যক্তিবৃন্দকে উপাসনোচিত শক্তি প্রদান করেন। তিনি হৃদয়ে বিরাজমান বলিয়া ঐ হৃদয়কে তাঁহার করিয়াই লইয়া থাকেন। কেন না, তাঁহাকে যিনি এক দেখেন, সাধক তাঁহাকে এক দেখিলেই অভিন্ন হওয়া যাইতে পারে। ৮।

কামনাই ফলদাত্রী, এই দুষ্টবুদ্ধি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্যাপ্তিমান হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মরূপে প্রাজ্জ্বল্যমান হইয়াছিলেন; সুতরাং কামনীয় সেই সমস্ত দিব্য পদার্থ তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছিল, আমরা কি প্রকারে ইহাঁকে লাভ করিব? সুতরাং হে চিত্ত! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমি তোমাকে অত্যন্ত

হ্বয়ামি মিত্রো ইল্লাং কবর ইল্লাং
রসুলমহমদরকং বরস্য
অল্লে অল্লো পুনর্দধ্যুঃ ॥ ৯ ॥

দীপ্যমানঃ পরতয়া আস। অতস্তানি পুনর্দিব্যানি তং দধ্যুশ্চিন্তয়ামাসুঃ,—কথমেতং লপ্স্যামহ ইতি। তস্মাৎ হ্বয়ামি হে চেতঃ! অহং তে মিত্রঃ স্নেহকর্ত্তাঽস্মি, শ্রোতব্যং মে বচ ইতি। কথম্? উচ্যতে—সততং চিন্তয়, ইল্লাং প্রাপকগ্রহং কবরে সুখময়ে পরেশে, আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব কামং প্রাপয়িষ্যতীতি। অন্যচ্চ,—ইল্লাং ইৎ এতীতি লাং লায়া দানস্য ভবৎ; কথম্? রসুলং রসং বলয়ন্তং অহং অহঙ্কারং মদরকং অভীরুং বরস্যেতি অল্লে তস্মিন্ পরে চিন্তয়, তেন ত্বমপি অল্লঃ স্যাঃ, তানি পুনর্দিব্যানি রূপাণি ত্বাং দধ্যুরিতি তর্কয়ামি ॥ ৯ ॥

স্নেহসহকারে লালন-পালন করিয়াছি; সুতরাং আমার কথা অবধান করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি নিয়ত চিন্তা কর,—আনন্দময় পরেশই তোমার কামপূরণ করিবেন। যাবতীয় কামনা লব্ধ হইয়াছ, এই বিবেচনা করিয়া তোমার আসক্তির উদ্দীপনাকারী শ্রেষ্ঠের নিকট প্রগল্‌ভতাবহ অহঙ্কারকে পরেশের বস্তু বলিয়া ভাবনা কর; এরূপ করিলে তুমিও পরেশ হইবে। আর সেই সমস্ত দ্যোতমান বস্তুসমূহ তোমাকেও চিন্তা করিবে;—আমি এইরূপ ভাবিতেছি॥ ৯ ॥

অল্লোপনিষৎ।

হরিঃ ওঁম্ ॥

অল্লা ইল্লল্লা আনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বণীং শথাং হ্রীং জনানাম্

পশুসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।

অল্লা জননীর্মায়ায়া অপি, ইৎ এব, লল্লা ঈপ্স্যমানা অনাদি-স্বরূপায় অনাদিং শাশ্বতং স্বস্য রূপং আবির্ভাবয়িতুং অথর্ব্বণীং অথর্ব্বণ ঋষেঃ সাক্ষাৎ ইমাং শাখাং অথর্ব্বশাখৈকদেশমুপনিষদং ব্রহ্মবিদ্যারহস্যপ্রতিপাদনীং জনানাং দর্শিতবত্যাঃ। তদহমথর্ব্বাদৃষ্টবান্ প্রার্থয়ে,- পশুসিদ্ধান্, পশুষু সিদ্ধান্ আয়ত্তীকৃতপশূন্ জনান্ জলচরান্,জলেষু চ চরান্ চরণসিদ্ধান্, তথা অদৃষ্টং অন্তরীক্ষেঽপি সিদ্ধান্ কুরু কুরু; দ্বিরুক্তিঃ প্রবোধায়,ফড়িতি অভিমুখীকরণায় চ দ্রষ্টব্যম্। অসুরসংহারিণীং তাং অথর্ব্বণীং শাখাং প্রার্থয়ে,—

অথর্ব্বা ঋষি যে বেদশাখা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই একদেশ এই উপনিষদ্‌কে, জগতের বীজভূতা মায়ার জন্মদাত্রী অল্লা, মানববৃন্দের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ আবির্ভাব করিয়া দিবার বাসনায় উক্ত ঋষিকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই আমি অথর্ব্বা ঋষি সেই এই উপনিষদ্ দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি,— হে অল্ল! তুমি মানববৃন্দকে স্থলে, সর্ব্বভূতের সমীপে স্বাধীনতা দাও; জলে ও শূন্যে সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা প্রদান কর, স্বাধীনতা প্রদান কর। সেই অথর্ব্বণী অসদ্‌বৃত্তিবিধ্বংসিনী বলিয়াও তৎসমীপে প্রার্থনা করি,—শ্রেষ্ঠের নিকট প্রগল্‌ভতা-প্রকাশক অসদ্‌বৃত্তি যে অহঙ্কার, তাহাকে লাভ করিয়াই যদি অল্ল-

অসুরসংহারিণীং হ্রং অল্লোঽরসুরনহমদরাকং বরস্ত

অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ॥ ১০ ॥

ইতি আথর্ব্বণশাখায়াং অল্লোপনিষৎ সম্পূর্ণা ॥

অল্লঃ অর্ প্রাপ্তবান্ অসুরং অহং অদরকং বরস্ত পূর্ব্ববৎ, তথাপি সোঽয়ং অল্লঃ অল্লাং তাং ইৎ তস্যাঃ লব্ধা সন লল্লঃ কামকাম্য ইতি ইল্ লল্ল ইতি ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণমহামহোপাধ্যায়-
ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরাত্মজশ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নসূরি-
সূনোঃ শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্য
কৃতৌ অল্লোপনিষদ্বৃত্তিঃ সমাপ্তা ॥

পরমাত্মা জীবভাব লাভ করিয়াছেন, তথাপি ত্বৎপ্রসাদে আমি অল্লাকে লাভ করিয়া সেই অল্লই,—সেই পরমাত্মাই হইতেছি। আমি নিখিল কামের কামনীয়, সুতরাং যাবতীয় কামের কামনীয় হইতেছি ॥ ১০ ॥

ইতি অথর্ব্ববেদীয়-অল্লোপনিষদ্ সমাপ্তা।

অথর্ব্ববেদীয়-

শির-উপনিষৎ।

টীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং ;

১৬৬ নং বহুবাজার-ষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-যন্ত্রে"

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩২৩

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

—:*:—

অথর্ব্ববেদীয়-

শিব-উপনিষৎ।

—:*:—

॥ ওঁ ॥ রুদ্রায় নমঃ ॥

ওঁ ॥ দেবা হ বৈ স্বর্গলোকমায়ংস্তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি। সোহব্রবীদহমেকঃ প্রথমমাসীদ্‌বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্ত ইতি। সোহন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ, দিশশ্চান্তরং প্রাবিশৎ, সোহহং নিত্যানিত্যো ব্যক্তাবক্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোহহং দক্ষিণঞ্চ উদঞ্চোহহম্ অধশ্চোর্দ্ধশ্চাহং দিশশ্চ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান্ স্ত্রিয়শ্চাহং সাবিত্র্যহং গায়ত্র্যহং ত্রিষ্টুব্‌জগত্যনুষ্টুপ্ চাহং ছন্দোহহং সত্যোহহং গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিরাহবনীয়োহহং গৌরহং গৌর্য্যহমৃগহং যজুরহং সামাহমথর্ব্বাঙ্গিরসোহহং জ্যেষ্ঠোহং শ্রেষ্ঠোহহং বরিষ্ঠোহহমাপোহহং তেজোহহং গুহ্যোহহমরণ্যোহহমক্ষরমহং ক্ষরমহং পুষ্করমহং পবিত্রমহমুগ্রঞ্চ বলিশ্চ পুরস্তাজ্‌জ্যোতিরিত্যহমেব, সর্ব্বেভ্যো মামেব

স সর্ব্বঃ সমা যো মাং বেদ স দেবান্ বেদ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সাঙ্গানপি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈশ্চ গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণ্যেন হবির্হবিষা আয়ুরায়ুষা সত্যেন সত্যং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মং তর্পয়ামি স্বেন তেজসা। ততো হ বৈ তে দেবা রুদ্রমপৃচ্ছন্ তে দেবা রুদ্রমপশ্যন্ তে দেবা রুদ্রমধ্যায়ন্ তে দেবা ঊর্দ্ধবাহবো রুদ্রং স্তুবন্তি ॥ ১ ॥

অথর্ব্বশিরসো দীপিকা।

রুদ্রাধ্যায়োঽথর্ব্বশিরঃ সপ্তখণ্ডো হ্যথর্ব্বণঃ।
শিরো ভিত্ত্বা যতো জাতং ততোঽথর্ব্বশিরঃ স্মৃতম্ ॥

যোগমারূঢ়স্য মহৎপদমারুরুক্ষোর্ম্মুনের্দ্দেবাদিকৃত-বিঘ্নসম্ভাবনাগম্যার্থোপদেশাপেক্ষা চ স্যাৎ, অতো বিঘ্ননিবৃত্তয়ে উপদেশায় চ রুদ্রস্তুতিরারভ্যতে। কিঞ্চ যোগোঽপি তৎপ্রসাদং বিনা ন সিধ্যতি। যথা স্মৃতিঃ— ন সিধ্যতি মহাযোগো মদীয়ারাধনং বিনা। মৎপ্রসাদ-বিহীনানাং মন্নিন্দাপরচেতসাম্। পশূনাং পাশবদ্ধানাং যোগঃ ক্লেশায় জায়তে। সন্ত্যজ্যাজ্ঞাং শিবেনোক্তাং পূজাং সন্ত্যজ্য মামিকাম্ ॥ ইতি তৎপ্রসাদে চ নির্ব্বিঘ্নসিদ্ধিরুক্তা।

যুঞ্জতঃ সততং দেবি! সর্ব্বলোকময়ং শিবম্। মদ্ধ্যানাসক্তচিত্তস্য তুষ্যন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাৎ সম্পূজ্য যুঞ্জীত মৎপ্রসাদেন খেচরী। অন্যথা ক্লিশ্যতেঽত্যর্থং ন সিদ্ধির্জ্জন্মকোটিভিঃ ॥ ইতি।

অমৃতবিন্দৌ রুদ্রারাধন-তৎপরস্য ইতি। তস্মাৎ রুদ্রারাধনস্য যোগসিদ্ধাঙ্গত্বেনোক্তত্বাৎ সিদ্ধিমিচ্ছতা রুদ্রোঽপ্যবশ্যং সেব্য ইতি রুদ্র-স্তুতিরারভ্যতে ওঁ দেবা ইতি। আখ্যায়িকাবিদ্যাস্তুত্যর্থাঃ দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রাদয়ো বা স্বর্গং সত্ত্ববৃত্তিং কৈলাসং বা ঋষিভির্দ্র্ তং রুদ্রম্ আত্মানম্ উমাপতিং বা। আসীৎ ব্যত্যয়েন প্রথমপুরুষঃ। বর্ত্তামি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্। সঃ রুদ্রো মল্লক্ষণঃ অন্তরাদন্তরং গুহ্যাদ্গুহ্যং প্রবিষ্টঃ দিশো বান্তরং জাতাবেকবচনং দিশাং বিবিধম্ অন্তরম্ প্রাবিশৎ প্রাবিশম্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী চ বভূবেত্যর্থঃ। অপুমান্ নপুংসকম্। পুষ্করং পদ্মম্। পুষ্করং পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃকরিকরাগ্রয়োঃ। ওষধী-দ্বীপ-বিহগ-তীর্থরোগোরগান্তরে ইতি বিশ্বঃ। অহমেব সর্ব্বে ভাবাঃ ব্যোমমেব স ইতি সোঽহমেব সর্ব্বাত্মকোঽপি ব্যোমমেব ব্যোমাত্মতাং শুদ্ধাত্মতাং ন জহামীত্যর্থঃ। ব্যোমশব্দোঽকারান্তোঽয়ম্। তর্হি ত্বমূৎকৃষ্টঃ অন্যে অপকৃষ্টা ইতি ব্রহ্মণি বৈষম্যং স্যাৎ, অত আহ সর্ব্বে সমা ইতি। সমাঃ তুল্যাঃ মত্তো ভেদকৈর্ব্বিশেষৈ রহিতাঃ তেন মত্তোঽন্যন্নাস্তীতি কথমুৎকর্ষাপকর্ষসম্ভব ইতি ভাবঃ। ঐক্যজ্ঞানফলমাহ যো মামিতি। সঙ্গানপি বেদেত্যনুষঙ্গঃ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণৈস্তর্পয়ামীত্যগ্রেতনেন সম্বন্ধঃ। ব্রহ্ম বেদঃ স হ্যভ্যাসেন তৃপ্তো ভবতি। তদুক্তং বিদ্যামভ্যসনেনৈব প্রসাদয়িতুমর্হসি ইতি।

গাং স্ত্রিয়ং গোভিঃ পুংভিঃ গোশব্দেন লিঙ্গমেব বিবক্ষিতং ন সুরভিত্বমনুগতঞ্চ জাতিঃ। ব্রাহ্মণ্যেন ব্রহ্ম-তেজসা হবিঃ ওদনাদি হবিষা সংস্কারকেণ সর্পিরাদিনা পিত্রাত্মায়ুঃ পুত্রাত্মায়ুষা সত্যেন সত্যং সত্যবাদী সত্যবাদি-দর্শনেন তৃপ্তো ভবতি। এবং ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকস্ত স্বেনেতি যত্তৃপ্তিহেতুস্তন্মমৈব তেজঃ। তদুক্তম্—যা যা প্রকৃতিরুদারা যো যোহপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ। যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং যস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ॥ ইতি। যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎসত্ত্বম্ ইত্যাদি চ॥ রুদ্রমপৃচ্ছন্ তাৎপর্য্যেণ পারমার্থিকং রূপং পুনরপৃচ্ছন্ অপশ্যন্ যথাভূতং জ্ঞাতবন্তঃ তত উচ্চৈঃ স্তুবন্তিস্ম॥ ১॥

অনুবাদ।—অথর্ব্ববেদ সাত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে রুদ্রাধ্যায় "অথর্ব্ব-শির" এই নামে অভিহিত। অথর্ব্ব-নামক ঋষির শিরোভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন করিয়া ইহার নাম "শির-উপনিষদ্।"

যে সকল ঋষি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের নানারূপ দৈব বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা এবং অভীপ্সিত কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে উপদেশ ব্যতীত বাসনাও ফলবতী হয় না। এই জন্য ঋষিরা স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির বিঘ্নীভূত অন্তরায় নিবারণপূর্ব্বক যোগসাধনের উপদেশলাভের বাসনায় প্রথমে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশেষতঃ ভগবান্ রুদ্রদেবের উপাসনা ব্যতীত যোগসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; এই বিষয়ে ভগবান্ রুদ্রদেবের উক্তি আছে,—আমার উপাসনা ব্যতীত কখনও মহাযোগ সিদ্ধ হয় না। যাহারা আমার কৃপালাভের অযোগ্য ও নিরন্তর আমার নিন্দা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত পাশবদ্ধ পশুর যোগসাধন কেবল কষ্টের হেতুভূত হয়। আর যে সমস্ত যোগী আমার সর্ব্বকল্যাণকর রূপ চিন্তা করিতে করিতে যোগসাধনে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি অখিল দেবগণ প্রীত থাকেন, অতএব আমার পূজা করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা হইলেই বিনা বাধায় যোগসাধন সফল হইয়া থাকে। নচেৎ সেই যোগী নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত থাকে এবং কোটিজন্ম যোগসাধন করিলেও তাহার সদ্গতিলাভের আশা নাই। অতএব রুদ্র-দেবের উপাসনাই যোগসিদ্ধির প্রধান অঙ্গ; এই জন্য যোগ-সাধনেচ্ছু যোগিবৃন্দ অবশ্যই রুদ্রদেবের উপাসনা করিবে। এই কারণে যোগনিষ্ঠ দেবগণ যোগসিদ্ধির পূর্ব্বে রুদ্রদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমরবৃন্দ যোগসিদ্ধির অন্তরায়-নিবারণ-বাসনায় রুদ্রদেবের উপাসনার্থ স্বর্গধাম কৈলাসপুরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবদেব রুদ্রদেবের স্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?

আমরা আপনার স্বরূপ কিছুমাত্র অবগত নহি। অতএব আমাদিগের প্রতি কৃপাপুরঃসর আপনার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের মনোবাসনা ফলবতী করুন। তাহা হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারি।” তখন দেবাদিদেব রুদ্র অমরগণের অনুরোধের বশীভূত হইয়া নিজস্বরূপকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন,—এই সচরাচর পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, এখনও আমিই বিদ্যমান আছি এবং ভবিষ্যতেও কেবল আমিই বিদ্যমান থাকিব; আমি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না, এখনও কিছুই নাই এবং পরেও কিছু বিদ্যমান থাকিবে না। কেবল আমিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নিত্যবস্তু ও চিরস্থায়ী, তদ্‌ব্যতীত সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর; সেই রুদ্ররূপী আমিই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্তাব্যক্ত সকল বস্তুতে সাররূপে প্রবিষ্ট আছি, আমিই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া বিদ্যমান আছি, আমিই সকলের আত্মা ও সর্ব্বব্যাপী। নিত্য অনিত্য, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলই আমি; আমিই ব্রহ্মরূপী এবং ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুও আমি। আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক্‌চতুষ্টয়। আমি ঊর্দ্ধ, আমিই অধঃ এবং আমিই অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান এই সমস্ত বিদিক্‌স্বরূপ। আমি পুরুষ, আমি নপুংসক এবং আমিই স্ত্রী। সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী,

অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃস্বরূপ বলিয়া আমাকেই জানিবে। আমিই সত্য, তদ্ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা। গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় নামে যে তিন প্রকার অগ্নি আছে, তাহাও আমি। আমি গো, আমি গৌরী, আমি ঋগ্বেদ, আমি যজুর্ব্বেদ, আমি সামবেদ এবং আমিই আঙ্গিরস অথর্ব্ববেদ। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি সর্ব্বপ্রধান। আমি জল এবং আমিই তেজঃ-স্বরূপ। আমিই সর্ব্বভূতে অব্যক্তভাবে অধিষ্ঠিত; আমি অরণ্য, আমি নিশ্চল এবং আমিই সচল। আমি পদ্ম, আমিই পবিত্র, অমি উগ্র, আমি বলিষ্ঠ। এই যে সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহাও আমি, আমি সকল ভাব-স্বরূপ, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি আকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত বস্তুই তুল্য, কোন পদার্থের উৎকৃষ্টত্ব বা অপকৃষ্টত্ব নাই, সমস্ত দ্রব্যেই আমার সহিত ঐক্যজ্ঞান করিবে, কোন বস্তুতে ইতরবিশেষ নাই; সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডে সকলকে আমার তুল্য জ্ঞান করিবে, আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থে আমার সহিত ঐক্যচিন্তা করে, তাহারা সমস্ত দেবতাকে জানিতে পারে এবং সাঙ্গবেদসকল জ্ঞাত হয়। আমারই অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। আমিই স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-সম্পাদন করিয়া জগতের সৃষ্টি করিতেছি। আমিই ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মতেজের সহিত সংযো-

জিত করি। আমিই অন্নাদি হোমীয়বস্তুর সহিত সংস্কৃত ঘৃতাদির যোগ করিয়া অমরবৃন্দের তুষ্টিসাধন করিতেছি। আমিই পিতার আয়ুর্দ্বারা পুত্রদিগের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিয়া দিই। আমিই সত্যবাদীকে সত্যের সঙ্গে এবং ধার্ম্মিককে ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত করি। ফল কথা, ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কার্য্যকারণ প্রত্যক্ষ করিতেছ, সমস্তই মদীয় তেজঃসম্ভূত।” তৎপরে অমরবৃন্দ রুদ্রদেবের প্রকৃতস্বরূপ-পরিজ্ঞানার্থ প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থ স্বরূপ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেন। তখন তাঁহারা রুদ্রদেবের সেই প্রকৃত রূপ ধ্যান করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥

ওঁ ॥ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ স্কন্দস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চেন্দ্রস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চাগ্নিস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বায়ুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যে চাষ্টৌ প্রতিগ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভূস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ ভুবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ মহস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ পৃথিবী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চান্তরীক্ষং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যা চ দ্যৌস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যাশ্চাপস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ তেজস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চামৃতং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চাকাশং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ বিশ্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ স্থূলং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সূক্ষ্মং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ শুক্লং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ কৃষ্ণং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ কৃৎস্নং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সত্যং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥

যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যচ্চ সর্ব্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

দীপিকা।—ততো ব্রহ্ম-বিষ্ণুস্কন্দেন্দ্রাগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-সোমাষ্ট-গ্রহাষ্টপ্রতিগ্রহ-ভূর্ভুবঃ-স্বঃ-পৃথিব্যন্তরীক্ষ-দিবপ্-তেজ-আকাশ-কাল-যম-মৃত্যমৃত-বিশ্ব-স্থূল-সূক্ষ্ম-কৃষ্ণ-কৃৎস্নসত্য-সর্ব্বরূপৈরেক-ত্রিংশৎপর্য্যায়ৈঃ অস্তুবন্ অত্র যমপর্য্যায়ানন্তরমন্তক-পর্য্যায়োঽপি পঠনীয়ঃ, তেন ত্র্যম্বক-মন্ত্রাক্ষর-সঙ্খ্যয়া দ্বাত্রিংশং-পর্য্যায়া ভবন্তি। ব্রহ্মরূপৈৈকত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি রুদ্ররূপী ভগবান্ এবং যিনি ব্রহ্মরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিত্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পরাৎপর পরংব্রহ্ম, যিনি বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক অখিল জগৎ পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি স্কন্দরূপে অমরবৃন্দের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া দেবকার্য্য সাধন করত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, সেই রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি সনাতন পূর্ণব্রহ্ম, যিনি ইন্দ্ররূপে ব্রহ্মাণ্ডে জলবর্ষণ

পূর্ব্বক জীবাদি সকল পদার্থের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অগ্নিরূপী হইয়া অনন্ত জগতের পাকক্রিয়াসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি বায়ুরূপী হইয়া জগৎপ্রাণরূপে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি সূর্য্যরূপী হইয়া জগৎপ্রকাশনপূর্ব্বক তাপপ্রদান করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি চন্দ্ররূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সুধাবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি সূর্য্যপ্রমুখ অষ্টগ্রহরূপী হইয়া বিরাজমান আছেন, সেই সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অষ্ট-উপগ্রহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহর্লোকস্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী পরমদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি পৃথিবীরূপী হইয়া স্থাবরজঙ্গমাদি পদার্থ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা রুদ্রদেবকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অন্তরীক্ষরূপে জ্যোতিষ্কবৃন্দের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্বর্গরূপ ধারণ পূর্ব্বক সুরবৃন্দের আবাসস্বরূপে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি জলরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র জীবজন্তুসহ সচরাচর জগৎকে তৃপ্ত করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি তেজোরূপী হইয়া অখণ্ডভুবন পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি কালরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের আদি, অন্ত ও মধ্যে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি যমরূপী হইয়া জগতের জীবকুলের ধ্বংসসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি মৃত্যুরূপী হইয়া এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে দিন দিন পরিবর্ত্তিত করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি অমৃতরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকুলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি আকাশরূপী হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বস্তুকে অবকাশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।

যিনি বিশ্বময় অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বব্যাপী হইয়া বিরাজিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি স্থূলরূপে জগতের সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সূক্ষ্মরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যিনি শুক্লরূপী অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ও নির্ম্মলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনন্ত জগতে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

যিনি সত্যরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, সেই রুদ্ররূপী অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ২ ॥

ভূস্তে আদির্ম্মধ্যং ভুবস্তে স্বস্তে শীর্ষং বিশ্বরূপোঽসি ব্রহ্মৈকস্ত্বং দ্বিধা ত্রিধা বৃদ্ধিস্ত্বং শান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং হুতমহুতং দত্তমদত্তং সর্ব্বমসর্ব্বং বিশ্বমবিশ্বং কৃতমকৃতং পরমপরং পরায়ণঞ্চ ত্বম্। অপামসোমমমৃতা অভূমাগন্মে জ্যোতিরবিদাম দেবান্। কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ। কিমু ধূর্ত্তিরমৃতং মর্ত্ত্যস্য সোমসূর্য্যপুরস্তাৎ সূক্ষ্মঃ পুরুষঃ। সর্ব্বং জগদ্ধিতং বা এতদক্ষরং প্রাজাপত্যং সৌম্যং সূক্ষ্মং পুরুষং গ্রাহ্যমগ্রাহ্যেণ ভাবং ভাবেন সৌম্যং সৌম্যেন সূক্ষ্মং

সূক্ষ্মেণ বায়ব্যং বায়ব্যেন গ্রসতি তস্মৈ মহাগ্রাসায় বৈ নমো নমঃ।

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

হৃদি ত্বমসি যো নিত্যং তিস্রো মাত্রাঃ পরস্তু সঃ॥

তস্যোত্তরতঃ শিরো দক্ষিণতঃ পাদৌ, য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ, য ওঙ্কারঃ সঃ প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ সঃ সর্ব্বব্যাপী, যঃ সর্ব্বব্যাপী সোঽনন্তঃ, যোঽনন্তস্তত্তারং, যত্তারং তচ্ছুক্লং, যচ্ছুক্লং তৎ সূক্ষ্মং, যৎ সূক্ষ্মং তদ্‌বৈদ্যুতং, যদ্‌বৈদ্যুতং তৎ পরং ব্রহ্ম, যৎ পরং ব্রহ্ম স একঃ, য একঃ স রুদ্রঃ, যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ, য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ॥ ৩॥

দীপিকা।—বিরাড়্‌রূপেণ স্তুতিমাহ ভূরিতি। আদিঃ পাদৌ মধ্যম্ উদরম্ ব্রহ্ম রূপেণৈকস্ত্বং দ্বিধা বদ্ধঃ সদসদ্রূপেণ ত্রিধা বদ্ধঃ গুণত্রয়ভেদেন। পরায়ণং পরময়নং স্থানম্। অপামসোমম্ ইতি ত্বয়ি দৃষ্টে সর্ব্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। কৃণবৎ ছিন্দন্ অরাতিঃ শত্রুঃ অস্মান্ প্রতি ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। ধূর্ত্তিঃ হিংস্যাপ্যস্মাকং কিং ত্বদভিরক্ষিতানাং ত্বদ্রূপমাপন্নানাং হিংসাকৃতদোষাভাবাৎ যদ্‌গীতাসু হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি অথবা শত্রুকৃতা হিংসা ত্বচ্ছরণানস্মান্ ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। অমৃতম্ আদেয়ং মর্ত্ত্যং হেয়ঞ্চ ত্বদাপ্ত্যা কৃতার্থানাং নো নাস্তীত্যর্থঃ। সোমশ্চাসৌ সূর্য্যশ্চ সোমসূর্য্যঃ তেনোভয়াত্মক এক ইত্যর্থঃ। সোমসূর্য্য ইত্যুপ-

লক্ষণং পঞ্চভূতানি সোমসূর্য্যৌ যজমানশ্চেত্যষ্টমূর্ত্তিরীশ্বরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উদ্দেতীতি শেষঃ। সূক্ষ্মো যঃ পুরুষঃ স এব সর্ব্বং স্থূলং সম্পন্নম্। নন্বু সর্ব্বভাবাপত্ত্যা কিমর্থং সৃষ্টিং তনোতীত্যত আহ জগদিতি। জগতাং হিতং জগদ্ধিতং এতদক্ষরং ব্রহ্ম জীবভোগাপবর্গার্থং কৃপয়া সৃষ্টিরিতি ভাবঃ। প্রাজাপত্যং প্রজাপতিরূপেণ গ্রসতি তথা ভাবাদিকং তেনৈব রূপেণ পালিতম্ সৌম্যং সোমোঽন্নং যদ্রূপেণাপ্যায়িতং সূক্ষ্মং পুরুষং জীবং গ্রাহ্যং দেবভাবাপন্নম্ অগ্রাহ্যেন কালরূপেণ গ্রসতি স্থূলস্য সূক্ষ্মেঽন্তর্ভাবাৎ বায়ব্যং বায়ব্যেন বাহ্যবায়ুরূপেণ মহা-গ্রাসায় উক্তপ্রকারেণ সর্ব্বভক্ষকায় মৃত্যুমৃত্যবে।

হৃদিস্থাঃ অন্তঃকরণবর্ত্তিন্যঃ দেবতাঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ত্বমন্তর্যামিরূপেণ যো হৃদি ত্বমসি তস্মৈ নমো নমঃ ইত্যন্বয়ঃ, অতএব স্বপ্নে অন্তঃকরণেনৈব সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ব্যবহারঃ ইত্যুক্ত্বা ধ্যানেন দেবা উপরতাঃ। ইদানীং শ্রুতেরাখ্যায়িকামুপসংহৃত্য স্বেন রূপেণাহ তিস্র ইতি। তিস্রো মাত্রাঃ অকারোকার-মকারাঃ সর্ব্বদেবময়াঃ পরস্তু অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ সঃ শিবঃ॥

তস্যেতি। মাত্রাত্রয়াতীতো হৃদি ত্বমসীত্যুক্তম্, তত্র সন্দেহঃ কস্যাং দিশি তস্য শিরঃ? কস্যাং বা পাদৌ? ইত্যত উক্তং তস্য পরস্য হৃদিস্থস্য উত্তরতঃ শিরো বর্ত্ততে তেনো-ত্তরমার্গেণ গতানাং যাতায়াতেন ভবতো রুদ্রমুখাদুপদেশ-

লাভাৎ দক্ষিণতঃ পাদৌ তেন দক্ষিণমার্গগামিনাং গতাগতে ভবতঃ পাদয়োর্গমনশীলত্বাৎ য উত্তরতঃ স ওঙ্কারঃ স প্রণব ইতি তথা প্রসিদ্ধেঃ; সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বব্যাপকোঽপি ব্রহ্মবাচকত্বাৎ সোঽনন্তঃ অন্যথা সর্ব্বব্যাপ্ত্যসম্ভবাৎ তারম্ শুক্লং নির্ম্মলং সূক্ষ্মম্ ইন্দ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যম্। কথং তর্হি তজ্‌জ্ঞানম্? অত উক্তম্ তদ্‌বৈদ্যুতং স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহৎ অন্যেষামাত্মলাভস্য তদধীনত্বাৎ অতএবৈকঃ অন্যাত্মনস্তদপেক্ষত্বেন তদনতিরেকাৎ। সঃ রুদ্রঃ একো রুদ্র ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ঈশানঃ স্বতন্ত্রঃ অতএব ভগবান্ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ এষ মহেশ্বরঃ অনবধিকৈশ্বর্য্যঃ সর্ব্বেঽপ্যেতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ভেদেঽপ্যেকার্থাঃ সমানাধিকরণবৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—প্রথমে অমরবৃন্দ সূক্ষ্মরূপে রুদ্রদেবের সর্ব্বময়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক স্তব করিয়া অধুনা বিরাট্‌ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রুদ্র! এই ভূর্লোক তোমার চরণযুগলদ্বয়, ভুবর্লোক তোমার মধ্যদেশ (উদর) এবং স্বর্লোক তোমার মস্তক; সুতরাং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই স্বরূপ। এই জন্য তোমাকে বিশ্বরূপ বলা যায়: তুমি এক ব্রহ্ম জগতে অনন্ত রূপ ধারণ পূর্ব্বক অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছ। হে ভগবন্! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুই ভাগে আবদ্ধ আছ; জগতের সৎ ও অসৎ সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ। হে ব্রহ্মরূপিন্! তুমি ত্রিগুণ-

ভেদে তিনরূপে আবদ্ধ আছ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ তোমারই মাহাত্ম্য। তুমিই ব্রহ্মাণ্ডে শান্তিরূপে বিরাজমান আছ, তুমিই জীবাদি সমগ্র বস্তুর পুষ্টিস্বরূপ, যে সমস্ত হবনীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুমি এবং যাহা ক্রিয়ার অযোগ্য, তাহাও তুমি; যে সমস্ত বস্তু দান করা যায়, তাহাও ত্বৎস্বরূপ এবং অপ্রদত্ত পদার্থও তুমি; তুমিই সর্ব্বময় ও তুমি সকলের অতিরিক্ত; তুমি বিশ্বময় ও বিশ্ব হইতে অতীত; কৃত ও অকৃতও তুমি। তুমি পরমপদার্থ, তুমি অপর এবং তুমিই পরমধাম, তোমাকে প্রাপ্ত হইলেই উত্তমা গতি লাভ হয়, তোমাকে জানিতে পারিলে সকল বিষয়ই বিদিত হয়; তোমার দর্শনেই সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; অধুনা আমরা প্রার্থনা করি এই যে, আমাদিগের সেই দিব্য জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হউক। আমাদিগের প্রতি যেন বিপক্ষগণ কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ না হয়। আমরা তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিলে শত্রুকৃত হিংসা আমাদিগের কোন বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। যাহারা তোমার শরণাগত, শত্রুকৃত হিংসা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ। তুমি গ্রহণীয় ও পরিত্যাজ্য; যাহারা তোমার তত্ত্ব অবগত হয়, তাহারা সাদরে তোমাকে গ্রহণ করে, তোমার তত্ত্বে যাহারা বিমুখ, তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে। হে পুরুষোত্তম! তোমার অষ্টবিধ মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তিকে শর্ব্ব, জল-

মূর্ত্তিকে ভব, অগ্নিমূর্ত্তিকে রুদ্র, বায়ুমূর্ত্তিকে উগ্র, আকাশ-মূর্ত্তিকে ভীম, যজমানমূর্ত্তিকে পশুপতি, সূর্য্যমূর্ত্তিকে ঈশান, এবং সোমমূর্ত্তিকে মহাদেব কহে। তুমি উক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-মূর্ত্তি এবং যজমান, সূর্য্য ও সোম এই অষ্টমূর্ত্তিদ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজমান আছ; তুমিই পূর্ব্ব-দিগ্‌ভাগে চন্দ্র-সূর্য্যরূপে উদিত হও, তুমি সর্ব্বময় ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকর 'ব্রহ্ম' এই অক্ষরদ্বয়, তুমি জীবকুলের ভোগ ও মোক্ষসাধনার্থ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি প্রজাপতিরূপে প্রজাবর্গের পালন করিতেছ, তুমি স্থূলসূক্ষ্মজীবাদি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থের কর্ত্তা, তুমি কালরূপী হইয়া জীবকুলকে গ্রাস করিতেছ, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসমস্ত বস্তুতেই অবস্থিতি করিয়া থাক, তুমি সৌম্য পদার্থে সৌম্যরূপে, সূক্ষ্মবস্তুতে সূক্ষ্মরূপে এবং বায়ব্য পদার্থে বায়ুরূপে অবস্থিতি করত গ্রাস কর, তুমি সকলের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী এবং মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

যে সমস্ত দেবতা জীবকুলের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরূপে জীবকুলের জীবত্ব সম্পাদন করিতেছেন, তুমিই সেই সেই অন্তর্যামী দেবতা, অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক সর্ব্বদেবময় যে প্রণব, তাহাও তুমি

এবং তুমিই পরাৎপর সর্ব্বকল্যাণময় শিবরূপে সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে অবস্থিতি কর, সুতরাং তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

সেই হৃদিস্থ পরমপুরুষ রুদ্রদেবের শিরঃ উত্তরদিকে বিদ্যমান আছে, জীব সেই উত্তরমুখে গমনাগমন পূর্ব্বক তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পাদযুগল দক্ষিণদিকে বিদ্যমান ; সেই জন্য জীব দক্ষিণভাগে গমনাগমন করিয়া গমনশক্তি পাইয়াছে। যিনি উত্তরদিগ্‌ভাগে বিদ্যমান আছেন, তিনি প্রণবস্বরূপ, যিনি প্রণব-স্বরূপ, তিনি প্রণবরূপী ; যিনি প্রণবরূপী, তিনি সর্ব্বব্যাপী ; যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি অনন্ত; যিনি অনন্ত, তিনি তারক (পরিত্রাণকর্ত্তা) ; যিনি তারক, তিনি শুক্ল (নির্ম্মল) ; যিনি শুক্ল, তিনি সূক্ষ্ম ; ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ নহে। যিনি সূক্ষ্ম, তিনি বৈদ্যুত (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ); যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ, তিনি পরংব্রহ্ম ; যিনি পরং-ব্রহ্ম, তিনি অদ্বিতীয় ; তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র, তিনি ঈশান এবং যিনি ঈশান, তিনিই ভগবান্ মহেশ্বর ॥ ৩ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব প্রাণান্ ঊর্দ্ধমুৎক্রাময়তি তস্মাদুচ্যতে ওঙ্কারঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাঙ্গিরসং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রণাময়তি নময়তি চ তস্মাদুচ্যতে প্রণবঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব যথা স্নেহেন

পললপিণ্ডমিব শান্তরূপমোতপ্রোতমনুপ্রাপ্তো ব্যতিষক্তশ্চ তস্মাদুচ্যতে সর্ব্বব্যাপী। অথ কস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চাস্যান্তো নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে তারং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব গর্ভ-জন্ম-ব্যাধি-জরা-মরণ-সংসার-মহাভয়াৎ তারয়তি ত্রায়তে চ তস্মাদুচ্যতে তারম্। অথ কস্মাদুচ্যতে শুক্লং, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ক্লন্দতে ক্লাময়তি চ তস্মাদুচ্যতে শুক্লম্। অথ কস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মং যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরাণ্যধিতিষ্ঠতি, সর্ব্বাণি চাঙ্গান্যভিমৃশতি তস্মাদুচ্যতে সূক্ষ্মম্। অথ কস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব ব্যক্তে মহতি তমসি দ্যোতয়তি তস্মাদুচ্যতে বৈদ্যুতম্। অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম, যস্মাৎ পরমপরং পরায়ণঞ্চ বৃহদ্ বৃহত্যা বৃংহয়তি তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম। অথ কস্মাদুচ্যতে একঃ যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ সম্ভক্ষ্য সম্ভক্ষণেনাজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি তীর্থমেকে ব্রজন্তি তীর্থমেকে দক্ষিণাঃ প্রত্যঞ্চ উদঞ্চঃ প্রাঞ্চোঽভিব্রজন্ত্যেকে তেষাং সর্ব্বেষামিহ সঙ্গতিঃ। সাকং স একো ভূতশ্চরতি প্রজানাং তস্মাদুচ্যতে একঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ, যস্মাদৃষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈর্দ্রুতমস্য রূপমুপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ যঃ সর্ব্বান্ দেবানীশতে ঈশানীভির্জ্জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ। অভিত্বা শূরণো নুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ

স্বদর্শমীশানমিন্দ্রতস্থুষ ইতি তস্মাদুচ্যতে ঈশানঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ যস্মাদ্ভক্তাজ্ঞানেন ভজত্যনুগৃহ্লাতি চ বাচং সংস্থজতি বিস্থজতি চ সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগৈশ্বর্য্যেণ মহতী মহীয়তে তস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ তদেতদ্রুদ্রচরিতম্॥ ৪॥

দীপিকা।—পর্য্যায়াত্ব-শঙ্কা-নিবৃত্তয়ে ত্রয়োদশানামপি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদং পৃচ্ছন্তি অথেতি। উর্দ্ধোৎক্রাম-শব্দয়োরোঙ্কার ইতি নিপাতনম্ উপায়স্যোপায়ান্তরা-বিরোধান্ন ব্যাকরণবিরোধঃ শঙ্ক্যঃ। এবমুত্তরেষ্বপি। চতুর্ব্বেদাত্মকং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ অধ্যেতৃভ্যঃ প্রণাময়তি প্রণতং নম্রং করোতি নাময়তি প্রকরোতি তত্তন্ত্রমিব করোতি স প্রণবঃ পললং তিলপিষ্টং তস্য পিণ্ডং গুড়িকা ইব শব্দো বাক্যালঙ্কারে, যথা তিলপিষ্টপিণ্ডং সর্ব্বতঃ স্নেহেন তৈলেন ব্যাপ্তম্ এবং পটে তন্তুমিব কার্য্যমাত্রে ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ তানবিতানভাবমাপন্নং শান্তরূপং ব্রহ্ম উচ্চার্য্যমাণঃ বাচা প্রযুক্তঃ প্রতীতঃ এবং সর্ব্বত্র অন্নু অনুস্থত্য প্রাপ্তঃ ভেদমাপন্নঃ প্রতিমেব দেবেন তথা বাচকভাবেন ব্যতিষক্তঃ সংবদ্ধঃ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম তদ্রূপেণ ব্যাপ্নোতি বাচকতয়া বা সংবধ্নাতি সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ। এবং প্রণবস্য সর্ব্বব্যাপিত্বাদিকম্ অর্থাভেদবিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্। উচ্চার্য্যমাণেঽস্মিন্ তস্য ওঙ্কারস্য অন্তো ব্রহ্মৈক্যান্নোপলভ্যতে তেনানন্তঃ। আশু ক্রন্দতে কন্দতে ক্রন্দতে

ধ্বনিরূপেণ ব্যজ্যতে ক্লাময়তি চ উদাত্ততয়া উচ্চারণে প্রযত্নাধিক্যাৎ শরীরং ক্লমযুক্তং করোতি তৎ শুক্লম্ পূর্ব্বো-ত্তরপদয়োরাদ্যন্তলোপঃ। সূক্ষ্মো ভূত্বা অঙ্কুরাবস্থায়ামেবাপি শরীরাণি দেহাবয়বান্ স্বহেতুপ্রাণাভেদেন প্রযত্নাভেদেন ব্রহ্মাভেদেন বা অধিতিষ্ঠতি আরোহতি অভিমৃশতি সংবধ্নাতি ব্যাপ্নোতি চ সূক্ষ্মম্ তস্মাৎ অব্যক্তে মহতি তমসি অবিদ্যায়াং দ্যোতয়তি তন্নিরাসেন ব্রহ্মপ্রকাশং করোতি তৎ বৈদ্যুতম্ পরমপরং সগুণং নির্গুণঞ্চ পরায়ণং পরমগতিঃ তস্মাৎ পরমিত্যন্বয়ঃ।

ব্রহ্মশব্দনিমিত্তমাহ বৃহদিতি। যস্মাৎ বৃহৎ মহৎ তস্মাৎ ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। নিমিত্তান্তরমাহ বৃহত্যেতি। বৃহত্যা মায়য়া বৃংহয়তি বর্দ্ধয়তি কার্য্যং তেন পরং ব্রহ্ম ওঙ্কারঃ। যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রাণাভিব্যঙ্গান্ বেদান্ অর্থপক্ষে বাগাদীন্ সম্ভক্ষ্য সংহারকালে আত্মন্যুপসংহৃত্য সম্ভক্ষণেন কৃত্বা সংসৃজতি তৈরেকীভবতি স্বয়ন্তু অজঃ বাচা বিরূপনিত্যয়েতি লিঙ্গাৎ নিত্যং বিজ্ঞানমিতি শ্রুতেশ্চ পুনঃ সিসৃক্ষায়াং বিসৃজতি চেতি কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ মৃদাদিবদেকঃ অতএব কৃতে তু প্রণবো বেদঃ ইত্যাদ্যুপপন্নম্। কারণত্বে-নৈক্যমুক্ত্বা ফলত্বেনাপ্যৈক্যং মন্ত্রেণাহ তীর্থমিতি। তীর্থম্ উপায়ঃ তদ্‌ব্রজনম্ অনুষ্ঠানম্ দিকৃচতুষ্কগ্রহণং তন্নানাত্বোপ-লক্ষণার্থং নানামার্গৈরপ্যুপায়ৈঃ সর্ব্বেষাম্ ইহ ঈশ্বরে সঙ্গতিঃ ফলত্বেন প্রাপ্তিঃ। সাকং সহৈব সঃ একো ভূতঃ সিদ্ধঃ

চরতি সৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ভক্ষয়তি বা প্রজানামশুভ-কর্ম্ম-বিপাকম্ তদুক্তং কবিভিঃ।

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥ ইতি।

বাচ্যধর্ম্মেণ বাচকো ব্যবহ্রিয়তে। ঋষিভিঃ জ্ঞানিভিঃ দ্রুতং গম্যতে ইতি রুদ্রঃ। ঈশতে ঈষ্টে ইতি ঈশানঃ ঈশ্যতে এভিরিতি ঈশিন্যঃ তাভিঃ দেবান্ স্বেচ্ছয়া নিযুনক্তি অজাতানাং বিনিয়োগাসম্ভবাৎ জননীভিশ্চ শক্তিভিঃ জনয়ন্তি ঈশতে। ঈশানস্ব মন্ত্রসঙ্গতিমাহ অভীতি। হে শূর! ইন্দ্র! পরমেশ্বর! ত্বা ত্বাম্ অভিতো নুমঃ আভিমুখ্যেনাতিশয়েন স্তুমঃ, অদুগ্ধাঃ দুগ্ধরহিতাঃ পয়োঽর্থিনো বৎসাঃ ধেনবঃ দোগ্ধ্রীঃ গা ইব স্তুবন্তি, দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, অদুগ্ধাঃ প্রসূতাঃ ধেনবঃ গাবো বৎসানিবেতি ন ব্যাখ্যাতম্ স্নেহসাম্যেঽপ্যুপাসকস্য মাতৃতা উপাস্যস্য বৎসতেতি হীনোপমাদোষ-প্রসঙ্গাৎ। জগতঃ জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য ঈশানম্ আদরার্থং পুনঃ প্রয়োগঃ স্ব ঈশং দিব্যদৃষ্টিম্। ভক্তা ভজনকর্ত্তা তস্মৈবার্থো জ্ঞানেনেতি। যদ্বা ভক্তাঃ ভক্তান্ জ্ঞানেন ভজতি সেবতে অনুগৃহ্লাতি চেতি ভগশব্দার্থঃ বাচং বেদাখ্যাং সংসৃজতি ব্রহ্মাদিমুখে বিসৃজতি স্বমুখাদিতি বাল্ শব্দার্থঃ। মহেশ্বরশব্দার্থমাহ য ইতি। ভাবান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য ত্যাজয়িত্বা বেদমুপাদিশ্য তদর্থবোধনদ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য-

মুৎপাস্থ অধিকারিণং কৃত্বা দত্তেন আত্মজ্ঞানেন মনঃস্থির-তায়ৈ চ অষ্টাঙ্গযোগজন্যৈশ্বর্য্যেণ চ ভক্তান্ মহতি পূজয়তি তেন পরানুগ্রহেণ চ মহীয়তে মহিমানং যাতি জগদ্‌বিখ্যাতযশা ভবতি তেন ভগবান্ মহেশ্বরঃ অক্ষরসাম্যেন ত্রিব্রূয়াৎ ইতি ন্যায়েনেদং নির্ব্বচনম্।

নন্ু পরব্রহ্মপর্য্যায়াদারভ্যোচ্চার্য্যমাণ এবেতি কস্মান্নোক্তম্ অত আহ তদেতদ্রুদ্রচরিতমিতি। নাম-নামিনোরৈক্য-বোধনায়োঙ্কারোপক্রমশ্চ আদিত আরভ্য রুদ্রস্যৈবৈতদ্‌বর্ণিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বকথিত প্রণবাদি ত্রয়োদশ বিশেষণই একার্থবোধক ও এক রুদ্রদেব-প্রতিপাদক। অধুনা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঐ সমস্ত বিশেষণ পদের অর্থভেদ বিবৃত হইতেছে।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "ওঙ্কার" বলিয়া বিশেষ করিবার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে।—যেহেতু, সেই রুদ্র-প্রতিপাদক প্রণব উচ্চারণ করিলে আশু প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক ঊর্দ্ধে সংক্রামিত হয়, এই জন্য তাঁহাকে "ওঙ্কার" কহে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে প্রণব বলিয়া বিশেষ করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই,—যেহেতু, প্রণব উচ্চারণমাত্র ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ প্রণত হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ অভ্যাস করেন, প্রণব উচ্চারণ করিলে, তাঁহাদিগের সেই

অধীত বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত হয়। এই জন্য তাঁহাকে প্রণব কহে। তৃতীয় প্রশ্ন এই,—তিনি সর্ব্বব্যাপী কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করিলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। যেমন তিল-পিণ্ডাভ্যন্তরে তৈল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, যেমন বস্ত্রমধ্যে সূত্ররাজি সর্ব্বত্র সংবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী কহে। চতুর্থ প্রশ্ন এই,—তাঁহাকে অনন্ত বলিবার কারণ কি? এই বিষয়ের উত্তর এই,—যেহেতু, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিলে উর্দ্ধে, অধোদিকে এবং চতুস্পার্শ্বে কোন দিকেও তাঁহার অন্ত উপলব্ধ হয় না, এই জন্য তিনি "অনন্ত" নামে অভিহিত। পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষকে "তারক" বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, সাধকবৃন্দ সেই পরমাত্মার নাম উচ্চারণ করত ধ্যান করিলে আশু গর্ভযাতনা, জন্মযন্ত্রণা, ব্যাধি, জরা ও মরণ-সংকুল সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং তিনিও সেই তারকব্রহ্ম নামদ্বারা অপরকে ত্রাণ করিতে পারেন, এই জন্য সেই রুদ্রদেব "তারক" নামে আখ্যাত। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, কেন সেই মহাপুরুষ "শুক্ল" শব্দে অভিহিত হন? ইহার উত্তর এই,—সেই পরমাত্মরূপী রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণ করিলে প্রযত্নাধিক্য

হেতু দেহ ক্লান্ত হয়, সেই জন্য তিনি "শুক্ল" নামে অভিহিত। সপ্তম প্রশ্ন এই যে, সেই মহাপুরুষ "সূক্ষ্ম" কেন? ইহার মীমাংসা এই,—যেহেতু, তাঁহাকে উচ্চারণ করিলে আশু তিনি সূক্ষ্মরূপে দেহাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হন, এই জন্য সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব "সূক্ষ্ম" শব্দে অভিহিত হন। অষ্টম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "বৈদ্যুত" বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই,—যেহেতু, সেই অচিন্তনীয় পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবের নাম উচ্চারণমাত্র ব্যক্তীভূত মহাতমঃস্বরূপ অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হয়, সেই জন্য তাঁহাকে "বৈদ্যুত" (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ) বলা যায়। নবম প্রশ্ন এই যে, তাঁহাকে "পরব্রহ্ম" কহে কেন? ইহার উত্তর এই যে,—যেহেতু, তিনি পরমপুরুষ পরাৎপর, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ, প্রাণিকুলের পরমা গতি, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৃহৎ এবং তিনিই স্বীয় মায়া বিস্তার পূর্ব্বক এই অখিল জগৎ বর্দ্ধিত করিতেছেন; এই জন্য সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ "পরংব্রহ্ম' শব্দে অভিহিত হন। দশম প্রশ্ন এই যে, সেই রুদ্রদেবকে "এক" বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—যেহেতু, সেই ভগবান্ রুদ্রদেব জীবকুলকে সংহারসময়ে বিনাশ করিয়া

(আপনাতে লয় করিয়া) পুনরায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি অজ, তাঁহার জন্মদাতা বা নাশকর্ত্তা কেহ নাই, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থকে কার্য্যকারণভেদে নানা প্রকারে বিকৃত করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি তীর্থাদিগমনকে ব্রহ্মলাভের উপায় বোধ করিয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিকৃস্থ নানাতীর্থে গমন পূর্ব্বক দেহপাতাদি স্বীকার করিয়াও বিবিধরূপ তপস্যা করিয়া থাকে, সেই পরমপুরুষ সনাতন ব্রহ্ম তাহাদিগেরও একমাত্র অবলম্বনস্থান, তাহারা সেই ব্রহ্ম-লাভের বাসনাতেই নানাপ্রকার তীর্থাদি পরিভ্রমণ করে। পরন্তু সেই রুদ্ররূপী মহাপুরুষই সকলের সহিত ভূরাদিলোকে পর্য্যটন করেন, তিনিই সকলের সহিত ঐক্যভাবে বিরাজিত আছেন, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারী; তিনিই প্রজাপুঞ্জের অশুভ কর্ম্মবিপাক ক্ষয় করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই অদ্বিতীয় পুরুষ রুদ্ররূপী ভগবান্ "এক" শব্দে অভিহিত। একাদশ প্রশ্ন এই যে, সেই পরমপুরুষ "রুদ্র" শব্দে অভিহিত হন কেন? ইহার উত্তর এই,—যেহেতু, কেবল পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ-ঋষিগণই তাঁহাকে বিদিত আছেন, অন্য কেহ সেই মহাপুরুষকে জানিতে সমর্থ নহে; এই জন্য সেই পরম-দেবতাকে "রুদ্র" বলা যায়। দ্বাদশ প্রশ্ন এই যে, তাঁহার "ঈশান" নাম হই-বার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে,—তিনি ঈশানী

শক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেববৃন্দকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জননীশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলকে বশীভূত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার নাম "ঈশান"। যেহেতু, অমরবৃন্দ ঈশানকে এই প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন—হে শূর, হে ইন্দ্র, হে পরমেশ্বর! তোমাকে সর্ব্বথা নমস্কার। যেমন দুগ্ধপানেচ্ছু বৎসগণ দুগ্ধলাভের বাসনায় দুগ্ধবতী ধেনুকে প্রার্থনা করে, তদ্রূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই অদ্বিতীয় অধীশ্বর রুদ্ররূপী ভগবান্‌কে বন্দনা করেন, এই হেতু তাঁহাকে "ঈশান" নামে অভিহিত করা যায়। ত্রয়োদশ প্রশ্ন এই যে, তবে তাঁহাকে "ভগবান্ মহেশ্বর" বলিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু, সেই পুরুষোত্তম রুদ্রদেব জ্ঞানোপদেশদ্বারা ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনিই বেদবাক্য সৃজন পূর্ব্বক ব্রহ্মার মুখে প্রদান করিয়া বেদচতুষ্টয় প্রকাশ করিয়াছেন, এই জন্য সেই পরাৎপর রুদ্রদেব "ভগবান্" শব্দে অভিহিত। "মহেশ্বর" বলিয়া বিশেষণ প্রয়োগের হেতু এই,—যেহেতু, তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে বিষয়ানুরাগ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বেদোপদেশ করত তদর্থজ্ঞানদ্বারা তাহাদিগের বিষয়বৈরাগ্য সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞানোপদেশের অধিকারী করিয়া ভক্তদিগের মনোবৃত্তির স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধিজনিত মহৈশ্বর্য্যদ্বারা সেই সমস্ত নিজভক্তকে পরিত্রাণ করিয়াছেন

এবং এইরূপ পরানুগ্রহপ্রকাশদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাতযশাঃ হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে "মহেশ্বর" কহে। এই প্রকারে দেবগণ রুদ্রচরিত কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভ অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মৈ য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশানীভিঃ। প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা ॥ যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যেনেদং সর্ব্বং বিচরতি সর্ব্বম্। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

ক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলং বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ। শাশ্বতং বৈ পুরাণমিষমূর্জ্জেন পশবোঽনুনাময়ন্তং মৃত্যুপাশান্ ॥

তদেতেনাত্মন্নেতেনার্দ্ধচতুর্থেন মাত্রেণ শান্তিং সংসৃজতি পশুপাশবিমোক্ষণম্ যা সা প্রথমা মাত্রা ব্রহ্মদেবত্যা রক্তা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্‌ব্রহ্মপদম্। যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদ্‌বৈষ্ণবং পদম্। যা সা তৃতীয়া মাত্রা ঈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেদৈশানং পদম্। যা সার্দ্ধচতুর্থী মাত্রা সর্ব্বদেবত্যা-

ব্যক্তীভূতা খং বিচরতি শুদ্ধা স্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং স গচ্ছেৎ পদমনাময়ম্। তদেতদুপাসীত মুনয়ো বাগ্‌বদন্তি ॥

ন তস্য গ্রহণময়ং পন্থা বিহিত উত্তরেণ যেন দেবা যান্তি যেন পিতরো যেন ঋষয়ঃ পরমপরং পরায়ণঞ্চেতি ॥

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তির্ভবতি নেতরেষাম্। যস্মিন্ ক্রোধং যাঞ্চ তৃষ্ণাং ক্ষমাঞ্চাক্ষমাং হিত্বা হেতুজালস্য মূলম্। বুদ্ধ্যা সঞ্চিতং স্থাপয়িত্বা তু রুদ্রে রুদ্রমেকত্বমাহুঃ ॥

রুদ্রো হি শাশ্বতেন বৈ পুরাণেনেষমূর্জ্জেন তপসা নিয়ন্তাগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমমিতি ভস্ম সর্ব্বং হ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি যস্মাদ্‌ব্রহ্মমিদং পাশুপতং যদ্ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেৎ তস্মাদব্রহ্ম তদেতৎ পাশুপতং পশুপাশবিমোক্ষণায় ॥ ৫ ॥

দীপিকা।—ঈশস্য প্রতিজ্ঞাতমৈক্যমুপপাদয়িতুং সাধনানি চ বক্তুমবয়বশঃ প্রণবস্যোপাসনায়াঃ পৃথক্ ফলানি প্রতিপাদ্য ঈশভক্তিপ্রধানেন জ্ঞানেনৈব পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুঞ্চোত্তরখণ্ড আরভ্যতে একো হ দেব ইতি।

এক এব দেবঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রজাতঃ সর্ব্বদিগ্রূপো বভূব দিগ্‌গ্রহণং তৎস্থবস্তূনামপ্যুপলক্ষণম্।

নন্থ কথমেকস্যানেকত্ব-সম্ভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বাশ্চর্য্যে ভগবতি কিং কিং রূপং ন সম্ভবতি? ইত্যাশয়েন পরিহরতি পূর্ব্বো হেতি। পূর্ব্বঃ স উ স এব গর্ভে জগতো মধ্যাবস্থায়াং স এব অন্তোঽপি সর্ব্বান্তে বর্ত্তমানোঽপি। স এব উৎপত্ত্যুপাধিনা কালবিরোধং পরিহরতি স এবেতি। নন্থ কথমস্যানুভবঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যঙ্‌ঙিতি। হ জনাঃ আবালস্ত্রী-গোপালাঃ। সার্ব্বজনীনমনুভবং পশ্যতেতি শ্রুতে-র্ব্বচঃ কিং তৎ? সর্ব্বতোমুখঃ আদিত্যবৎ সর্ব্বেষাং সম্মুখঃ প্রত্যঙ্ অবস্থাত্রয়ানুভূয়মানাহম্প্রত্যয়-বেদ্যাত্মরূপেণ তিষ্ঠতি যঃ স ঈশঃ।

দ্বিতীয়গন্ধমপি নিষেধতি এক ইতি। স দ্বিতীয়মৈচ্ছদিতি শ্রুতেঃ প্রাপ্তাং সহায়াপেক্ষাং নিষেধতি ন দ্বিতীয়ায় তস্থাবিতি। তত্ত্ব লীলা-মাত্রং দ্বিতীয়চেতনাভাবাদেকো দ্রষ্টেতি শ্রুতেঃ সঙ্কুকোচ ইতি অন্তকালে প্রলয়কালে সঙ্কোচং কৃতবান্, সংসৃজ্য ব্যাপ্য।

নন্থ বহবঃ শরীরিণশ্চেতনা দৃশ্যন্তে একত্বন্ত্বীশ্বরাপেক্ষ-মেবেত্যত আহ যো যোনিং যোনিমিতি। সর্ব্বে জীবা ব্যুচ্চরন্তীতি শ্রুতেঃ বিস্ফুলিঙ্গ ইব ততো ভিন্ন এব ইতি ভাবঃ। জ্ঞানশক্তিবৎ ক্রিয়াশক্তিরপ্যেকত্রৈবাস্তীত্যাহ সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং সঞ্চরতি প্রবিশতি বিচরতি নানা

গচ্ছতি চ যেন শক্তিমতা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বগুণৈঃ সম্পন্নঃ স এব সেব্য ইত্যাহ তমিতি। বরদং সকামানামপ্যুপাস্যং দেবং স্বতো দ্রষ্টারম্ ঈড্যং স্তুত্যং বেদানাং নিচায্যং নিতরাং সর্ব্বভাবেন পূজয়িত্বা ইমাম্ ঈশ্বরাবস্থামেব অত্যন্ত শান্তিং কৈবল্যাখ্যাম্ এতি।

তৎ প্রাপ্ত্যন্তরঙ্গোপায়ানাহ ক্ষমামিতি। হেতুজালস্য হেতুবাদ-কল্পনা-সমূহস্য মূলং কারণভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিলক্ষণাং হিত্বা ত্যক্ত্বা বুদ্ধ্যা নিপুণধিয়া সঞ্চিতং স্বীকৃতং বস্তু রুদ্রে স্থাপয়িত্বা সমর্প্য তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ইত্যুক্তত্বাৎ রুদ্রমেব একত্বম্ একভাবমেকরসমেতীত্যনুষঙ্গঃ আহুঃ ইতি আহুরাচার্য্যা ইত্যর্থঃ। কীদৃশং রুদ্রং শাশ্বতং সর্ব্বকাল-ব্যাপিনং পুরাণং পুরাপি নবং ন কদাচিজ্জীর্ণম্ ইষম্ অন্নম্ ঊর্জ্জেন বলেন সহ পশবঃ দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা পশূন্ অনুনাময়ন্তম্ অধীনীকুর্ব্বন্তং ভক্তেভ্যোঽর্পয়ন্তমিতি যাবৎ মৃত্যুপাশান্ নাময়ন্তং ন্যক্কুর্ব্বন্তং তেভ্যো মোচয়ন্তমিতি যাবৎ ভক্তিমুক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ॥

ইদানীং প্রণবস্য মাত্রাভেদেন ধ্যানভেদস্য ফলানি বক্তুং প্রথমং প্রাধান্যাৎ চতুর্ম্মাত্রস্য তস্য ফলমাহ তদেতেনাত্মন্নিতি। তৎ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারাৎ এতেন প্রণবেন আত্মন্ আত্মনি এতেন আদৃতেন আগতেন আত্মপ্রতিপাদকেন অর্দ্ধা চতুর্থী মাত্রা যস্য তেন ওঙ্কারেণ শান্তিং সংসৃজতি ঈশ্বরঃ। তথা পশুপাশ-বিমোক্ষণ-

শান্তিদ্বারা কর্ম্মপাশহানিং করোতি। প্রত্যেকমাত্রাণাং ফল-মাহ যা সেতি। প্রথমা অকাররূপা অর্দ্ধচতুর্থী মাত্রা চতুর্থী অর্দ্ধরূপা মাত্রেত্যর্থঃ সর্ব্বদেবত্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-দেবত্যা অব্যক্তীভূতা অবর্ণকত্বাৎ অব্যক্তীভূতা বর্ণরূপেণানির্ব্বাচ্যা খং মূর্দ্ধানং প্রবিচরতি। শুদ্ধা ইতি বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ পদ্মনামকং সহস্রদলং পদ্মমিতি প্রসিদ্ধম্। তদুক্তম্—মূর্দ্ধ্নি প্রতিষ্ঠিতং পদ্মং সহস্রদলসংযুতম্ ইতি ষোড়শদলং বা। তদিতি তৎ তস্মাৎ কারণাৎ এতৎ পদ্মনামকং পদং চতুর্থমাত্রাদ্বারা উপাস্তে। তস্য পদ্মান্তরবৈলক্ষণ্যমাহ মুনয়ো বাগ্-বদন্তীতি। অবাক্ অধোমুখং যচ্ছ্রুতিঃ অবাঙ্মুখ-শ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—ষোড়শচ্ছন্দসংযুক্তং শিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ। নির্গত্যামৃতধারাভিঃ ইতি।

বিশেষান্তরমাহ ন তস্য গ্রহণমিতি। গৃহ্যতে অনেনেতি গ্রহণং নালং তৎ যস্য নাস্তি অধোমুখস্য তস্য মূর্দ্ধোপরি নালত্বাদর্শনাৎ। এতৎ ভিত্ত্বা যে যান্তি তেষাং গতিমাহ অয়মিতি। অয়ং পন্থাঃ ওঙ্কারোপাসন-লক্ষণঃ যেন উত্তরেণ পথা দেবা যান্তি গচ্ছন্তি পিতরঃ জ্ঞানরহিত-কর্ম্মোপাসনেন গচ্ছন্তি। যে ন পিতর ইতি পাঠে যে পিতরঃ তে উত্তরেণ পথা ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। নেষ্টাপূর্ত্তমাত্রকারিণাং জ্ঞানরহিতা-নামুত্তরেণ পথা গতিরস্তি। অথবা পিতরঃ পিতৃমার্গাধিপাঃ কব্যবালাদয়ঃ তেষাং হি জ্ঞানিত্বাদুত্তরমার্গ এব অত্রাপি

বিশেয়ঃ কেচিৎ পরমেব যান্তি। যদুক্তম্—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে মুচ্যন্তে ইতি। কেচিৎ অপরং ব্রহ্মলোকাদি যেষামসতি জ্ঞানপরিপাকে কল্পান্তরে পুনর্জ্জন্ম ভবতি। কেচিৎ পরায়ণং বৈকুণ্ঠ-কৈলাসাদি।

তত্র কে পরমেব যান্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ বালাগ্রমাত্রমিতি। দুর্লক্ষ্যত্বেন সূক্ষ্মত্বোক্তিঃ হৃদয়স্য মধ্যে দহরে বিশ্বং জাগ্রদবস্থাভিমানিনং দেবং দ্যোতনাত্মকং জাতরূপং স্বুবর্ণবর্ণং জাতরূপং জগদ্‌যস্মাদিতি বরেণ্যং বরণীয়ম্ আত্মস্থং বুদ্ধিপ্রকাশকং শান্তিঃ মুক্তিঃ ইতরেষাং তদনভিজ্ঞানাৎ। ইতরেষামপ্রাপ্তে হেতুং ত্যাজয়িতুমাহ যস্মিন্নিতি। যস্মিন্নিতি বিষয়নির্দ্দেশঃ ক্রোধবিষয়ং ক্রোধঞ্চ হিত্বা বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ, যা চ তৃষ্ণাবিষয়া তাঞ্চ তৃষ্ণাং হিত্বা ক্ষমাগ্রহণং সর্ব্বসাধনোপলক্ষণং লব্ধে তত্ত্বে সাধনান্যপি চেত্যর্থঃ যেন ত্যজতি সন্ত্যজৌ ইত্যুক্তেঃ। হেতুজালস্য বিকল্পরাশেঃ মূলভূতাং ক্ষমাং ভূমিম্ অবিবেকদৃষ্টিঞ্চ হিত্বা বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণধিয়া সঞ্চিতং বিবেকদৃষ্ট্যা রুদ্রে স্থাপয়িত্বা সমর্প্য যজ্জুহোষি যদশ্নাসি ইত্যাদি স্মৃতেঃ। ননু বিষ্ণৌ ব্রহ্মণি চেতি বক্তব্যে রুদ্রে ইতি কিমর্থমুচ্যতে। ইত্যাশঙ্ক্যাহ রুদ্রমিতি। রুদ্রম্ একত্বমাপন্নম্ আহুরাচার্য্যা ইত্যপেক্ষিতম্। অয়ং ভাবঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যো মহেশ্বর এবং শুদ্ধং ব্রহ্ম স এব স্বমহিম্না চিত্তৈশ্বর্য্যেণ নামানি রূপাণি চাপন্ন ইতি।

রুদ্রো হীতি। শাশ্বতেন অনবচ্ছিন্নেন পুরাণেন অপরিণামিনা ঊর্জ্জেন ঐশ্বর্য্যেণ তপসা চ রুদ্ররূপম্ ইযম্ অন্নং ভূতজাতং নিয়ন্তা। তৃন্ ন লোকেতি ষষ্ঠীনিষেধঃ। সর্ব্বভূতজাতং নিযচ্ছতি ঐশ্বর্য্যতপসোঃ শাশ্বতং রুদ্রস্য দশাব্যয়ত্বাৎ। তথাহি—জ্ঞানং বিরাগিতৈশ্বর্য্যং তপঃ শৌচং ক্ষমা ধৃতিঃ। স্রষ্টৃত্বমাত্মসম্বন্ধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব বা। অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ইতি। ভস্মধারণমীশ্বরস্য প্রসিদ্ধম্। তদ্‌যথা ভস্ম লীলয়া ধৃতং নায়াসকারি তথা জগদপীতি বক্তুমগ্ন্যাদীনাং ভস্মোপমামাহ অগ্নিরিত্যাদি। বিশ্বং ভস্মবিশেষেণ ধৃতমিত্যর্থঃ। স্থলং পৃথিবী সর্ব্বম্ আকাশাদিকমপি ইদং জগৎ চক্ষূংষি ইন্দ্রিয়াণি। ননু কিমর্থমমঙ্গলং ভস্ম দধাতি তত আহ পশুপতে রুদ্রস্যেদং ব্রতম্ যস্মাদিতি। যদ্যপি পূর্ণকামস্য ন চ ব্রতেনাপি প্রয়োজনং তথাপি ভক্তানুগ্রহার্থং ব্রতে ময়া কৃতে ভক্তা অপি তথা কুর্য্যুরিতি। যৎ যস্মাৎ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেদিতি ব্রতং পশুপতিনা প্রোক্তং পশুপতিনা ধৃতঞ্চ ভস্ম তস্মাৎ ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি স্তুতিঃ। ফলমাহ তদিতি। পশূনাং জীবানাং পাশস্য বন্ধস্য বিমোক্ষণায় ত্যাগায় এতৎ ব্রতং ভস্মধারণবিধিঃ ফলবিশেষশ্চ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদি দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের ঐক্যজ্ঞানপ্রতিপাদনার্থ প্রণবোপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রতিপাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরভক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব-জ্ঞানদ্বারা পরমার্থসিদ্ধি হয়, এই বিষয় পরিজ্ঞাপনার্থ ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।—একমাত্র পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরই যাবতীয় দিক্ ও সেই সেই দিকে স্থিত সমগ্র পদার্থস্বরূপ। তিনি এক হইয়া জগতে নানারূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অসীমমাহাত্ম্যশালী, তাঁহার নিকট কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে; এমন কার্য্য নাই, যাহা তিনি করিতে না পারেন। তিনি জগতের পূর্ব্ব, তিনিই জগতের মধ্য এবং তিনিই জগতের অন্তে বিদ্যমান থাকিবেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্তমাহাত্ম্যশালী পরমাত্মস্বরূপ রুদ্রদেবই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালে বিদ্যমান আছেন। সেই ঈশানদেব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখস্বরূপ। তিনি অবস্থাত্রয় অনুভব পূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন এবং তিনিই সকলের পরিজ্ঞেয়; সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলেই নরজন্মের সাফল্যলাভ হয়।

সেই এক রুদ্রদেব ঈশানীশক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। তিনি অদ্বিতীয়, কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করেন না। সেই সর্ব্বেশ্বর জগৎপ্রভু অসীমশক্তি ও অপরিসীম মাহাত্ম্যপ্রভাবে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও বনিতাদি সকলের ও সর্ব্বপদার্থের অধীশ্বর হইয়া আছেন।

সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ রুদ্রদেবই এই অসীম চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং চরমে প্রলয় করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই রুদ্রদেবই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি ব্যতীত জগৎকর্ত্তা আর কেহ নাই।

পূর্ব্বশ্লোকে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই স্বীকার করিলেন, কিন্তু নানারূপ চেতনাবিশিষ্ট শরীরী জীবাদি দেখা যায় কেন? এই সন্দেহের মীমাংসা এই,—সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মই প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই প্রতিবিম্বমাত্র, তিনিই অনন্ত-জীবরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন। তিনিই সর্ব্বসম্পন্ন ও ব্রহ্মাণ্ডের সেব্য, তিনি বরদ অর্থাৎ সর্ব্বকামীর আরাধ্য। যে ব্যক্তি যে কামনায় তাঁহার আরাধনা করে, তাহার সেই কামনা ফলবতী হয়, দেবগণ তাঁহাকেই স্তব করিয়া থাকেন, অতএব সেই পরমব্রহ্মরূপী ঈশানকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিলে কৈবল্যমুক্তিস্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বতন আচার্য্যবৃন্দ ব্রহ্মলাভের যে অসাধারণ হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা এই,—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সাংসারিক হেতুবাদ ও কল্পনার মূলকারণস্বরূপ অবিবেক-দৃষ্টি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বুদ্ধির নৈপুণ্যদ্বারা স্বীকৃত বস্তু

সকল সেই রুদ্রদেবে সমর্পণ করত সর্ব্বব্যাপী পুরাণপুরুষকে এবং যিনি বলের সহিত অন্ন ও পশুকুলকে স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি ভক্তবৃন্দকে অন্ন ও বল প্রদান করেন, যিনি ভক্তবৃন্দের মৃত্যুপাশ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মোচন করেন, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী রুদ্রদেবকে প্রাপ্ত হয়।

অধুনা প্রণবের মাত্রাভেদে বিশেষ বিশেষ ফলসাধনার্থ অগ্রে প্রণবের মাত্রাচতুষ্টয়ের ফল বিবৃত হইতেছে।— পূর্ণমাত্র "ওঁ" এই শব্দ চিন্তা করিলে তাহাকে ঈশ্বর সর্ব্বশান্তি সমর্পণ করেন; তাহার পশুপাশবৎ ভবপাশ ছিন্ন হয়, সে কর্ম্মপাশ ছেদন পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করে। ওঙ্কারের অকারস্বরূপ প্রথমমাত্রা ব্রহ্মদৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মাই উক্ত অকাররূপ প্রথমমাত্রার দেবতা। ঐ মাত্রা লোহিতবর্ণ, যে ব্যক্তি সেই অকাররূপিণী ব্রহ্মদৈবত রক্তবর্ণা প্রথমমাত্রার ধ্যান করে, তাহার নিত্যধাম-ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপা ও কৃষ্ণবর্ণা। যিনি সেই উকাররূপিণী বিষ্ণুদৈবত কৃষ্ণবর্ণা দ্বিতীয়মাত্রাকে ধ্যান করেন, তিনি সনাতন বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন। ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপিণী, রুদ্রদৈবত ও কপিলবর্ণা। যে ব্যক্তি সেই মকাররূপিণী রুদ্রদৈবত কপিলবর্ণা তৃতীয়মাত্রার চিন্তা করে, নিত্যধাম ঈশানপদ তাহার করগত হয়। ওঙ্কারের চতুর্থী মাত্রা সম্পূর্ণ

ওঙ্কারস্বরূপ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রদৈবত ও অব্যক্তভূতা। ঐ পূর্ণমাত্র ওঙ্কার নিরন্তর সহস্রারকমলে বিচরণ করেন এবং উহা বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বদৈবত পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের চিন্তা করে, অনাময় নিত্যধাম পরমপদ তাহার হস্তগত হয়। অতএব পরমপদ মোক্ষধাম-লাভের বাসনায় পূর্ণমাত্র ওঙ্কারের আরাধনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই সহস্রারপদ্ম অধোমুখ মূর্দ্ধাতে অবস্থিত ; ঐ পদ্ম ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করিবে। এই বিষয়ে ঋষিবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, সেই অব্যক্ত ব্রহ্মধ্যানের এই একমাত্র উপায় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে যাহারা উক্ত অধোমুখ সহস্রদলকমল ভেদ পূর্ব্বক পরমব্রহ্মচিন্তনে অক্ষম, তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল এই প্রণবোপাসনারূপ ব্রহ্মধ্যানই শ্রেয়ঃকল্প। ঋষিবৃন্দ এই পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানবিধান করিয়া গিয়াছেন। এই পন্থা আশ্রয় করত ব্রহ্মচিন্তা করিয়া দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার করত পরমধাম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরমপদ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় এবং কোন কোন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক কামনা করে, তাহাদিগের জ্ঞানের অপরিপাক হেতু আর কল্পান্তরে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ

ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ, কাশী প্রভৃতি মোক্ষধাম অভিলাষ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার বহুবিধ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারা প্রকৃত মুক্তি লাভ করে, তাহা বিবৃত হইতেছে। —যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম, দুর্ল্লভ, সর্ব্বসাক্ষি-স্বরূপ, স্বপ্রকাশমান, ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিপ্রকাশক, আত্মস্থ পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত শান্তিসুখ প্রাপ্ত হন। সাধারণের অদৃষ্টে সেই অনির্ব্বচনীয় পরম-প্রীতিলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা রোষের বিষয়ীভূত পদার্থসকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই রোষের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছে, এবং তৃষ্ণার বিষয়ীভূত পদার্থ সকল পরিহার পূর্ব্বক সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করত সর্ব্ববিধ বিষয়সুখে ক্ষান্ত হইয়া রহিয়াছে, কোন প্রকার বিষয়সাধন বস্তু যাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই কেবল সংসারের সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে এবং অবিবেকবুদ্ধিকে আত্মা হইতে বিদূরিত করিয়া বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয় রুদ্ররূপী ব্রহ্মে সমর্পণ করত সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে থাকে। যেহেতু, পুরাতন আর্য্যগণ সেই রুদ্রদেবকেই একমাত্র পরংব্রহ্ম বলেন এবং সেই রুদ্রই ভগবৎশব্দবাচ্য নিত্যশুদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মস্বরূপ রুদ্রদেব অসীম মাহাত্ম্য-প্রভাবে সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন বস্তুই তাঁহার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি, সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, আত্মসম্বন্ধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশ প্রকার ঈশ্বরমাহাত্ম্যকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধীন। সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ ভস্মধারণচ্ছলে এই অসীম জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভস্মধারণ করেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি যে ভস্মধারণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত ভস্ম নহে; রুদ্রদেব ভস্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়াছেন। অগ্নি প্রভৃতি সকল বস্তু রুদ্র-দেহে ভস্মরূপে বিদ্যমান। অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী ও আকাশ এই সকল বস্তুই ভস্মস্বরূপ এবং মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামও ভস্ম। পশুপতি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ অমঙ্গলজনক ভস্ম ধারণ করিয়াছেন; ইহাই পশুপতির ব্রত। তিনি ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই প্রকার ব্রতাচরণ করিলে আমার ভক্তবৃন্দও তাহা করিবে। যে সমস্ত জীব এই প্রকার ভস্মধারণরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে চিন্তা করে, তাহারা অনায়াসে এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৫ ॥

যোঽগ্নৌ রুদ্রো যোঽপ্স্বন্তর্য ওষধীর্বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্ত্বগ্নয়ে। যো রুদ্রোঽগ্নৌ যো রুদ্রোপ্স্বন্তর্যো রুদ্র ওষধ্ববীরুধ আবিবেশ। যো রুদ্র ইমা বিশ্বা ভুবনানি চক্লপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো নমঃ। যো রুদ্রোঽপ্সু যো রুদ্র ওষধিষু যো রুদ্রো বনস্পতিষু। যেন রুদ্রেণ জগদূর্দ্ধং ধারিতং পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতা নাগা যেঽন্তরীক্ষে তস্মৈ রুদ্রায় বৈ নমো নমঃ॥

মূর্দ্ধানমস্য সংসেব্যাপ্যথর্ব্বা হৃদয়ঞ্চ যৎ। মস্তিষ্কাদূর্দ্ধং প্রেরয়ত্যবমানোঽধিশীর্ষতঃ। তদ্বা অথর্ব্বণঃ শিরো-দেবকোষঃ সমুজ্ঝিতঃ। তৎ প্রাণোঽভিরক্ষতি শিরোঽন্তমথো মনঃ। ন চ দিবো দেবজনেন গুপ্তা ন চান্তরীক্ষাণি ন চ ভূম ইমাঃ যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতপ্রোতং তস্মাদন্যং ন পরং কিঞ্চ নাস্তি। ন তস্মাৎ পূর্ব্বং ন পরং তদস্তি ন ভূতং নোত ভব্যং যদাসীৎ। সহস্রপাদেকমূর্দ্ধ্না ব্যাপ্তং স এবেদমাবরীবর্ত্তি ভূতম্। অক্ষরাৎ সঞ্জায়তে কালঃ কালাদ্-ব্যাপক উচ্যতে। ব্যাপকো হি ভগবান্ রুদ্রো ভোগায়মানো যদা শেতে রুদ্রস্তদা সংহার্য্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমস-আপোঽপ্স্বঙ্গুল্যা মথিতে মথিতং শিশিরে শিশিরং মথ্যমানং ফেনং ভবতি ফেনাদণ্ডং ভবত্যণ্ডাদ্ব্রহ্মা ভবতি ব্রহ্মণো বায়ুঃ বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী সাবিত্র্যা গায়ত্রী গায়ত্র্যা লোকা

ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি তপঃ সত্যং মধু ক্ষরন্তি যদ্ধ্রুবম্। এতদ্ধি পরমং তপঃ। আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং নম ইতি ॥ ৬ ॥

অগ্ন্যাদীনাং রুদ্ররূপতয়া রুদ্রস্য চাগ্নিরূপতয়া অগ্ন্যাদ্যধিকরণতয়া চ নমস্কর্ত্তুং মন্ত্রত্রয়মাম্নাতং যোঽগ্নৌ রুদ্র ইত্যাদি। প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যয় ইতি প্রকৃতিভাবঃ ওষধীঃ ব্রীহ্যাদ্যাঃ বীরুধঃ গুল্মা একৈকগ্রহণং প্রদর্শনার্থম্ ॥

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি" স্মৃতেঃ।
"যা যা প্রকৃতিরুদারা যো যোঽপ্যানন্দসুন্দরো ভাবঃ।
যদপি চ কিঞ্চিদ্রমণীয়ং বস্তু শিবস্তত্তদাকারঃ"॥ ইতি চ স্মৃতেঃ।

ইমাঃ ইমানি বিশ্বানি চক্লৃপে কৃতবান্ পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা ধর্ত্তা ধারিতেতি। ঋতা সত্যাসত্যা ধারা সতী পৃথিবী দ্বিধা ত্রিধা শেষরূপেণ দিগ্‌গজরূপেণ রাজন্যরূপেণ চ ধারিতা ধৃতা। শেষনাগরূপেণ ধৃতা ইত্যুক্তে পাতাল এব নাগরূপেণ তিষ্ঠতীতি শঙ্কা স্যাদত আহ নাগা ইতি। তদুক্তং নীলরুদ্রেণ—

"নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু।
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো নমঃ॥" ইতি॥

নাগাঃ দিগ্‌গজা বা তেঽপ্যন্তরীক্ষস্থা দন্তৈঃ পৃথিবীং বিভ্রতি।

ইদানীমথর্ব্বশিরসোঽস্য গ্রন্থস্যোৎপত্তি-প্রকারমাহ মূর্দ্ধানমিতি। অথর্ব্বা অথর্ব্বর্ষি-শরীরাধিষ্ঠাতা পবমানঃ বায়ুঃ প্রাণঃ অস্য অথর্ব্বণো মুনেঃ মূর্দ্ধানং সংশীব্য সংশীর্য্য বিদার্য্য মস্তিষ্কাৎ মস্তকাৎ ঊর্দ্ধঃ সন্ যদস্য হৃদয়ং হৃদিস্থং গ্রন্থরূপং তৎ শীর্ষতঃ অধিশীর্ষে প্রেরয়ৎ প্রেরিতবান্। তদ্বেতি। অধিশীর্ষতঃ শির ঊর্দ্ধতঃ যস্মাৎ প্রাণেন প্রেরিতং তৎ তস্মাৎ বৈ নিশ্চিতম্ অথর্ব্বণঃ শিরঃ এতদ্গ্রন্থরূপং দেবকোষঃ দেবানামিন্দ্রাদীনাং কোষো নিধিঃ সমুজ্বিতঃ সুগোপিতঃ সুরক্ষিতঃ। তদ্গ্রন্থরূপমদ্ভুতং সৎ কেন রক্ষিতম্ অত আহ তৎ প্রাণ ইতি। তৎ শিরঃ প্রাণোঽভিরক্ষতি প্রাণাধীনত্বাদধ্যয়নস্য প্রাণস্য অন্নাধীনস্থিতিকত্বাদন্নমপ্যভিরক্ষতি। তর্হি সুষুপ্তে কস্মান্নাধীত ইত্যত আহ মন ইতি। মনসা মনস্যভিমন্ত্রানধীয়েত্যথাধীত ইতি শ্রুতেঃ মনোঽপ্যভিরক্ষতি ॥

যং দেবমেষোপনিষৎ স্তৌতি তস্যোপনিষদুৎপত্তি-প্রকার-কথনেন মহত্ত্বমুক্ত্বা প্রকৃতং তদেব স্তবনমনুসন্ধত্তে ন চেতি। দেবাদীনাং নবত্বং গুণসঙ্করেণ দ্রষ্টব্যম্ তদ্যথা দ্যৌলোকঃ সাত্ত্বিক-রাজস-তামসভেদেন ত্রিধা ত্রিবিধোঽপি প্রত্যেকং সঙ্করেণ নবধা এবমন্তরীক্ষং ভূমিশ্চ। যদ্বা জম্বুদ্বীপস্য নবখণ্ডত্বাৎ ইতরয়োরপি তথা খণ্ডাঃ কল্প্যাঃ। দেবজনেন দেবজনকেন অথবা দেবাঃ জনাঃ সেবকা যস্য তেন রুদ্রেণ গুপ্তা গোপিতা রক্ষিতা। ভূম ইমা ইতি ছান্দসো বর্ণ-

লোপঃ ভূময় ইমাঃ গুপ্তা ইতি। ন চ কেবলং গুপ্তাঃ কিন্তু ব্যাপ্তা অপি ইত্যাহ যস্মিন্নিতি। ওতং প্রোতং তন্তুম্বিব পট আততঃ প্রততশ্চ ঊর্দ্ধং তন্তুভিরাবয়নং তির্য্যক্ তন্তুভিঃ প্রবয়নং যস্মাৎ দেবাৎ ন হ্যনৎ পরং ভিন্নমস্তি দেব-সত্ত্বায়তত্বাৎ জগৎসত্ত্বস্য পরম্ উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানব্যাপ্তিমুক্ত্বা ভূতভবিষ্যতোরপি ব্যাপ্তিমাহ ন তস্মা-দিতি। যৎ ভূতং ভব্যং বা অস্তি তদপি তস্মাৎ পূর্ব্বং পরঞ্চ নাসীৎ ন ভবিষ্যতি চ ইত্যপি বোধ্যম্॥

নন্বেকেন কথমনেকং ব্যাপ্তম্ অত আহ সহস্রেতি। সহস্রপাৎ কার্য্যরূপেণ সহস্রপাচ্চাসাবেকমূর্দ্ধা চ সহস্র-পাদেকমূর্দ্ধা তেন ব্যাপ্তমিদম্ কারণেন কার্য্যব্যাপ্তির্ম্মাদৌ প্রসিদ্ধা ন কেবলং তিল-তৈল-দধি-সর্পিরাদিবৎ ব্যাপ্তিমাত্রম্ কিন্তু স এবাতিশয়েন আবৃণোতি আবরীবর্ত্তি সর্ব্বাংশেন ব্যাপ্নোতি ন তু খলু চক্রাদিবৎ ততোহন্যৎ কিঞ্চিদস্তি অক্ষরাৎ কূটস্থাৎ কালঃ সঙ্কর্ষণঃ হ্যন্তধিপঃ ক্ষণাদি-ব্যবহার-নিমিত্তভূতঃ সঞ্জায়তে কালাদ্ব্যাপক উচ্যতে সতি কালে ব্যাপ্য-ব্যাপক-সংজ্ঞাং লভতে ভোগায়মানঃ সর্পশরীরমিব সর্ব্বতঃ সঙ্কিপ্য যদা শেতে উপরত-ক্রিয়ো ভবতি তদা সংহার্য্যতে সংহর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ॥

সম্প্রতি সৃষ্টিমাহ উচ্ছ্বসিতে ইতি। উচ্ছ্বসিতে কার্য্য-জননোৎসুকে ঈশ্বরে সতি তমঃ অজ্ঞানং প্রসৃতং ভবতি তমসঃ আকাশাদিক্রমেণ আপঃ অপ্স্ব অঙ্গুল্যা মথিতে মথনে

কৃতে সতি তক্রমিব জা তে ততঃ শিশিরে বিলম্বে সতি শিশিরং শীতং ভবতি শীতার্থাঃ শব্দাঃ বিলম্বার্থা অপি ভবন্তি যথা শীতকোঽয়ং বিলম্বকারীতি গম্যতে। অথবা শিশিরে বায়ৌ বাতি শিশিরং ভবতীত্যর্থঃ। শীতলং সৎ পুনর্ম্মথ্য-মানং ফেনো ভবতি ফেনাৎ কালেনাণ্ডং ভবতি ব্রহ্মা প্রজা-পতিঃ বায়ুঃ প্রাণাখ্যঃ মারুতস্তু রসি চরন্ মন্ত্রং জনয়তি স্বরম্ ইত্যুক্তেঃ। বায়োরোঙ্কারঃ ওঙ্কারাৎ সাবিত্রী গায়ত্র্যাঃ পূর্ব্বা-বস্থা ব্যাহৃত্যাখ্যা প্রণবাদক্ষরত্রয়াদ্ব্যাহৃতিত্রয়ম্ ইত্যুক্তেঃ। গায়ত্রী তৎপদাদিকা গায়ত্র্যাঃ বেদত্রয়দ্বারা ত্রয়ো লোকা ভবন্তি। অর্চ্চয়ন্তি লোকান্ বুধাঃ কুতঃ যতো লোকঃ তপঃ সত্যং যচ্চ ধ্রুবং মধু অমৃতং মোক্ষাখ্যং তৎ ক্ষরন্তি। শরীরসাধ্যত্বাৎ তপ আদীনাং শরীরস্য চ: সৃষ্টিপ্রধানত্বাৎ ইতরথা বিদ্যাৎ যতঃ সুষুপ্তিবজ্জাড্যাত্তন্ন নিবর্ত্ততে অতএব ঈশ্বরস্য জীবানুগ্রহায় সৃষ্টিনির্ম্মাণমিতি ॥

কিং তৎ পরমং তপঃ? ইত্যাহ আপ ইতি। তপঃসাধনত্বাদয়ং মন্ত্রস্তপ ইত্যুক্তঃ তস্মাৎ প্রযত্নেন প্রাণা-য়ামোঽপ্যাবর্ত্তনীয়ঃ ইতি ভাবঃ। তপঃসত্যে লোকাখ্যে ধ্রুবং মধু ক্ষরন্তি প্রস্রবন্তি লোকাঃ ভূরাদয়ঃ তেন তানর্চ্চ-য়ন্তি এতৎ হি যস্মাৎ পরমং তপঃ তপঃফলং গায়ত্রীশিরঃ সাধ্যমিতি চার্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি সকল বস্তুই যে রুদ্রস্বরূপ, যে রুদ্রদেব অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি ব্রহ্মা-

ণ্ডের সকল পদার্থস্বরূপ অর্থাৎ যিনি বহ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতাস্বরূপ ও ওষধি প্রভৃতি নিখিল বস্তুতে প্রবিষ্ট আছেন এবং অগ্নি, জল ও বনস্পতি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু যে রুদ্রদেবে বর্ত্তমান আছে, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, যে রুদ্রদেব অনন্তব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সেই জগৎকর্ত্তা রুদ্রদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি অন্তরীক্ষরূপে ঊর্দ্ধদেশে অনন্তরূপে, অন্তরীক্ষদেশে দিগ্‌গজরূপে এবং মধ্যপ্রদেশে রাজন্যস্বরূপে বসুমতীকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বজন-কর্ত্তা রুদ্ররূপী পরাৎপর পরমব্রহ্মকে বার বার নমস্কার করি।

অধুনা এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ-নামক গ্রন্থের উৎপত্তি-প্রকরণ প্রকাশিত হইতেছে।—অথর্ব্বনামা ঋষির দেহের অধিষ্ঠাতা প্রাণবায়ু তাঁহার হৃদিস্থিত শ্রুতির প্রণয়নাভি-লাষকে ঊর্দ্ধদেশে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিল। তৎপরে সেই অভিলাষ শ্রুতিরূপে পরিণত হইয়া অথর্ব্বঋষির মূর্দ্ধা ভেদ পূর্ব্বক মস্তিষ্ক হইতে ঊর্দ্ধে নীত হইল। শ্রুতি সকল অথর্ব্ব-ঋষির শিরোদেশ ভেদপূর্ব্বক প্রাণবায়ু-কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে নীত হইয়াছিল, এই জন্য এই উপনিষৎ "অথর্ব্বশিরো" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া দেবকোষরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণ গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই শ্রুতি প্রাণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইল এবং প্রাণিবৃন্দ এই

উপনিষৎ-শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপনিষৎশ্রুতির রক্ষাবিষয়ে অন্নও কারণ, কেন না, অন্নই প্রাণস্থিতির মূল কারণ। সুষুপ্তিসময়ে মন এই উপনিষৎকে রক্ষা করিতে লাগিল অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে প্রাণের বিষয়ধারণাশক্তি লুপ্ত হয়, কিন্তু মন তৎকালেও সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ থাকে; সুতরাং এই উপনিষৎ সুষুপ্তি-সময়ে মনে অবস্থিত থাকিতে পারে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উপনিষৎ যে দেবতার গুণবর্ণন করিয়াছে, উপনিষদের উৎপত্তিপ্রকরণ-নির্ণয়দ্বারা সেই দেবতার মহত্ত্ব কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দেবতার স্তব করা হইতেছে।—স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশ এই সকলই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে নবধা বিভক্ত আছে, এই সমস্তই দেবাদিদেব ভগবান্ রুদ্র পালন করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যেমন পটখণ্ডমধ্যে সূত্রসকল ইতস্ততঃ অব্যাহত-রূপে বিস্তৃত থাকে, তদ্রূপ জগৎকারণ সর্ব্বকর্ত্তা পরংব্রহ্ম রুদ্রদেব এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই জগতে এমন বস্তু বা স্থান নাই যে সেই বস্তুতে বা সেই স্থানে তাঁহার অধিষ্ঠান নাই। সেই পরম-পিতা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত এই জগতে সারভূত বস্তু আর কিছুই নাই, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই তাঁহার বিদ্যমানতা আছে, কোন কালেও তাঁহার অভাব নাই। যে সমস্ত বস্তু অতীত-

কালস্থিত, রুদ্রদেব সেই সমস্ত বস্তুরও আদি ও যাহা ভবিষ্যৎকালস্থায়ী, সেই পরমকারণ অনন্তরূপী ব্রহ্ম তাহার সংহারেও বিদ্যমান থাকিবেন।

সর্ব্বথা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইল এবং সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। অধুনা জিজ্ঞাস্য এই যে, এক বস্তু কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে।—সেই পরমব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু অনন্ত-শক্তিশালী, একমূর্দ্ধা ও সহস্রপাদ। তাঁহার আকার ও রূপের সীমা নাই, তিনি অনন্তরূপে ও অশেষপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমাত্মা পরংব্রহ্ম সকল বস্তুতেই সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি তৈলাদি ও দধি-ঘৃত ইত্যাদির ন্যায় একদেশব্যাপী নহেন, পরন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুর সর্ব্ব অবয়ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি মহাকালস্বরূপ ও কালব্যাপী, তিনিই ক্ষণমুহূর্ত্তাদি সর্ব্বকালের কারণ। ভগবান্ রুদ্রদেব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপার হইতে বিরত হন, তখনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। তৎকালেই তিনি সর্ব্বসংহারক কাল আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন।

অধুনা সৃষ্টিপ্রকরণ-বিবরণচ্ছলে ভগবান্ রুদ্রদেবের স্তব করা হইতেছে।—সেই ভগবান্ পরাৎপর, পরমাত্মা, রুদ্ররূপী, বিশ্বকর্ত্তা পরমব্রহ্ম যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে সমুৎ-

স্থক হন, তৎকালেই অজ্ঞানরূপ তমঃ উৎপন্ন হয়; সেই তমঃ হইতে আকাশ এবং সেই আকাশ হইতে সলিলের সৃষ্টি হইল। তখন ভগবান্ রুদ্রদেব অঙ্গুলী দ্বারা সেই সলিল মথন করিলেন। তৎপরে সেই সলিলমন্থনে তক্র-বৎ শিশির উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই শিশির ক্ষণকাল তদবস্থায় রহিল; পরে উক্ত শিশির শীতল হইলে তাহা হইতে শব্দ জন্মিল। তদনন্তর বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, ঐ বায়ুবহনে সেই শিশির পুনরায় মথিত হইয়া ফেনরূপে পরিণত হইল। কালসহকারে সেই ফেন হইতে একটি অণ্ড সঞ্জাত হইল, সেই অণ্ড হইতে প্রজা-পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু প্রাণরূপে বহিতে লাগিল। পরে সেই বায়ু হইতে ওঙ্কার, ওঙ্কার হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে গায়ত্রী এবং গায়ত্রী হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইল। এই প্রকারে জগৎসৃষ্টি হইলে সকলেই সেই লোকত্রয়ের পূজা করিতে লাগিল। যেহেতু, সেই সমস্ত লোক হইতেই তপঃ সঞ্চিত হয় এবং সেই তপস্যা হইতে মোক্ষপদলাভ হইয়া থাকে। তপঃ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই শরীরসাধ্য, সেই শরীরও জগদীশ্বরের সৃষ্টির অধীন। সুতরাং করুণাময় জগৎপতি জীবগ্রামের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টিপ্রণালী নির্ম্মাণ করিলেন। তপস্যা দ্বারাই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য সর্ব্ব-

প্রযত্নে প্রাণায়ামরূপ তপশ্চরণ করিবে; ইহাই পরম তপ ॥ ৬ ॥

য ইদমথর্ব্বশিরো ব্রাহ্মণোঽধীতে অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি অনুপনীত উপনীতো ভবতি সোঽগ্নি-পূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স সূর্য্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি স সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরনুধ্যাতো ভবতি স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি তেন সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিরিষ্টং ভবতি গায়ত্র্যাঃ ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি ইতিহাসপুরাণানাং রুদ্রাণাং শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি প্রণবানামযুতং জপ্তং ভবতি। স চক্ষুষঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাতি। আসপ্তমাৎ পুরুষ-যুগান্ পুনাতীত্যাহ ভগবানথর্ব্বশিরঃ সকৃজ্জপ্ত্বৈব শুচিঃ স পূতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি। দ্বিতীয়ং জপ্ত্বা গণাধিপত্য-মবাপ্নোতি। তৃতীয়ং জপ্ত্বৈবমেবানুপ্রবিশত্যোং সত্যমোং সত্যমোং সত্যম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে শির-উপনিষৎ সমাপ্তা ॥

দীপিকা।—সম্প্রত্যধ্যয়নফলমাহ য ইদমথর্ব্বশির ইতি। ব্রাহ্মণঃ ইতি বচনাৎ উপনীতস্যাপি ক্ষত্রিয়াদের্না-ধিকার ইতি গম্যতে মুখ্যত্বাববোধনায় বা ব্রাহ্মণগ্রহণম্। অধীতে ইতি অর্থবোধপর্য্যন্তমধ্যয়নং পাঠমাত্রস্য

নিন্দাশ্রুতেঃ। ন চাল্পায়াসেন কথং বহুযত্নসাধ্যং ফলং স্যাদিতি শঙ্ক্যম্ অল্পায়াসেনাপ্যমৃতাদের্ম্মহাতৃপ্তি-জনকত্বাদি-দর্শনাৎ বস্তুশক্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ। অনধীতবেদোঽপ্যেতন্মাত্রাধ্যয়নেনৈতাদৃশো ভবতীত্যাহ অশ্রোত্রিয় ইতি। শ্রোত্রিয়ঃ বেদমধীত্য তদর্থানুষ্ঠাতা অনুপনীতঃ দ্বিতীয়োপনয়নাদিরহিতঃ অগ্নিপূতঃ অগ্নিনা হুতেন যথা পূতঃ বায়ুনা প্রাণায়ামৈর্যথা পূতঃ সূর্য্যেণ উপ-স্থিতেন যথা পূতঃ সোমেন সোমযাগেন যথা পূতঃ সত্যেন সত্যভাবিতেন যথা পূতঃ সর্ব্বৈঃ ধর্ম্মসাধনৈরনুষ্ঠিতৈর্যথা পূতঃ তথা অনেনেত্যর্থঃ। বেদৈঃ ইতি বেদানাং দেবতা-রূপেণ চেতনত্বাদনুধ্যানং সম্ভবতি। পুরুষযুগান্ মাতৃ-পক্ষীয়াংশ্চ। সপ্তমাৎ পুরুষাদাত্মানমভিব্যাপ্য পুনাতী-ত্যাহ ভগবান্ অথর্ব্বা॥

সকৃদাদিপাঠস্য ফলমাহ অথর্ব্বশির ইতি। এবমেব অনুপ্রবিশতি ইতি বিশেষমপশ্যন্ সামান্যমেব প্রবিশতি তচ্চ সামান্যরূপং ব্রহ্মৈব মোক্ষং যাতীত্যর্থঃ। যদ্বা এঃ বিষ্ণুঃ বঃ শিবঃ তয়োঃ সমাহারঃ এবং হরি-হরস্বরূপং তদেব অনু-প্রবিশতীতি এর্ব্বিষ্ণুর্ব্বো মহেশ্বর ইতি চৈকাক্ষরনির্ঘণ্টঃ। হরোপাস্ত্যা হরিপ্রাপ্তিঃ অবিরুদ্ধৈক-মূর্ত্তিত্বাত্তয়োরিতি॥

কিং তৎ সামান্যরূপম্? যদনুপ্রবিশতীত্যপেক্ষায়ামাহ সত্যমিতি। ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমিত্যর্থঃ, হরি-হর-রূপমপ্যে-তদুভয়বাচ্যং ভবতি একবাচ্যং বা ওঙ্কারবাচ্যং সত্যমেব

সাধনান্তরং বিনৈব অনুপ্রবিশতীতি। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ৭ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং দীপিকাথর্ব্বমস্তকে ॥
ইত্যথর্ব্বশির-উপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা ॥

অনুবাদ।—অধুনা এই অথর্ব্বশিরোনামক উপনিষৎ-পাঠের ফল বিবৃত হইতেছে।—যে ব্রাহ্মণ এই উপনিষৎ পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, বেদাধ্যয়নাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও সে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে উপবীত না হইলেও তাহাকে উপনীত বলা যায়, সেই ব্যক্তি অগ্নিপূত অর্থাৎ হোমকর্ম্ম না করিয়াও হোমাদি দ্বারা পবিত্রীকৃতশরীরের ন্যায় হয়। সেই ব্যক্তি বায়ুপূত অর্থাৎ প্রাণসংযম না করিয়াও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্রশরীর ব্যক্তির সদৃশ হয়। এই শিরোপনিষৎ পাঠ করিলে সূর্য্যোপস্থানকারী ব্যক্তিবৎ তেজস্বী হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সোমযাগ করিয়া শুদ্ধদেহ হইয়াছে, এই উপনিষৎপাঠকারী ব্যক্তিও সেহার ন্যায় পূতদেহ হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর সত্যকথনদ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন করিয়াছে, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে সেই ব্যক্তির ন্যায় আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ

হয়। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে যেমন শরীর বিশুদ্ধ হয়, এই শিরঃ-উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ শরীরের পবিত্রতা সাধিত হয়। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, সেই মহাপুরুষ সুরগণ কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হন, দেবরূপী বেদসকল নিয়ত তাঁহাকে অনুধ্যান করেন,সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফলভাগী হয়, সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্যলাভ করে। ষষ্টিসহস্রসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই উপনিষৎ অধ্যয়নে তদ্রূপ পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস ও পুরাণপাঠে এবং শতসহস্র রুদ্রনাম-জপে যেরূপ পুণ্য জন্মিতে পারে, এই উপনিষৎ পাঠ করিলে তদ্রূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়। প্রণবমন্ত্র অযুতসংখ্য জপ করিলে যত প্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এই উপনিষৎপাঠে মানব তদ্রূপ সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যে ব্যক্তি এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করে, তাহাকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদিগের নেত্র পবিত্র হয়। সেই ব্যক্তি আপন পিতৃমাতৃপক্ষীয় উভয়কুলের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে। ভগবান্ অথর্ব্বনামা ঋষি এই প্রকারে উপ-নিষৎলাভের ফলকীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু যে ব্যক্তি একবারমাত্র এই অথর্ব্বশির-উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি শুচি, পবিত্র ও সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হয়। দ্বিতীয়-পাঠে গণাধিপতিত্ব লাভ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তৃতীয়-বার এই উপনিষৎ পাঠ করে, সেই ব্যক্তি হরিহরাত্মক

পরংব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া পরমধাম মোক্ষপদ লাভ করত অনির্ব্বচনীয় সুখসাগরে সন্তরণ করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি অথর্ব্বশির-উপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

আগমবাগীশ স্বামী কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

প্রকাণ্ড গ্রন্থ, নূতন সংস্করণ, সচিত্র, সানুবাদ।

বহুদিন পরে আবার বহু ভক্তের আকাঙ্ক্ষ
প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারের বিজ্ঞাপ
দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—পূজা, পুরশ্চরণ,হোম,যাগ-য
বলিদান, সাধন, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ,—তন্ত্রসারে
নাই? তন্ত্রতত্ত্ব ও তন্ত্ররহস্যের পঞ্চমকাররহ
পঞ্চমসাধন কি? তান্ত্রিকসাধনায় শাক্তভক্তের সব
সাধনের সিদ্ধ ইহাতে পাইবেন। মূল্য অনুবাদসহ
১৷৹ দেড় টাকা।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ও মন্ত্রকোষ

তন্ত্র সাধকের প্রাণ, সর্ব্বতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, কলির ম
বের মুক্তি, নিগূঢ় মর্ম্ম, গূঢ়তত্ত্ব নিহিত মহাদেবের মা
মঙ্গলকর প্রণয়ন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, স্বল্পসময়ে সি
লাভ, কামিনীমায়া-সাধনে মহামায়া,সুরা-সাধনে অ
লাভ। মূল অনুবাদসহ। পরিশিষ্টে মন্ত্রকোষ—
দেবীর মন্ত্র। সাধকগণের গুপ্তরহস্য পরিব্য
মূল্য ৸৹ আনা। বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।